মুসনাদে
আহমাদ
[প্রথম খণ্ড]

মুসনাদে আহমাদ

[প্রথম খণ্ড]

مُسْنَدُ اَحْمَدُ

অনুবাদ

হাফেয আকরাম ফারুক

সম্পাদনা

মাওলানা আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-300-003060-5 set

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩০
ফাল্গুন ১৪১৫
ফেব্রুয়ারী ২০০৯

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা
কম্পোজ : র‍্যাক্‌স কম্পিউটার

মুদ্রণ : আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

বিনিময় : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

Musnade Ahmad (Vol. I) Translated by Hafez Akram Faruqe and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st Edition February 2009 Price Taka 350.00 only.

প্রকাশকের কথা

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) হিজরী ১৬৪, ঈসায়ী ৭৮০ সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল ছিলেন একজন সামরিক কর্মকর্তা। পুত্রের জন্মের তিন বছর পর তিনি মারা যান।

বাগদাদে মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বলের একটি ছোট্ট জায়গীর ছিলো। সেই জায়গীরের আয় দিয়েই তাঁর পরিবারের সদস্যগণ জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

বাগদাদে অবস্থানকালেই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) আল কুরআন, আল হাদীস এবং আল ফিকহ চর্চা শুরু করেন। ঈসায়ী ৭৯৫ সনে তিনি ব্যাপকতর জ্ঞান হাছিলের জন্য, বিশেষ করে আল হাদীস সংগ্রহের জন্য ইরাক, সিরিয়া, ইয়ামান এবং মাক্কা-মাদীনাসহ হিজাযের বিভিন্ন শহর সফর করেন। তিনি বহুসংখ্যক উস্তাদের শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনেন এবং লিপিবদ্ধ করেন।

অবশেষে তিনি নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে একটি হাদীস সংকলন তৈরির কাজে হাত দেন।

তিনি প্রথমে আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলিত করেন। অতপর সংকলিত করেন যথাক্রমে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) এবং আলী ইবনু আবী তালিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো। এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক ছাহাবীর নাম শিরোনামরূপে ব্যবহার করে তাঁদের বর্ণিত হাদীসগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত করেন। এই পদ্ধতিতে হাদীস সংকলিত করাকেই মুসনাদ পদ্ধতি বলা হয়।

'মুসনাদে আহমাদ' হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার। প্রায় উনত্রিশ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) তাঁর সময়কার বড়ো রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক ফিতনা 'মুতাযিলাবাদ' এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মুতাযিলাবাদীরা মুসলিমদের চিন্তার জগতে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। তিনি দৃঢ়তার সাথে এর অসারতার বিরুদ্ধে এবং ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

আব্বাসী খালীফা আল মামুন ছিলেন মুতাযিলাবাদের পৃষ্ঠপোষক। খালীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ও খালীফা ওয়াসিক বিল্লাহও তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন।

এই তিন খালীফার শাসনকালে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) বারবার বন্দী হন এবং দৈহিক নির্যাতনের শিকার হন। চাবুক মেরে মেরে তাঁকে আহত করা হতো। কখনো কখনো অনির্ধারিত মেয়াদের জন্য জেল খানায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এইভাবে নির্যাতিত হয়েও তিনি মুতাযিলাদের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তী খালীফা আল মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ 'মুতাযিলাবাদ'-এর ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে (রহ) স্বাধীনভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করার অনুমতি দেন। ইমাম আবার হাদীস চর্চা ও হাদীসের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

হিজরী ২৪১, ঈসায়ী ৮৫৫ সনে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) মৃত্যু বরণ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার 'মুসনাদে আহমাদ' অনুবাদ ও প্রকাশনা কাজে হাত দিয়েছে। এটি সঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

মুসনাদে আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা)

(হযরত আবু বাকরের (রা) বর্ণিত হাদীস)

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

(হযরত উমারের (রা) বর্ণিত হাদীস)

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রা)

(হযরত উসমানের (রা) বর্ণিত হাদীস)

মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রা)

(হযরত আলীর (রা) বর্ণিত হাদীস)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

মুসনাদে আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা)

(হযরত আবু বাকরের বর্ণিত হাদীস)

অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার ভয়াবহ পরিণাম

١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ اَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ اَسَدِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهِ. اَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيْ (٣) وابن أبي شيبة ١٥/١٧٤-١٧٥) وعبد بن حميد (١) وأبو داود (٤٣٣٨) والتّرمذى (٢١٦٨) و (٣٠٥٧) وابن ماجه (٤٠٠٥) والبزّار (٦٥) و (٦٦) و (٦٧) و (٦٨) والمروزي في مسند أبى بكر (٨٦) و (٨٧) و (٨٨) و (٨٩) والطبري في تفسيره (٩٨/٧) وأبو يعلي (١٢٨) و (١٣٠) و (١٣١) و (١٣٢) والطحاوي في المشكل

(١١٦٥-١١٧٠) وابن حبّان (٣٠٤) و (٣٠٥) والبيهقي (١٠/٩١) والبغوي (٤١٥٣) ويأتي برقم (١٦) و (٢٩) و (٣٠) و (٥٣). جميعهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.

১। আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বলেন : আমাকে আমার পিতা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ তদীয় পুস্তক থেকে জানিয়েছেন এবং বলেছেন : আমাকে আবদুল্লাহ বিন নুমায়ের বলেছেন, আমাকে ইসমাঈল (অর্থাৎ খালিদের পিতা) কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত আবু বাকর (রা) জনসমক্ষে দাঁড়ালেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন : হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এ আয়াত পাঠ করে থাকে :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান হও। তোমরা নিজেরা যখন হিদায়াত লাভ করবে (সৎপথে চলবে) তখন যে ব্যক্তি বিপথগামী হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "লোকেরা যখন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখবে, অথচ তার প্রতিরোধ করবে না, তখন অচিরেই আল্লাহ্ তাদের ওপর সর্বব্যাপী আযাব নাযিল করবেন।" (অর্থাৎ অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী– সকলেই সেই আযাবে নিপতিত হবে।)

হুমায়দী, ইবনে আবিশায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাজ্জার, মারওয়ায, আবু ইয়ালা, তাহাবী, ইবনে হিববান, বাইহাকী ও বাগাওয়ী নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে এবং আত্‌তাবারী তদীয় তাফসীরে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। অত্র মুসনাদেও ১৬, ২৯, ৩০ ও ৫৩ নং হাদীসে এর পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়।

[বি: দ্র: পরবর্তী সকল হাদীসের অনুবাদে শুধুমাত্র বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হবে। –অনুবাদক]

গুনাহ মাফের উপায়

٢- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ

الْحَكَمِ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِي اللّٰهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِيْ عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِيْ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوْءَ. (قَالَ مِسْعَرُ وَيُصَلِّيْ وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ) فَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ غَفَرَلَهُ ٚ أخرجه الطيالسي (١) و (٢) والحميديُّ (١و٤) وابن أبي شيبة (٢/٣٨٧) وأبو داود (١٥٢١) والترمذي (٤٠٦) و (٣٠٠٦) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (٤١٤) و (٤١٧) وفي التفسير (٩٨) وابن ماجه (١٣٩٥) والبزّار (٨) و (٩) و (١٠) و (١١) وأبو يعلي (١) و (١١) و (١٢) و (١٣) و (١٤) و (١٥) والطبرى (٤/٩٦) والعقيلى (١/١٠٦) والمروزى (٩) و (١٠) وابن حبان (٦٢٣) والطبراني في الدعاء (١٨٤١) و (١٨٤٢) وتمام في الْفوائد (١٤٠٨) وأبو نعيم فى إخبار اصبهان (١/١٤٢) والبغوى فى شرح السنة (١٠١٥) وفى تفسيره ١/٣٥٣) وابن أبى حاتم فى تفسيره (٢/٥٥٣)

২। আলী (রা) বলেন : আমি যখন সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কোন হাদীস শুনতাম, তখন তা দ্বারা আল্লাহ আমাকে যতটা ইচ্ছা উপকৃত করতেন। আর যখন অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শ্রুত কোন হাদীস আমাকে জানাতো, তখন আমি তার কাছ থেকে শপথ নিতাম (যে, সে সত্যই নিজ কানে হাদীসটি হুবহু শুনেছে কিনা) যখন সে শপথ করতো, কেবল তখনই আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবু বাকর

আমাকে একটা হাদীস শুনিয়েছেন এবং তিনি সত্যইবলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কো“ গুনাহর কাজ করে, তার অব্যবহিত পর খুব ভালভাবেটওযূ করে, (মিসয়ারের বর্ণনা মুতাবিক, অতঃপর নামূয পড়ে সুফিয়ানের বর্ণনা মুতাবিক, অতঃপর দু'রাকক্ষত নামায পড়ে,) অতঃপর মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চক্ষস্ম, তখন অবশ্যই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। (তায়ালেসভ্রক্ষ হুমাইদী, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, তিরম্রিভ্র, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায্‌যার, আবু ই'য়ালী,<আত্‌তাবারী, উকাইলী, মারওয়াযী, ইবনু হিব্বান, তাবারানী, তুম্মাম, আবু নাঈম, বাগাওয়ী ও ইবনে আবি হাতেম নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। মুসনাদে আহমাদেও ৪৭ ও ৪৮ নং হাদীসে এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে।)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বাকরের (রা) হিজরাতের বিবরণ

٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِى الْعَنْقَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِشْتَرٰى اَبُوْ بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ سَرْجًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا. قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلٰى مَنْزِلِىْ فَقَالَ لاَ حَتّٰى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ مَعَهُ. قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ خَرَجْنَا فَاَدْلَجْنَا فَاَحْثَثْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتّٰى اَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ فَضَرَبْتُ بِبَصَرِيْ هَلْ اَرٰى ظِلاًّ نَأْوِى إِلَيْهِ؟ فَإِذَا اَنَا بِصَخْرَةٍ فَاَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا فَسَوَّيْتُهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرْوَةً وَقُلْتُ اضْطَجِعْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاضْطَجَعَ ثُمَّ خَرَجْتُ اَنْظُرُ هَلْ اَرٰى اَحَدًا مِنَ الطَّلَبِ فَإِذَا اَنَا (٣/١) بِرَاعِيْ غَنَمٍ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ يَا غُلَامُ؟

فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِيْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لِيْ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْهَا ثُمَّ اَمَرْتُهُ فَنَفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ فَنَفَضَ كَفَّيْهِ مِنَ الْغُبَارِ وَمَعِيْ إِدَاوَةٌ عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَحَلَبَ لِيْ كُثْبَةً مِنَ اللَّبَنِ فَصَبَبْتُ - يَعْنِى الْمَاءَ - عَلٰى الْقَدَحِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ هَلْ اَنٰى الرَّحِيْلُ؟ قَالَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُوْنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا اَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا. فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا حَتّٰى إِذَا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِي؟ قَالَ قُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا عَلٰى نَفْسِي اَبْكِي وَلٰكِنْ اَبْكِيْ عَلَيْكَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِيْ اَرْضٍ صَلْدٍ وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ هٰذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُنْجِيَنِيْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ فَوَ اللّٰهِ لَاُعَمِّيَنَّ عَلٰى مَنْ وَرَائِى مِنَ الطَّلَبِ وَهٰذِهِ كِنَانَتِيْ فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ بِإِبِلِيْ وَغَنَمِيْ فِيْ

مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا. قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى اَصْحَابِهِ وَمَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ. فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ فَخَرَجُوْا فِي الطَّرِيْقِ وَعَلَى الْاَجَاجِيْرِ فَاشْتَدَّ الْخَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيْقِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَتَنَازَعَ الْقَوْمُ اَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلٰى بَنِي النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لأُكْرِمَهُمْ بِذَالِكَ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ اُمِرَ.

قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ اَوَّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ اَخُوْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى اَخُوْ بَنِيْ فِهْرٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ رَاكِبًا. فَقُلْنَا مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ هُوَ عَلٰى اَثَرِيْ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ. قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقْدَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى حَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْمُفَصَّلِ. قَالَ إِسْرَائِيْلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ [صَحَّحَهُ الْبُخَارِيْ (٣٦١٥) وَمُسْلِمْ (٢٠٠٩) وَابْنُ حِبَّانْ (٦٢٨١)]

৩। বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, একবার হযরত আবু বাকর আযিবের কাছ থেকে তেরো দিরহাম দিয়ে একটি জিন (উট বা ঘোড়ার পিঠে বসার কাঠ নির্মিত আসন) কিনলেন। অতঃপর আবু বাকর (রা) আযিব (রা) কে বললেন : বারাকে আদেশ দাও সে যেন জিনটি আমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়। আযিব বললেন : না, আপনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে (মদীনা অভিমুখে হিজরাত করতে) বের হয়েছিলেন, তখনকার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি বারাকে জিন পৌঁছে দিতে আদেশ দেব না। তখন আবু বাকর নিম্নরূপ বিবরণ দিলেন :

"আমরা রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বের হলাম। পুরো একদিন ও একরাত বাহক জন্তুটিকে দ্রুত গতিতে চালাতে লাগলাম। যখন দুপুর হলো, চারদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম, কোথাও একটু ছায়া পাওয়া যায় কিনা যার নিচে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। একটু পরে একটা ছোট পাহাড় দেখেই সেদিকে ছুটে গেলাম। দেখলাম তার ছায়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। তাই আমি সেই ছায়াটুকুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের ব্যবস্থা করলাম এবং একটি পশুর চামড়া তাঁকে বিছিয়ে দিলাম। তারপর আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন। এরপর আমি বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, আমাদের তালাশ করছে এমন কাউকে দেখা যায় কিনা। সহসা দেখলাম, আমার কাছেই একজন রাখাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে কিশোর, তুমি কার মেষপাল চরাও? সে বললো : কুরাইশের এক ব্যক্তির। সে ঐ ব্যক্তির নাম বললো এবং আমি তাকে চিনলাম। আমি বললাম : তোমার মেষপালে কি দুধ আছে? সে বললো : আছে। আমি বললাম : তুমি কি আমার জন্য একটু দুধ দুইয়ে দেবে? সে বললো : দেব। অতঃপর আমি তাকে একটা ছাগল বাঁধতে আদেশ দিলে সে একটা ছাগল বাঁধলো। তারপর আমি তার স্তন থেকে ধুলো মুছতে আদেশ দিলে সে তা মুছে ফেললো। তারপর আমি বললাম : তোমার দুই হাতের তালুর ধুলো মুছে ফেল। সে মুছে ফেললো। আমার কাছে একটা পাত্র ছিল– যার মুখ ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা ছিল। রাখাল আমার জন্য বেশ খানিকটা দুধ দোহালো। অতঃপর আমি পেয়ালায় পানি ঢেলে তার তলা ঠাণ্ডা করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন এবং তা দেখে আমি তৃপ্তি বোধ করলাম। তারপর বললাম : এখন কি রওনা হবার সময় হয়েছে? অতঃপর আমরা

রওনা হলাম। তখনো কুরাইশের লোকেরা আমাদের তালাশ করছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন ঘোড় সওয়ার সুরাকা ইবনে মালিক আমাদেরকে দেখে ফেললো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ যে একজন সন্ধানকারী আমাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দুশ্চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুরাকা আমাদের দিকে আরো এগিয়ে এল এবং এত কাছে এল যে, আমাদেরও তার মধ্যে একটা, দুইটা বা তিনটে বর্শার ব্যবধান ছিল। আমি আবার বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে সন্ধানকারীরা আমাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। আমি কেঁদে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কাঁদছ কেন? আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি নিজের জন্য কাঁদছিনা। আমি শুধু আপনার জন্য কাঁদছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকার বিরুদ্ধে এই বলে বদদোয়া করলেন- اللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ "হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে চাও, ওকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট হয়ে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়ার পাগুলো কঠিন মাটিতে তার পেট পর্যন্ত দেবে গেল। সুরাকা তার পিঠের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। অতঃপর সে বললো : হে মুহাম্মাদ, আমি বুঝেছি, এটা তোমার কাজ। সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ কর। যেন আমি যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা থেকে তিনি আমাকে নিষ্কৃতি দেন। আল্লাহর কসম! আমার পেছনে অন্য যারা তোমার অনুসন্ধান করছে, তাদের কাউকে আমি তোমাদের খবর জানাবোনা। এই যে আমার তীর ধনুক। এখান থেকে একটা তীর নিয়ে নাও। তুমি অমুক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার উট ও মেষপাল পাবে। সেখান থেকে যে কটা দরকার নিয়ে নিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওগুলোর আমার প্রয়োজন নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকার জন্য দু'আ করলেন। সে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল এবং তার দলবলের কাছে ফিরে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে লাগলেন। আমিও তার সাথে চলতে লাগলাম। অবশেষে মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনাবাসী রাস্তায় নেমে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানালো। রাস্তায় শিশু কিশোররা প্রবল ভীড় জমিয়ে ধ্বনি তুললো : "আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ এসেছেন, মুহাম্মাদ এসেছেন।" এরপর মদীনাবাসী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গেল কে আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানদরী করবে তা নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আজকের রাতটা আবদুল মুত্তালিবের মামাবাড়ি বনু নাজ্জারদের বাড়িতে কাটিয়ে তাদেরকে সম্মানিত

করবো। পরদিন সকালে যে দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেলেন সেদিকে রওনা হলেন।

বারা বিন আযিব বলেন : আমাদের কাছে প্রথম হিজরাত করে যিনি এলেন, তিনি ছিলেন বনু আবদুদ্‌দারের মুসয়াব বিন উমাইর। তারপর বনু ফিহরের অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুম। তারপর বিশজন আরোহীসহ উমার ইবনুল খাত্তাব। আমরা উমারকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়? তিনি বললেন, তিনি আমার পরে আসছেন। এরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর এলেন, তখন আমি কয়েকটি লম্বা সূরা মুখস্থ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী ইসরাইল বলেছেন : বারা ছিলেন বনু হারেসা নামক আনসার গোত্রের লোক।

[বুখারী, ৩৬১৫, মুসলিম, ২০০৯, ইবনু হিব্বান. ২৬৮১, বুখারী এটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।]

হযরত আবু বাকর (রা) ও হযরত আলীকে (রা) হজ্জে প্রেরণ

٤- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ قَالَ إِسْرَائِيْلُ قَالَ اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ لِاَهْلِ مَكَّةَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ فَاَجَلُهُ إِلٰى مُدَّتِه وَاللّٰهُ بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ فَسَارَ بِهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ الْحَقْهُ فَرُدَّ عَلَىَّ اَبَا بَكْرٍ وَبَلِّغْهَا اَنْتَ. قَالَ فَفَعَلَ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ بَكٰى. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدَثَ فِىَّ شَيْءٌ؟ قَالَ مَا حَدَثَ فِيْكَ إِلاَّ خَيْرٌ وَلٰكِنْ اُمِرْتُ اَنْ لاَ يُبَلِّغَهُ إِلاَّ اَنَا اَوْ رَجُلٌ مِنِّيْ. [إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وقال احمد هٰذا حديث منكر وقال ابن تيميه في المنهاج ٥/٦٣ قوله "لا يؤدي عني الا عَلِيٌّ" من الكذب]

৪। যায়িদ বিন ইউসাই হযরত আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কাবাসীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। সেই সাথে তাঁকে এ ঘোষণা দিতেও আদেশ দেন যে, এ বছরের (৯ম হিজরীর অর্থাৎ বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী বছরের) পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন নগ্ন ব্যক্তি পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবে না। মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নিরাপত্তার চুক্তি হয়েছে, তার চুক্তি সেই মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুশরিকদের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই ঘোষণা দেয়ার জন্য হযরত আবু বাকরের রওনা হয়ে যাওয়ার পর তিন দিন অতিবাহিত হলো। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা) কে বললেন, তুমি গিয়ে আবু বাকরের সাথে মিলিত হও। তাকে আমার কাছে ফেরত পাঠাও এবং এ ঘোষণাগুলো তুমি নিজে দাও। হযরত আলী (রা) তাই করলেন। অতঃপর আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসেই কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা কি কিছু ঘটেছে? (অর্থাৎ কোন অন্যায় কাজ হয়েছে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার দ্বারা ভালো কাজ ছাড়া কিছুই সংঘটিত হয়নি। তবে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, এই কথাগুলো যেন আমি স্বয়ং অথবা আমার কোন লোক ব্যতীত আর কেউ ঘোষণা না করে। (হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেছেন : এটি একটি দুর্বল হাদীস। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থ মিনহাজের ৫ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "আমার পক্ষ থেকে আলী ব্যতীত আর কেউ এ দায়িত্ব পালন করবে না" এ উক্তি মিথ্যা।)

হযরত আবু বাকরের (রা) একটি ভাষণ

৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَوْسَطَ قَالَ خَطَبَنَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِيْ هٰذَا عَامَ الْاَوَّلِ وَبَكٰى اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُوْتَ اَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِيْنِ اَفْضَلَ مِنِ

الْعَافِيَةِ اَوِ الْمُعَافَاةِ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا إِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৫। একবার আবু বাকর (রা) তাঁর ভাষণে বলেন : গত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়িয়েছিলেন। এ কথা বলে আবু বাকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন : তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা কর। কেননা ইয়াকীনের (দৃঢ় বিশ্বাস বা মজবুত ঈমান) পর কেউ সুস্থতার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস প্রাপ্ত হয়নি। (অর্থাৎ ঈমানের পর সুস্থতা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত।) তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধর। কেননা তা পুণ্যের সাথে যুক্ত। এই দুটোই জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ। তোমরা মিথ্যাচার থেকে সাবধান থাক। কেননা মিথ্যাচার পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। এই দুটোই জাহান্নামে যাওয়ার উপকরণ। তোমরা পরস্পরে হিংসা করোনা, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না। একে অন্যের পেছনে লেগো না। বরঞ্চ আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ভাই ভাই হয়ে থাক।

[ইবনু হিব্বান (৯৫২), ও আল হাকেম (১/৫২৯) কর্তৃক সহীহ বলে অভিহিত। আলবানী বলেছেন : সহীহ। (ইবনু মাজাহ-৩৮৪৯) অত্র হাদীস গ্রন্থে ১৭, ৩৪ ও ৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

ক্ষমা, সুস্থতা ও মজবুত ঈমান কামনা করার উপদেশ

٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ يَقُوْلُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ذَكَرَ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْقَيْظِ عَامَ الْاَوَّلِ سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى.

৬। আবু বাকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উচ্চারণের সাথে সাথে আবু বাকর কেঁদে ফেললেন, অতঃপর শান্ত হলেন–। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গত বছর ঠিক এই গ্রীষ্মে বলতে শুনেছি : "তোমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা, সুস্থতা ও মজবুত ঈমান কামনা কর।" (তিরমিযী বলেছেন : এটি একটি ভালো ও বিরল হাদীস। (তিরমিযী-৩৫৫৮) (অত্র গ্রন্থের ৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

মিসওয়াক করার ফযীলত

٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

৭। আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাঁত মাজা মুখ পবিত্র করে ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

নামাযের অভ্যন্তরে যে দু'আ পড়া উচিত

٨- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ ابْنُ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ (٤/١) اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৮। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি নামাযের মধ্যে দু'আ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই দু'আটি পড় :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি নিজের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। তুমি তোমার পক্ষ হতে আমার গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমিই ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।" (হাদীস নং ২৮ দ্রষ্টব্য) অন্য বর্ণনায় "অনেক অত্যাচার" এর পরিবর্তে "বিরাট অত্যাচার" বলা হয়েছে।

[ইমাম বুখারী (৮৩৪) ইমাম মুসলিম (২৭০৫) ইবনু খুযাইমা (৮৪৫) ও ইবনু হিব্বান (১৯৭৬) এ হাদীসকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন]

নবীদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর হয় না

৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِيْنَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيْهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ.

৯। ফাতিমা (রা) ও আব্বাস (রা) হযরত আবু বাকরের কাছে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চাইলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাদাকের জমি ও খাইবারের জমির অংশ চাইছিলেন। হযরত আবু বাকর (রা) তাঁদেরকে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমাদের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা (নবীরা) যা রেখে যাই, তা সাদাকা। মুহাম্মাদের বংশধরগণ, স্বগোত্রীয়রা, আত্মীয়স্বজন ও সঙ্গী সাথীরা সবাই এ সম্পত্তি ভোগ করবে। আল্লাহর কসম! আমি প্রতিটি ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, তা ছাড়া অন্য কিছু করবো না।

[বুখারী (৪০৩৫), মুসলিম (১৭৫৯), ও ইবনু হিব্বান (৪৮২৩) কর্তৃক সহীহ আখ্যায়িত) অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ২৫, ৫৫ ও ৫৮ দ্রষ্টব্য]

তাওহীদের পর সুস্থতা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ إِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ مِنْ عَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبَكٰى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَمْ تُؤْتَوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ.

১০। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি এই মিম্বারে (অর্থাৎ মসজিদে নববীর মিম্বারে) দাঁড়িয়ে হযরত আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) কে বলতে শুনেছি : "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গত বছর এই দিনে বলতে শুনেছি ...পর্যন্ত বলেই আবু বাকর (রা) অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন ও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "আল্লাহর একত্বের বাণীর পর তোমাদেরকে সুস্থতার সমতুল্য আর কোন জিনিস দেয়া হয়নি। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা কর। (ইবনু হিব্বান এ হাদীসকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন (৯৫০) (অত্র গ্রন্থে ৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

সাওর পর্বত গুহার একটি চিত্র

١١- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَنَحْنُ فِى الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ. قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا.

১১। আনাস (রা) বলেন, আবু বাকর আস্ সিদ্দিক তাঁকে বলেছেন : "আমি গুহার ভেতরে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম : তাদের (কুরাইশদের) কেউ যদি তার পায়ের নিচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদেরকে দেখতে পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু বাকর, যে দু'জনের তৃতীয় সাথী আল্লাহ, তাদের সম্পর্কে তুমি কী ধারণা পোষণ কর? (অর্থাৎ এই গুহায় আল্লাহ আমাদের সাথী। তোমার দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। – অনুবাদক)

[ইমাম বুখারী (৩৬৫৩), ইমাম মুসলিম (২৩৮১) এবং ইবনু হিব্বান, (৬২৭৮) একে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।]

দাজ্জাল আসবে খোরাসান থেকে

١٢- حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ. [قال الترمذي حسن غريب. قال الألباني صحيح]

১২। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : প্রাচ্যের খোরাসান নামক একটি জায়গা থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। এমন কিছু জনগোষ্ঠী তার অনুসরণ করবে যাদের মুখমণ্ডল হাতুড়ি পিটিয়ে বানানো ঢাল সদৃশ। (ইমাম তিরমিযীর মতে এটি একটি ভালো ও বিরল (হাসান গরীব) হাদীস। আলবানীর মতে সহীহ।
[তিরমিযী-২২৩৭, ইবনু মাজা-৪০৭২, অত্র গ্রন্থে ৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

কারা জান্নাতে যেতে পারবে না

١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى صَاحِبُ الدَّقِيْقِ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ وَلاَ خَبٌّ وَلاَ خَائِنٌ وَلاَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوْكُوْنَ إِذَا اَحْسَنُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِمْ. [قَالَ التِّرمذي غريب. قال الألباني ضعيف]

১৩। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন কৃপণ, ছদ্মবেশধারী ধোঁকাবাজ, খিয়ানতকারী ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। সর্ব প্রথম যারা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বে তারা হবে দাসদাসী যদি তারা আল্লাহর সাথে ও তাদের মনিবের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে। (ইমাম তিরমিযীর মতে, এটি গরীব অর্থাৎ বিরল হাদীস।
[(তিরমিযী-১৯৪৬, ১৯৬৩) এই গ্রন্থে ৩১ ও ৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পত্তি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সম্পত্তি

١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنْتَ وَرِثْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ اَهْلُهُ؟ قَالَ فَقَالَ لاَ بَلْ اَهْلُهُ. قَالَتْ فَاَيْنَ سَهْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِىْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ فَرَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَتْ فَاَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَمُ. [قال ابن كثير ففي لفظ هٰذا الْحديث غرابة ونكارة قال الْألباني حسن]

১৪। আবুত তুফাইল (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, তখন হযরত ফাতিমা আবু বাকরের নিকট দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আপনি, না রাসূলের পরিবার? আবু বাকর আস্ সিদ্দিক জবাব দিলেন : রাসূলের পরিবার। ফাতিমার পক্ষ থেকে বলা হলো : তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ কোথায়? আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন আল্লাহ কোন নবীকে কোন খাবার খাওয়ান অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান, তখন সেই খাবারকে (সম্পত্তি) তার পরবর্তীদের সম্পত্তিতে পরিণত করেন। তাই আমি স্থির করেছি, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে মুসলিমদের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবো। তখন ফাতিমা (রা) বললেন : বেশ, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছেন, সে সম্পর্কে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। [ইবনে কাছীরের মতে হাদীসের ভাষা বিরল ও দুর্বল। আলবানীর মতে এটি হাসান বা উত্তম। (আবু দাউদ ২৯৭৩) (এই গ্রন্থের ৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)]

হাশরের ময়দানের দৃশ্য

١٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ نَعَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ عَنْ وَالَانَ الْعَدَوِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتّٰى صَلَّى الْأُوْلَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِيْ بَكْرٍ اَلاَ تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاَمْرِ الْآخِرَةِ فَجُمِعَ الْاَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ بِصَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَفَظِعَ النَّاسُ بِذٰلِكَ حَتّٰى انْطَلَقُوْا إِلَى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ فَقَالُوْا يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ وَاَنْتَ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ قَالَ قَدْ لَقِيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ لَقِيْتُمْ انْطَلِقُوْا إِلَى اَبِيْكُمْ بَعْدَ اَبِيْكُمْ اِلَى نُوْحٍ : إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ فَيَنْطَلِقُوْنَ إِلَى نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَاَنْتَ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ وَلَمْ

يَدَعْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِـرِيْنَ دَيَّارًا فَـيَـقُـوْلُ لَيْسَ ذَاكُمْ
عِنْدِيْ انْطَلِقُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
اتَّخَذَهُ خَلِيْلاً فَيَنْطَلِقُوْنَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَيْسَ ذَاكُمْ
عِنْدِيْ وَلٰكِنِ انْطَلِقُوْا إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ
وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا فَيَقُوْلُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ ذَاكُمْ
عِنْدِيْ وَلٰكِنِ انْطَلِقُوْا إِلٰى عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ يُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتٰى فَيَقُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ
السَّلاَمُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِيْ وَلٰكِنِ انْطَلِقُوْا إِلٰى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ
فَإِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْطَلِقُوْا إِلٰى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ
قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَم رَبَّهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ
عَزَّ وَجَلَّ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيْلُ
فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ
يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ قَالَ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا
نَظَرَ إِلٰى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ اُخْرَى فَيَقُوْلُ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ قَالَ
فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِضَبْعَيْهِ
فَيَفْتَحُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى
بَشَرٍ قَطُّ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ خَلَقْتَنِى سَيِّدَ وَلَدِ اٰدَمَ وَلاَ فَخْرَ
وَاَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ حَتّٰى إِنَّهُ

لَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ اَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَاَيْلَةَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الصِّدِّيْقِيْنَ فَيَشْفَعُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْأَنْبِيَاءَ قَالَ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُوْنَ لِمَنْ اَرَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذٰلِكَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَدْخِلُوْا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا فِى النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ اَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ فَيَجِدُوْنَ فِى النَّارِ رَجُلاً فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ غَيْرَ اَنِّى كُنْتُ اُسَامِحُ النَّاسَ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَسْمِحُوْا لِعَبْدِىْ كَإِسْمَاحِهِ إِلٰى عَبِيْدِىْ ثُمَّ يُخْرِجُوْنَ مِنَ النَّارِ رَجُلاً فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ غَيْرَ اَنِّىْ قَدْ اَمَرْتُ وَلَدِيْ إِذَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُوْنِىْ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوْا بِىْ إِلٰى الْبَحْرِ فَاذْرُوْنِى فِى الرِّيْحِ فَوَاللّٰهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اَبَدًا فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ مَخَافَتِكَ قَالَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرْ إِلَى مُلْكِ اَعْظَمِ مَلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهِ قَالَ فَيَقُوْلُ لِمَ تَسْخَرُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ وَذَاكَ الَّذِيْ ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحٰى.

১৫। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠলেন, ফজরের নামায পড়লেন। তারপর একই জায়গায় বসে রইলেন। দুপুরের আগে তিনি হাসলেন, তারপর আবার যথাস্থানে বসে রইলেন। অতঃপর একে একে জোহর, আছর ও মাগরিব পড়লেন। সব কিছুই নীরবে করলেন। অতঃপর সর্বশেষ নামায ইশা পড়লেন। তারপর নিজ পরিবারের নিকট চলে গেলেন। এরপর লোকেরা আবু বাকরকে বললো : আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন না কেন, তাঁর কী হয়েছে? আজ তিনি যা করলেন, তা তো আর কখনো করেন নি। অতঃপর আবু বাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, আমার সামনে দুনিয়া ও আখিরাতের ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পূর্বের ও পরের সকলকে একই ময়দানে সমবেত করা হলো। লোকেরা আতংকিত হয়ে আদম আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হলো। তখন ঘাম তাদেরকে প্রায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে ফেলেছে। সবাই বললো : হে আদম, আপনি তো মানব জাতির পিতা এবং আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আদম (আ) বললেন : তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, আমিও তদ্রূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন। তোমরা তোমাদের পিতার পরবর্তী পিতা নূহের নিকট যাও। আল্লাহ বলেছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধরকে ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপরে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।" অতঃপর তারা নূহ আলাইহিস সালামের নিকট গেল। তাঁকে বললো : আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। কেননা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং আপনার দু'আ কবুল করেছেন। আপনার দু'আর কারণে তিনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে জ্যান্ত ছাড়েননি। নূহ (আ) বললেন : আমার দ্বারা ওটা হবে না। তোমরা বরং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে 'খলীল' তথা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। সবাই ইবরাহীম (আ) এর নিকট যাবে। ইবরাহীম (আ) বলবেন : আমার কিছু করার নেই। তবে তোমরা মূসার নিকট যাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষভাবে কথোপকথন করেছেন। মূসা (আ) বলবেন : আমার দ্বারা ওটা হবে না। তোমরা বরং ঈসার (আ) নিকট যাও। তিনি তো অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতেন এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। ঈসা (আ) বলবেন : ওটা আমার দ্বারা হবে না। তোমরা বরং আদম সন্তানদের যিনি সরদার, তাঁর কাছে

যাও। কিয়ামাতের দিন তিনিই সর্ব প্রথম জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসবেন। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হবেন। এই সময়ে জিবরীল (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট আসবেন। আল্লাহ্ তাঁকে বলবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। জিবরীল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হবেন। অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাবেন এবং প্রায় এক জুমুয়ার সময় ব্যাপী সিজদায় থাকবেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন : হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা ওঠাও। বল, শ্রবণ করা হবে। সুপারিশ কর, সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তারপর তিনি মাথা ওঠাবেন। তারপর যখন তাঁর প্রতিপালকের দিকে তাকাবেন, আবার সিজদায় পড়বেন এবং আরেক জুমুয়া পরিমাণ থাকবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তোমার মাথা ওঠাও, বল শ্রবণ করা হবে, সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তিনি (পুনরায়) সিজদা করতে উদ্যত হবেন। তখন জিবরীল তাঁকে এমন দু'আ শিক্ষা দেবেন, যা আর কোন মানুষকে কখনো দেননি। অতঃপর (মুহাম্মাদ সা) বলবেন : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আদম সন্তানদের সরদাররূপে সৃষ্টি করেছেন। এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমাকে সর্ব প্রথম জীবিত করে কবর থেকে উঠিয়েছেন, এতেও কোন গর্ব নেই। এমনকি আমার নিকট হাউজ (কাউসার নামক পুষ্করিনী) আনা হবে- যা বিস্তৃত থাকবে সানয়া' থেকে আইলা পর্যন্ত। তারপর বলা হবে : সিদ্দিকগণকে ডাক, তারা সুপারিশ করুক। পুনরায় বলা হবে : নবীগণকে ডাক, তারা সুপারিশ করুক। অতঃপর এক একজন নবী তাঁর দলসহ আসবেন। এক একজন নবী আসবেন পাঁচজন ছয়জন করে সাথী নিয়ে। এক একজন নবী আসবেন কোন সাথী ছাড়াই। পুনরায় বলা হবে : শহীদদেরকে ডাক, তারা যার যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করুক। শহীদগণ যখন আসবেন ও সুপারিশ করবেন, তখন আল্লাহ্ বলবেন : আমি সকল দয়াবানের চেয়ে বড় দয়াবান। যারা আমার সাথে কাউকে শরীক করতো না তাদের সকলকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাও। অতঃপর তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুনরায় আল্লাহ্ বলবেন : জাহান্নামের ভেতরে খুঁজে দেখ, সেখানে এমন কেউ আছে কিনা যে, কখনো কোন সৎকাজ করেছে। তখন তারা (ফেরেশতারা) জাহান্নামে এক ব্যক্তিকে পাবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন : তুমি কি কখনো কোন ভালো কাজ করেছ? সে বলবে : না। তবে ক্রয় বিক্রয়ের সময় আমি মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতাম। তখন

আল্লাহ বলবেন : আমার বান্দা যেমন আমার বান্দাদের প্রতি উদারতা দেখাতো, তোমরা (ফেরেশতারা) তেমনি তার প্রতি উদারতা দেখাও। ফেরেশতারা পুনরায় জাহান্নাম থেকে অপর এক ব্যক্তিকে বের করে আনবে। আল্লাহ তাকে বলবেন : তুমি কি কখনো ভাল কাজ করেছ? সে বলবে : না। তবে আমি আমার সন্তানদের বলেছি, আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর আমাকে (আমার পোড়া লাশকে) চূর্ণ করো। যখন আমি সুরমার মত হয়ে যাবো, তখন আমাকে সমূদ্রের কাছে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিও। তাহলে আল্লাহর কসম! বিশ্ব প্রভু আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না। তখন আল্লাহ বলবেন : তুমি এরূপ করেছিলে কেন? সে বলবে : আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ বলবেন : তাকাও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার রাজ্যের দিকে। তোমার জন্য অনুরূপ রাজ্য ও তদ্রূপ আরো দশটি রাজ্য নির্ধারিত রয়েছে। সে বলবে : আপনি বিশ্ব সম্রাট হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন : দুপুরের পূর্বে আমি যে হেসেছিলাম, তা এই কারণেই। (ইবনু হিব্বানের মতে, এটি সহীহ হাদীস (৬৪৭৬) ইসহাক থেকে এই মর্মে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, এটি একটি শ্রেষ্ঠ হাদীস।)

মিথ্যাচার ঈমানের পরিপন্থী

١٦- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَإِنَّكُمْ تَضَعُوْنَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلاَ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اللّٰهُ اَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ. قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ يَقُوْلُ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيْمَانِ.

১৬। একদিন আবু বাকর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন : হে জনমণ্ডলী, তোমরা নিশ্চয়ই এ আয়াতটি পড়ে থাক : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান হও, তোমরা সৎ পথে চললে বিপথগামীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) তবে তোমরা এ আয়াতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে থাক। আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মানুষ যখন খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, অথচ তাকে পাল্টে দেয় না (প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের মাধ্যমে তা বন্ধ করে না) তখন অচিরেই আল্লাহ তাদের ওপর তার সর্বব্যাপী আযাব নাযিল করেন। আবু বাকর (রা) আরো বললেন : সাবধান, মিথ্যা বলোনা। মিথ্যা কথা ঈমানের পরিপন্থী। (অত্র গ্রন্থের ১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি নির্দেশ

١٧- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلاً مِنْ حِمْيَرَ يُحَدِّثُ عَنْ اَوْسَطَ ابْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ حِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْاَوَّلِ مَقَامِىْ هٰذَا ثُمَّ بَكٰى ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَسَلُوْا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِيْنَ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا.

১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত বছর আমার এই জায়গায়

দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর আবু বাকর (রা) কাঁদলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা সততার সাথী। এই দুটোই জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ। সাবধান, মিথ্যা বলোনা। মিথ্যা পাপাচারের সাথী। আর এই দুটোই (মিথ্যা ও পাপাচার) জাহান্নামে যাওয়ার উপকরণ। আল্লাহর কাছে সুস্থতা চাও। কেননা কোন ব্যক্তি ঈমানের পরে সুস্থতার চেয়ে ভালো কোন নিয়ামত লাভ করেনি। তারপর বললেন : তোমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। একে অপরের পেছনে লেগো না। হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে যাও। (৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

শাসন ক্ষমতা কুরাইশের জন্য নির্ধারিত

١٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِيْ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ مَا اَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَتَقَاوَدَانِ حَتّٰى اَتَوْهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا اُنْزِلَ فِي الْاَنْصَارِ وَلاَ ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأْنِهِمْ اِلاَّ وَذَكَرَهُ وَقَالَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاَنْتَ قَاعِدٌ : قُرَيْشٌ وُلاَةُ هٰذَا الْاَمْرِ فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ قَالَ

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقْتَ نَحْنُ الْوَزَرَاءُ وَاَنْتُمُ الْاُمَرَاءُ. [قَالَ شُعَيب صحيح لغيره]

১৮। হুমাইদ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আবু বাকর (রা) মদীনায় একটি দলের সাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি এলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা খুললেন, তাঁকে চুমু খেলেন এবং বললেন : আপনার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি মহাপবিত্র। কা'বার প্রভুর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন। (অতঃপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস উল্লেখ করেন।) অতঃপর বলেন : এরপর আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) দ্রুতিয়ালীর ভঙ্গিতে রওনা হয়ে তাদের (যেসব মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন তাদের) কাছে উপনীত হলেন। আবু বাকর (রা) ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে তিনি এমন একটি কথাও বলতে বাদ রাখলেন না, যা আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বললেন : আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সবাই যদি এক পথে চলে, আর আনসারগণ আরেক পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথে চলবো। হে সা'দ, আপনি বসা থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছিলেন! কুরাইশ এই (ইসলামী) রাষ্ট্রের শাসক, তা আপনি অবশ্যই জানেন। সৎ লোকেরা সৎ লোকদের অনুগত হয়। আর অসৎ লোকেরা অসৎ লোকদের অনুগত হয়। সা'দ বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। আমরা উজীর (মন্ত্রণা দাতা) আর আপনারা শাসক। (অর্থাৎ আনসারগণ মন্ত্রী তথা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবে, আর মুহাজিররা শাসকের ভূমিকা।)

প্রত্যেকের জন্য সে কাজটি সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে

١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ

يَذْكُرُ اَنَّ اَبَاهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ للّٰهِ اَنَعْمَلُ عَلٰى مَا فُرِغَ مِنْهُ اَوْ عَلٰى اَمْرٍ مُؤْتَنَفٍ؟ قَالَ بَلْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. [قال شعيب حسن لغيره]

১৯। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে আমল করি (ভাল হোক কি মন্দ) তা কি পূর্ব-নির্ধারিত (তাকদীদের লিখন) নাকি আমরা নতুনভাবে করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তা পূর্ব-নির্ধারিত। আবু বাকর (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! (যদি সবকিছু পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকে) তাহলে আমাদের আমলের কী প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রত্যেকের জন্য সে কাজটি সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সুতরাং তোমরা আমল করতে থাকো)।

টীকা : মূলত: তাকদীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আলীমুল গায়েব। অনাদিতেই তিনি জানেন কি হবে আর কি হবে না। সে অনুসারেই 'লাওহে মাহ্ফুযে' তিনি সব লিখে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন বলে কেউ ভালো বা মন্দ কাজ করে না। বরং তার দ্বারা ঐ কাজটি যে সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। তাই তিনি লিখে রেখেছেন। যেমন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রুগীর সমস্ত অবস্থা জানেন বলে তার ডায়েরীতে লিখে রাখলেন, এ রুগী অমুক সময় অমুক অবস্থায় মারা যাবে এবং রুগী সেভাবেই মারা গেল। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের লিখন তার মৃত্যুর কারণ নয়। মৃত্যুর কারণ হলো তার রোগ। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন বলেই লিখে রেখেছেন। সুতরাং পরিণামের জন্য ব্যক্তির কর্মই দায়ী, আল্লাহর লিখন নয়।

ইসলামের দাওয়াত গ্রহণেই মুক্তি

٢٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَان قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَهْلِ الْفِقْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ فِى ظِلِّ اُطُمٍ مِنَ الْآطَامِ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مَا يُعْجِبُكَ اَنِّيْ مَرَرْتُ عَلٰى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ؟ وَاَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِيْ وِلَايَةِ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ جَاءَنِى اَخُوْكَ عُمَرُ فَذَكَرَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَيْكَ فَسَلَّمَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَمَا الَّذِى حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ؟ قَالَ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ وَلٰكِنَّهَا عُبَيَّتُكُمْ يَا بَنِىْ اُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ؟ فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَا هُوَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ تَوَفَّى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ قَبْلَ اَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّىْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ.

[قال شعيب : المرفوع منه صحيح بشواهده]

২০। আয্ যুহরী বলেন : মদীনার আনসারগণের মধ্য থেকে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা উসমান বিন আফফান (রা) কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী ভীষণ মর্মাহত হলেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ নানা রকম দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত

হবার উপক্রম হলো। আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এই সময় একদিন আমি যখন বসে আছি, তখন উমার (রা) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি যে আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে সালাম করেছেন তা আমি টের পাইনি। উমার (রা) চলে গেলেন এবং আবু বাকরের (রা) নিকট উপস্থিত হলেন। উমার (রা) আবু বাকর (রা) কে বললেন : আমি উসমানের কাছ দিয়ে আসছিলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। এটা কি আপনার কাছে বিস্ময়কর লাগছে না? অতঃপর আবু বাকরের শাসনকালে একদা আবু বাকর ও উমার আমার কাছে এলেন এবং উভয়ে আমাকে সালাম করলেন। তারপর আবু বাকর (রা) বললেন : আমার কাছে আপনার ভাই উমার এসেছিলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি আপনার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার সময় সালাম করেছিলেন কিন্তু আপনি জবাব দেননি। এর কারণ কী? আমি বললাম : আমি এটা করিনি? উমার (রা) বললেন : অবশ্যই, আপনি করেছেন। তবে হে বনী উমাইয়া, এ কাজটি (সালামের জবাব দেয়া) আপনাদেরকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে তুলেছে। আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি টেরই পাইনি যে, আপনি আমার কাছ দিয়ে গিয়েছেন এবং সালাম করেছেন। আবু বাকর (রা) বললেন : উসমান সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা, (হে উসমান,) কোন বিষয়ের ব্যস্ততা আপনাকে তা থেকে (সালামের জবাব দেয়া থেকে) বিরত রেখেছিল? (অর্থাৎ কোন দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কারণে কি আপনি ব্যাপারটা টের পাননি এবং সেদিকে লক্ষ্য করতে পারেননি?) আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : জিনিসটি কী? উসমান (রা) বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তুলে নিলেন আমরা তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করার আগে যে, এই সমাজের মুক্তির উপায় কী? আবু বকর (রা) বললেন : আমি এ প্রশ্ন তাঁকে করেছি? উসমান বলেন : এ কথা শ্রবণ করা মাত্রই আমি তাঁর কাছে উঠে গেলাম, অতঃপর তাঁকে বললাম : আমার পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আপনিই এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকতর যোগ্য। আবু বাকর (রা) বললেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূলুল্লাহ, এই জাতির মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন : যে কালেমা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই কালেমা যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে, সেটিই তার মুক্তির পথ।" (২৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগদানকারী অভিশপ্ত

٢١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ جُنَادَةَ

بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ بَعَثَنِىْ إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيْدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ وَذٰلِكَ اَكْبَرُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ، لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ وَمَنْ اَعْطٰى اَحَدًا حِمَى اللّٰهِ فَقَدِ انْتَهَكَ فِى حِمَى اللّٰهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ، اَوْ قَالَ تَبَرَّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২১। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান বলেন : আবু বাকর (রা) আমাকে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় বললেন : হে ইয়াযীদ, তোমার তো কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে। তোমাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে বড় আশংকা এই যে, তুমি হয়তো তাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল হবে, অতঃপর সে স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে কাউকে তাদের কর্মকর্তা নিয়োগ করবে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ তার কাছ থেকে কোন সুপারিশ বা অব্যাহতির আবেদন গ্রহণ করবে না। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহর সীমানা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সে ঐ সীমানা অন্যায়ভাবে অতিক্রম করলো, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (বর্ণনাকারী বলেন :) অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহর কোন দায়দ-দায়িত্ব নেই। (আল হাকেমের মতে হাদীসটি সহীহ. ৪/৯৩)

মুমিনদের একতা তাদের জান্নাতে যাওয়া অবধারিত করবে

২২- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ الْاَخْنَسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيْتُ سَبْعِيْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ

الْبَدْرِ وَقُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِيْنَ اَلْفًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَرَأَيْتُ اَنَّ ذٰلِكَ اٰتٍ عَلٰى اَهْلِ الْقُرٰى وَمُصِيْبٌ مِنْ حَافَّاتِ الْبَوَادِىْ.

২২। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে এমন ৭০ হাজার লোক দেয়া হয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের সকলের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত হবে এবং তাদের মন এক ব্যক্তির মনের মত হবে (অর্থাৎ তারা এক মনা ও একমত থাকবে)। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আরো বেশি চাইলাম। তখন তিনি আমাকে প্রতিজনের সাথে ৭০ হাজার জন করে বাড়িয়ে দিলেন। আবু বাকর (রা) বলেন : আমার মনে হয়, এই বক্তব্য গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং মরুভূমির আশপাশের লোকজন এ রকম হবে।

অসৎ কর্মের ফল দুনিয়ার জীবনেও ভোগ করতে হয়

٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ فِىْ الدُّنْيَا.

২৩। ইবনে উমার (রা) বলেন : আমি আবু বাকর (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে, সে দুনিয়াতে তার প্রতিফল পায়। (তিরমিযী-৩০৩৯)

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালে সাহাবায়ে কিরামের মর্মযাতনা

٢٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوَفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ اَنْ يُوَسْوِسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِى الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ.

২৪। উসমান (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন রাসূলের সাহাবীগণ খুব বেশি শোকাহত ও মর্মাহত হলেন। এমনকি তাদের অনেকে নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হবার উপক্রম করলেন। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এরপর শোয়াইব থেকে আবুল ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্য তুলে ধরলেন। (হাদীস নং ২০ দ্রষ্টব্য)

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই

٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ اَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمِ فَهَجَرَتْ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّٰى تُوَفِّيَتْ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ قَالَ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَسْأَلُ اَبَا بَكْرٍ

نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَإِنِّى اَخْشٰى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِىْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا إِلٰى مَنْ وَلِىَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

২৫। আয়িশা (রা) জানান : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত ফাতিমা (রা) আবু বাকর (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সেই সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ ভাগ করে দিতে অনুরোধ করলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। আবু বাকর (রা) তাঁকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের (অর্থাৎ নবীদের) সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী থাকে না। আমরা যে সম্পত্তি রেখে যাই, তা সাদাকা মাত্র। এতে ফাতিমা (রা) রেগে গেলেন। অতঃপর আবু বাকর (রা) এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন এবং ফাতিমার মৃত্যু অবধি তিনি এই সম্পর্কচ্ছেদ অব্যাহত রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রা) ছয় মাস বেঁচে ছিলেন। ফাতিমা (রা) আবু বাকরের নিকট খাইবার ও ফাদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও মদীনায় তাঁর সাদাকাস্বরূপ রেখে যাওয়া সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ চাইলেন। আবু বাকর (রা) তা দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুই করতেন, আমি তার কিছুই করতে বাদ রাখবো না। বাদ রাখলে আমার আশঙ্কা যে, আমি বিপথগামী হয়ে যাবো। অবশ্য মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদাকাস্বরূপ যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, উমার (রা) সে সম্পত্তিকে আলী (রা) ও আব্বাস (রা) এর দায়িত্বে সমর্পণ করেন। পরে আলী (রা) তার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর খাইবার

ও ফাদাকের সম্পত্তি উমার (রা) নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেন এবং বলেন : এ দুটো সম্পত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদাকা। এ দুটো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের অধিকারভুক্ত ছিল। যিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, তিনিই এ দুটোর তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। আজও পর্যন্ত এ দুটো সম্পত্তি সেইভাবেই রয়েছে। (বুখারীর মতে হাদীসটি সহীহ, ৩০৯২, মুসলিমের মতেও সহীহ, ১৭৫৯) (অত্র গ্রন্থের ৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

মুমূর্ষ অবস্থায়ও আবু বাকর (রা) এর রাসূল-ভক্তি

٢٦- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهٰذَا الْبَيْتِ- وَاَبُوْ بَكْرٍ يَقْضِىْ :

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ

رَبِيْعُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ.

فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৬। আয়িশা (রা) বলেন : আবু বাকর (রা) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি (আয়িশা) নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে আবু বাকরের উদাহরণ পেশ করলেন :

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ. رَبِيْعُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ

"তিনি এমন শুভ্র-উজ্জ্বল, যে তাঁর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে মেঘের কাছে বৃষ্টি কামনা করা হয়। তিনি ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষক।" এ কথা শুনেই আবু বাকর (রা) বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! এই পংক্তিতে যার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন।"

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের জায়গা অনুসন্ধান

٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

يَدْرُوا اَيْنَ يَقْبُرُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلاَّ حَيْثُ يَمُوْتُ فَاَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ.

২৭। ইবনে জুরাইজ বলেন : আমার পিতা জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কবর কোথায় খোঁড়া হবে তা কিছুতেই স্থির করতে পারছিলেন না। অবশেষে যখন আবু বাকর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন নবীকেই কখনো যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেখানে ছাড়া কবর দেয়া হয়না, তখন তাঁর বিছানা সরানো হলো এবং বিছানার নিচে তাঁর কবর খোঁড়া হলো।

২৮। হাদীস নং ৮ দ্রষ্টব্য

২৯। হাদীস নং ১ দ্রষ্টব্য (এ হাদীসটিতে অন্যায়ের প্রতিরোধের পরিবর্তে 'অত্যাচারীর প্রতিরোধ' উল্লেখ করা হয়েছে।)

৩০। হাদীস নং ২৯ দ্রষ্টব্য

৩১। হাদীস নং ১৩ দ্রষ্টব্য

৩২। হাদীস নং ১৩ দ্রষ্টব্য (পার্থক্য : ১৩ নং হাদীসে আছে "মনিবদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ করে"। এ হাদীসে আছে : "মনিবদের আনুগত্য করে")

৩৩। হাদীস নং ১২ দ্রষ্টব্য

৩৪। হাদীস নং ৫ দ্রষ্টব্য

ইবনে উম্মে আবদ-এর পাঠরীতির প্রশংসা

٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَاْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ.

৩৫। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) এই মর্মে সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল কুরআন যেরূপ তরতাজাভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেই রকম তরতাজাভাবে আল কুরআন পাঠ করা যাকে আনন্দ দেয়, সে যেন ইবনে উম্মে আবদ যেভাবে আল কুরআন পাঠ করে, সেইভাবে পাঠ করে। (ইবনু হিব্বান (৭০৬৬) এর মতে হাদীসটি সহীহ) দ্রষ্টব্য হাদীস নং ৪২৫৫।

৩৬। হাদীস নং ৩৫ ও ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

পরকালীন মুক্তির পথ

٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ اَبِى الْحُسَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْحُوَيْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُنْجِيْنَا مِمَّا يُلْقِيْ الشَّيْطَانُ فِى اَنْفُسِنَا؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ ذٰلِكَ اَنْ تَقُوْلُوا مَا اَمَرْتُ عَمِّى اَنْ يَقُوْلَهُ فَلَمْ يَقُلْهُ.

৩৭। একবার উসমান (রা) বললেন : কতই ভালো হতো, যদি শয়তান আমাদেরকে যে কু-প্ররোচনা দেয়, তা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিতাম। এ কথা শুনে আবু বাকর (রা) বললেন : আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাব দিলেন : যে কথাটি আমি আমার চাচাকে বলতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তা তিনি বলেননি, সেই কথাটি বলাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমাদের মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। (অর্থাৎ বারংবার কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ বা স্মরণ করা –অনুবাদক) (দেখুন হাদীস নং ২০)

মজবুত ঈমান ও সুস্থতা কামনা করার নির্দেশ

٣٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ

اَنَّ اَبَا بَكَرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا فِى الدُّنْيَا خَيْرًا مِنَ الْيَقِيْنِ وَالْمُعَافَاةِ فَسْئَلُوْ هُمَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৮। একবার আবু বাকর (রা) জনগনের সামনে ভাষণ দেয়ার সময় বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীতে মানুষকে যত নিয়ামত দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে মজবুত ঈমান ও সুস্থতা। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে এই দুটো জিনিস চাও। (দেখুন হাদীস নং ৫) (হাদীসটি এখানে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে –অনুবাদক)

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর খনন

٣٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَضْرَحُ كَحَفْرِ اَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ يَحْفِرُ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَلْحَدُ فَدَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِاَحَدِهِمَا اذْهَبْ إِلَى اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَلِلْاٰخَرِ اذْهَبْ إِلَى اَبِيْ طَلْحَةَ اللّٰهُمَّ خِرْ لِرَسُوْلِكَ قَالَ فَوَجَدَ صَاحِبُ اَبِىْ طَلْحَةَ اَبَا طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যখন লোকেরা কবর খননের সিদ্ধান্ত নিল, তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ মক্কাবাসীর রীতি অনুযায়ী কবর খনন করতেন, আর আবু তালহা মদীনাবাসীর জন্য লাহাদ পদ্ধতিতে কবর খনন করতেন। আব্বাস দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে বললেন : আবু উবায়দার কাছে যাও, অপরজনকে বললো :

আবু তালহার নিকট যাও। হে আল্লাহ, তোমার রাসূলের জন্য যেটি ভালো হয়, সেটি বেছে নাও। এরপর যে ব্যক্তিকে আবু তালহার নিকট পাঠানো হয়েছিলো, সে আবু তালহাকে পেল এবং আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহদ তৈরি করলো। (২৩৫৭ নং হাদীসটিতে এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে)

٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ اَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالٍ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمِ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَا بِأَبِيْ شَبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِيٍّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ .

৪০। উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছুদিন পর আসরের নামায পড়ে আবু বাকর (রা) এর সাথে বের হলাম। তাঁর পাশাপাশি আলী (রা) হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছুদুর গিয়ে আলীর (রা) ছেলে হাসানের সাথে তাঁর দেখা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসানকে ঘাড়ে তুলে নিলেন আর নিম্নোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করলেন :

"কী আশ্চর্য, আমার পিতার কসম। এতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত দেখতে। আলীর (রা) সাথে সাদৃশ্য নেই।" এ সময় আলী (রা) হাসছিলেন। [বুখারীর মতে হাদীসটি সহীহ, (৩৫৪২) আল হাকেমের মতেও সহীহ, ৩/১৬৮)]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ব্যভিচারীকে (রজম) পাথর মেরে হত্যা

٤١- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ.

৪১। আবু বাকর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। সহসা মায়েয বিন মালিক এল এবং (ব্যভিচার করেছে বলে) স্বীকারোক্তি করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফেরত পাঠালেন। তারপর সে পুনরায় এল এবং দ্বিতীয়বার স্বীকারোক্তি করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাকে ফেরত পাঠালেন। তারপর সে পুনরায় এল এবং তৃতীয়বার স্বীকারোক্তি করলো। আমি মায়েযকে বললাম : তুমি যদি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি কর, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে রজম করবেন। (পাথর মেরে হত্যা করবেন।) এরপর সে চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করলো। এবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আটক করলেন। তারপর (উপস্থিত সাহাবীদেরকে) মায়েযের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো : (ওর সম্পর্কে) আমরা ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। (অর্থাৎ সাধারণভাবে ওর চরিত্র ভালো।) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজম করার আদেশ দিলেন।

একমাত্র অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আবু বাকর (রা) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন

٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذِي عَصْوَانَ الْعَنْسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ رَافِعٍ الطَّائِيِّ رَفِيقِ أَبِي بَكْرٍ فِي غَزْوَةِ السَّلاَسِلِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنْ بَيْعَتِهِمْ فَقَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ عَمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الأَنْصَارُ وَمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَ

بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْاَنْصَارَ وَمَا ذَكَّرَهُمْ بِهِ مِنْ اِمَامَتِيْ إِيَّاهُمْ بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَرَضِهِ فَبَايَعُوْنِيْ لِذٰلِكَ وَقَبِلْتُهَا مِنْهُمْ وَتَخَوَّفْتُ اَنْ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ تَكُوْنُ بَعْدَهَا رِدَّةٌ.

৪২। সালাসিল যুদ্ধে আবু বাকরের (রা) সঙ্গী রাফে আত্ তায়ী বলেন : সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক আবু বাকরের (রা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এর জবাবে আনসারগণ যা যা বলাবলি করেছিল, তিনি তাদেরকে যা যা বলেছিলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আনসারগণকে যা যা বলেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগশয্যায় থাকাবস্থায় তাঁর আদেশে তিনি যে মুসলিমদের নামাযে ইমামতি করেছিলেন, সে কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে উমার যে কথা বলেছিলেন, সে সব কথা সবিস্তারে উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন : এরপর লোকেরা আমার হাতে বাইয়াত করলো (অর্থাৎ আমাকে খালীফা নিযুক্ত করলো) আমি এ দায়িত্ব এই আশঙ্কায় গ্রহণ করলাম যে, পাছে অরাজকতা ছড়িয়ে না পড়ে এবং সেই অরাজকতার পর ধর্মদ্রোহিতা ছড়িয়ে না পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রশংসা

٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِيْ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ عَقَدَ لِخَالِدِبْنِ الْوَلِيْدِ عَلٰى قِتَالِ اَهْلِ الرِّدَّةِ وَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَخُو الْعَشِيْرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ سَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

৪৩। আবু বাকর (রা) খালিদকে ইসলাম ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি : খালিদ বিন ওয়ালীদ আল্লাহর এক চমৎকার বান্দা, গোত্রের এক চমৎকার সদস্য এবং আল্লাহর তরবারিগুলোর অন্যতম তরবারী যাকে আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের ওপর উত্তোলন করেছেন। [আল হাকেমের মতে, এটি সহীহ, (৩/২৯৮)]

৪৪। ৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য

সোমবারের প্রতি আবু বাকরের (রা) আকর্ষণ

٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ اَبُوْ سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ الْمَكْفُوْفُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالُوا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِيْ فَلاَ تَنْتَظِرُوا بِى الْغَدَ فَإِنَّ اَحَبُّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِىْ إِلَىَّ اَقْرَبُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৪৫। আয়িশা (রা) বলেন : যখন আবু বাকরের (রা) মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আজকে কি বার? সবাই বললো : সোমবার। তিনি বললেন : আজকের মধ্যে যদি আমি মারা যাই তাহলে আগামী কাল পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করো না। (অর্থাৎ আমার কাফন দাফন আজই সম্পন্ন করো। –অনুবাদক) কেননা যেদিনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম, (অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের দিনের নিকটতম) সেটিই আমার প্রিয়তম দিন।

৪৬। হাদীস নং ৬৬ ও ৫ দ্রষ্টব্য

٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ...وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا، وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ .

৪৭। ২ নং হাদীসের অনুরূপ। সংযোজন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে অথবা নিজের ওপর যুল্‌ম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।" (সূরা আন্‌নিসা) "যারা কোন অশ্লীল কাজ

করা কিংবা নিজের ওপর যুল্ম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায়...।" (সূরা আলে ইমরান)

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ اَبِي عُقَيْلٍ الثَّقَفِيِّ إِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَرَأَ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ، وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً .

৪৮। ২ নং হাদীসের অনুরূপ। সংযোজন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতের একটি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে।" (সূরা আন্‌নিসা) যারা কোন অশ্লীল কাজ অথবা নিজের ওপর যুল্ম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে ও নিজেদের গুনাহ মাফ চায়...।" (সূরা আলে ইমরান)

সত্যবাদিতা জান্নাতে নিয়ে যাবে

٤٩- حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اَبَا بَكْرٍ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا عَامَ اَوَّلَ فَقَالَ اَلاَ إِنَّهُ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ اَفْضَلُ مِنَ الْمُعَافَاةِ بَعْدَ الْيَقِيْنِ اَلاَ إِنَّ الصِّدْقَ وَالْبِرَّ فِى الْجَنَّةِ اَلاَ إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفُجُوْرَ فِى النَّارِ.

৪৯। উমার (রা) বলেন : আবু বাকর (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : শুনে রাখ, মানুষকে দৃঢ় ঈমানের পর সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে ভালো কোন জিনিস দেয়া হয়নি। শুনে রাখ, সত্যবাদিতা ও বদান্যতা জান্নাতে (নিয়ে যাবে)। শুনে রাখ, মিথ্যাচার ও পাপাচার জাহান্নামে (নিয়ে যাবে)।

মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুধ পান

٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا إِسْحَاقَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فَاَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ.

৫০। আবু ইসহাক বলেন : আমি বারা (রা) কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনায় গেলেন, তখন পিপাসা বোধ করলেন। এ সময় তাঁরা জনৈক মেষ রাখালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বাকর (রা) বলেন : আমি একটা পাত্র নিলাম এবং তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানিকটা দুধ দোহন করলাম। অতঃপর সেই দুধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি আনন্দিত হলাম। (হাদীস নং ৩ দ্রষ্টব্য)

সকাল, সন্ধ্যায় ও শোয়ার সময় যে দু'আ পড়তে হবে

٥١- حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا اَقُوْلُ لَهُ إِذَا اَصْبَحْتُ وَإِذَا اَمْسَيْتُ وَإِذَا اَخَذْتُ مَضْجَعِي قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَوْ قَالَ اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

৫১। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : আবু বাকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি সকালে সন্ধ্যায় ও শোয়ার সময় বলবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুর সম্বন্ধে জ্ঞাত। অথবা তিনি (এভাবে) বলেছেন : হে আল্লাহ, অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। প্রতিটি জিনিসের প্রভু ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার ধোঁকাবাজির জাল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। (হাদীস নং ৫২ ও ৬৩ দ্রষ্টব্য, মুসনাদে আবু হুরাইরার হাদীস নং ৭৯৪৮ দ্রষ্টব্য)

৫২। হাদীস নং ৫১ এর অনুরূপ

৫৩। হাদীস নং ১ এর অনুরূপ

আবু বাকরের (রা) সহিষ্ণুতা

٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُوْلُ عَنْ اَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ اَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ فَقَالَ اَبُو بَرْزَةَ اَلاَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ مَا هِيَ لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৪। আবু বারযা আসলামী (রা) বলেন : এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা) এর সাথে অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশ ভাষায় কথা বললো? আমি বললাম : আমি কি ওর গর্দান উড়িয়ে দেব না? (হত্যা করবো না?) আবু বাকর তাকে ধমক দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ অধিকার (অর্থাৎ এভাবে হত্যার অনুমতি দেয়ার অধিকার) আর কারো নেই। (আবু দাউদ-৪৩৬৩) (৬১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

আবু বাকরের (রা) নিকট ফাতিমার উত্তরাধিকার প্রার্থনা

٥٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَتْ إِلَى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبَى اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى اَبِىْ بَكْرٍ فِيْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ إِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ وَاَمَّا الَّذِيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ فَإِنِّيْ لَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ اَتْرُكْ اَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৫৫। একবার ফাতিমা (রা) আবু বাকর আস্ সিদ্দিকের (রা) নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার চাইলেন, যা তাঁকে আল্লাহ মদীনায় ও ফাদাকে দিয়েছিলেন এবং খায়বারের এক পঞ্চমাংশের অবশিষ্টাংশ। আবু বাকর (রা) জবাব দিলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা (নবীরা) উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিনা। আমরা যে সম্পত্তি রেখে যাই তা সাদাকা। এই সম্পত্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল, আমি তাকে কখনো সেই অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত করবো না এবং সাদাকার ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, আমি অবশ্যই ঠিক তাই করবো। এভাবে আবু বাকর উক্ত সম্পত্তি থেকে ফাতিমাকে কিছুই দিলেন না। এ জন্য ফাতিমা আবু বাকরের (রা) ওপর রাগান্বিত হলেন। আবু বাকর (রা) বললেন : সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন জনের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখা আমার নিজের আপনজন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তবে এই সম্পত্তির ব্যাপারে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমি ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি এবং এই সম্পত্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, আমি তা করা থেকে বিরত হইনি।

[বুখারী-৪২৪০, মুসলিম-১৭৫৯, অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ৯ দ্রষ্টব্য]

৫৬। হাদীস নং ২ দ্রষ্টব্য।

যায়িদ বিন ছাবিতকে আবু বাকর (রা) কর্তৃক কুরআন সংকলনের আদেশ দান

٥٧- حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ إِلَيَّ اَبُو بَكْرٍ ...مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ اَنْتَ غُلَامٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ.

৫৭। যায়িদ বিন ছাবিত (রা) বলেন : ইয়ামামার শহীদরা যে জায়গায় শহীদ হয়েছিলেন, সেই জায়গায় আবু বাকর (রা) আমার কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন : হে যায়িদ বিন ছাবিত, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কারো কোন অভিযোগ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং কুরআনকে খুঁজে বের কর ও সংকলিত কর।

[বুখারী কর্তৃক সহীহ বলে স্বীকৃতি দান, ৪৯৮৬, ইবনু হিব্বান-৪৫০৭ অত্র গ্রন্থ হাদীস নং ৭৬ দ্রষ্টব্য]

৫৮। হাদীস নং ৯ দ্রষ্টব্য

আবু বাকরের (রা) প্রকৃত উপাধি

٥٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِاَبِيْ بَكْرٍ يَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا خَلِيْفَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا رَاضٍ بِهِ.

৫৯। ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) কে বলা হলো : হে আল্লাহর খালীফা! আবু বাকর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালীফা এবং আমি এতেই সন্তুষ্ট। (হাদীস নং ৬৪ দ্রষ্টব্য)

ফাতিমা ও আবু বাকরের (রা) একদিনের আলাপচারিতা

٦٠- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَنْ يَرِثُكَ اِذَا مِتَّ؟ قَالَ وَلَدِيْ وَاَهْلِيْ قَالَتْ فَمَا لَنَا لاَ نَرِثُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَّ النَّبِىَّ لاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنِّىْ اَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْلُ وَاُنْفِقُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ.

৬০। একদিন ফাতিমা (রা) আবু বাকর (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি যখন মারা যাবেন, তখন আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে? তিনি বললেন : আমার সন্তান ও আমার পরিবার। ফাতিমা (রা) বললেন : তাহলে আমাদের কী হলো যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারছিনা? আবু বাকর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবীর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয় না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যয়ভার বহন করতেন আমিও তাদের ব্যয়ভার বহন করবো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের জন্য ব্যয় করতেন, তাদের জন্য আমিও ব্যয় করবো। (হাদীস নং ৭৯ দ্রষ্টব্য)

আবু বাকরের (রা) ক্রোধ সংযম

٦١- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الاَسْلَمِيِّ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فِيْ عَمَلِهِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ صَرَفَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ اَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا اَرْسَلَ إِلَيَّ بَعْدَ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ وَنَسِيْتُ الَّذِيْ قُلْتُ، قُلْتُ ذَكِّرْنِيْهِ. قَالَ اَمَا تَذْكُرُ مَا قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ قَالَ اَرَأَيْتَ حِيْنَ رَأَيْتَنِيْ غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُلِ فَقُلْتَ اَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ اَمَا تَذْكُرُ ذَاكَ؟ اَوَكُنْتَ فَاعِلاً ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَاللّٰهِ وَالْآنَ إِنْ اَمَرْتَنِيْ فَعَلْتُ، قَالَ وَيْحَكَ اَوْ وَيْلَكَ إِنَّ تِلْكَ وَاللّٰهِ مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬১। আবু বারযা আসলামী (রা) বলেন : আমরা আবু বাকর আস্ সিদ্দিকের (রা) একটা কাজ উপলক্ষে তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি মুসলিমদের এক ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হলেন। ঐ ব্যক্তির ওপর তার রাগ ভীষণ আকার ধারণ করলো। আমি তা দেখে বললাম : হে রাসূলুল্লাহর খালীফা, আমি কি ঐ লোকটাকে হত্যা করবো? আমি হত্যা শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্রই তিনি আলোচনার বিষয়টি পাল্টে ফেললেন এবং অন্য বিষয়ে যথা ব্যাকরণ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। এরপর আমরা যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ কাজে চলে গেলাম, আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি

বললেন : ওহে আবু বারযা, তুমি কি বলেছিলে? আবু বারযা বললো : "আমি কী বলেছিলাম ভুলে গেছি। আপনি মনে করিয়ে দিন।" তিনি বললেন : তুমি কী বলেছিলে, তা তোমার মনে নেই? আমি বললাম : আল্লাহর কসম! মনে নেই। তিনি বললেন : তুমি যখন দেখলে, আমি লোকটির ওপর রেগে গেছি, তখন তুমি বললে : হে রাসূলুল্লাহর খালীফা, আমি কি লোকটাকে হত্যা করবো? এটা কি তোমার মনে পড়ে না? তুমি কি সত্যই হত্যা করতে চেয়েছিলে? আমি বললাম : আল্লাহর কসম, হাঁ। এখনও যদি আপনি হুকুম দেন, করবো। তিনি বললেন : ধিক্ তোমাকে। আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কারো এরূপ করার অধিকার নেই। (দেখুন, হাদীস নং ৫৪)

৬২। হাদীস নং ৭ দ্রষ্টব্য

৬৩। হাদীস নং ৫১ দ্রষ্টব্য

৬৪। হাদীস নং ৫৯ দ্রষ্টব্য

পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি আবু বাকরের (রা) বিরাগ

٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ فَيَضْرِبُ بِذِرَاعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيْخُهَا فَيَأْخُذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ اَفَلاَ اَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ فَقَالَ اِنَّ حِبِّىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنِىْ اَنْ لاَّ اَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.

৬৫। ইবনে আবি মুলাইকা (রা) বলেন : কখনো কখনো আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) এর হাত থেকে লাগাম পড়ে যেত। তখন তিনি তাঁর উটনীর উরুতে আঘাত করতেন, আঘাত করে উটনীকে মাটিতে বসাতেন, তারপর লাগামটি তুলে নিতেন। একবার লোকেরা তাঁকে বললো : আপনি আমাদেরকে আদেশ করলেই তো পারতেন, আমরা আপনাকে লাগাম তুলে দিতাম। তিনি জবাব দিলেন : আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন যেন, মানুষের কাছে কিছু না চাই।

সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দু'আা করা উচিত

٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ : قَامَ اَبُو بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...قَامَ فِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ اٰدَمَ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ وَالْبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ وَالْفُجُوْرَ فَإِنَّهُمَا فِى النَّارِ.

৬৬। আবু উবাইদা (রা) আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের এক বছর পর আবু বাকর একদিন ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত বছর আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেছিলেন যে, আল্লাহ আদম সন্তানকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম কিছু দেননি। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাও। আর তোমরা সত্যবাদিতা ও সততাকে আঁকড়ে ধর। কেননা এ দুটো জিনিস জান্নাতে (নিয়ে যায়)। আর মিথ্যাচার ও পাপাচারকে পরিত্যাগ কর। কেননা এ দুটো জাহান্নামে (নিয়ে যায়)। (৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

নামায ও যাকাত ত্যাগ ইসলাম ত্যাগেরই সমার্থক

٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى

اللّٰهِ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِى بَكْرٍ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاَ اُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذٰلِكَ رَشَدًا.

৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ যতক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই বলে ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। যখন তারা এ ঘোষণা করবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা করতে পারবে। তবে কোন বিশেষ কারণে ধন ও প্রাণে কারো প্রাপ্য থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র। তাদের হিসাব নিকাশ নেয়ার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। পরবর্তীকালে যখন ইসলাম পরিত্যাগের হিড়িক পড়লো (এবং কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলো, আবু বাকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন।) তখন উমার (রা) আবু বাকর (রা) কে বললেন : আপনি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। (উমার রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত উক্তির বরাত দিয়ে বলতে চাইছিলেন যে, লোকেরা এখনো ইসলামকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়নি, কেবল কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে মাত্র। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত উক্তির আলোকে এখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় সমাগত হয়নি। –অনুবাদক) আবু বাকর (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবো না। (অর্থাৎ নামাযের মত যাকাত ত্যাগ করাও ইসলাম ত্যাগের সমার্থক) যারা এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এরপর আমরা আবু বাকরের সাথে (যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করেছি এবং এটিকে সঠিক মনে করেছি।

[বুখারী-৬৯২৪, মুসলিম-২০, মুসনাদ আহমাদ-১১৭, ২৩৯, ৩৩৫]

রোগ-ব্যাধি বিপদ-মুসিবাত গুনাহর শাস্তিস্বরূপ

٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ اَبِيْ زُهَيْرٍ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ (لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ،) فَكُلَّ سُوْءٍ عَمِلْنَا جُزِيْنَا بِهِ؟ لِيْ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ اَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ اَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ اَلَسْتَ تُصِيْبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ قَالَ بَلٰى قَالَ فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ.

৬৮। আবু বাকর বিন আবু যুহাইর বর্ণনা করেন যে, আমি জানতে পেরেছি যে, আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহতো বলেছেন : "তোমাদের এবং আহলে কিতাবদের লম্বা লম্বা আশা আকাঙ্ক্ষা কোন কাজে আসবে না। যে-ই খারাপ কাজ করবে, সে-ই তার প্রতিফল ভোগ করবে।" (সূরা আন্ নিসা-১২৩) এ আয়াতের পর আর আত্মশুদ্ধির উপায় কী থাকে? এ দ্বারা তো বুঝা যায়, যে কোন খারাপ কাজই আমরা করবো, তার শাস্তি আমাদের ভোগ করতেই হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু বাকর, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। আচ্ছা, তোমার কি কখনো রোগ-ব্যাধি হয় না? তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট ভোগ কর না? তুমি কি কখনো দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে আক্রান্ত হওনা? তুমি কি কখনো পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হও না? আবু বাকর (রা) বললেন : হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওটাইতো সেই কর্মফল, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

[ইবনু হিব্বান-২৮৯৯, আল হাকেম-৩/৭৪, মুসনাদে আহমদ-৬৯, ৭০, ৭১]

٦٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ زُهَيْرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ

هٰذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ تَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ اَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ اَلَسْتَ تُصْبِيْكَ الْلَّأْوَاءُ؟ اَلَسْتَ...؟ قَالَ بَلٰى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ بِذَاكَ.

৬৯। আবু বাকর বিন আবু যুহাইর বলেন : আবু বাকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ আয়াতের পর সংশোধনের উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু বাকর, আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন, তুমি কি রোগাক্রান্ত হওনা? তুমি কি দুশ্চিন্তা ভোগ কর না? তুমি কি পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হওনা? তুমি কি.....? আবু বাকর বললেন : হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে এটা তো ওটারই বিনিময়ে। (অর্থাৎ গুনাহর শাস্তি।) (দেখুন, হাদীস নং ৬৮)

৭০। ৬৮ ও ৬৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য

৭১। ৬৮ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি

পশুর যাকাত

٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلاَ يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلٰى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ

لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ إِلٰى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغْتَ سِتَّةَ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّيْنَ فَإِذَا بَلَغْتْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلَّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِى كُلَّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذْعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذْعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ

بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتَانِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

৭২। আনাস বিন মালিক (রা) বলেন : আবু বাকর (রা) তাদের জন্য লেখেন : এগুলো হচ্ছে ফরয সাদাকা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ওপর ফারয করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এর জন্য আদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মুসলিমদের কাছ থেকে এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে চাইবে, তাকে যেন তা দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি চাইবে, তাকে যেন না দেয়া হয়। পঁচিশটির কম উটে যাকাতের হার এরূপ, প্রত্যেক পাঁচটি চরণশীল উটে দিতে হবে একটি ছাগল। যখন উটের সংখ্যা ২৫-এ পৌছবে, তখন একটি বিনতুল মাখায (এক বছর বয়স্কা উটনী) দিতে হবে ৩৫টি পর্যন্ত। বিনতুল মাখায না থাকলে একটি ইবনুল লাবুন

(দু'বছর বয়স্ক পুরুষ উট) দিতে হবে। যখন ৩৬-এ পৌছবে, তখন ৪৫ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবুন (দু'বছর বয়স্কা উটনী) দিতে হবে। যখন ৪৬-এ পৌছবে, ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত দিতে হবে একটি হিক্কা অর্থাৎ গর্ভধারণের যোগ্য তিন বছর পূর্ণ হওয়া উটনী। যখন উটের সংখ্যা ৬১ তে পৌছবে। তখন ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত দিতে হবে একটি জাযা'য়া তথা চার বছর পূর্ণ হওয়া উটনী। যখন উটের সংখ্যা ৭৬ হবে, তখন ৯০ পর্যন্ত দু'বছর পূর্ণ হওয়া দুটি উটনী (বিনতে লাবুন) দিতে হবে। যখন ৯১ তে পৌছবে, তখন ১২০ পর্যন্ত দিতে হবে দুটো হিক্কা। ১২০ এর ওপরে প্রত্যেক ৪০টিতে একটি করে বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক ৫০টিতে একটি করে হিক্কা দিতে হবে। সাদাকার ফারয হওয়া অংশ দিতে গিয়ে যখন উটের বয়সে গরমিল পাওয়া যায়, তখন জাযা'য়া ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি জাযা'য়া না থাকে এবং হিক্কা থাকে, তাহলে হিক্কাই গ্রহণ করা হবে, তবে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। আর যার ওপর হিক্কা ফরয হয়, কিন্তু তার কাছে হিক্কা নেই, জাযা'য়া আছে, তার কাছ থেকে জাযা'য়াই গ্রহণ করা হবে এবং সাদাকা আদায়কারী তাকে ২০ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার ওপর হিক্কা ফরয হয় কিন্তু তার কাছে হিক্কা নেই, বিনতে লাবুন আছে, তার কাছ থেকে বিনতে লাবুন গ্রহণ করা হবে। তবে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল কিংবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। আর যার ওপর বিনতে লাবুন ফারয হবে, কিন্তু তার কাছে হিক্কা ছাড়া কিছু নেই। তার কাছ থেকে হিক্কা গ্রহণ করা হবে, তবে সাদাকা আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার ওপর একটি বিনতে লাবুন ফারয হবে, কিন্তু তার কাছে বিনতে লাবুন নেই, বিনতে মাখায (এক বছর পূর্ণ হওয়া উটনী) আছে, তার কাছ থেকে বিনতে মাখায গ্রহণ করা হবে, তবে সে সেই সাথে সম্ভব হলে দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দেবে। আর যার ওপর একটা বিনতে মাখায ফারয হয়, কিন্তু তার কাছে একটা পুরুষ ইবনে লাবুন ছাড়া কিছু নেই, তার কাছ থেকে ইবনে লাবুন গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে আর কিছু দিতে হবে না। আর যার কাছে মাত্র চারটি উট আছে, তার ওপর কোন যাকাত ফারয নয়। তবে তার মালিক ইচ্ছে করলে কিছু দিতে পারে।

ছাগলের যাকাত শুধু বিচরণরত ছাগলের ওপরই প্রযোজ্য। বিচরণরত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হলে ১২০ পর্যন্ত একটা ছাগল দিতে হবে। এর চেয়ে বেশি হলে ২০০ পর্যন্ত দুটো ছাগল দিতে হবে। এর ওপর একটা বেশি হলেও তিনশো পর্যন্ত তিনটে ছাগল দিতে হবে। আরো বেশি হলে প্রত্যেক একশোতে একটি করে ছাগল দিতে হবে। অত্যধিক বুড়ো ও দৈহিক ত্রুটিযুক্ত ছাগল ও পাঠা গ্রহণ করা হবে না।

তবে আদায়কারী যদি নিতে চায়, তবে নিতে পারে। যাকাত দেয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশুকে একত্র করা বা একত্রিত পশুকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। আর যে পশু দুই শরীকের মালিকানাধীন হবে, সে পশুর যাকাত উভয় শরীক সমানভাবে পরস্পরের মধ্যে ধার্য করবে। আর যখন কোন ব্যক্তির বিচরণশীল ছাগল চল্লিশটির চেয়ে একটি কম হবে, তখন তাতে কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে ছাগলের মালিক ইচ্ছা করলে কিছু (নফল সাদাকা হিসাবে) দিতে পারবে।

রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। যদি রূপা একশো নব্বই দিরহামের বেশি না হয়, তাহলে তাতে কোন যাকাত দিতে হবেনা। তবে যদি মালিক ইচ্ছা করে (নফল হিসাবে) কিছু দিতে পারে। (বুখারী, ইবনে খুযাইমা, ইবনু হিব্বান)

ইবনে জুরাইজের নামায সর্বোত্তম

٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اَخَذَ بْنُ جُرَيْجٍ الصَّلاَةَ مِنْ عَطَاءٍ وَاَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَخَذَهَا اَبُوْ بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَلاَةً مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

৭৩। আবদুর রাযযাক বলেছেন : মক্কাবাসী বলেন : ইবনে জুরাইজ নামায শিখেছেন আতা থেকে, আতা শিখেছেন ইবনে যুবাইর থেকে, ইবনে যুবাইর শিখেছেন আবু বাকর থেকে আর আবু বাকর শিখেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। ইবনে জুরাইজের চেয়ে উত্তম নামায আদায়কারী আর কাউকে আমি দেখিনি।

বিয়ের প্রস্তাবের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত

٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ اَوْ حُذَيْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَكَانَ

مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ ذٰلِكَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيْ فَلَقِيَنِيْ فَقَالَ مَا أُرِيْدُ اَنْ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ اَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيْ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا حِيْنَ عَرَضْتَهَا عَلَيَّ إِلاَّ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا وَلَمْ اَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا.

৭৪। উমার (রা) বলেন : হাফসা বিনতে উমার হুযাফা বা হুযাইফার ছেলে খুনাইস থেকে বিধবা হয়। খুনাইস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি মদীনায় মারা যান। এরপর আমি উসমান বিন আফফানের সাথে দেখা করলাম এবং তার কাছে হাফসাকে পেশ করলাম। আমি বললাম : আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে হাফসার বিয়ে দেই। উসমান বললেন : এ বিষয়ে ভেবে দেখবো। এরপর বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে দেখা করলেন। বললেন : এখন আমি বিয়ে করতে ইচ্ছুক নই। উমার (রা) বললেন : এরপর আমি আবু বাকরের সাথে দেখা করলাম। তাঁকে বললাম : আপনি যদি ইচ্ছা করেন, হাফসা বিনতে উমারকে আপনার সাথে বিয়ে দেই। তিনি আমাকে কোন জবাবই দিলেন না। এতে তার ওপর আমার উসমানের চেয়ে বেশি রাগ হলো। এরপর বেশ কিছু দিন অপেক্ষা

করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হাফসাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে প্রস্তাব পাঠালেন। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বাকর আমার সাথে দেখা করে বললেন : আপনি আমাকে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাকে কোন জবাব দেইনি। এতে আপনি হয়তো আমার ওপর রাগ করেছেন। আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : আপনি যখন আমার কাছে তার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তার জবাব দিতে না পারার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাফসার কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি রাসূলের গোপনীয়তা ফাঁস করতে প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি যদি তাকে বিয়ে না করতেন, তাহলে আমি করতাম।
[বুখারী, ইবনু হিব্বান]

দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না

৭৫- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبْخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَاَيْتَامًا قَالَ بَلَى فَاَكْرِمُوْهُمْ كَرَامَةَ اَوْلاَدِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ فَرَسٌ صَالِحٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَمْلُوْكٌ يَكْفِيْكَ فَإِذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ فَإِذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ.

৭৫। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না। এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, এই উম্মাতে দাসদাসী ও ইয়াতীমের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতের চেয়ে বেশি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, সুতরাং তোমরা তাদেরকে তোমাদের সন্তানদের মত সম্মান দাও এবং তোমরা যা খাও, তা তাদেরকে খাওয়াও। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুনিয়ার জীবনে কী কী জিনিস আমাদের উপকার সাধন করে? তিনি বললেন, উত্তম একটি ঘোড়া, যাকে তুমি বেঁধে রাখবে এবং তার ওপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং একজন দাস বা চাকর, যে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এই দাস বা চাকর নামায পড়লে তোমার ভাই, নামায পড়লে তোমার ভাই। (ইবনু মাজা)

আবু বাকর (রা) কর্তৃক কুরআন সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ

٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِاَهْلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا اَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيْرٌ لاَ يُوْعٰى وَإِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَكَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِيْ فِيْ ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ صَدْرِيْ وَرَأَيْتُ فِيْهِ الَّذِيْ رَأٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِاَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৭৬। যায়িদ বিন ছাবিত জানিয়েছেন যে, আবু বাকর (রা) ইয়ামামার শহীদদের নিহত হওয়ার স্থানে তার নিকট দূত পাঠালেন। এর অব্যবহিত পর তাঁর নিকট উমার এলেন। তারপর আবু বাকর বললেন : আমার নিকট উমার এসেছিলেন। তিনি বলেছেন : ইয়ামামাবাসীর লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড মুসলিমদের মধ্য থেকে কুরআন পাঠকদেরকে (হাফিযদেরকে) নিপাত করেছে। আমার আশঙ্কা হয় যে, আরো বহু জায়গায় অনুরূপভাবে কুরআন পাঠকদেরকে হত্যা করা হবে। এতে করে বহু কুরআন চলে যাবে। ফলে আল কুরআন সংরক্ষিত হবে না। আমি মনে করি, আপনার আল কুরআন সংকলনের আদেশ দেয়া উচিত। আমি (আবু বাকর) উমারকে বললাম : এমন কাজ আমি কিভাবে করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি? উমার বললেন : আল্লাহ্র কসম! এটি একটি মহৎ কাজ। এরপর উমার ক্রমাগত আমার কাছে এসে এ ব্যাপারে তাকিদ দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ্ এ বিষয়ে আমার বুককে উন্মুক্ত করে দিলেন (কুরআন সংকলনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করালেন।) এবং উমার যা সমীচীন মনে করেছেন, আমিও তা সমীচীন বলে উপলব্ধি করলাম। যায়িদ বলেন : এ সময় উমার তাঁর কাছে নীরবে বসেছিলেন। আবু বাকর আমাকে বললেন : তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার মধ্যে আমরা আপত্তিকর কিছু পাইনি। তুমি তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওহী লিপিবদ্ধ করতে। অতএব তুমিই ওহী সংকলন কর। যায়িদ বলেন : আল্লাহ্র কসম! লোকেরা যদি আমাকে একটা পাহাড় স্থানান্তর করার দায়িত্ব অর্পণ করতো, তবে তাও আমার নিকট এই কাজের চেয়ে বেশি ভারী মনে হতো না, যার আদেশ তিনি আমাকে দিলেন। অর্থাৎ আল কুরআন সংকলনের। আমি শুধু বললাম : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেননি, তা আপনারা কিভাবে করছেন? (হাদীস নং ৫৭ দ্রষ্টব্য)

দ্রষ্টব্য : যায়িদ এই কথাটা সম্ভবত মনে মনে বলেছিলেন। কেননা প্রকাশ্যে বললে আনুগত্যের পরিপন্থী ও গুনাহর কাজ হতো, যা একজন সাহাবীর দ্বারা সংঘটিত হওয়ার কথা নয়। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, সাহাবীদের বা মুসলিমদের সর্বসম্মত মত (ইজমা) দ্বারা এমন কাজ করা যায় যা ভালো কাজ বলে বিবেচিত হয়। যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেননি বা করার আদেশ দেননি।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিত্যক্ত জিনিস আলীর (রা) নিকট সমর্পণ

٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ عَنِ بْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِى اَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ فَلاَ اُحَرِّكُهُ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَسْتُ اُحَرِّكُهُ قَالَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ قَالَ فَاَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَسَ رَأْسَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَشِيْتُ اَنْ يَأْخُذَهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِىْ بَيْنَ كَتِفَيِ الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ يَا اَبَتِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ سَلَّمْتَهُ لِعَلِيٍّ قَالَ فَسَلَّمَهُ لَهُ.

৭৭। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করলেন এবং আবু বাকর (রা) খালীফা হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া কিছু জিনিসের ব্যাপারে আব্বাস (রা) আলীর মুকাবিলায় দাবী তুললেন। (এই দাবী আবু বাকরের নিকট পেশ করা হলে) আবু বাকর (রা) বললেন : যে জিনিস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন এবং হস্তান্তর করেন নি, আমিও তা হস্তান্তর করবো না। এরপর যখন উমার (রা) খালীফা হলেন, তখন তারা উভয়ে উমারের নিকট পুনরায় একে অপরের মুকাবিলায় দাবী পেশ করলেন। উমার (রা) বললেন, যে জিনিস আবু বাকর (রা) হস্তান্তর করেননি, তা আমি হস্তান্তর করবো না। এরপর যখন উসমান (রা) খালীফা হলেন, তখন তাঁরা উভয়ে তাঁর কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাবী পেশ করলেন। উসমান (রা) নিরুত্তর হয়ে গেলেন এবং মাথা নিচু করলেন। ইবনুল আব্বাস বলেন : আমি শঙ্কিত হলাম যে, আব্বাসই হয়তো জিনিসটি নিয়ে নেবেন। আমি তৎক্ষণাত আব্বাসের ঘাড়ে হাত রাখলাম এবং বললাম, আব্বা, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, জিনিসটি আলীর নিকট সোপর্দ করুন। তখন তিনি তা আলীর হাতে সোপর্দ করলেন।

আলী (রা) ও আব্বাসের (রা) বিবাদ

٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ تَيْمٍ قَالَ

حَدَّثَنِىْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَعَدَّ سِتَّةً اَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ قَدِ ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا. فَقَالَ عُمَرُ مَهْ يَا عَبَّاسُ قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُوْلُ تَقُوْلُ ابْنُ اَخِيْ وَلِيْ شَطْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُوْلُ يَا عَلِيُّ تَقُوْلُ ابْنَتُهُ تَحْتِيْ وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ وَهٰذَا مَا كَانَ فِيْ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَاَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْهِ فَوَلِيَهُ اَبُوْ بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ فِيْهِ بِعَمَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيْتُهُ مِنْ بَعْدِ اَبِي بَكْرٍ فَاَحْلِفُ بِاللّٰهِ لَاَجْهَدَنَّ اَنْ اَعْمَلَ فِيْهِ بِعَمَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ اَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاَنَّهُ لَصَادِقٌ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ لاَ يُوْرَثُ وَإِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَحَلَفَ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ لاَ يَمُوْتُ حَتّٰى يَؤُمَّهُ بَعْضُ اُمَّتِهِ وَهٰذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْهِ فَإِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلاَ فِيْهِ بِعَمَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ اَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى اَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قَالَ فَخَلَوَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ ادْفَعْهُ إِلَى عَلِيٍّ فَإِنِّي قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ.

৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরসহ কুরাইশের ছয় থেকে সাতজন বর্ণনা করেন : আমরা উমারের নিকট বসে ছিলাম। সহসা আলী ও আব্বাস উচ্চস্বরে কথা বলতে

বলতে ঢুকলেন। উমার বললেন : আব্বাস, চুপ করুন। আমি জানি, আপনি কী বলতে চান। আপনি বলতে চান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ভাইয়ের ছেলে এবং অর্ধেক সম্পত্তি প্রাপ্য। আর হে আলী, আপনি কী বলতে চান তাও আমি জানি। আপনি বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে আমার স্ত্রী এবং অর্ধেক সম্পত্তি তাঁর প্রাপ্য। অথচ এই সম্পত্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছিল। তিনি এর ব্যাপারে কী নীতি অবলম্বন করেছেন তা আমরা দেখেছি। তাঁর পরে আবু বাকর তার তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন এবং তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করেছেন। আবু বাকরের পরে আমি এর তত্ত্বাবধায়ক হয়েছি। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি এ সবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের অনুসৃত নীতিই অবলম্বন করবো। তারপর বললেন, আবু বাকর আমাকে জানিয়েছেন এবং হলফ করে বলেছেন যে, তিনি সত্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : নবীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় শুধু দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন মুসলিমরা। আবু বাকর আমাকে আরো জানিয়েছেন এবং আল্লাহর নামে হলফ করে বলেছেন যে, তিনি সত্য জানিয়েছেন যে, কোন নবী ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ তার উম্মাতের কোন ব্যক্তি তাঁর ইমামতি না করেন। আর এই সম্পত্তি এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল। এতে তিনি কী নীতি অবলম্বন করেছেন তা আমরা দেখেছি। তোমরা উভয়ে চাইলে এগুলো তোমাদেরকে দিতে পারি যাতে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের নীতি অনুসারে তা ব্যবহার কর যতক্ষণ তা তোমাদের কাছে রাখি। ইবনে যুবাইর বলেন : এরপর তারা দু'জনেই চলে গেলেন। তারপর পুনরায় এলেন। অতঃপর আব্বাস বললেন, এগুলি আলীর নিকট সমর্পণ করুন। আমি সানন্দে তাকে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছি।

ফাতিমা কর্তৃক পিতার উত্তরাধিকার দাবীর জবাবে আবু বাকর ও উমারের ফায়সালা

٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا جَاءَتْ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَطْلُبُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ إِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّى لاَ أُوْرَثُ .

৭৯। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা (রা) আবু বাকর ও উমারের নিকট এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁর উত্তরাধিকার দাবী করেছেন। তাঁরা দু'জনেই জবাব দিয়েছিলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের (নবীদের) উত্তরাধিকারী কেউ হয়না। [তিরমিযী, হাদীস নং ৬০ দ্রষ্টব্য]

٨٠- حَدَّثَنَا هَاشِمِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِىْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ إِنِّىْ لَجَالِسٌ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فَنُودِيَ فِى النَّاسِ اَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ وَهِىَ اَوَّلُ صَلاَةٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ نُوْدِىَ بِهَا إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ شَيْئًا صُنِعَ لَهُ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَهِيَ اَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِى الْإِسْلاَمِ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاَ اَيُّهَا النَّاسُ وَلَوَدِدْتُ اَنَّ هٰذَا كَفَانِيْهِ غَيْرِىْ وَلَئِنْ اَخَذْتُمُوْنِى بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُطِيْقُهَا اِنْ كَانَ لَمَعْصُوْمًا مِّنَ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ مِنَ السَّمَاءِ.

৮০। কায়েস বিন হাযেম বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের এক মাস পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালীফা আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) এর নিকট বসা ছিলাম। এরপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এই সময় ঘোষণা করা হলো : "এক্ষুণি নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।" ওটাই ছিল প্রথম নামায, যা "এক্ষুণি নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে" এই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হচ্ছিল। লোকেরা সমবেত

হলো। আবু বাকর মিম্বরে আরোহণ করলেন– যা তার খুতবা দেয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটাই ছিল, ইসলাম আগমনের পর তাঁর দেয়া প্রথম খুতবা। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন : হে জনতা, আমি অবশ্যই চেয়েছিলাম যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতের নিরিখে আমাকে পাকড়াও কর, তবে আমি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব না। তিনি তো শয়তান থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। তাঁর নিকট আসমান থেকে ওহী নাযিল হতো।

আবু বাকরকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিখানো একটি দু'আ

٨١- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ إِذَا اَصْبَحْتُ وَإِذَا اَمْسَيْتُ وَإِذَا اَخَذْتُ مَضْجَعِيْ مِنَ اللَّيْلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ

৮১। আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ার আদেশ দিয়েছেন : হে আল্লাহ, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আপনি প্রতিটি জিনিসের অধিপতি ও সম্রাট, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি এক ও অদ্বিতীয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নিকট আমার নিজের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার ফাঁদ থেকে পানাহ চাই, আমি পানাহ চাই যেন আমি নিজের কোন ক্ষতি সাধন না করি এবং অন্য কোন মুসলিমের ওপরও কোন ক্ষতি চাপিয়ে না দিই।

[মুসনাদে আবু বাকর আস্ সিদ্দিক সমাপ্ত]

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

(হযরত উমারের বর্ণিত হাদীস)

ঘোড়া ও দাসদাসীর যাকাত

٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ إِلٰى عُمَرَ فَقَالُوْا إِنَّا قَدْ اَصَبْنَا اَمْوَالاً وَخَيْلاً وَرَقِيْقًا نُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ لَنَا فِيْهَا زَكَاةٌ وَطَهُوْرٌ قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِيْ فَاَفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُوْنَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ .

৮২। হারিছা থেকে বর্ণিত। সিরিয়া থেকে এক দল লোক উমারের (রা) নিকট এল। তারা বললো : আমরা কিছু সম্পত্তি, কিছু ঘোড়া ও কিছু দাসদাসী পেয়েছি। আমরা চাই এগুলোতে যাকাত ও পবিত্রতার ব্যবস্থা করা হোক। উমার (রা) বললেন : আমার দু'জন সাথী (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর রা) ইতিপূর্বে এটা করেননি যে, আমি তা করবো। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁদের মধ্যে আলীও (রা) ছিলেন। আলী (রা) বললেন : এগুলোতেও যাকাতের প্রচলন করা ভালো যদি তা নিয়মিত জিযিয়ায় পরিণত না হয়, যা আপনার পরবর্তীকালে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে। (সম্ভবতঃ তারা সিরিয়ার খৃস্টান ছিল, তাই জিযিয়ায় পরিণত না করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ঘোড়া ও দাসদাসীতে যাকাত প্রচলিত ছিল না। উমারের এ পদক্ষেপ দ্বারা বুঝা গেল, যে সকল সম্পদে যাকাত ধার্য নেই, তাতে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শক্রমে যে কোন পরিমাণে ও যে কোন হারে যাকাত বা সাদাকা নিতে পারে। তবে তা অবশ্যই স্বেচ্ছায় দিতে ইচ্ছুক এমন মালিকদের মধ্যেই সীমিত থাকবে। -অনুবাদক)

হজ্জ ও উমরা জিহাদের চেয়ে অগ্রগণ্য

٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ اَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا اَعْرَابِيًّا فَاَسْلَمَ فَسَأَلَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ فَقِيْلَ لَهُ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَرَادَ اَنْ يُجَاهِدَ فَقِيْلَ لَهُ حَجَجْتَ؟ فَقَالَ لاَ فَقِيْلَ حُجَّ وَاعْتَمِرْ ثُمَّ جَاهِدْ فَانْطَلَقَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالْحَوَابِطِ اَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَرَاهُ زَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَلْمَانُ ابْنُ رَبِيْعَةَ فَقَالاَ لَهُوَ اَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ اَوْ مَا هُوَ بِاَهْدٰى مِنْ نَاقَتِهِ فَانْطَلَقَ إِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لِاَبِيْ وَائِلٍ حَدَّثَكَ الصُّبَيُّ؟ فَقَالَ نَعَمْ.

৮৩। আবু ওয়ায়েল থেকে হাকাম বর্ণনা করেন যে, সুবাই বিন মা'বাদ তাগলিব গোত্রীয় একজন মরুবাসী খৃস্টান ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন : কোন কাজ উত্তম? তাকে বলা হলো : আল্লাহর পথে জিহাদ। সে জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর তাকে বলা হলো : তুমি কি হজ্জ করেছ? তিনি বললেন : না। তাকে বলা হলো : হজ্জ কর ও উমরা কর, তারপর জিহাদ কর। তিনি হজ্জের জন্য রওনা হয়ে গেলেন। হাওয়াবেতে পৌঁছে তিনি হজ্জ ও উমরা দুটোই (এক সাথে করা) শুরু করলেন। যায়িদ বিন সূহান ও সালমান বিন রবীয়া তা দেখে বললেন। সে (সুবাই) তার উটের চেয়েও বিপথগামী অথবা সে তার উটনীর চেয়ে সুপথগামী নয়। এরপর সুবাই উমারের (রা) নিকট গেলেন এবং তাকে যায়িদ ও সালমান যা বলেছে তা জানালেন। উমার (রা) বললেন : তুমি তোমার নবীর সুন্নাত অনুসরণ করেছ। হাকাম বলেন : আমি আবু ওয়ায়েলকে বললাম : এ ঘটনাটি আপনাকে সুবাই নিজেই বলেছেন? হাকাম বললেন : হাঁ।

[আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, অত্র গ্রন্থের ১৬৯, ২২৭, ২৫৪, ২৫৬ ও ৩৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

মুযদালিফা থেকে মীনায় প্রত্যাবর্তন করতে সূর্যোদয়ের আগেই রওনা হওয়া চাই

٨٤- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرِو بْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اُفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

৮৪। আমর ইবনে মাইমুন বলেছেন : উমার (রা) আমাদের সাথে একটি জামায়াতে ফজরের নামায পড়লেন, তারপর কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর বললেন : মুশরিকরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত রওনা হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন। অতঃপর (উমার রা) সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওনা হলেন।

[বুখারী-১৬৮৪, দেখুন, এই গ্রন্থের ২০০, ২৭৫, ২৯৫, ৩৫৮, ৩৮৫ নং হাদীস]

লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে

٨٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ قَالَ قَالَ اَبِىْ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَا اَعْجَبَكَ مِنْ ذٰلِكَ؟ كَانَ عُمَرُ إِذَا دَعَا الْاَشْيَاخَ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِىْ مَعَهُمْ فَقَالَ لاَ تَتَكَلَّمْ حَتّٰى يَتَكَلَّمُوْا قَالَ فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وِتْرًا فَفِيْ اَيِّ الْوِتْرِ تَرَوْنَهَا.

৮৫। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন : উমার (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবীণ সাহাবীদেরকে ডাকতেন, তখন সেই সাথে আমাকেও ডাকতেন আর বলতেন, ওঁরা যতক্ষণ কথা না বলেন, ততক্ষণ তুমি কথা বলো না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন : লাইলাতুল কাদর সম্পর্কে (অর্থাৎ তার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা তো তোমরা জেনেছ। অতএব, তোমরা রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদর তালাশ কর। যে কোন বেজোড় রাতে তোমরা তার সাক্ষাত পাবে। (ইবনে খুযাইমা, অত্র গ্রন্থের ২৯৮ নং হাদীস দেখুন)

তিনটি প্রশ্নের জবাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ ابْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ سَأَلُوْا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوْا لَهُ إِنَّمَا أُتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ تَطَوُّعًا وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَقَالَ أَسُحَّارٌ أَنْتُمْ؟! لَقَدْ سَأَلْتُمُوْنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ فِي الْحَائِضِ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

৮৬। আসিম ইবনে আমর বাজালী (রা) বলেন : কয়েক ব্যক্তি উমারকে (রা) বললো : আমরা আপনার কাছে তিনটে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। কোন ব্যক্তির বাড়িতে নফল নামায পড়া, জানাবাতের (ফরয ও ওয়াজিব) গোসল করা ও স্ত্রীর ঋতুবতী থাকাকালে তার সাথে স্বামীর কতটুকু মেলামেশা বৈধ? উমার (রা)

বললেন : তোমরা কি জাদুকর? তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, যা সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার পর আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। এরপর উমার (রা) বললেন : মানুষ বাড়িতে যে নামায পড়ে তা জ্যোতি। বাড়িকে যে ব্যক্তি জ্যোতির্ময় করতে চায় সে তা করুক। জানাবাতের গোসল সম্পর্কে তিনি বললেন : সে প্রথমে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে, তারপর ওযু করবে, তারপর মাথার ওপর তিনবার পানি ঢালবে। আর ঋতুবতী স্ত্রী সম্পর্কে বললেন : স্বামী তার পায়জামার ওপরের অংশ স্পর্শ করতে পারে। (অর্থাৎ স্ত্রীর শরীরের ওপরের অংশ ব্যতীত স্পর্শ করা চলবেনা।) (ইবনে মাজা)

মোজার ওপর মাসিহ্ করা

٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِالْعِرَاقِ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَبْنِ (١/١٥) الْخَطَّابِ قَالَ لِىْ سَلْ اَبَاكَ عَمَّا اَنْكَرْتَ عَلَىَّ مِنْ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৮৭। ইবনে উমার (রা) বলেছেন : আমি ইরাকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ওযূ করার সময় মোজার ওপর মাসিহ্ করতে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলাম। পরে যখন আমরা উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট সমবেত হলাম, তখন সা'দ আমাকে বললেন : তুমি আমাকে মোজার ওপর মাসিহ্ করতে দেখে তো অসন্তোষ প্রকাশ করেছ। এখন সে সম্পর্কে তোমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করতো দেখি। আমি উমারের নিকট বিষয়টির উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : সা'দ যখন তোমার নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন তা অগ্রাহ্য করো না। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ওপর মাসিহ্ করতেন।

[ইবনে খুযাইমা; দেখুন; অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ২৩৭]

৮৮। হাদীস নং ৮৭ এর অনুরূপ। (বুখারী ও ইবনে খুযাইমা)

উমারের (রা) একটি ভাষণ

٨٩- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رُؤْيَا لاَ اُرَاهَا إِلاَّ لِحُضُوْرِ اَجَلِي رَأَيْتُ كَاَنَّ دِيْكًا نَقَرَنِىْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ وَذَكَرَ لِىْ اَنَّهُ دِيْكٌ اَحْمَرُ فَقَصَصْتُهَا عَلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِمْرَأَةِ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَتْ يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ قَالَ وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُوْنَنِىْ اَنْ اَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِيْنَهُ وَخِلاَفَتَهُ الَّتِىْ بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَعْجَلْ بِيْ اَمْرٌ فَإِنَّ الشُّوْرٰى فِيْ هٰؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ مَاتَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيْعُوا وَإِنَّنِىْ اَعْلَمُ اَنَّ اُنَاسًا سَيَطْعَنُوْنَ فِى هٰذَا الْاَمْرِ اَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِىْ هٰذِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ اُولٰئِكَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكُفَّارُ الضُّلاَّلُ وَايْمُ اللّٰهِ مَا اَتْرُكُ فِيْمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّيْ فَاسْتَخْلَفَنِيْ شَيْئًا اَهَمُّ إِلَىَّ مِنَ الْكَلاَلَةِ وَايْمُ اللّٰهِ مَا اَغْلَظَ لِىْ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ اَشَدَّ مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْ شَاْنِ الْكَلاَلَةِ حَتّٰي

طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِيْ اٰخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنِّيْ اِنْ اَعِشْ فَسَاَقْضِيْ فِيْهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَاُ وَمَنْ لاَ يَقْرَاُ وَاِنِّيْ اَشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى اُمَرَاءِ الْاَمْصَارِ اِنِّيْ اِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَيُبَيِّنُوْا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُوا اِلَيَّ مَا عُمِّيَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَاْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لاَ اُرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الثُّوْمُ وَالْبَصَلُ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَرٰى نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدُ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فَيَاْمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يُؤْتٰى بِهِ الْبَقِيْعَ فَمَنْ اَكَلَهُمَا لاَ بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاُصِيْبَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ.

৮৯। মা'দান ইবনে আবি তালহা আল ইয়ামানী বর্ণনা করেন : এক শুক্রবারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারে দাঁড়ালেন, তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচারণ করলেন ও আবু বাকরের স্মৃতিচারণ করলেন। তারপর বললেন, আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি যা আমার মৃত্যু আসন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন দিকে ইঙ্গিত করে বলে আমার মনে হয় না। আমি দেখলাম, একটা মোরগ যেন আমাকে দুটো ঠোকর মারলো। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি আমাকে বললেন যে, সেটি ছিল লাল মোরগ। আমি এ স্বপ্ন আবু বাকরের মেয়ে আসমা (রা) নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তোমাকে (উমারকে) জনৈক অনারব ব্যক্তি হত্যা করবে। উমার বললেন : জনগণ আমাকে আদেশ দিচ্ছে, আমি যেন পরবর্তী খালীফা মনোনীত করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে ও তাঁর নবীর মাধ্যমে প্রেরিত খিলাফাতকে ধ্বংস করতে চাননা। আর কোন জিনিস যদি আমাকে তাড়া করে তবে তা হলো, এই ছয়জনের পরামর্শের ওপর ব্যাপারটা ন্যস্ত করা যাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই আল্লাহর নবী ইন্তিকাল করেছেন। এই ছয়জনের মধ্য থেকে যার হাতে তোমরা

বাইয়াত করবে (খালীফা মেনে নেবে) তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে। আমি জানি, এমন কিছু লোক এ বিষয় নিয়ে নিন্দায় মুখর হবে, যাদের সাথে আমি ইসলামের স্বার্থে এই হাত দিয়ে যুদ্ধ করেছি। তারা আল্লাহর দুশমন, কাফির ও বিপথগামী। আল্লাহর কসম, আমার প্রতিপালক আমার নিকট যে সকল জিনিসের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন ও খিলাফাত অর্পণ করেছেন, সে সব জিনিসের মধ্য থেকে 'কালালার' চেয়ে আমার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছুই আমি রেখে যাচ্ছিনা। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীর সাহচর্যে আমি যতদিন থেকেছি, ততদিন তিনি সবচেয়ে কঠোরভাবে যে জিনিসের ব্যাপারে আমাকে তাকিদ দিয়েছেন, তা হচ্ছে 'কালালা'। (যে ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়) এমনকি তিনি (এর ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য) তার আঙ্গুল দিয়ে আমার বুকে টোকা দিলেন এবং বললেন : সূরা আন্ নিসার শেষভাগে নাযিলকৃত গ্রীষ্মের আয়াত তোমার জন্য যথেষ্ট। আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে কালালা সম্পর্কে এমন ফায়সালা করবো যা স্বাক্ষর ও নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেই জানতে পারবে। আমি সকল শহরের আমীরদের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাঁদেরকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যেন তাঁরা জনগণকে ইসলামী শিক্ষা দেন, তাঁদেরকে তাঁদের নবীর অনুসৃত সুন্নাত তথা রীতিনীতি জানিয়ে দেন এবং তাঁরা যেসব বিষয় অবগত নয়, তা যেন আমার কাছে তুলে ধরেন। তারপর শোন, তোমরা দুটো গাছের ফল খেয়ে থাক, যাকে আমি খারাপই মনে করি। তা হচ্ছে পিয়াজ ও রসুন। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম, কোন ব্যক্তির মুখ থেকে পিয়াজ রসুনের গন্ধ পেলেই তাঁর আদেশে তাকে হাত ধরে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হতো এবং জান্নাতুল বাকী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো। তবে যে ব্যক্তির একান্তই পিয়াজ বা রসুন খাওয়া দরকার, সে যেন রান্না করে তার গন্ধ দূর করে খায়। উমার (রা) জুমআর দিনে ভাষণ দিলেন এবং বুধবার শাহাদাতবরণ করলেন।
[মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, দেখুন এই গ্রন্থের হাদীস নং ১৭৯, ১৮৬ ও ৩৪১]

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দরুন খাইবার থেকে ইহূদীদেরকে বিতাড়ন

٩٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسْوَدِ إِلٰى اَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ

نَتَعَاهَدُهَا فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّقْنَا فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ فَعُدِيَ عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيْلِ وَاَنَا نَائِمٌ عَلٰى فِرَاشِيْ فَفُدِعَتْ يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِيْ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَاَتَيَانِيْ فَسَأَلاَنِيْ عَمَّنْ صَنَعَ هٰذَا بِكَ؟ قُلْتُ لاَ اَدْرِيْ قَالَ فَاَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ ثُمَّ قَدِمُوا بِيْ عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا عَمَلُ يَهُوْدَ ثُمَّ قَامَ فِيْ النَّاسِ خَطِيْبًا فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا وَقَدْ عَدَوْا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْاَنْصَارِ قَبْلَهُ لاَ نَشُكُّ اَنَّهُمْ اَصْحَابُهُمْ لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّيْ مُخْرِجٌ يَهُوْدَ فَاَخْرَجَهُمْ.

৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন : আমি, যুবাইর ও মিকদাদ বিন আসওয়াদ খাইবারে আমাদের জমি দেখতে গেলাম। খাইবারে পৌঁছে আমরা পৃথক হয়ে নিজ নিজ জমিতে অবস্থান করলাম। রাতে আমি যখন বিছানায় ঘুমিয়ে আছি, তখন আমার ওপর আক্রমণ চালানো হলো এবং কনুই থেকে আমার দুই হাত ভেঙ্গে ফেলা হলো। পরদিন ভোরে আমার সাথীদ্বয় আমার কাছে এল, আমার অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলো এবং আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো, কে আপনার এ অবস্থা করেছে? আমি বললাম : জানি না। অতঃপর উভয়ে আমার হাত দুটো ঠিক করে দিল। তারপর আমাকে সাথে নিয়ে উমারের (রা) নিকট গেল। উমার (রা) বললেন : হে জনতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের ইহুদীদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেছিলেন যে, আমরা যখন চাইব তাদেরকে বহিষ্কার করবো। ইতিমধ্যে তারা আবদুল্লাহ ইবনে উমারের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং তার দু'হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, যেমন তোমরা জানতে পেরেছ। ইতিপূর্বে তো তারা আনসারদের ওপরও অত্যাচার চালিয়েছে। তারা যে এদেরই লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা ছাড়া খাইবারে আমাদের আর কোন শত্রু

নেই। অতএব খাইবারে তোমাদের (মুসলিমদের) যার কোন সম্পত্তি আছে, সে যেন তা নিজ দখলে নিয়ে নেয়। কেননা আমি অচিরেই ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করতে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে বহিষ্কার করেন। [বুখারী]

জুমার নামাযের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত

٩١- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَيْضًا؟ اَوَلَمْ تَسْمَعُوا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (١٦/١).

৯১। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন : একদিন উমার (রা) জুমু'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি এল। উমার (রা) বললেন : তোমরা নামাযে আসতে বিলম্ব কর কেন? সে বললো : আযান শোনা মাত্রই আমি ওযূ করেছি। উমার (রা) বললেন : তাই? তোমরা কি শোননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর নামাযে যেতে চাইলে তার গোসল করা উচিত। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, দেখুন এই গ্রন্থের হাদীস নং ৩১৯, ৩২০]

বিলাসিতা পরিহারের উপদেশ

٩٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ اَهْلَ الشِّرْكِ وَلَبُوْسَ الْحَرِيْرِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ وَقَالَ إِلاَّ هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ.

৯২। আবু উসমান বলেছেন : আমরা যখন আযার বাইজানে, তখন আমাদের কাছে উমারের চিঠি এল। তিনি লিখলেন : হে উতবা ইবনে ফারকাদ, বিলাসিতা থেকে, মুশরিকদের বেশভূষা থেকে ও রেশম থেকে সাবধান। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশম পরতে নিষেধ করেছেন, তবে এটুকু পরিমাণ। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তার (মধ্যমা ও শাহাদাত) আঙ্গুলদ্বয় তুলে ধরলেন। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

[বুখারী, মুসলিম, দেখুন এই গ্রন্থে হাদীস নং ২৪২, ২৪৩, ৩০১, ৩৫৬, ৩৫৭]

সম্পদের প্রাচুর্য কলহ সৃষ্টি করে

٩٣- حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سِنَانِ الدُّوَلِيِّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ فَاَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَفَطٍ اُتِيَ بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ فَكَانَ فِيْهِ خَاتَمٌ فَاَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيْهِ فَاَدْخَلَهُ فِيْ فِيْهِ فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ لِمَ تَبْكِيْ وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكَ وَاَظْهَرَكَ عَلَى عَدُوِّكَ وَاَقَرَّ عَيْنَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُفْتَحُ الدُّنْيَا عَلَى اَحَدٍ إِلاَّ اَلْقَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاَنَا اُشْفِقُ مِنْ ذٰلِكَ.

৯৩। আবু সিনান দুয়ালী (রা) বলেন : তিনি একদা উমারের (রা) নিকট গেলেন।

তখন তাঁর কাছে প্রথম যুগের একদল মুহাজির ছিলেন। উমার ইরাকের একটি দুর্গ থেকে আনা একটি ব্যাগ আনলেন, যাতে একটা আংটি ছিল। উমারের (রা) এক ছেলে তা নিজের মুখে ঢুকালো। উমার (রা) তৎক্ষণাত সেটি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। তারপর উমার (রা) কাঁদতে লাগলেন। তখন তার কাছে উপস্থিত একজন বললো, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো আপনাকে বিজয় ও প্রাচুর্য দিয়েছেন। আপনাকে আপনার শত্রুর ওপর পরাক্রান্ত করেছেন এবং আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা করেছেন। উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যখনই কাউকে সম্পদের প্রাচুর্য দেন, তখন তাদের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও কলহ-কোন্দল ঢুকিয়ে দেন। আমি সেটিরই আশঙ্কা করছি।

ফারয বা ওয়াজিব গোসল ব্যতিরেকে ঘুমানোর নিয়ম

٩٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ اَحَدُنَا إِذَا هُوَ اَجْنَبَ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَنَامَ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمْ.

৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) স্বীয় পিতা উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারো ওপর যদি গোসল ফারয বা ওয়াজিব হয় এবং সে গোসল করার আগে ঘুমাতে চায়, তা হলে সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তার উচিত, নামাযের ওযূর মত ওযূ করা, তারপর ঘুমানো।

[তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা, অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ১০৫, ১৬৫, ২৩০, ২৩৫, ৩২৬, ২৬৩ ও ৩০৬ দ্রষ্টব্য]

মুনাফিকের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ

٩٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِيْ صَدْرِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى عَدُوِّ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا يُعَدِّدُ اَيَّامَهُ؟ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتّٰى إِذَا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ إِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ وَقَدْ قِيْلَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. لَوْ اَعْلَمُ اَنِّيْ إِنْ زِدْتُ عَلٰى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهِ وَمَشٰى مَعَهُ فَقَامَ عَلٰى قَبْرِهِ حَتّٰى فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَعَجَبٌ لِىْ وَجَرَاءَتِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا كَانَ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ (وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ) فَمَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ عَلٰى مُنَافِقٍ وَلاَ قَامَ عَلٰى قَبْرِهِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৯৫। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস বর্ণনা করেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি : যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মদীনার চিহ্নিত মুনাফিক নেতা) মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জানাযা পড়তে ডাকা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে চলে গেলেন। তারপর যখন তার জানাযা পড়ার উদ্দেশ্যে তার লাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন,

অমনি আমি ঘুরে গিয়ে তার বুক সোজা আড় হয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, হে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অমুক দিন, তার আয়ুষ্কালের হাতে গণা কয়েকদিন বাকী থাকতেও এই এই কথা বলেছিল। সেই ব্যক্তিরও কি আপনি জানাযা পড়ছেন? (আমি এ কথা বারবার বলছিলাম) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি মুচকি হাসছিলেন। আমি যখন অনেক বেশি বার কথাটা বললাম, তখন তিনি বললেন, হে উমার, তোমার প্রশ্নটা পরে করো। আমাকে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, সেটাই আমি প্রয়োগ করছি। আমাকে বলা হয়েছে : "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও (কিছুই এসে যায় না), তুমি যদি তাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা চাও তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" আমি যদি জানতাম যে, ৭০ বারের চেয়েও বেশিবার ক্ষমা চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে, তাহলে আরো বেশি বার ক্ষমা চাইতাম। এরপর তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাই এর জানাযা পড়ালেন এবং তার শব যাত্রায় সঙ্গী হলেন। তারপর তিনি তার কবরে তার শেষ কৃত্য সমাপন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কাজে আমার দুঃসাহসিক আপত্তি জানাতে দেখে বিস্ময়বোধের সৃষ্টি হচ্ছিল। আল্লাহর কসম, এর পর বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। সহসা আয়াত নাযিল হলো : ..."আপনি তাদের কারো জানাযা পড়বেন না এবং কবরে দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছিল এবং অবাধ্য থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইন্তিকাল পর্যন্ত আর কখনো কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং তার কবরেও দাঁড়াননি। [বুখারী, ইবনু হিব্বান]

যখন কাপড় প্রয়োজনের চেয়েও কম থাকে

٩٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا حَدَّثَنِيْ عَنْهُ نَافِعٌ مَوْلاَهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُ لاَ تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُوْدُ قَالَ نَافِعٌ وَلَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّهُ

اَسْنَدَ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَوْتُ اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُ.

৯৬। না'ফে বলেছেন : আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলতেন : যখন কোন পুরুষের নিকট মাত্র একটি কাপড় থাকে, তখন তা দিয়ে শরীরের নিম্নাংশ আচ্ছাদন করে নামায পড়া উচিত। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি : যখন একটি মাত্র কাপড় থাকে, তখন তা দিয়ে ইহুদীদের মত সমগ্র শরীর ঢেকনা। (অর্থাৎ নিম্নাংশ আগে পুরো আবৃত করা চাই। সমগ্র শরীর আবৃত করতে গিয়ে নিম্নাংশ যদি অনাবৃত হয়ে পড়ে তবে তা না করা উচিত।) না'ফে বলেন : আমি যদি বলতাম যে, তিনি এ উক্তি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তা হলেও আমি মিথ্যুক হতাম না বলে আমি আশা করি।

[মুসনাদে ইবনে উমারে হাদীস নং ৬৩৫৬ দ্রষ্টব্য]

ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

৯৭- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيْلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ.

৯৭। উকবা বিন আমের (রা) বলেন : উমার (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাকে বলা হয় : ৮টি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা, জান্নাতে প্রবেশ কর।

সন্তান হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড হয় না

৯৮- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْاَحْمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ

بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ اَنْ تَبْرَحَ.

৯৮। মুজাহিদ বলেন : এক ব্যক্তি নিজের তরবারী দিয়ে তার ছেলেকে আঘাত করলো এবং হত্যা করলো। এরপর ঘটনাটি উমার (রা) এর নিকট উথাপিত হলো। তিনি বললেন : আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে না শুনতাম যে, কোন পিতাকে আপন সন্তান হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না, তাহলে আমি তোমাকে স্থান ত্যাগ করার আগেই হত্যা করতাম।

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন প্রসঙ্গে

٩٩- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٧/١) يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ.

৯৯। আবেস বিন রাবীয়া (রা) বর্ণনা করেন : আমি উমার (রা) কে দেখেছি, হাজরে আসওয়াদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "আল্লাহর কসম, আমি যদি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুমো খাচ্ছেন, তবে তোমাকে চুমো খেতাম না। তারপর উমার (রা) হাজরে আসওয়াদকে চুমো খেলেন।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, দেখুন এই গ্রন্থের হাদীস নং ১৭৬, ৩২৫]

সচ্ছল হলেও কাজের পারিশ্রমিক নেয়া যায়

١٠٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنُ اُخْتِ نَمِرٍ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ

عَبْدِ الْعُزَّى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ عُمَرُ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ؟ قَالَ قُلْتُ اِنَّ لِىْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِيْ اَرَدْتَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

১০০। আবদুল্লাহ ইবনুস সা'দী জানিয়েছেন যে, তিনি উমার (রা) এর খিলাফাতকালে তাঁর কাছে এলে উমার (রা) তাঁকে বললেন : আমাকে কি এ কথা বলা হয়নি যে, তুমি জনগণের বিভিন্ন (সেবামূলক) কাজ কর, তারপর তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা অপছন্দ কর? (অর্থাৎ এ কথা কি সত্য?) আমি (আবদুল্লাহ ইবনুস সাদী) বললাম : হ্যাঁ। উমার (রা) বললেন : তাহলে তুমি কি চাও? আমি বললাম : আমার প্রচুর ঘোড়া ও দাসদাসী আছে। আমি সচ্ছল, আমি চাই, আমার পারিশ্রমিক মুসলিমদের জন্য সাদাকা হয়ে যাক। উমার (রা) বললেন : এরূপ করো না। কারণ তুমি যা চেয়েছো, আমিও তা করতে চেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু দান করতেন। তখন আমি বলতাম, এটি এমন কাউকে দিন, যে এর প্রতি আমার চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী। একবার তিনি আমাকে একটা সম্পত্তি দিলেন। আমি বললাম, এ সম্পত্তি আমার চেয়েও যার বেশি প্রয়োজন, তাকে দিন। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা নিয়ে নাও, এ দ্বারা আরো সম্পদ উৎপন্ন কর এবং সাদাকা কর। এই সম্পদ থেকে যা অযাচিতভাবেই তোমার হাতে আসে, তা নিয়ে

নাও। আর যা আসেনা, তার প্রত্যাশী হয়োনা। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, দেখুন অত্র গ্রন্থের ২৭৯ ও ২৮০ নং হাদীস) (অর্থাৎ কখনো যদি কাজ করেও তার পারিশ্রমিক না জোটে, তবে তার জন্য পীড়াপীড়ি করো না। –অনুবাদক)

আসরের পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ

١٠١- حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ دَرَّاجٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَرَاٰهُ عُمَرُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰي عَنْهَا.

১০১। রবীয়া ইবনে দাররাজ বলেছেন যে, আলী ইবনে আবি তালেব (রা) মক্কা যাওয়ার পথে আছরের পর দু'রাকআত নামায পড়লেন। উমার (রা) এটা দেখে তাঁর ওপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আল্লাহর কসম, আমি জানি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষিদ্ধ করেছেন। (দেখুন, হাদীস নং ১০৬)

অঙ্গহানি করলে সমপরিমাণ বদলার বিধান

١٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَاجِدَةُ قَالَ عَارَمْتُ غُلاَمًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِيْ فَقَطَعَ مِنْهَا اَوْ عَضِضْتُ أُذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَاجًا رُفِعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ اَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ قَالَ فَلَمَّا انْتُهِيَ بِنَا إِلَى عُمَرَ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ نَعَمْ قَدْ بَلَغَ هٰذَا اَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ادْعُوا لِىْ

حَجَّامًا فَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجَّامَ قَالَ اَمَا إِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَدْ اَعْطَيْتُ خَالَتِيْ غُلاَمًا وَاَنَا اَرْجُو اَنْ يُبَارِكَ اللّٰهُ لَهَا فِيْهِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا اَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا اَوْ قَصَّابًا اَوْ صَائِغًا.

১০২। আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব বনু সাহম বংশোদ্ভূত মাজেদা নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, মাজেদা বলেছেন : মক্কায় এক যুবকের সাথে আমার সংঘর্ষ বেধেছিল। তখন সে আমার কান কামড়ে তার একাংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, অথবা আমি তার কান কামড়ে একাংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, মাজেদা এই দুটি কথার যে কোন একটি বলেছে) এরপর যখন আবু বাকর হজ্জ করতে মক্কায় এলেন, তখন আমাদের উভয়ের ঘটনাটি তাঁর কাছে পেশ করা হলো। তখন তিনি আমাদের উভয়কে উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আমাদেরকে যখন উমারের (রা) নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন উমার আমাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন : হাঁ, ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, কিসাস নিতে হবে। (সমপরিমাণ বদলা নিতে হবে, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির কান কেটে দিতে হবে) তোমরা একজন হাজ্জামকে (পেশাদার কর্তনকারী) আমার কাছে ডেকে আন। তিনি যখন হাজ্জামের কথা বললেন, তখন মাজেদা বললেন : শুনে রাখুন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আমি আমার খালাকে একটি দাস দান করেছি আর আমি আশা করি আল্লাহ তাকে এর মধ্যে বরকত দিবেন। আমি তাকে (দাসটিকে) পেশাদার কর্তনকারী, কিংবা কসাই কিংবা স্বর্ণকারে পরিণত করতে খালাকে নিষেধ করেছি। (আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৩ দেখুন)

১০৩। হাদীস নং ১০২ দ্রষ্টব্য

(বি. দ্র : হাদীস দুটি থেকে জানা যায় যে, চাকর বাকরকে তাদের অনভ্যস্ত কোন পেশা গ্রহণে বাধ্য করা জায়েয নেই।)

মেয়েদের অবিবাহিত রাখা অনুচিত

١٠٤- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ

عَـزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّـهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَـا شَـاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيْلِهِ فَـاَتِمُّـوا الْحَجَّ وَالْـعُـمْـرَةَ كَمَـا اَمَـرَكُمُ اللّٰهُ عَـزَّ وَجَلَّ وَحَصِّنُـوا فُـرُوْجَ هٰـذِهِ النِّسَاءِ.

১০৪। আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন : উমার (রা) জনগণের সামনে এক ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : মহান আল্লাহ্ যেমন চেয়েছেন, তাঁর নবীকে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর আল্লাহর নবী আল্লাহর পথেই চলেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন, সেভাবে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর। আর নারীদের সতীত্ব সুরক্ষিত কর। (অর্থাৎ তাদেরকে অবিবাহিত রেখ না।)

গোসল ফারয বা ওয়াজিব হলে ওযূ করে ঘুমানো যায়

١٠٥- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُـمَـرَ عَنْ عُـمَـرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَـالَ سُـئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا اَجْنَبَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

১০৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি (বীর্যপাতের কারণে) অপবিত্র হলে (পবিত্র না হয়ে) সে কি ঘুমাতে পারবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, যদি ওযূ করে তবে। (দেখুন, হাদীস ৯৪)

১০৬। ১০১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য

আল কুরআন উমারের (রা) হৃদয় জয় করেছিল

١٠٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَرَجْتُ اَتَعَرَّضُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ اُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ

سَبَقَنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيْفِ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالَ فَقَرَأَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْإِسْلاَمُ فِىْ قَلْبِيْ كُلَّ مَوْقِعٍ. (١٨/١)

১০৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে বের হলাম। দেখলাম তিনি আমার আগেই মসজিদে (মসজিদে হারামে) পৌঁছেছেন, আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা আল-হাক্কা পড়া শুরু করলেন। আল কুরআন কিভাবে আমার হৃদয়কে আকৃষ্ট করছে, তা দেখে আমি অভিভূত হলাম। (মনে মনে) বললাম, কুরাইশরা যেমন বলেছে, ইনি নিশ্চয়ই কবি। পরক্ষণেই তিনি (সূরাটির একটি আয়াত) পড়লেন, "এটি একজন সম্মানিত দূতের আনীত বাণী, এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই বিশ্বাস কর।" এরপর আমি (মনে মনে) বললাম, ইনি একজন জ্যোতিষী। পরক্ষণেই তিনি পড়লেন,"এটি কোন জ্যোতিষীর বাণীও নয়। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। এতো বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী। আর যদি সে আমার সম্পর্কে কিছু কথা মনগড়াভাবে বলতো, তাহলে আমি তাকে হাত দিয়ে পাকড়াও করতাম, অতঃপর তার ঘাড়ের রগ কেটে ফেলতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না।" এভাবে তিনি পুরো সূরাটি শেষ করলেন। এতে ইসলাম আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বদ্ধমূল হলো।

উমারের (রা) স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের ব্যগ্রতা

١٠٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا

قَالُوْا لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ سَرَغَ حُدِّثَ اَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدِيْدًا قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ شِدَّةَ الْوَبَاءِ فِي الشَّامِ فَقُلْتُ إِنْ اَدْرَكَنِي اَجَلِيْ وَاَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَإِنْ سَأَلَنِي اللّٰهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ عَلَى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ اَمِيْنًا وَاَمِيْنِي اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَاَنْكَرَ الْقَوْمُ ذٰلِكَ وَقَالُوْا مَا بَالُ عُلْيَا قُرَيْشٍ يَعْنُوْنَ بَنِي فِهْرٍ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ اَدْرَكَنِي اَجَلِيْ وَقَدْ تُوُفِّيَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَإِنْ سَأَلَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُوْلَكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ نَبْذَةً.

১০৮। উমার (রা) যখন সারাগ পৌঁছলেন, তখন তাঁকে জানানো হলো যে, সিরিয়ায় মহামারি দেখা দিয়েছে। উমার (রা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সিরিয়ায় ভয়াবহ মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আমি যদি মারা যাই এবং তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বেঁচে থাকেন, তবে আমি তাঁকে আমার পরবর্তী খালীফা মনোনীত করবো। এরপর আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁকে কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের জন্য খালীফা মনোনীত করলে? আমি বলবো, আমি আপনার রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক উম্মাতের একজন পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মাতের পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো আবু উবাইদা। কিন্তু জনগণ তার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলো এবং বললো, উর্ধ্বতন কুরাইশ ব্যক্তিবর্গের কী হয়েছে। তারা বনু ফিহরের ব্যক্তিবর্গের দিকে ইঙ্গিত করছিল। (অর্থাৎ তারা কী দোষ করেছে যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে আবু উবাইদাকে মনোনীত করা হবে?) এরপর উমার (রা) পুনরায় বললেন : যদি আমার মৃত্যু আসে এবং তখন আবু উবাইদা মারা গিয়ে থাকে, তাহলে আমি মুয়ায বিন জাবালকে খালীফা মনোনীত করবো। এরপর যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করেন,

ওকে কেন খালীফা মনোনীত করলে? আমি বলবো, আমি আপনার রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন আলিমদের সম্মুখে কতিপয় বাছাইকৃত ব্যক্তিকে জমায়েত করা হবে। (অর্থাৎ আমার বিবেচনায় সেই সব বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গেরই অন্যতম মুয়ায বিন জাবাল)

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি ভবিষ্যদ্বাণী

١٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْاَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وُلِدَ لِاَخِيْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيْدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْتُمُوْهُ بِاَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُوْنَنَّ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْدُ لَهُوَ شَرٌّ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ.

১০৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামার ভাইয়ের একটি ছেলে জন্ম নিল এবং তার নাম রাখা হলো ওয়ালীদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের ফিরাউনদের নামে তার নামকরণ করলে? এই উম্মাতের মধ্যে ওয়ালীদ নামক এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, সে হবে এই উম্মাতের জন্য ফিরাউনের চেয়েও ক্ষতিকর।

ফজর ও আছরের পর কোন নামায নেই

١١٠- حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ فِيْهِمْ عُمَرُ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১১০। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন, অত্যন্ত সন্তোষভাজন কতিপয় ব্যক্তি, যাদের মধ্যে উমার (রা) অন্যতম এবং আমার নিকট উমারই সর্বাপেক্ষা সন্তোষভাজন ব্যক্তি, আমার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই।

[বুখারী, মুসলিম, দেখুন হাদীস নং ১০৩, ২৭০, ২৭১, ৩৫৫, ৩৬৪]

তিনটি প্রশ্নের উত্তর

١١١- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ اَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ قَالَ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَا اَقْدَمَكَ؟ قَالَ لاَسْأَلَكَ عَنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ قَالَ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ رُبَّمَا كُنْتُ اَنَا وَالْمَرْأَةُ فِيْ بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلَّيْتُ اَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِيْ وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِيْ خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمَرُ تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَهَانِيْ عَنْهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنِ الْقَصَصِ فَإِنَّهُمْ اَرَادُوْنِيْ عَلَى الْقَصَصِ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَأَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَمْنَعَهُ قَالَ إِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَنْتَهِيَ اِلَى قَوْلِكَ قَالَ اَخْشٰى عَلَيْكَ اَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتّٰى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ اَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا فَيَضَعَكَ اللّٰهُ تَحْتَ اَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذٰلِكَ.

১১১। হারিস বিন মুয়াবিয়া আল-কিন্দী তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য উমার

(রা) এর নিকট রওনা করলেন। তিনি মদীনায় এসে পৌছুলে উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? আলকিন্দী বললেন : আপনার নিকট তিনটি প্রশ্ন করার জন্য। উমার (রা) বললেন : সেগুলি কী? তিনি বললেন : কখনো কখনো আমি ও আমার স্ত্রী একটি সংকীর্ণ ভবনে অবস্থান করি। সেখানে আমি ও সে যদি নামায পড়ি তাহলে সে আমার পাশে থাকে। আর যদি সে পেছনে থাকতে চায় তাহলে তাকে ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। উমার (রা) বললেন : তোমার ও তার মধ্যে একটা কাপড় দিয়ে আড়াল করে নিও, তারপর সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে– যদি তুমি চাও। দ্বিতীয় প্রশ্ন আছরের পর দু'রাকআত নফল নামায পড়া নিয়ে। উমার (রা) বললেন : এটা পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন। তৃতীয় প্রশ্ন গল্প-গুজব করা নিয়ে। উমার (রা) বললেন : তোমার যেমন ইচ্ছা। মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাকে নিষেধ করা অপছন্দ করছিলেন। আল-কিন্দী বললেন, আমি চাই, আপনি যা বলবেন, অবিকল তাই করবো। উমার (রা) বললেন : আমার আশঙ্কা হয়, তুমি জনগণকে গল্প শুনাতে শুনাতে নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে করবে। এরপর আরো গল্প শুনাবে, তাতে নিজেকে এত বড় মনে করতে থাকবে যে, এক সময় ভাববে, তুমি তাদের ওপরে নক্ষত্রপুঞ্জে পৌছে গেছ। ফলে আল্লাহ তোমাকে কিয়ামাতের দিন সেই পরিমাণেই তাদের পায়ের নিচে ফেলবেন।

বাপদাদার নামে শপথ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

١١٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلاَ تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا.

১১২। উমার (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাপদাদার নামে শপথ

করতে নিষেধ করেছেন। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা শোনার পর থেকে আমি কখনো বাপদাদার নামে শপথ করিনি এবং নিজের স্মৃতি থেকে কিংবা অন্যের কাছ থেকে উদ্ধৃত করে বাপদাদা সম্পর্কে কোন কথাও বলিনি।

ঘোড়া ও দাসদাসীতে যাকাত নেই

١١٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةً.

১১৩। উমার ইবনুল খাত্তাব ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া ও দাসদাসী থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করেননি।

[বুখারী, মুসলিম, দেখুন, হাদীস নং ২৪১]

জাবিয়ায় প্রদত্ত উমারের (রা) ভাষণ

١١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ اَنْبَأنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِيْ فِيْكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوْا بِاَصْحَابِيْ خَيْرًا ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتّٰى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ اَبْعَدُ لاَ

يَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

১১৪। উমার (রা) জাবিয়াতে প্রদত্ত ভাষণে বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন : আমার সাহাবীদের জন্য সব সময় শুভ কামনা কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য। এরপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি এমনও ঘটবে যে, কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করার আগেই সে সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে থাকতে ইচ্ছুক, সে যেন অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করে। কেননা শয়তান একাকী মানুষের সঙ্গী এবং দু'জন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে। তোমাদের কেউ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে। কেননা সে সময় শয়তান হয় তৃতীয় জন। আর নিজের সৎকাজ যাকে আনন্দ দেয় এবং নিজের মন্দ কাজ যাকে দুঃখ দেয়, সেই প্রকৃত মুমিন। (তিরমিযী)

আমর ইবনুল আসওয়াদের কুরবানীর পশু রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর পশুর মত

١١٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ (١٩/١) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالاَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَدْيِ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ.

১১৫। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশু কেমন ছিল দেখতে চায়, সে যেন আমর ইবনুল আসওয়াদের কুরবানীর পশু দেখে নেয়।

বাপদাদার নামে শপথ করা যাবে না

١١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ كُنَّا

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَكْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ وَاَبِيْ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ تَحْلِفُوْا بِأَبَائِكُمْ. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৬। উমার (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা কাফিলায় ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "না, আমার বাবার কসম" তৎক্ষণাত অপর এক ব্যক্তি বললো, তোমাদের বাপদাদার নামে কসম খাবে না। শেষোক্ত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

[দেখুন, হাদীস নং ২১৪, ২৪০, ২৯১]

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বাকরের (রা) যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে উমারের (রা) সাক্ষ্য

١١٧- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ وَاَبُو الْيَمَانِ قَالاَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ قَالَ اَبُو الْيَمَانِ لَاَقْتُلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ اَنْ رَأَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ.

১১৭। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, তারপরে আবু বাকর (খালিফা হিসাবে) ছিলেন এবং আরবদের মধ্য থেকে কিছুলোক কাফির হয়ে গেল, (তখন আবু বাকর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন)। উমার (রা) বললেন, হে আবু বাকর, আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেরা যতক্ষণ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই" এ কথা না বলবে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি বলবে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই" সে আমার কাছ থেকে তার সম্পদ ও প্রাণ রক্ষা করবে, যথাযথ কারণ ছাড়া তা নষ্ট করা যাবে না। তার হিসাব আল্লাহর নিকট সমর্পিত। আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো, (আবুল ইয়ামান বলেন, আবু বাকর বলেছিলেন, ...তাকে আমি হত্যা করবো) কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক। আল্লাহর কসম, যে পাঠী ছাগল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিত, তাও যদি দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বলেন : আল্লাহর কসম, আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে, আবু বাকরের বুক আল্লাহ যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন। ফলে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, তার সিদ্ধান্তই সঠিক।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, দেখুন, এই গ্রন্থের হাদীস নং ২৩৯, ৩৩৫]

১১৮। হাদীস নং ১১০ দ্রষ্টব্য

জন্তুর মালিকের হক

١١٩- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ عَنْ اَبِىْ سَبَاٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيْمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيْثٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ اَحَقُّ بِصَدْرِهَا.

১১৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে রায় দিয়েছেন যে, জন্তুর মালিক তার বুকের বেশি হকদার। (অর্থাৎ জন্তুর সম্মুখভাগে আরোহণ করার)।

সিরিয়ার বিশেষ মর্যাদা

١٢٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَاشِدِ بْنَ سَعْدٍ عَنْ حُمْرَةَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَالَ سَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيْرِهِ الْاَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ اَنَّ الطَّاعُوْنَ فَاشٍ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ ارْجِعْ وَلاَ تَقَحَّمْ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوْصَ عَنْهَا فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَاَنَا اَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثَ انْبَعَثْتُ مَعَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَدُّوْنِيْ عَنِ الشَّامِ بَعْدَ اَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لِاَنَّ الطَّاعُوْنَ فِيْهِ اَلاَ وَمَا مُنْصَرَفِىْ عَنْهُ مُؤَخِّرٌ فِيْ اَجَلِيْ وَمَا كَانَ قُدُوْمِيْهِ مُعَجِّلِىْ عَنْ اَجَلِيْ اَلاَ وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لاَ بُدَّ لِىْ مِنْهَا فِيْهَا لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى اَدْخُلَ الشَّامَ ثُمَّ اَنْزِلَ حِمْصَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لاَ حِسَابَ وَلاَ عَذَابَ عَلَيْهِمْ مَبْعَثُهُمْ فِيْمَا بَيْنَ الزَّيْتُوْنِ وَحَائِطِهَا فِى الْبَرْثِ الْاَحْمَرِ مِنْهَا.

১২০। হুমরা ইবনে আবদ কুলাল বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রথমবার

সিরিয়া ভ্রমণের পর পুনরায় সিরিয়া সফরে রওনা হন। যখন সিরিয়ার কাছাকাছি পৌছেন, তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের নিকট সংবাদ আসে যে, দেশটিতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তাঁর সাথীরা তাঁকে বললো : ফিরে চলুন, ঝুঁকি নিয়ে ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। কেননা আপনি যদি সিরিয়ায় পৌছে যান এবং সেখানে প্লেগ সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে আমাদের মনে হয়না আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। তাই তিনি মদীনায় ফিরে চললেন। সেই রাতেই তিনি বাসর ঘরে ঘুমালেন। তখন আমিই ছিলাম তার সবচেয়ে নিকটবর্তী। তারপর যখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন, তখন আমিও তার পেছনে পেছনে যাত্রা করলাম। তখন আমি শুনলাম, তিনি বলছেন : (সাথীরা) আমাকে সিরিয়া থেকে ফিরিয়ে দিল। অথচ আমি তার কাছেই পৌছে গিয়েছিলাম। ওখানে প্লেগ দেখা দিয়েছে বলে আমাকে ফিরিয়ে দিল। জেনে রাখ, আমার ফিরে আসায় আমার মৃত্যু বিলম্বিত হবে না। আর সেখানে যাওয়াতে আমার মৃত্যু ত্বরান্বিতও হতো না। জেনে রাখ, আমি যদি মদীনায় পৌছে যাই এবং সেখানে আমার কিছু জরুরী প্রয়োজন সেরে আসতে পারি তাহলে আমি রওনা হয়ে সিরিয়ায় চলে যাব, অতঃপর হিমসে উপনীত হব। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সিরিয়া থেকে এমন সত্তর হাজার ব্যক্তিকে উত্থিত করবেন, যাদের কোন হিসাব দিতে হবে না, আযাবও হবে না। তারা উত্থিত হবে যাইতুন ও তার মধ্যকার বারাছুল আহমারের প্রাচীরের মধ্যস্থল থেকে। (আল হাকেম)

সূর্যোদয়ের পরে দু'রাকআত নামাযের ফযিলত

١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ فَقَالَ مَنْ قَامَ اِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ فَكَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنِىْ اَنْ اَسْمَعَ هٰذَا

مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ تُجَاهِيْ جَالِسًا اَتَعْجَبُ مِنْ هٰذَا؟ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْجَبَ مِنْ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيْ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ؟ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ (٢٠/١) مِنْ اَيِّهَا شَاءَ.

১২১। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক অভিযানে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের সাথে বসে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন : সূর্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযূ করে দু'রাকআত নামায পড়বে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ফলে সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। উকবা ইবনে আমের বলেন : আমি বললাম, মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এ কথা শুনবার সুযোগ দিলেন। এ বৈঠকে উমার ইবনুল খাত্তাব আমার পার্শ্বে বসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : তুমি এ কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছ? তুমি আসার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও বিস্ময়কর কথা বলেছেন। আমি বললাম : আমার পিতা মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। সে কথাটা কী? উমার (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খুব ভালো করে ওযূ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলবে : আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, যে দরজা দিয়ে সে চাইবে ঢুকতে পারবে। (আবু দাউদ)

স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করলে

١٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي اَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا اَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّيْ ثَلاَثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيْمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ وَلاَ تَنَمْ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ.

১২২। আশয়াস বিন কায়স বলেন, আমি একবার উমারের অতিথি হয়েছিলাম। সেই সময়ে উমার তার স্ত্রীকে প্রহার করলেন। তারপর বললেন : হে আশয়াস, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটে কথা মুখস্থ করেছি, তুমিও আমার কাছ থেকে সেই তিনটে কথা মুখস্থ করে নাও : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রহার করলে তা নিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, তীর ধনুক প্রস্তুত রাখা ব্যতীত ঘুমিওনা, আর তৃতীয় কথাটা আমি ভুলে গেছি। [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

রেশম পরা নিষেধ

١٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ الرِّشْكَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ اُمِّ عَمْرٍو ابْنَةِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَلْبِسِ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلاَ يَكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ.

১২৩। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বলেছেন : আমি উমার (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে রেশম পরিধান করবে না। [বুখারী, মুসলিম]

মদীনার ভবিষ্যত

١٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَسِيْرَنَّ الرَّاكِبُ فِيْ جَنَبَاتِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ لَيَقُوْلُ لَقَدْ كَانَ فِي هٰذَا حَاضِرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَثِيْرٌ.

১২৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মদীনার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করার সময় কোন কোন পর্যটক বলবে, এখানে এক সময় বহু মুমিন বাস করতো।

যেখানে হারাম খাদ্য পরিবেশন করা হয় সেখানে কোন মুমিনের বসা বৈধ নয়

١٢٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ اَبِى الْقَاسِمِ السَّبَائِيَ حَدَّثَهُ عَنْ قَاصٍّ الْاَجْنَادِ بِالْقُسْطَنْطِنِيَّةِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ .

১২৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : "হে জনতা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন এমন খাবারের টেবিলে না বসে, যেখানে মদ

পরিবেশন করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন পাজামা পরিহিত অবস্থায় ব্যতীত গোসল খানায় প্রবেশ না করে। আর যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন গোসল খানায় প্রবেশ না করে। (উল্লেখ্য যে, এখানে তৎকালীন গণগোসলখানাকে বুঝানো হয়েছে, যা শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।)

মসজিদ নির্মাণ ও জিহাদকারীর সহায়তা

١٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ اَنْبَأَنَا لَيْثٌ (ح) وَيُوْنُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ ابْنَ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَظَلَّ رأسَ غَازٍ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِه حَتّٰى يَمُوْتَ قَالَ يُوْنُسُ اَوْ يَرْجِعَ وَمَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى بَنٰى اللّٰهُ لَهُ بِه بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

১২৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন জিহাদরত ব্যক্তির মাথায় ছায়া দেবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাকে ছায়া দেবেন, আর যে ব্যক্তি কোন জিহাদকারীকে জিহাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরঞ্জামাদি বা রসদ সরবরাহ্ করবে, সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত ঐ জিহাদকারীর সমান সাওয়াব পেতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ নির্মাণ করবে, যার ভেতর আল্লাহর নাম আলোচনা হবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, ইবনু মাজা]

মুক্ত হস্তে দান রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য

١٢٧- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ

قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَغَيْرُ هٰؤُلَاءِ اَحَقُّ مِنْهُمْ اَهْلُ الصُّفَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُخَيِّرُوْنِي اَنْ تَسْأَلُوْنِى بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ اَنْ تُبَخِّلُوْنِيْ وَلَسْتَ بِبَاخِلٍ .

১২৭। উমার (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য বিতরণ করলেন। আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ, এদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার রয়েছে, যেমন আহলে সুফফার। (মসজিদে নববীতে আশ্রিত ও সার্বক্ষণিক অবস্থানরত দরিদ্র সাহাবীগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা আমাকে মুক্ত হস্তে দান করা ও কার্পণ্য করা এই দু'য়ের একটি অবলম্বন করতে বলছ। আমি কার্পণ্য করতে প্রস্তুত নই।

[মুসলিম, অত্র গ্রন্থের ২৩৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

মোজার ওপর মাসেহ্

١٢٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْحَدَثِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

১২৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, অপবিত্র হবার পর ওযূ করেছেন এবং উভয় পায়ের মোজার ওপর মাসেহ্ করেছেন।

[দেখুন, হাদীস নং ২১৬, ৩৪৩]

উমার (রা) এর উত্তরসূরী মনোনয়নের চিন্তা

عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ إِعْلَمُوا اَنِّيْ لَمْ اَقُلْ فِي الْكَلاَلَةِ شَيْئًا وَلَمْ اَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِيْ اَحَدًا وَاَنَّهُ مَنْ اَدْرَكَ وَفَاتِيْ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَشَرْتَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لأَتْمَنَكَ النَّاسُ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَأْتَمَنَهُ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ رَأَيْتُ مِنْ اَصْحَابِىْ حِرْصًا سَيِّئًا وَإِنِّيْ جَاعِلٌ هٰذَا الْاَمْرَ إِلَى هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لَوْ اَدْرَكَنِيْ اَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هٰذَا الْاَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمُ مَوْلَى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

১২৯। আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইবনুল আব্বাস (রা) এর ওপর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর কাছে ইবনে উমার ও সাঈদ বিন যায়িদও ছিলেন। উমার (রা) বললেন, তোমরা জেনে রাখ, আমি কালালা (নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী) সম্পর্কে কিছু বলিনি, আর আমি আমার পরে কাউকে উত্তরসূরী মনোনীতও করিনি। আরবের যে সকল বন্দী আমার মৃত্যুর সময় জীবিত থাকবে, তারা আল্লাহর সম্পদ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। (অর্থাৎ কোন মুক্তিপণ না দিয়েই তারা মুক্ত হবে।) সাঈদ বিন যায়িদ বললেন : দেখুন, আপনি যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেন, (অর্থাৎ উত্তরসূরী হিসাবে মনোনীত করেন) তবে জনগণ আপনার ওপর আস্থা স্থাপন করবে, (অর্থাৎ আপনার মনোনয়ন মেনে নেবে) আবু বাকরও এরূপ করেছিলেন এবং জনগণ তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করেছিল। উমার (রা) বললেন : আমি আমার সাথীদের মধ্যে খারাপ ধরনের লোক দেখেছি। আমি এই দায়িত্ব (খালীফা মনোনয়ন) সেই ছয় ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করবো, যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেছেন। তারপর উমার (রা) পুনরায় বললেন :

আমি বেঁচে থাকতে যদি আবু হুযাইফার সাবেক দাস সালেম এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এই দু'জনের একজনকেও পাই, তবে আমি আস্থার সাথে তার কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবো।

১৩০। ১১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য

হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে উমারের (রা) উক্তি

١٣١- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَكَبَّ عَلَى الرُّكْنِ فَقَالَ إِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَمْ اَرَحِبِّيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلَا قَبَّلْتُكَ وَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

১৩১। ইবনুল আববাস বলেন : একবার উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, আমি জানি, তুমি একটা পাথর মাত্র। আমি যদি আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না দেখতাম তোমাকে ধরেছেন ও চুমো খেয়েছেন, তাহলে তোমাকে ধরতামও না, চুমোও খেতাম না। "আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

সোনার আংটি অবৈধ

١٣٢- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَنْبَأَنَا عَمَّارُ بْنُ اَبِيْ عَمَّارٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى فِيْ يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَلْقِ ذَا فَأَلْقَاهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ ذَا شَرٌّ مِنْهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ.

১৩২। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, এটা ফেলে দাও। সে ফেলে দিল। এরপর সে একটা লোহার আংটি পরলো। সেটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা তো আরো খারাপ। এরপর সে একটা রূপার আংটি পরলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি সম্পর্কে কিছু বললেন না।

আনসারগণ উমারের (রা) ফায়সালা মেনে নিলো

١٣٣- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (ح) وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ.

১৩৩। আবদুল্লাহ বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আনসারগণ বললেন, আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর আর তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন আমীর হোক। এই সময় তাদের কাছে উমার (রা) এলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি জাননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরকে নামাজে ইমামতি করতে আদেশ দিয়েছিলেন? তাহলে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আবু বাকরের আগে যেতে রাজি? (অর্থাৎ আবু বাকর থাকতে ইমাম হতে রাজি) আনসারগণ বললো, আবু বাকরের আগে যাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

[আল হাকেম, দেখুন, এই গ্রন্থের হাদীস নং ৩৮৪২, ৩৭৬৫]

এক বিন্দু জায়গা শুকনো থাকলেও ওযূ হবে না

١٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى رَجُلًا

تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى.

১৩৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, নামায পড়ার জন্য ওযূ করলো, কিন্তু পায়ের পিঠে এক নখ পরিমাণ জায়গা শুকনো রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন: ফিরে যাও, ভালো করে ওযূ করে এস। লোকটি ফিরে গেল, ওযূ করলো ও নামায পড়লো।

[মুসলিম, দেখুন এই গ্রন্থের হাদীস নং ১৫৩]

মওজুদদারীর ভয়াবহ পরিণাম

١٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ الطَّاطَرِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ عَنْ فَرُّوْخَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَنَّ عُمَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُوْرًا فَقَالَ مَاهٰذَا الطَّعَامُ؟ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَفِيْمَنْ جَلَبَهُ قِيْلَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ. قَالَ وَمَنِ احْتَكَرَهُ؟ قَالُوْا فَرُّوْخُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلاَنٌ مَوْلَى عُمَرَ فَاَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالاَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَشْتَرِيْ بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيْعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْإِفْلاَسِ اَوْ بِجُذَامٍ فَقَالَ فَرُّوْخُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَاۤ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُعَاهِدُ اَللّٰهَ وَأُعَاهِدُكَ اَنْ لاَۤ اَعُوْدَ فِيْ طَعَامٍ اَبَدًا وَاَمَّا مَوْلَى

عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا نَشْتَرِيْ بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيْعُ قَالَ اَبُوْ يَحْيٰى فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلٰى عُمَرَ مَجْذُومًا.

১৩৫। আবু ইয়াহইয়া নামক জনৈক মক্কাবাসী উসমানের সাবেক দাস ফররুখ থেকে বর্ণনা করেন, উমার (রা) যখন আমীরুল মু'মিনীন, তখন একদিন মসজিদে গেলেন, দেখলেন, খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার কিসের? লোকেরা বললো, এ খাবার আমাদের জন্য আনা হয়েছে। উমার (রা) বললেন, এ খাবারে এবং যে ব্যক্তি এ খাবার এনেছে– তার ওপর আল্লাহ বরকত নাযিল করুন। কেই কেউ বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ খাবার তো গোলাজাত করা হয়েছে। তিনি বললেন, কে গোলাজাত করেছে? লোকেরা বললো, উসমানের সাবেক দাস ফররুখ এবং উমারের সাবেক দাস অমুক। উমার (রা) তৎক্ষণাত লোক পাঠিয়ে তাদের উভয়কে ডেকে আনলেন। তারপর বললেন : মুসলিমদের খাদ্য গোলাজাত করতে তোমাদেরকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো? তারা উভয়ে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমরা আমাদের অর্থ দিয়ে ক্রয় বিক্রয় করে থাকি। উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করবে, আল্লাহ তাকে দারিদ্র্য অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করবেন। তখন ফররুখ বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করছি এবং আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, কোন খাদ্যদ্রব্য আর কখনো গোলাজাত করবো না। কিন্তু উমারের সাবেক দাস বললো : আমরা তো আমাদের অর্থ দিয়েই ক্রয় বিক্রয় করে থাকি। আবু ইয়াহইয়া বলেন : আমি উমারের এই সাবেক দাসকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত দেখেছি। [ইবনু মাজা]

সরকারী দান গ্রহণে দোষ নেই

١٣٦- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى حَتّٰى اَعْطَانِىْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন : আমি উমার (রা) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর রাসূল আমাকে বিভিন্ন দানের জিনিস দিতেন। আমি বলতাম, যে ব্যক্তি এর প্রতি আমার চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী, তাকে দিন। একবার তিনি আমাকে কিছু জিনিস দিলেন। আমি বললাম : যে ব্যক্তি আমার চেয়েও এ জিনিসের মুখাপেক্ষী, তাকে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটি নিয়ে নাও, একে বিনিয়োগ কর, অতঃপর তা থেকে সাদাকা কর। তোমার চাওয়া বা আগ্রহ প্রকাশ করা ব্যতিরেকে তোমাকে এই মাল (সরকারী সাহায্য সামগ্রী) থেকে যা কিছু দেয়া হয়, তা নিয়ে নিও। আর যা দেয়া হয় না, তার জন্য লালায়িত হয়ো না। [বুখারী, মুসলিম]

১৩৭। হাদীস নং ১৩৬ দ্রষ্টব্য

রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমো খাওয়া জায়েয

١٣٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ سَعِيْدٍ الاَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَاَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيْمَ؟

১৩৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি একদিন খুব খোশমেজাজে ছিলাম। তাই (স্ত্রীকে) রোযা অবস্থায় চুমো খেলাম। পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁকে বললাম : আমি আজ একটা গুরুতর কাজ করে ফেলেছি। রোযা অবস্থায় চুমো খেয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি মনে কর, রোযা অবস্থায় তুমি যদি পানি

দিয়ে কুলি করতে, তাহলে? আমি বললাম, তাতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এতে অসুবিধা কোথায়?

[ইবনে খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, আবু দাউদ, নাসায়ী]

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা তার জান্নাতবাসী হবার লক্ষণ

١٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ اَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ اَنَّهُ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَافَيْتُهَا وَقَدْ وَقَعَ فِيْهَا مَرَضٌ فَهُمْ (٢٢/١) يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّافَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ مَا وَجَبَتْ يَآ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ فَقَالَ وَثَلَاثَةٌ قَالَ قُلْنَا وَاثْنَانِ؟ قَالَ وَاثْنَانِ؟ قَالَ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

১৩৯। আবুল আসওয়াদ বলেন : আমি মদীনায় উপস্থিত হলাম এবং তার সর্বত্র ব্যাপকভাবে সফর করলাম। এর অব্যবহিত পূর্বে মদীনায় একটা রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে লোকেরা ব্যাপকভাবে মারা যাচ্ছিল। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট বসলাম। তখন তার কাছ দিয়ে একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। উপস্থিত লোকেরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলো। উমার (রা) বললো : অবধারিত হয়ে গেল। এরপর আর একটা লাশ গেল। উপস্থিত লোকেরা তারও প্রশংসা করলো। উমার (রা) বললেন : অবধারিত হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় একটা লাশ গেল। উপস্থিত লোকেরা তার নিন্দা করলো। উমার (রা) বললেন : অবধারিত হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বললেন : কী অবধারিত হলো, হে

আমীরুল মু'মিনীন? উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণেই কথাটা বলেছি। তিনি বলেছেন : যে কোন মুসলিমের পক্ষে চার ব্যক্তি উত্তম বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম : যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন : তিনজন দিলেও। আমরা বললাম : যদি দুইজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন : দুইজন দিলেও। এরপর আমরা তাকে একজনের সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি।

[বুখারী, দেখুন, এই গ্রন্থের হাদীস নং-২০৪, ৩১৮, ৩৮৯]

রমযানে সফর করলে রোযা না রাখা জায়েয

١٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ وَالْفَتْحَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَفْطَرْنَا فِيْهِمَا.

১৪০। উমার (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমযানে (বদর) যুদ্ধে গিয়েছি, মক্কা বিজয়েও রমযানেই গিয়েছি। উভয় ক্ষেত্রে আমরা রোযা না রেখেই গিয়েছি।

[তিরমিযী, দেখুন এই গ্রন্থে হাদীস নং-১৪২]

আগ্রাসনের শিকার হয়েও বিজয়ী

١٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِىْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْعَنَزِيُّ بَصْرِيٌّ قَالَ اَنْبَأَنَا الْغَضْبَانُ بْنُ حَنْظَلَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَنْظَلَةَ بْنَ نُعَيْمٍ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَكَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ مِنَ الْوَفْدِ سَأَلَهُ مِمَّنْ هُوَ؟ حَتَّى مَرَّ بِهِ اَبِىْ فَسَأَلَهُ مِمَّنْ اَنْتَ؟ فَقَالَ مِنْ عَنَزَةَ. فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حَيٌّ مِنْ هَاهُنَا مَبْغِيٌّ عَلَيْهِمْ مَنْصُوْرُوْنَ.

১৪১। বসরার আনাযা গোত্রীয় মুছান্না বিন আওফ বলেছেন, গাযবান বিন হানযালা আমাকে জানিয়েছেন যে, তার পিতা হানযালা বিন নুয়াইম একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে উমারের (রা) নিকট গেলেন। ঐ দলের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেই তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, সে কোন্ গোত্রের লোক। যখন আমার পিতা তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ গোত্রের লোক। তিনি বললেন, আনাযা গোত্রের। উমার (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সেখানকার একটি গোত্রের ওপর আগ্রাসন চালানো হবে এবং তা সত্ত্বেও তারা বিজয়ী হবে।

বদর ও মক্কা অভিযানে রোযা রাখা হয়নি

١٤٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدَ ابْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرٍ اَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَحَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَتَيْنِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَومَ الْفَتْحِ فَاَفْطَرْنَا فِيْهِمَا.

১৪২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযানে দুটো যুদ্ধে গিয়েছি : বদর ও মক্কা বিজয়। উভয়টিতেই আমরা রোযা না রেখে গিয়েছি। (দেখুন, হাদীস নং ১৪০)

ভাষাবিদ ও বাকপটু মুনাফিক সম্পর্কে হুশিয়ারী

١٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ عَبْدِيٌّ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ الْكُرْدِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

১৪৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের জন্য যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর মনে করি সে হচ্ছে ভাষাবিদ ও বাকপটু মুনাফিক।

[দেখুন, হাদীস নং ৩১০]

রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির শাস্তি

١٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمٍ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيْ اَرْضِ الرُّوْمِ فَوُجِدَ فِيْ مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُوْلٌ فَسَاَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ مَتَاعِهِ غُلُوْلاً فَاَحْرِقُوْهُ (قَالَ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوْهُ). قَالَ فَاَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِيْ السُّوْقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيْهِ مُصْحَفًا فَسَاَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

১৪৪। সালেম বিন আবদুল্লাহ বলেন, তিনি মাসলামা বিন আবদুল মালিকের সাথে রোমে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে একটি চোরাই মাল পাওয়া গেল। মাসলামা সালেমকে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন : উমারের নিকট থেকে আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার মালপত্রের মধ্যে কোন চুরি করা জিনিস পাবে, তা পুড়িয়ে দাও। (সালেম বললেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন যে, তাকে প্রহার কর।) সালেম বলেন : এরপর মাসলামা তার মাল বাজারে বের করলেন। তাতে এক কপি কুরআন শরীফ পেলেন। সে সম্পর্কে সালেমকে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন, কুরআনের কপিটি বিক্রি করে তার মূল্য সাদাকা করে দিন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

পাঁচটি জিনিস থেকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা

١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ.

১৪৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় (নিরাপত্তা) চাইতেন : কৃপণতা, কাপুরুষতা, বুকের যে কোন সমস্যা, কবরের আযাব এবং বার্ধক্যজনিত দুঃখকষ্ট। (ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী, অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ৩৮৮ দেখুন)

শহীদদের তিন স্তর

١٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلشُّهَدَاءُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ اَعْنَاقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتّٰى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ اَوْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَاَنَّمَا يُضْرَبُ جِلْدُهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ هُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُوْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ.

১৪৬। ফুযালা বিন উবাইদ বলেন : আমি উমার (রা) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : শহীদরা তিন ধরনের : একজন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুমিন, যে শত্রুর মুখোমুখি হলো,

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্য প্রমাণিত করলো এবং নিহত হলো। কিয়ামাতের দিন লোকেরা মাথা উচুঁ করে তার নিকট সমবেত হবে এবং এ কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা এতটা উচুঁ করলেন যে, তার টুপি পড়ে গেল, অথবা উমারের টুপি পড়ে গেল। সন্দেহ বর্ণনাকারীর (ফুযালা) পক্ষ থেকে।

অপর জন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, সে শত্রুর মুখোমুখি হলো, তার চামড়া যেন তালাহ (এক ধরনের বুনো গাছ) গাছের কাটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। একটা ধারালো তীর এসে তাকে হত্যা করলো। সে দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। আর একজন দৃঢ় ঈমানধারী মুমিন। সে ভালো ও মন্দ কাজের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। সে শত্রুর সম্মুখীন হলো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করলো এবং নিহত হলো। সে তৃতীয় স্তরের শহীদ। (তিরমিযী) এই গ্রন্থের হাদীস নং ১৫০ দ্রষ্টব্য)

সন্তান হত্যার দায়ে পিতার মৃত্যুদণ্ড হবে না

١٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَّلَدٍ.

১৪৭। উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন সন্তানের জন্য পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না। (দেখুন, হাদীস নং ১৪৮, ৩৪৬) (অর্থাৎ সন্তানকে হত্যা করার দায়ে পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কোন দণ্ডই দেয়া হবে না। অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড অবশ্যই দিতে হবে। –অনুবাদক)

উত্তরাধিকার সম্পর্কে

١٤٧- وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ.

১৪৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে অভিভাবকত্ব লাভ করে, সে সম্পত্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবে।

[ইবনু মাজা, তিরমিযী, দেখুন হাদীস ৩২৪, মুসনাদ আহমাদ]

১৪৮। হাদীস নং ১৪৭ দ্রষ্টব্য

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ

١٤٩- حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

১৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার করে ধুয়ে ওযূ করতে দেখেছি। (অর্থাৎ যে সব অঙ্গ তিনবার ধৌত করতে হয়, তা একবার ধৌত করে ওযূ সম্পন্ন করেছেন।)

[ইবনু মাজা, মুসনাদ আহমাদ-১৫১]

শহীদদের চার শ্রেণী

١٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ اَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ فَقُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ وَالثَّانِيْ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَاَنَّمَا يُضْرَبُ ظَهْرُهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ جَاءَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثُ رَجُلٌ مُوْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ

فَصَدَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيْرًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

১৫০। ফুযালা বিন উবাইদ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শহীদগণ চার শ্রেণীর : প্রথম, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, শত্রুর মুখোমুখি হলো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করলো এবং নিহত হলো। তার দিকে লোকেরা এভাবে তাকাবে, এ কথা বলে তিনি মাথা এতটা উঁচু করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা উমারের টুপি পড়ে গেল। দ্বিতীয়, সেই ঈমানদার ব্যক্তি, যে শত্রুর মুকাবিলা করলো। তারপর যেন তালাহ্ গাছের কাঁটা দ্বারা সে ক্ষতবিক্ষত হলো। তার ওপর একটা ধারালো তীর এসে পড়লো এবং তাতেই সে নিহত হলো। সে দ্বিতীয় স্তরের শহীদ। তিন, সেই মুমিন ব্যক্তি, যে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে, সে শত্রুর মুকাবিলা করলো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করলো এবং নিহত হলো। সে তৃতীয় স্তরের শহীদ। চতুর্থ, এমন মুমিন, যে নিজের ওপর অনেক যুল্‌ম করেছে, সে শত্রুর মুকাবিলা করলো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করলো এবং নিহত হলো। সে চতুর্থ স্তরের শহীদ। [মুসনাদ আহমাদ-১৪৬]

তাবুক অভিযানকালে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ

١٥١-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ عَامَ تَبُوْكَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.

১৫১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের সময় এক একবার ধৌত করে ওযূ সেরেছেন।
[মুসনাদ আহমাদ-১৪৯]

মক্কাবাসী সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী

١٥٢- حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَخْرُجُ اَهْلُ مَكَّةَ ثُمَّ لاَ يَعْمُرُوْنَهَا ـ اَوْ لاَ تُعْمَرُ ـ إِلاَّ قَلِيْلٌ ثُمَّ تَمْتَلِئُ وَتُبْنَى ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا فَلاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهَا اَبَدًا.

১৫২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : একদিন মক্কাবাসী মক্কা থেকে চলে যাবে, অতঃপর স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া পুনরায় আর ফিরে এসে মক্কায় বাস করবে না। তারপর মক্কা আবার জনাকীর্ণ হবে ও সেখানে বহু ঘরবাড়ি নির্মিত হবে। তারপর আবার তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে অতঃপর আর কখনো সেখানে ফিরবে না।

১৫৩। হাদীস নং ১৩৪ দ্রষ্টব্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুর (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য

١٥٤- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتَيْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فَإِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ.

১৫৪। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খৃস্টানরা যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতো, তেমনি তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

[মুসনাদ আহমাদ-১৬৪, ৩৩১]

١٥٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَأَنَا اَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا قَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ اَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتّٰى يَاْخُذُوْهُ عَنْكَ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً.

১৫৫। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আত্মগোপন করে থাকতেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا "তোমার নামায অত্যধিক উঁচু কণ্ঠেও পড়ো না, সম্পূর্ণ গোপনেও পড়ো না।" রাসূলুল্লাহ যখন তাঁর সাথীদের সঙ্গে নামায পড়তেন, তখন তিনি নিজের কুরআন পাঠে অত্যন্ত উঁচু কণ্ঠ প্রয়োগ করতেন। ফলে মুশরিকরা তা শুনে ফেলতো এবং কুরআনকে, কুরআন নাযিলকারীকে ও কুরআন আনয়নকারীকে গালি দিত। তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বললেন : "তোমার নামায অতিমাত্রায় উঁচু কণ্ঠে পড়ো না। অর্থাৎ নামাযে কুরআন উঁচু কণ্ঠে পড়ো না। তাহলে মুশরিকরা তা শুনবে এবং কুরআনকে গালি দেবে। আর তা অতিমাত্রায় গোপনেও পড়ো না। অর্থাৎ এত গোপনে পড়ো না যে, তোমার সাথীরা শুনতে পারবে না এবং তোমার কাছ থেকে তা শিখতেও পারবে না। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।"

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, ইবনে খুযাইমা) মুসনাদ আহমাদ-১৮৫৩]

উমারের (রা) একটি ভাষণ

١٥٦- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (قَالَ

هُشَيْمٌ مَرَّةً خَطَبَنَا) فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لاَ تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّه حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ اَلاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلاَ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ زَادَ عُمَرُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلاَنٌ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ اَلاَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَّالِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِقَوْمٍ يُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوْا.

১৫৬। ইবনুল আব্বাস বলেন : একদিন উমার (রা) ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর রজমের (ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি বললেন : তোমরা রজম সম্পর্কে কারো দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা ওটা আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডসমূহের একটি। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন, তারপরে আমরাও রজম করেছি। যদি এ আশঙ্কা না থাকতো যে, লোকেরা বলবে, উমার আল্লাহর কিতাবে এমন জিনিস সংযোজন করেছে, যা কিতাবের অংশ নয়, তাহলে আমি কুরআনের ভেতরে এক পাশে লিখে দিতাম, "উমার ইবনুল খাত্তাব সাক্ষ্য দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন এবং তারপর আমরাও রজম করেছি।" জেনে রাখ, তোমাদের পরে এমন এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা রজম, দাজ্জাল, শাফায়াত ও কবরের আযাব অস্বীকার করবে এবং এমন এক গোষ্ঠীর কথাও অস্বীকার করবে যারা জাহান্নামে আযাব ভোগ করার পর আবার তা থেকে বেরিয়ে আসবে।

[মুসনাদ আহমাদ-১৯৭, ৩৩২, ৩৯১]

তিনটি বিষয়ে ওহীর সাথে উমারের (রা) মতের আগাম মিল

١٥٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (٢٤/١) لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَهُنَّ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ. قَالَ فَنَزَتْ كَذَلِكَ.

১৫৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেছেন : আমি আমার প্রতিপালকের সাথে তিনটি বিষয়ে (আগাম) একমত হয়েছি। প্রথমতঃ আমি বলেছি : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মাকামে ইবরাহীমের অন্তর্ভুক্ত কোন জায়গাকে নামায পড়ার স্থান বানালে ভালো হতো। এর অব্যবহিত পরেই এ আয়াত নাযিল হয় : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "মাকামে ইবরাহীমের কোন একটি স্থানকে নামাযের জায়গা হিসাবে গ্রহণ কর।" (আল-বাকারা) দ্বিতীয়তঃ আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার স্ত্রীদের নিকট সৎ অসৎ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরা যাওয়া আসা করে। কাজেই তাদেরকে যদি পর্দায় থাকার আদেশ দিতেন ভালো হতো। এর অব্যবহিত পর পর্দার আয়াত নাযিল হলো। তৃতীয়তঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিমান করে। তখন আমি বললাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাদেরকে তালাক দেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দিতে পারেন।" এরপর অনুরূপ আয়াত নাযিল হয়।

[বুখারী, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-১৬০, ২৫০]

সাতটি পঠন-রীতিতে আল কুরআন নাযিল হয়

١٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيْهَا حُرُوْفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَأَنِيْهَا قَالَ فَاَرَدْتُ اَنْ اُسَاوِرَهُ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ لَمَّا فَرَغَ قُلْتُ مَنْ اَقْرَأَكَ هٰذِهِ الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَذَبْتَ، وَاللّٰهِ مَا هٰكَذَا اَقْرَأَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ اَقُوْدُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ اَقْرَأْتَنِيْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ فِيْهَا حُرُوْفًا لَمْ تَكُنْ اِقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ كَمَا كَانَ قَرَأَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ : إِقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ فَقَالَ : هٰكَذَا اُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ.

১৫৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি হিশাম বিন হাকীম বিন হিযামকে সূরা আল ফুরকান পড়তে শুনলাম। তিনি তাতে এমন কিছু অক্ষর পাঠ করলেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পড়াননি। আমি নামাযের ভেতরেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, হিশামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো। নামায শেষে আমি বললাম, আপনাকে কে এভাবে পড়িয়েছে? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম : আপনি মিথ্যে বলেছেন। আল্লাহর

কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে এভাবে পড়াননি। অতঃপর আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে সূরা আল ফুরকান পড়িয়েছেন। আমি এই ব্যক্তিকে এই সূরায় এমন কিছু অক্ষর পড়তে শুনেছি, যা আপনি আমাকে পড়াননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হিশাম, পড় তো। তখন হিশাম (ইতিপূর্বে) যেভাবে পড়েছিলেন, সেভাবে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এভাবেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। তারপর বললেন : হে উমার, তুমি পড় তো। আমি পড়লাম। তিনি বললেন : এভাবেই নাযিল হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল কুরআন সাতটি পাঠ-রীতিতে নাযিল হয়েছে।

[নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ-২৭৭, ২৭৮, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৭৫]

পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুঁজো হয়ে চলা

١٥٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِيْ مَا يَجِدُ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ.

১৫৯। উমার (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুঁজো হয়ে চলতে দেখেছি। কারণ তিনি পেট পূরে দাকাল (এক ধরনের উন্নত মানের খেজুর) খেতে পাননি।

[মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-৩৫৩]

তিনটি বিষয়ে ওহীর সাথে উমারের (রা) মতের আগাম মিল

١٦٠- قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ اَقُوْلُ لَهُنَّ لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ

لَيُبْدِ لَنَّهُ اللّٰهُ بِكُنَّ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى إِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ يَا عُمَرُ اَمَا فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتّٰى تَعِظَهُنَّ؟ فَكَفَفْتُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ.

১৬০। হাদীস নং ১৫৭ দ্রষ্টব্য। (অতিরিক্ত অংশ :) উমার (রা) বলেন : (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) উম্মুল মুমিনদের (অভিমানের) বিষয়টা আমার কানে পৌঁছুলে আমি রাসূলের স্ত্রীদের বললাম, তোমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অভিমান বন্ধ না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে তোমাদের চেয়ে ভালো মুসলিম স্ত্রী দান করবেন। অতঃপর আমি উম্মুল মুমিনীনদের একজনের নিকট এলে তিনি আমাকে বললেন, হে উমার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কি তার স্ত্রীদেরকে দেয়ার মত উপদেশ নেই যে, আপনি উপদেশ দিতে এসেছেন? এ কথা শুনে আমি চুপ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন : ...عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ "রাসূল যদি তোমাদেরকে তালাক দেন, তবে তার প্রতিপালক হয়তো তাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়েও উত্তম, মুসলিম, মুমিন, অনুগত স্ত্রী দেবেন।"

যুল হুলাইফা ময়দানের মর্যাদা

١٦١- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ اَنَّ يَحْيٰى بْنَ اَبِى كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ قَالَ الْوَلِيْدُ يَعْنِيْ ذَا الْحُلَيْفَةِ.

১৬১। ওয়ালীদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেন... উমার (রা) বলেছেন : আকীকে (স্থানের নাম) অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার প্রভুর নিকট থেকে জনৈক আগন্তুক গত রাতে আমার নিকট এসে বললেন, এই কল্যাণময় ময়দানে নামায পড়ুন এবং বলুন, হজ্জের অন্তর্ভুক্ত একটি উমরা আদায় করছি। বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেছেন, কল্যাণময় ময়দান দ্বারা যুল হুলাইফাকে বুঝানো হয়েছে। [বুখারী, ইবনু খুযাইমা]

বিনিময় বাণিজ্যের ইসলামী পদ্ধতি

١٦٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

১৬২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন এবং সুফিয়ান বলেছেন : তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : রৌপ্যের সাথে স্বর্ণের বিনিময় সুদে পরিণত হবে যদি উভয়পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয়, গমের সাথে গমের বিনিময় সুদ হবে যদি নগদ লেনদেন না হয়, যবের সাথে যবের বিনিময় সুদ হবে যদি নগদ লেনদেন না হয়। খোরমার সাথে খোরমার বিনিময় সুদ হবে যদি নগদ লেনদেন না হয়।

দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম

١٦٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ

الْيَـوْمَـيْنِ اَمَّـا يَـوْمُ الْفِطْرِ فَـفِطْرُكُمْ مِـنْ صَـوْمِكُمْ وَاَمَّـا يَـوْمُ الاَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

১৬৩। আবু উবাইদ বলেন : আমি উমারের (রা) সাথে ঈদের নামায পড়েছি। তিনি খুৎবার আগে নামায পড়লেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন তোমাদের পানাহারই তোমাদের রোযার শামিল। আর ঈদুল আযহার দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশতের একাংশ খাও।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২৪, ২২৫, ২৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুর (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ

১৬৪। হাদীস নং ১৫৪ দ্রষ্টব্য।

১৬৫। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।

দান করা জিনিস ফেরত নেয়া নিষেধ

١٦٦- حَـدَّثَـنَا سُـفْـيَـانُ عَـنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِـيْـهِ اَنَّ عُـمَـرَ حَـمَلَ عَلَى فَـرَسٍ فِـي سَـبِـيْلِ اللّٰهِ عَـزَّ وَجَلَّ فَـرَاَهَا اَوْ بَـعْضَ نِتَـاجِـهَا يُـبَـاعُ فَـاَرَادَ شِـرَاءَهُ فَـسَـأَلَ الـنَّـبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكْهَا تُـوَافِكَ اَوْ تَلْقَهَا جَمِـيْـعًا. وَقَالَ مَـرَّةً : فَـنَـهَـاهُ وَقَـالَ لاَ تَـشْتَـرِهِ وَلاَ تَـعُـدْ فِـي صَدَقَتِكَ.

১৬৬। যায়িদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) তাঁর একটা ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। পরে একদা দেখলেন সেই ঘোড়া বা তার কোন বাচ্ছাকে বিক্রি করা হচ্ছে। এটা দেখে উমার (রা) তা কিনবার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওটা ছেড়ে দাও। ওটা তোমার নিকট আসবে অথবা তুমি বাচ্চাসহই তা পাবে।

অন্য বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারকে নিষেধ করলেন

এবং বললেন : তুমি এটা ক্রয় করো না এবং তোমার দান করা জিনিস ফেরত নিও না।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-২৫৮, ২৮১, ৩৮৪]

পরপর হজ্জ ও উমরা করার ফযীলত

١٦٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ الْخَبَثَ.

১৬৭। আমের বিন রাবীয়া উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং উমার (রা) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছান, আর একবার সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর কর। এ দুটো পরপর সম্পন্ন করলে তা দারিদ্র্য ও গুনাহকে সেইভাবে দূরীভূত করে, যেভাবে কামারের হাপর ময়লা দূরীভূত করে। [ইবনু মাজা]

নিয়াত অনুসারেই আমল গৃহীত হয়

١٦٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১৬৮। উমার (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমল কেবল নিয়াত অনুসারেই গৃহীত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিয়াত করে তেমনই কর্মফল পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে হিজরাত করে, তার হিজরাত যে উদ্দেশ্যে হিজরাত করেছে, সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জন অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরাত করে, তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যেই হবে– যার জন্য সে হিজরাত করেছে। [বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৩০০]

মুসলিম হবার পর সর্বপ্রথম হজ্জ ও উমরা করা উত্তম

١٦٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًا فَاَسْلَمْتُ فَاَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِيْ زَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا فَقَالاَ لَهَذَا اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِ اَهْلِهِ فَكَاَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلاَمَهُمَا وَاَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عَبْدَةُ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ كَثِيْرًا مَا ذَهَبْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقُ إِلَى الصُّبَيِّ نَسْأَلُهُ عَنْهُ.

১৬৯। সুবাই বিন্ মা'বাদ বলেন : আমি একজন খৃস্টান ছিলাম। পরে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর হজ্জ ও উমরা দিয়ে ইসলামী জীবন শুরু করলাম। যায়িদ বিন সূহান ও সালমান বিন রবীয়া শুনলো যে, আমি হজ্জ ও উমরা দিয়ে ইসলামী জীবন শুরু করেছি। তারা দু'জনে বললো : ঐ ব্যক্তি তার পরিবারের উটের চেয়েও বিপথগামী। তাদের দু'জনের এ উক্তি শুনে আমার মনে হলো যেন আমার ওপরে পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি উমারের (রা) নিকট গেলাম এবং তাকে বিষয়টি জানালাম। উমার (রা) তাদের দু'জনের দিকে মুখ করলেন এবং তাদের উভয়কে ভর্ৎসনা করলেন। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন :

তুমি নবীর সুন্নাতের অনুগামী হয়েছ। তুমি তোমার নবীর সুন্নাতের অনুগামী হয়েছ। আব্‌দা (অপর এক রাবী) বলেন, আবু ওয়াইল (আরেক বর্ণনাকারী) বলেছেন : আমি এবং মাসরূক এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য সুবাই-এর নিকট বহুবার গিয়েছি।

[দেখুন, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৩]

ইয়াহুদীদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ

١٧٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِعُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ (قَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ) بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

১৭০। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন : উমারের নিকট উল্লেখ করা হলো (কখনো তিনি বলেন, উমার (রা) কে জানানো হলো) যে, সামুরা মদ বিক্রি করেছে। উমার (রা) বললেন : আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুন! (তিরস্কারসূচক বাক্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন! তাদের ওপর পশুর চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তথাপি তারা তা জমা করে এবং বিক্রি করে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান]

বনু নযীরের কাছ থেকে অর্জিত গণিমতের ব্যবহার

١٧١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً

وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ (وَقَالَ مَرَّةً قُوتَ سَنَةٍ) وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৭১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : বনু নযীরের ভূ-সম্পত্তি ছিল সেই সকল সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে গণিমত হিসাবে দিয়েছিলেন এবং যার জন্য মুসলিমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করেনি। সেই সম্পত্তি একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং তা থেকে তিনি তাঁর পরিবারের পুরো বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন, (কোন সময়ে বলেছেন, পুরো বছরের খাদ্য দিতেন।) আর যা বাকী থাকতো তা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করতেন।

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-৩৩৭]

নবীদের পরিত্যক্ত সম্পদ কারো উত্তরাধিকার নয়

١٧٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ.

১৭২। মালিক বিন আওস বলেন, আমি শুনলাম উমার (রা) আবদুর রহমান বিন আওফ, তালহা, যুবাইর ও সা'দকে বলেছেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি– যার ক্ষমতার বলে আকাশ ও পৃথিবী স্থিতিশীল। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদাকা? সকলে বললো, হে আল্লাহ, হাঁ।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৪২৫, ১৩৯১, ১৪০৬, ১৫৫০, ১৬৫৮, ১৭৮১, ১৭৮২]

সন্তান যে দম্পতির বিছানায় থাকে তাদের

١٧٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَالَدُ لِلْفِرَاشِ.

১৭৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সন্তান বিছানার। (অর্থাৎ যে দম্পতির বিছানায় থাকে তাদের)

কসর সকল অবস্থায় বহাল থাকবে

١٧٤- حَدَّثَنَا بْنُ إِدْرِيْسَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا). وَقَدْ اَمَّنَ اللّٰهُ النَّاسَ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ. فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

১৭৪। ইয়ালা বিন উমাইয়া (রা) বলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম : আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা নামাযে কসর করতে পার যদি তোমাদের আশঙ্কা থাকে যে, কাফিররা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।) এখন তো আল্লাহ্ জনগণকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। উমার (রা) আমাকে বলেছেন, যে ব্যাপারে তোমার কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যাপারে আমারও কৌতুহল ছিল। তাই এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাবে বললেন : ওটা একটা সাদাকা, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং তাঁর সাদাকাকে গ্রহণ কর।

[মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-২৪৪, ২৪৫]

আবু বাক্‌র (রা)-এর মর্যাদা

١٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ. قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ : وَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ اَنَّهُ اَتٰي عُمَرَ فَقَالَ جِئْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْكُوْفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتّٰى كَادَ يَمْلأُ (٢٦/١) مَا بَيْنَ شُعْبَتَيِ الرَّحْلِ فَقَالَ وَمَنْ هُوَ وَيْحَكَ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّي عَنْهُ الْغَضَبُ حَتّٰى عَادَ إِلٰى حَالِهِ الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ وَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُهُ بِقِيَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ هُوَ اَحَقُّ بِذَالِكَ مِنْهُ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذٰلِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَالِكَ فِي الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاَنَا مَعَهُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَلَمَّا كِدْنَا اَنْ نَعْرِفَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلٰى قِرَاءَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُوْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهُ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ

فَلأُبَشِّرَنَّهُ قَالَ فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لأُبَشِّرَهُ فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَنِيْ إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلاَّ وَسَبَقَنِيْ إِلَيْهِ.

১৭৫। আলকামা বলেন, উমার (রা) যখন আরাফাতে, তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল। কায়েস ইবনে মারওয়ান বলেন, তিনি উমার (রা) এর নিকট এলেন এবং বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি, নিজের স্মৃতি থেকে কুরআন লেখায়। একথা শুনে উমার (রা) রাগে যেন ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন : লোকটি কে? কায়েস বললো! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। সাথে সাথে উমার (রা) এর রাগ প্রশমিত হলো এবং তিনি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন : আল্লাহর কসম, আমার জানামতে এই কাজে তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের) চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত আর কেউ বেঁচে নেই। এ বিষয়ে তোমাকে আমি পরে জানাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতরাতে আবু বকরের সাথে মুসলিমদের সমস্যাবলী নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করছিলেন। আর একদিন রাতে তাঁর সাথে আলোচনা করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর সাথে আমরাও বের হলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তার কিরাত শুনতে লাগলেন। আমরা যখন লোকটিকে চিনে ফেলবার উপক্রম করেছি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল কুরআন নাযিল হবার সময় যেমন ছিল, সে-রকম রসালোভাবে যদি কেউ পড়ে আনন্দ পেতে চায়, তবে সে যেন ইবনে উম্মে আবদের পাঠরীতি অনুযায়ী তা পাঠ করে। তারপর লোকটি বসে দু'আ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বলতে লাগলেন, "চাও, যা চাইবে তা তোমাকে দেয়া হবে।" উমার (রা) বলেন : আমি (মনে মনে) বললাম, আল্লাহর কসম, প্রত্যূষে আমি তার কাছে যাবো এবং তাকে উক্ত সুসংবাদ দেবো। পরদিন সকালে গিয়েই দেখি, আবু বাকর আমার আগেই তার কাছে চলে গেছে এবং তাকে ঐ সুসংবাদ দিয়েছে। (অর্থাৎ সে যা চাইবে তাই পাবে এই সুসংবাদ) আল্লাহর কসম, আমি আবু বাকরের সাথে যখনই কোন ভালো কাজে পাল্লা দিয়েছি, তখনই তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন।

[ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ-১৭৮, ২২৮, ২৬৫, ২৬৭]

হাজরে আসওয়াদকে চুমো খাওয়া প্রসঙ্গে

١٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَأُقَبِّلُكَ وَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ اَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ اُقَبِّلْكَ.

১৭৬। আবেস বিন রবীয়া বলেন : আমি উমার (রা) কে দেখলাম, হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিচ্ছেন আর বলছেন, আমি তোমাকে চুমো খাচ্ছি– যদিও আমি জানি যে, তুমি একটা পাথর মাত্র। আমি যদি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুমো দিচ্ছেন, তবে আমি তোমাকে চুমো খেতাম না। [দেখুন, ৯৯ নং হাদীস]

জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ

١٧٧- حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْ مِثْلِ مَقَامِيْ هٰذَا فَقَالَ اَحْسِنُوْا إِلَى اَصْحَابِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ اَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ اَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَنَالَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ اَبْعَدُ وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ وَتَسُوْءُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

১৭৭। জাবির বিন সামুরা (রা) বলেন : উমার (রা) জাবিয়াতে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এ জায়গার মতই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমার সাহাবীদের সাথে সদব্যবহার কর, তারপর তাদের পরবর্তীদের সাথে, তারপর তাদের পরবর্তীদের সাথে। তারপর এমন লোকেরা আসবে, যারা কেউ কসম খেতে বলার আগেই কসম খাবে এবং কেউ সাক্ষ্য দিতে বলার আগেই সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততম জায়গা পেতে চায় সে যেন জামায়াতের সাথে থাকে। কেননা যে একাকী থাকে, শয়তান তারই সঙ্গী হয় এবং সে (শয়তান) দু'জন থেকে অধিকতর দূরে থাকে। কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একাকী সাক্ষাত না করে। কেননা সেখানে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় ব্যক্তি। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে তার ভালো কাজ আনন্দ দেয় এবং তার মন্দ কাজ দুঃখ দেয়, সেই মুমিন।
[ইবনু হিব্বান, ইবনু মাজা]

১৭৮। হাদীস নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।
১৭৯। হাদীস নং ৮৯ দ্রষ্টব্য।

মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদলে সে আযাব ভোগ করে

١٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ.

১৮০। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদলে কবরে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।
[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-২৪৭, ২৪৮, ২৬৪, ২৯৪, ৩৫৪, ৩৬৬]

রেশমের পোশাক নিষিদ্ধ

١٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ

وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الْاَبَدَ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْأَخِرَةِ.

১৮১। আসমার স্বাধীনকৃত দাস আবদুল্লাহ্ বলেন : আসমা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের নিকট পাঠালেন। আমি গিয়ে তাকে বললাম, আসমা শুনেছেন যে, আপনি তিনটে জিনিস থেকে নিষেধ করেন : কাপড়ে নকশী করা, বেগুনী রং এর বালিশ এবং পুরো রজব মাসের রোযা। তিনি বললেন : রজব মাসের রোযা সম্পর্কে যা বললেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখে, তার সাথে কী করা হবে? (অর্থাৎ সারা জীবন রোযা রাখা যেমন অনুচিত, সারা রজব মাস রোযা রাখাও তেমনি অনুচিত। কেননা রমযানের ফারয রোযা আসন্ন। আর কাপড়ে নকশী সম্পর্কে যা বললেন, সে সম্পর্কে আমি উমার (রা) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরবে, সে আখিরাতে তা পরবে না। হাদীসে নক্শী কাপড় বলতে রেশমী (সিল্ক) পোশাককে বুঝানো হয়েছে। রেশমী ছাড়া অন্যান্য কাপড়ে নক্শী করা নিষিদ্ধ নয়। [মুসলিম]

বদর যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরিণতি

١٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَتَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ وَكُنْتُ حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لِعُمَرَ : اَمَا تَرَاهُ؟ قَالَ سَأَرَاهُ وَاَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِيْ ثُمَّ اَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ اَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِيْنَا مَصَارِعَهُمْ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَهٰذَا

مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ : فَجَعَلُوْا يُصْرَعُوْنَ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَئُوْا تِيْكَ كَانُوْا يُصْرَعُوْنَ عَلَيْهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهِمْ فَطُرِحُوْا فِيْ بِئْرٍ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فُلاَنُ يَا فُلاَنُ هَلْ (٢٧/١) وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ حَقًّا فَإِنِّيْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللّٰهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكَلِّمُ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا ؟ قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يُجِيْبُوْا.

১৮২। আনাস (রা) বলেন : আমরা উমার (রা)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝে ছিলাম। এ সময় আমরা চাঁদ দেখাদেখি করছিলাম। আমার দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ম ছিল। তাই আমি চাঁদ দেখতে পেলাম। আমি উমার (রা) কে বললাম : আপনি কি চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না? উমার (রা) বললেন : পরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখতে পাবো। অতঃপর তিনি বদরের যোদ্ধাদের ঘটনা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাদের (কাফিরদের) নিহত হওয়ার স্থান আগের দিনে দেখাতেন। বলতেন : এই খানে অমুক ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ আগামী কাল নিহত হবে, এই খানে অমুক ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল নিহত হবে, এরপর তারা একে একে নিহত হতে লাগলো। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, ওরা আপনার এই ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেনি। ওরা সত্যিই নিহত হচ্ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাদের লাশগুলো একটি কূয়ায় নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন! হে অমুক, হে অমুক, আল্লাহ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পেয়েছ তো? আমি তো আল্লাহ আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা নিশ্চিতই পেয়েছি। উমার (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, যারা লাশে পরিণত হয়েছে, তাদের সাথে আপনি কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমার কথা তোমাদের চেয়েও ওরা ভালো শুনতে পাচ্ছে। তবে তারা সাড়া দিতে পারছে না। [মুসলিম]

পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি

١٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو جَاءَ بَنُوْ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيْبٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِيْ وَلاَءِ اُخْتِهِمْ إِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَوِالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ، فَقَضٰى لَنَا بِهِ.

১৮৩। আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং পিতা দাদা থেকে বর্ণনা করেন : আমর যখন ফিরে এলেন, তখন মা'মার বিন হাবীবের সন্তানেরা এলো তাদের বোনের উত্তরাধিকারের দাবী উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট পেশ করার জন্য। উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যা শুনেছি, তদনুসারে তোমাদের বিরোধের মীমাংসা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তান বা পিতা যা কিছু রেখে যায়, তা তার পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকে তার। এভাবে তিনি সেই সম্পত্তি আমাদেরকে দেয়ার ফায়সালা করলেন।

[আবু দাউদ, ইবনু মাজা]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুর (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট জিবরীলের আগমন

١٨٤- قَرَأْتُ عَلٰى يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ : عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالاَ لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَقَالَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُوْلُوْا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيْءٌ وَاَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوْسٌ اَوْ قُعُوْدٌ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَمْشِي حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ مَا نَعْرِفُ هٰذَا وَمَا هٰذَا بِصَاحِبِ سَفَرٍ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰتِيْكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ فَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتٰى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا اَشْرَاطُهَا؟ قَالَ إِذَا الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْعَالَةُ رِعَاءُ الشَّاءِ تَطَاوَلُوْا فِى الْبُنْيَانِ وَوَلَدَتِ الْإِمَاءُ اَرْبَابَهُنَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَمَكَثَ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ اَوْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ اَفِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ اَوْ مَضٰى اَوْ فِيْ شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ؟ قَالَ فِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ اَوْ مَضٰى فَقَالَ رَجُلٌ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ؟ قَالَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُوْنَ

لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ يُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ.
قَالَ يَحْيَى قَالَ هُوَ كَذَا يَعْنِيْ كَمَا قَرَأْتُ عَلَيَّ.

১৮৪। ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার এবং হুমাইদ বিন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী বলেন : আমরা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন অদৃষ্ট ও তদসংক্রান্ত বিষয়ে লোকদের ধ্যান ধারণার কথা উল্লেখ করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন : তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে যাবে, তখন বলবে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার তোমাদের থেকে দায়মুক্ত আর তোমরা তাঁর থেকে দায়মুক্ত। এ কথা তিনবার বললেন। (অর্থাৎ অদৃষ্ট সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এর সমর্থকও নন, বিরোধীও নন। –অনুবাদক) তারপর বললেন : আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সহসা তাঁর নিকট এমন এক ব্যক্তি পদব্রজে এল, যার চেহারা ও চুল চমৎকার এবং পরিধানে সাদা কাপড় ছিল। উপস্থিত লোকেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। আমরা কেউ তাকে চিনিওনা, আর সে কোন মুসাফিরও নয়। তারপর বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আপনার কাছে আসবো? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর সে এল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুর সাথে হাঁটু গেড়ে এবং নিজের উরুদ্বয়ের ওপর হাত রেখে বসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানে রোযা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরে হজ্জ আদায় করবে। সে বললো : ঈমান কী? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া ও সব রকমের ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনবে। সে বললো : ইহসান কী? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য কাজ করবে এমনভাবে যেন তাঁকে তুমি দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন। সে বললো : কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে বেশি জানে না। সে বললো কিয়ামতের নিদর্শনাবলী কী কী? তিনি বললেন : এক সময় যারা নগ্ন থাকতো, খালি পায়ে চলতো ও ছাগল চরাতো, তারা বড় বড় অট্রালিকায় বসে দম্ভ করবে এবং দাসীরা এমন সন্তান জন্ম দেবে যারা তাদের প্রভু হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লোকটিকে আমি চাই। তখন

সবাই তাকে খোঁজাখুঁজি করলো। কিন্তু কিছুই দেখলো না। এরপর দুই বা তিনদিন কেটে গেল। তারপর বললেন, ওহে খাত্তাবের ছেলে, জান কে এসব প্রশ্ন করছিল। উমার (রা) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও হচ্ছে জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখাতে এসেছিল। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুযাইনা বা জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যে কাজ করি তা কি পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার (অর্থাৎ অদৃষ্টের লিখন) নাকি এখন নতুনভাবে করা হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সময় এক ব্যক্তি অথবা কোন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে আমরা আমল করে কী লাভ? তিনি বললেন : জান্নাতবাসীর জন্য জান্নাতের উপযুক্ত আমল সহজ করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামবাসীর জন্য জাহান্নামের উপযুক্ত আমল সহজ করে দেয়া হয়।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯১, ৩৬৭, ৩৬৮, ইবনে উমারের বর্ণিত- ৩৭৪, ৩৭৫, ৫৮৫৬, ৫৮৫৭]

ফলের রসের মদ নিষিদ্ধ

١٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيْذَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

১৮৫। আবুল হাকাম বলেন : আমি ইবনুল আব্বাস (রা)-কে কলসীতে বানানো ফলের রসের মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসী ও লাউয়ের খোলে করে বানানো ফলের রসের মদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধকৃত জিনিসকে বর্জন করা যার কাছে আনন্দদায়ক, সে যেন ফলের রসের মদ বর্জন করে। ইবনুয্ যুবাইরও (রা) বলেছেন ; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসী ও লাউয়ের খোলে করে বানানো মদ নিষিদ্ধ করেছেন। ইবনে উমার (রা)ও উমার (রা) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউয়ের খোলে করে বানানো মদ ও মুযাফ্ফাত (আলকাতরার মত কালো এক ধরনের তরল মাদক) নিষিদ্ধ করেছেন। আবু সাঈদ (রা)ও বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসী, লাউয়ের খোল, মুযাফ্ফাত এবং কাঁচা খেজুর ও খোরমার নির্যাস দিয়ে তৈরী মদ নিষিদ্ধ করেছেন।

[দেখুন, হাদীস নং-২৬০, ৩৬০]

উমার (রা) এর একটি ভাষণ

١٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اَبَا بَكْرٍ وَقَالَ إِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ كَاَنَّ دِيْكًا قَدْ نَقَرَنِيْ نَقْرَتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ لِحُضُوْرِ اَجَلِيْ وَإِنَّ اَقْوَامًا يَأْمُرُوْنِيْ اَنْ اَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيْعَ دِيْنَهُ وَلاَ خِلاَفَتَهُ وَالَّذِيْ بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِيْ اَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُوْرٰى بَيْنَ هٰؤُلآءِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ قَوْمًا سَيَطْعُنُوْنَ فِيْ هٰذَا الاَمْرِ اَنَا

ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِيْ هٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوْا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ وَإِنِّيْ لاَ أَدَعُ بَعْدِيْ شَيْئًا أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مُنْذُ صَاحَبْتُهُ مَا أَغْلَظَ لِيْ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا رَاجَعْتُهُ (٢٨/١) فِيْ شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ حَتّٰى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِيْ فِيْ آخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ أَعِشْ أَقْضِيْ فِيْهَا قَضِيَّةً يَقْضِيْ بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُشْهِدُكَ عَلٰى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوْا فِيْهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَعْدِلُوْا عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعُوْا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخِذَ بِيَدِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ وَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

১৮৬। উমার (রা) এক জুমআর দিনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের (রা) স্মৃতিচারণ করলেন। তারপর বললেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন একটা মোরগ আমাকে দুটো ঠোকর মারলো। আমার মনে হয় না, এটা আমার মৃত্যু আসন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর লক্ষণ। অনেকে আমাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে বলছে। আল্লাহ তাঁর দীনকে এবং খিলাফাতকে ধ্বংস করতে চান না। যিনি তাঁর নবীকে এই দীন সহকারে পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহর কসম, আমার যদি অবিলম্বেই কিছু হয়ে যায়, তাহলে এই ছয় ব্যক্তির মধ্যে পরামর্শক্রমে খালীফা নিযুক্ত হবে, যাদের ওপর সন্তুষ্ট

থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু লোক প্রশাসনিক ব্যাপারে এই বলে সমালোচনা করছে যে, আমি ইসলামের খাতিরেই তাদেরকে নিজ হাতে প্রহার করেছি। যদি সত্যিই তারা এই মর্মে সমালোচনা করে, তবে তারা আল্লাহর দুশমন, কাফির ও বিপথগামী। আমি আমার পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির চেয়ে আমার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই রেখে যাচ্ছি না। যতদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটিয়েছি, ততদিন তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আমাকে যত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, তত আর কারো ব্যাপারেই করেননি। আর আমি তাঁর কাছে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে যতবার গিয়েছি ততবার আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাইনি। একবার তো তিনি আমার বুকের ওপর তাঁর আঙ্গুল দিয়ে করাঘাত করে বললেন : হে উমার, সূরা আন্ নিসার শেষে যে আয়াত রয়েছে, (নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত) তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? (এরপর উমার (রা) বলেন :) আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে এ বিষয়ে এমন ফায়সালা দেব, যার আলোকে আল কুরআনের পাঠক ও অ-পাঠক নির্বিশেষে সকলেই ফায়সালা করতে পারবে। তারপর বললেন : হে আল্লাহ, আমি সকল শহর ও নগরের শাসকদের ওপর তোমাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাদেরকে কেবল এ জন্যই পাঠিয়েছি যেন তারা জনগণকে তাদের দীন ও তাদের নবীর তরীকা শিখায়, তাদের মধ্যে রাষ্ট্র-অর্জিত সম্পদ বণ্টন করে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে এবং তাদের সকল জটিল সমস্যা আমার নিকট পেশ করে। হে জনতা, তোমরা দুটো গাছের ফল খেয়ে থাক, অথচ ঐ গাছ দুটি আমার দৃষ্টিতে নোংরা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখনই কোন ব্যক্তির মুখে এই দুটি গাছের ফলের গন্ধ পেয়েছেন, অমনি হাত ধরে তাকে জান্নাতুল বাকীর দিকে বের করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস খেতে চায়, সে যেন তা রান্না করে নিস্তেজ করে খায়। [হাদীস নং-৮৯]

মৃত্যুকালে কলেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণের মাহাত্ম্য

١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَا لِيْ اَرَاكَ قَدْ شَعِثْتَ وَاغْبَرَرْتَ مُنْذُ

تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَعَلَّكَ سَاءَكَ يَا طَلْحَةُ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنِّيْ لَاَجْدَرُكُمْ اَنْ لاَ اَفْعَلَ ذٰلِكَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُوْلُهَا رَجلٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلاَّ وَجَدَ رُوْحَهُ لَهَا رَوْحًا حِيْنَ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ اَسْأَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَلَمْ يُخْبِرْنِيْ بِهَا فَذَالِكَ الَّذِيْ دَخَلَنِيْ قَالَ عُمَرُ فَاَنَا اَعْلَمُهَا قَالَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فَمَا هِيَ؟ قَالَ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِيْ قَالَهَا لِعَمِّهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ طَلْحَةُ صَدَقْتَ.

১৮৭। উমার ইবনুল খাত্তাব তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে বললেন : কী ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর থেকে দেখছি, তোমার এলোমেলো চুল ও ধুলি ধুসরিত মুখ। বোধ হয় তোমার চাচাতো ভাই আমীর নিযুক্ত হওয়ায় তোমার মন খারাপ। তালহা বললেন : আল্লাহর পানাহ চাই! আমি আপনাদের সবার চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত যে, এমন মনোভাব পোষণ না করি। আসল ব্যাপার হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন একটি বাণী জানি, 'যা কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে পাঠ করলে তার আত্মা বহির্গত হবার সময় একটা প্রবল সুঘ্রাণ ছড়াবে এবং কিয়ামাতের দিন তাঁর আত্মা তাঁর জন্য একটা জ্যোতিতে পরিণত হবে। সেই বাণীটি কি, তা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করিনি, আর তিনিও আমাকে জানাননি। ঐ জিনিসটাই আমার (মনের) মধ্যে ঢুকে আছে। (অর্থাৎ ঐ বাণীটি কী সেই কথা ভাবতে ভাবতেই আমি এত বিহবল হয়ে পড়েছি।) উমার (রা) বললেন : আরে ওটা তো আমি জানি। তালহা বলে উঠলেন : তাহলে তো আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা! সেটি কী? উমার (রা) বললেন : সেটি হলো সেই কালেমা, যা তিনি তাঁর চাচা (আবু তালিব) কে বলেছিলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তালহা বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন।

[দেখুন, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৫২]

উমারের (রা) দরবারে জনৈক ইহুদী

١٨٨- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ آيَةً فِيْ كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ وَاَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ" قَالَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ إِنَّنِيْ لَاَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِيْهَا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ.

১৮৮। উমার (রা) এর দরবারে জনৈক ইহুদী এল। সে বললো : হে আমীরুল মুমিনীন। আপনারা আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন, যা আমাদের ইহুদী জাতির নিকট নাযিল হলে আমরা সে দিনটিকে উৎসবের দিনে পরিণত করতাম তিনি বললেন : আয়াতটি কী? সে বললেন : আয়াতটি হলো : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাতকে পূর্ণ করে দিলাম।" (সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৩)। উমার (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, এ আয়াতটি যে দিনে ও যে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছিল, তা আমি জানি। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছিল জুম'আর দিন বিকালে আরাফাতের ময়দানে। (অর্থাৎ আমাদের জন্যও দিনটি ও সময়টি উৎসবেরই ছিল।)

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৭২]

অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে মামাই উত্তরাধিকারী

١٨٩- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ

عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ خَالٌ فَكَتَبَ فِيْ ذٰلِكَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَىٰ عُمَرَ فَكَتَبَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لاَ مَوْلَىٰ لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.

১৮৯। আবু উমামা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়ে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো। মামা ব্যতীত নিহতের আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না (যে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের দাবী জানাবে।) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এ বিষয়টি জানিয়ে উমার (রা) কে চিঠি লিখলেন। উমার (রা) জবাবে লিখলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যার কোন অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র)। আর যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী মামা।

[ইবনু হিব্বান, তিরমিযী, ইবনু মাজা, মুসনাদে আহমাদ হা-৩২৩]

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে দুর্বল লোককে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত

١٩٠- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ فِيْ إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيْفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ.

১৯০। মক্কার জনৈক প্রবীন ব্যক্তি, যিনি হাজীদের আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : হে উমার, তুমি একজন সবল ব্যক্তি, তুমি হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় করো না, তাহলে তুমি দুর্বলদেরকে কষ্ট দেবে। যদি নিরিবিলি পাও তবে তাকে স্পর্শ কর। নচেত দূর থেকে তার দিকে মুখ করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আল্লাহু আকবার" বল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুর (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট জিবরীলের আগমন

١٩١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ.

১৯১। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরীল জিজ্ঞাসা করলেন : ঈমান কী? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকূল, তাঁর কিতাবগুলো, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং অদৃষ্টের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবে। জিবরীল তাকে বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। আমরা অবাক হলাম যে, সে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসাও করছে, আবার তাঁর সত্যায়নও করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উনি জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দীনের মূলনীতিগুলো শিখাতে এসেছেন।

[মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-১৮৪]

রোযার ইফতারের সময়

١٩٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ وَ قَالَ مَرَّةً جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ يَعْنِيْ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ.

১৯২। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন এখান থেকে রাত আসবে এবং এখান থেকে দিন চলে যাবে, তখনই

রোযাদার রোযা খুলবে। ('এখান থেকে' দ্বারা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের জায়গা বুঝাচ্ছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-২৩১, ৩৩৮, ৩৮৩]

এক ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেয়েই উমার (রা) ঈদুল ফিতরের ঘোষণা দিলেন

١٨٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ هِلاَلَ شَوَّالٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْطِرُوْا ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسٍّ فِيْهِ (٢٩/١) مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا اَتَيْتُكَ إِلاَّ لِاَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا اَفَرَأَيْتَ غَيْرَكَ فَعَلَهُ؟ فَقَالَ نَعَمْ خَيْرًا مِنِّيْ وَخَيْرَ الْاُمَّةِ رَأَيْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِيْ فَعَلْتُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ.

১৯৩। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লাইলা বলেন : আমি উমারের (রা) সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, আমি শাওয়ালের চাঁদ দেখেছি। উমার (রা) তৎক্ষণাত বললেন : হে জনতা, তোমরা রোযায় বিরতি দাও। তারপর তিনি একটি নৈশ প্রহরা কেন্দ্রে গেলেন, যেখানে পানি ছিল। তিনি ওযূ করলেন এবং তার মোযায় মাসেহ করলেন। লোকটি বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই এসেছি, আপনি কি অন্য কাউকে এ কাজ করতে দেখেছেন? উমার (রা) বললেন : হাঁ, আমার চেয়েও যিনি ভালো এমনকি সমগ্র উম্মাহর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আবুল কাসিম সা. কে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ডাকনাম) আমি যা করলাম, তা করতে দেখেছি।

তখন তাঁর গায়ে ছিল চাপা হাতাওয়ালা সিরীয় জুব্বা। জুব্বার নিচ দিয়ে তিনি নিজের হাত ঢুকালেন। তারপর উমার (রা) মাগরিবের নামায পড়লেন।

[দেখুন, হাদীস নং-৩০৭]

গিরগিটি হারাম নয়

١٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلٰكِنَّهُ قَذِرَهُ.

১৯৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটিকে হারাম করেননি, তবে নোংরা মনে করতেন। -

[মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-১৪৭৪০]

রাসূলুল্লাহর 'ভাই' বলে সম্বোধন

١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَآ اَخِيْ لاَ تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ. (وَقَالَ بَعْدُ فِيْ الْمَدِيْنَةِ يَآ اَخِيْ اَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ) فَقَالَ عُمَرُ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لِقَوْلِهِ يَآ اَخِيْ.

১৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উমরার জন্য অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং বললেন : হে আমার ভাই, তোমার দু'আয় আমাকে ভুলো না। (পরে মদীনায় বলেন, তিনি বলেছেন : হে আমার ভাই, তোমার দু'আয় আমাকে শরীক রেখো)। উমার (রা) বললেন : ঐ উমরার বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীর সম্পত্তি আমার করায়ত্ব হোক– এটাও আমি পছন্দ করবো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হে আমার ভাই' বলে

সম্বোধন করেছেন। (উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উমারের ভগ্নিপতি ও উমার (রা) এর জামাতা ছিলেন। –অনুবাদক) অর্থাৎ উমার (রা) তাঁর ছেলেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ভাই সম্বোধন করাকে গোটা পৃথিবীর সম্পত্তি অর্জনের চেয়েও সৌভাগ্যজনক মনে করেছেন।

[তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা]

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে

١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ اَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ اَوْ فِي شَيْءٍ مُبْتَدَاءٍ اَوْ اَمْرٍ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ اَلاَ نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ.

১৯৬। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন : আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আমরা যে কাজ করি, তা কি পূর্ব থেকে চূড়ান্ত, (অর্থাৎ ভাগ্যের লিখন) অথবা প্রথম, অথবা নতুন কাজ বলে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পূর্ব থেকে চূড়ান্ত। উমার (রা) বললেন : তবে কি আমরা তার ওপর নির্ভর করবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওহে খাত্তাবের ছেলে! কাজ করতে থাক। সবাইকেই কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যের কাজ করে। আর যে দুর্ভাগা, সে দুর্ভাগ্যের কাজ করে।

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে

١٩٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ

الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ اَلاَ وَإِنَّ اُنَاسًا يَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْجَلْدُ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلاَ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ اَوْ يَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمُوْنَ اَنَّ عُمَرَ زَادَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لاَثْبَتُّهَا كَمَا نُزِّلَتْ.

১৯৭। আবদুর রাহমান বিন আউফ বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : শুনে রাখ, অনেকে বলে, রজম (ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) আবার কী? আল্লাহর কিতাবে তো রয়েছে বেত মারার বিধান। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন, তার পরে আমরাও রজম করেছি। যদি এ আশঙ্কা না থাকতো যে, কেউ হয়তো বলবে, উমার আল্লাহর কিতাবের অংশ নয় এমন জিনিস তাতে সন্নিবেশিত করেছে, তাহলে আমি এটি (রজম) তাতে অবিকল সেইভাবে সন্নিবেশিত করতাম, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৬]

যুল হুলাইফায় দু'রাকআত নামায পড়া

١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ يَزِيْدَ ابْنَ خُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَّمْطِ اَنَّهُ اَتَى اَرْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِيْنُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيْلاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ اَتُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا اَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

১৯৮। ইবনুস্ সাম্‌ত থেকে বর্ণিত। তিনি হিমস থেকে আঠারো মাইল দূরে দুমীন নামক স্থানে এসে দু'রাকআত নামায পড়লেন। আমি (জুবাইর ইবনে নুফাইর) তাঁকে বললাম : আপনি দু'রাকআত নামায পড়লেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে যুল হুলাইফাতে দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, তাই করছি।

[মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-২০৭]

জুম'আর দিনে গোসল করা জরুরী

١٩٩- قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ فَقَالَ يَآ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

১৯৯। ইবনে উমার (রা) বলেন : জুম'আর দিন যখন উমার (রা) খুৎবা দিচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করলেন। উমার (রা) বললেন : এখন কোন্ সময়? সাহাবী বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, বাজার থেকে ফিরেই আযান শুনেছি, তাই ওযূর বেশি কিছু করিনি। উমার (রা) বললেন : শুধু ওযূ? অথচ তুমি তো জান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার আদেশ দিতেন।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-২০২, ৩১২]

২০০। হাদীস নং ৮৪ দ্রষ্টব্য।

আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী ও খৃস্টানদেরকে বহিষ্কারের সংকল্প

٢٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لاَ اَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا.

২০১। উমার (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী ও খৃস্টানদেরকে বহিষ্কার করবোই। মুসলিম ছাড়া কাউকেই থাকতে দেব না।

[মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-২১৫, ২১৯]

২০২। হাদীস নং ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারী জান্নাতে যাবে না

٢٠٣- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ اَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ. قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ اَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ.

২০৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী এসে বললেন, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। অন্য এক ব্যক্তির (লাশ) কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললো : অমুক শহীদ। তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখখনো নয়। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। একটি চাদর বা জুব্বা চুরি করার দায়ে সে জাহান্নামে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে খাত্তাবের ছেলে, যাও, জনগণকে জানিয়ে দাও যে, মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। উমার (রা) বলেন : আমি বেরিয়ে গেলাম এবং ঘোষণা করলাম যে, মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারী প্রকৃত মুমিন নয় এবং জান্নাতে যাবে না।)

[মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩২৮]

২০৪। হাদীস নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব

٢٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِيْ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

২০৫। উমার (রা) বলেছেন, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথার্থভাবে তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেইভাবে জীবিকা দিতেন, যেভাবে পাখিকে দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয়, আর বিকালে ভরা পেট নিয়ে ফিরে আসে।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং -৩৭০, ৩৭৩]

কাদরিয়াদের সাথে উঠাবসা করা নিষেধ

٢٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ مَيْمُوْنٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ.

২০৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাদরিয়াদের (যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে যে, অদৃষ্ট বলে কিছু নেই, মানুষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং চেষ্টা করলে সব কিছুই করতে পারে) সাথে উঠাবসা করো না এবং আলাপ আলোচনা শুরু করো না।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, আবু দাউদ]

২০৭। হাদীস নং ১৯৮ দ্রষ্টব্য।

বদর যুদ্ধের বিবরণ

٢٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُوْحٍ قُرَادٌ اَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى اَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَنَيِّفٌ وَنَظَرَ إِلٰى الْمُشْرِكِيْنَ فَإِذَا هُمْ اَلْفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَاِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَيْنَ مَا وَعَدْتَنِيْ؟ اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَلاَ تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ اَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيْثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْهُ

حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً وَاُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً فَاسْتَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰؤُلاَءِ بَنُوْ الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةُ وَالْإِخْوَانُ فَإِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ فَيَكُوْنُ مَا اَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةٌ لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسٰى (١٣/١) اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُوْنُوْنَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرٰى يَآ ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى مَا رأْي اَبُوْ بَكْرٍ وَلٰكِنِّيْ اَرٰى اَنْ تُمَكِّنَنِيْ مِنْ فُلاَنٍ قَرِيْبًا لِعُمَرَ فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلاَنٍ اَخِيْهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتّٰى يَعْلَمَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَيْسَتْ فِيْ قُلُوْبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ هٰؤُلاَءِ صَنَادِيْدُهُمْ وَاَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَاَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا اَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ للّٰهِ اَخْبِرْنِيْ مَاذَا يُبْكِيْكَ اَنْتَ

وَصَاحِبِكَ فَإِنَّ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ اَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ عَرَضَ عَلَيَّ اَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ اَدْنٰى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيْبَةٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرَى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ إِلٰى قَوْلِهِ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ اُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوْقِبُوْا بِمَا صَنَعُوْا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ اَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ وَفَرَّ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ وَسَالَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِهِ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوَ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِاَخْذِكُمُ الْفِدَاءَ.

২০৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাহাবীদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাদের সংখ্যা তিনশোর কিছু বেশি ছিল। মুশরিকদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু বেশি। তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হলেন ও তাঁর দু'হাত মেললেন, তখন তাঁর গায়ে ছিল তার চাদর ও পাজামা। তারপর বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যা (সাহায্য) প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা কোথায়? হে আল্লাহ, আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা পূরণ কর। হে আল্লাহ, তুমি যদি মুসলিমদের এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে আর কোনদিন পৃথিবীতে তোমার ইবাদাত হবে না। এভাবে তিনি ক্রমাগত আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে ও তাঁকে ডাকতে লাগলেন। ফলে এক সময় তাঁর

চাদর পড়ে গেল। তৎক্ষণাত আবু বাকর তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁর চাদর ধরলেন, তা ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁর পেছন দিক থেকে তা সেঁটে দিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনার প্রতিপালককে আপনি যে মিনতি করেছেন, তা আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনি আপনাকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। আর আল্লাহ্ নাযিল করলেন : إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ "যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, আর তিনি তোমাদের সে প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং বললেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবো –যারা একের পর এক আসবে।" এরপর যখন সে দিনটি এল উভয় দল মুখোমুখি হলো। তারপর আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন। তাদের সত্তর জন নিহত হলো এবং সত্তর জন বন্দী হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর, আলী ও উমারের পরামর্শ চাইলেন। আবু বাকর বললেন, হে আল্লাহর নবী, এরা সব চাচাতো ভাই, জ্ঞাতি ভাই ও আত্মীয়-স্বজন। তাই আমি মনে করি, আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিন। এভাবে আমরা তাদের কাছ থেকে যা নেব, তা কাফিরদের ওপর আমাদের শক্তি যোগাবে। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়াত করবেন। তাহলে তো তারা আমাদের সহায়ক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে, তোমার মত কী? আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আবু বাকরের মত আমার মনোপূত নয়। আপনি আমার অমুক আত্মীয়কে আমার নিয়ন্ত্রণে দিন, আমি তাকে হত্যা করি, আর আকীলকে আলীর নিয়ন্ত্রণে দিন, সে তাকে হত্যা করুক, হামযার নিয়ন্ত্রণে দিন তার অমুক ভাইকে, সে তাকে হত্যা করুক, যাতে আল্লাহ্ দেখে নেন যে, আমাদের মনে মুশরিকদের জন্য কোন অনুকম্পা নেই। এরা হলো তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, নেতা ও সরদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরের মতের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, আমি যা বললাম, তার দিকে আকৃষ্ট হলেন না। তিনি তাদের [মুশরিক যুদ্ধবন্দীদের] কাছ থেকে মুক্তিপণ নিলেন। পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর বসে কাঁদছেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে বলুন, কী কারণে আপনি ও আপনার সাথী কাঁদছেন? আমার যদি কান্না আসে তবে আমিও কাঁদবো, নচেত আপনাদের দু'জনের কাঁদার জন্য কৃত্রিমভাবে হলেও কাঁদবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার সাথীরা আমার কাছে যে মুক্তিপণ দিয়েছে, সেটিই আমাদের কাঁদার

কারণ। এই গাছাটির চেয়েও কাছাকাছি আমার সামনে এসেছিল তোমাদের আযাব। আর আল্লাহ নাযিল করলেন- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ "কোন নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তার কাছে বন্দীরা থাকবে, আর সে তাদের রক্তপাত করবে না। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও। আর আল্লাহ চান আখিরাত। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি ইতিপূর্বে একটা লিখিত বিধান না এসে থাকতো, তাহলে তোমরা যা (মুক্তিপণ) নিয়েছ তার দায়ে তোমাদের ওপর ভয়ানক আযাব আসতো।" তারপর তাদের জন্য গণিমত হালাল করা হলো। পরবর্তী বছর যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তখন মুসলিমরা বদরের যুদ্ধে মুক্তিপণ গ্রহণের শাস্তি পেল, তাই তাদের সত্তর জন নিহত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে পালালো, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার খুলি ভাঙলো এবং তার গণ্ড বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ নাযিল করলেন- اَوَ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "যখন তোমাদের উপর এক বিপদ এল, যার চেয়ে দ্বিগুণ বিপদ তোমরা (কাফিরদের ওপর) ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা কি বলছিলে যে, এ বিপদ কোথা থেকে এল? তুমি বল, এ বিপদ তোমাদের পক্ষ থেকেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" বদরের মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণেই উহুদের মুসিবত এসেছিল।

[সূরা আলে-ইমরান-১৬৫; মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-২২১]

সূরা আল-ফাতহর মাহাত্ম্য

٢٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُوحٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ قَالَ فَسَاَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِيْ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ قَالَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِيْ فَتَقَدَّمْتُ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِيْ يَا عُمَرُ

اَيْنَ عُمَرُ؟ قَالَ فَرَجَعْتُ وَاَنَا اَظُنُّ اَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ سُوْرَةٌ هِيَ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ.

২০৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিষয়ে তিনবার প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নের কোনই জবাব দিলেন না। ফলে আমি নিজেকে বললাম : হে খাত্তাবের ছেলে, তোমার দুর্ভাগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তাই আমি আমার বাহকের ওপর আরোহণ করলাম এবং এই ভয়ে এগিয়ে গেলাম যে, আমার সম্পর্কে একটা কিছু নাযিল হয়ে থাকতে পারে। সহসা জনৈক আহবানকারী আমাকে আহবান করলো : হে উমার, উমার কোথায়? তখন আমি এই ভেবে ফিরে এলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গত রাতে আমার ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট গোটা পৃথিবী ও তার ভেতরে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম, সেটি হচ্ছে– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যার পরিণতিতে আল্লাহ তোমার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।"

[সূরা আল-ফাতহ, আয়াত-১; বুখারী, ইবনু হিব্বান]

আইয়ামে বীযের রোযা

٢١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ اُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَجُلاً فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ وَاَيُّ الصِّيَامِ تَصُوْمُ؟ لَوْلاَ كَرَاهِيَةُ اَنْ اَزِيْدَ اَوْ اَنْقُصَ

لَحَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَاءَهُ الْاَعْرَابِيُّ بِالْاَرْنَبِ وَلٰكِنْ اَرْسِلُوْا إِلٰى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ اَشَاهِدٌ اَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَاءَهُ الْاَعْرَابِيُّ بِالْاَرْنَبِ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَقَالَ كُلُوْهَا قَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ وَاَيُّ الصِّيَامٍ تَصُوْمُ؟ قَالَ اَوَّلَ الشَّهْرِ وَاٰخِرَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ وَالْاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَالْخَمْسَ عَشْرَةَ.

২১০। ইবনুল হাওতাকিয়া বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট কিছু খাবার আনা হলো। সেই খাবারে অংশ গ্রহণ করতে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে দাওয়াত দিলেন। সেই ব্যক্তি বললো : আমি রোযাদার। উমার (রা) বললেন : তুমি কী রোযা রেখেছ? একজন বেদুঈন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খরগোশ নিয়ে এসেছিল, তখন তিনি যা বলেছিলেন, তা যদি হুবহু বলতে পারতাম এবং কমবেশি বলা যদি আমার কাছে অপছন্দনীয় না হতো, তাহলে বলতাম। তোমরা বরং আম্মারকে ডেকে আন। পরে যখন আম্মার এল, তখন উমার (রা) তাকে বললেন : যেদিন খরগোশ নিয়ে জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলো, সেদিন তুমি কি তা দেখেছিলে? আম্মার বললো, হ্যাঁ। সে বললো, আমি খরগোশটিতে রক্ত দেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বেশ তো তোমরা ওটা খাও। লোকটি বললো : আমি রোযাদার। তিনি বললেন : তুমি কী রোযা রাখ? সে বললো : মাসের প্রথম দিন ও শেষ দিন। তিনি বললেন : তুমি যদি রোযা রাখতে চাও, তবে মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রাখ।

উমার (রা) কর্তৃক এক ব্যক্তির নাম পরিবর্তন

٢١١- حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِيْ مَنْ اَنْتَ؟ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ

فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاَجْدَعُ شَيْطَانٌ وَلٰكِنَّكَ مَسْرُوْقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ عَامِرٌ فَرَأَيْتُهُ فِي الدِّيْوَانِ مَكْتُوْبًا مَسْرُوْقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ هٰكَذَا سَمَّانِيْ عُمَرُ.

২১১। মাসরূক ইবনে আজদা বলেন : আমি উমার (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে? আমি বললাম : মাসরূক ইবনে আজদা। উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আজদা হচ্ছে শয়তান। (অর্থাৎ শয়তানের নাম] বরং তুমি হচ্ছ মাসরূক ইবনে আবদুর রহমান। আমের বলেন, আমি সরকারী দফতরে তার নাম লেখা দেখেছি, মাসরূক ইবনে আবদুর রহমান। আমি মাসরূককে জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কী? সে বললো : উমার (রা) আমাকে এভাবেই নামকরণ করেছেন।

[আবু দাউদ, ইবনু মাজা]

স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করা নিষিদ্ধ

٢١٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

২১২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল (যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) করা নিষেধ করেছেন। [ইবনু মাজা]

বিজিত এলাকার সম্পত্তি বিজেতাদের মধ্যে বণ্টন করা উচিত

٢١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِيْ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هٰذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لاَ يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ (٣٢/١) إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

২১৩। উমার (রা) বলেন : আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে যে গ্রামই জনগণের জন্য বিজিত হবে, তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবো, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারকে বণ্টন করেছিলেন।

পিতার নামে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ فَحَلَفْتُ لاَ وَاَبِىْ فَهَتَفَ بِىْ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِىْ فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَإِذَا هُوَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৪। উমার (রা) বলেন : এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি কসম খেলাম যে, আমার পিতার কসম। সহসা পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমাকে বললো, তোমরা তোমাদের পিতার নামে কসম খেওনা। (পেছনে ফিরে) দেখলাম, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

[মুসনাদে আহমাদ-১১৬]

২১৫। হাদীস নং ২০১ দ্রষ্টব্য।

২১৬। হাদীস নং ১২৮ দ্রষ্টব্য।

ভীড় বেশি হলে পিঠের ওপর সাজদা করা যায়

٢١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ يَعْنِيْ اَبَا الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنٰى هٰذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ اَلْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلٰى ظَهْرِ اَخِيْهِ وَرَأٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ صَلُّوْا فِي الْمَسْجِدِ.

২১৭। এক ভাষণে উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই মসজিদ নির্মাণ করেন, তখন আমরা আনসার ও মুহাজিরগণ তার সাথে ছিলাম। যখন বেশি ভীড় হয় তখন তোমাদের একজন যেন তার ভাইয়ের পিঠের ওপর সাজদা করে। তিনি এক দল লোককে রাস্তার ওপর নামায পড়তে দেখে বললেন : মসজিদে নামায পড়।

দাসদাসী ও জীবজন্তুর যাকাত প্রসঙ্গে

٢١٨- قَرَأْتُ عَلٰى يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَتَاهُ اَشْرَافُ اَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوْا يَآ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّا اَصَبْنَا رَقِيْقًا وَدَوَابَّ فَخُذْ مِنْ اَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُوْنُ لَنَا زَكَاةٌ فَقَالَ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِيْ وَلٰكِنِ انْتَظِرُوْا حَتّٰى اَسْأَلَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২১৮। হারেসা ইবনে মুযরিব জানান। তিনি উমার (রা) এর সাথে হজ্জ করলেন। তখন সিরিয়ার সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমরা বহু সংখ্যক দাসদাসী ও জীবজন্তু পেয়েছি। কাজেই আমাদের মাল থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন, যা আমাদেরকে পবিত্র করবে এবং আমাদের যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। উমার (রা) বললেন : এটা এমন একটা ব্যাপার, যা আমার পূর্ববর্তী দু'জন [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর রা] করেননি। তবে তোমরা অপেক্ষা কর। আমি মুসলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিই।

[হাদীস নং-৮২ দ্রষ্টব্য]

২১৯। হাদীস নং ২০১ দ্রষ্টব্য।

রাতের বাদ পড়া দু'আ যোহরের আগে পড়ে নেয়া যাবে

٢٢٠- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ اَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ اَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ (اَوْ قَالَ مِنْ حِزْبِهِ) مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ.

২২০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : (মধ্যবর্তী এক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, উমার এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই পেয়েছেন) যে ব্যক্তি কোন দু'আ রাতে পড়তে পারলো না, সে যদি ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে, তাহলে সে তা রাতেই পড়ে নিয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

[মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৩৭৭ দ্রষ্টব্য]

২২১। হাদীস নং ২০৮ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই স্ত্রীর প্রসঙ্গে

٢٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مَنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ

وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ اَتَانِيْ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَقَالَ عُمَرُ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ (قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللّٰهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ عَنْهُ) قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ يَسُوْقُ الْحَدِيْثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِيْ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِيْ قَالَ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِيْ فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ إِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ اِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ اَتُرَجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ اَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ لاَ تُرَاجِعِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ تَسْأَلِيْهِ شَيْئًا ؟ وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ اَوْسَمَ وَاَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْكَ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَ لِيْ جَارٌ مِنَ

الْاَنْصَارِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْوَحْيِ
وَغَيْرِهِ وَآتِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنْ غَسَّانَ تُنْعِلُ
الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِيْ يَوْمًا ثُمَّ اَتَانِيْ عِشَاءً فَضَرَبَ
بَابِيْ ثُمَّ نَادَانِيْ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ
وَمَاذَا اَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ لاَ بَلْ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَاَطْوَلُ طَلَّقَ
الرَّسُوْلُ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ
اَظَنُّ هٰذَا كَائِنًا حَتّٰى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ
ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لاَ اَدْرِيْ هُوَ هٰذَا
مُعْتَزِلٌ فِيْ هٰذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَاَتَيْتُ غُلاَمًا لَهُ اَسْوَدَ فَقُلْتُ
اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلاَمُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ
فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَاِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ
جُلُوْسٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ
فَاَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ
قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ
غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَاَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ
خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَاِذَا
الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِيْ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ اَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ
عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيْءٌ
(٣٤/١) عَلٰى رَمْلِ حَصِيْرٍ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقُلْتُ اَطَلَّقْتَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لاَ فَقُلْتُ اللّٰهُ
اَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا
تَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ
نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلٰى
امْرَأَتِيْ يَوْمًا فَاِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ
فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّ اَزْوَاجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلٰى
اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ اَفَتَأْمَنُ
إِحْدَاهُنَّ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ
هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرُّكِ إِنْ كَانَتْ
جَارَتُكِ هِيَ اَوْسَمَ وَاَحَبُّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ اُخْرٰى فَقُلْتُ اَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ
نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فِي الْبَيْتِ فَوَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ
فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ اَهْبَةً ثَلاَثَةً فَقُلْتُ ادْعُ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ اَنْ يُوَسِّعَ عَلٰى اُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلٰى فَارِسَ وَالرُّوْمِ وَهُمْ
لاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَاسْتَوٰى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ اَفِيْ شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ
الْخَطَّابِ؟ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَانَ اَقْسَمَ اَنْ لاَ
يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى عَاتَبَهُ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

২২২। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে দুই স্ত্রী সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, "তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করলে ভালো হয়, কেননা তোমাদের মন অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে," (সূরা আত তাহ্রীম) সেই দুই মহিলা কে কে– এ কথা উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি উদগ্রীব ছিলাম। অবশেষে উমার হজ্জ করলেন, আর আমিও তাঁর সাথে হজ্জ করলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন, আমিও তাঁর সাথে পানির পাত্র হাতে ভিন্ন পথ ধরলাম। এরপর তিনি দৃশ্যপটে এলেন এবং আমার কাছে এলেন। তখন আমি তাঁর হাতের ওপরে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন। তখন আমি বললাম! হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য থেকে সেই দুই মহিলা কে কে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর, তবে খুবই ভাল হয়। কারণ তোমাদের মন অন্যয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।" উমার (রা) বললেন : হে ইবনুল আব্বাস, তোমার জন্য অবাক হচ্ছি। (এই হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী আয্ যুহরী বলেন, তিনি প্রশ্নটাকে অপছন্দ করেছিলেন। তথাপি আল্লাহ্র কসম, তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি এবং বিষয়টি তার কাছ থেকে গোপনও করেননি।) উমার (রা) বললেন : তারা হলো, হাফসা ও আয়িশা। তারপর ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন : আমরা কুরাইশ বংশীয়রা নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতাম। যখন মদীনায় গেলাম, সেখানে এমন এক জনগোষ্ঠীকে পেলাম, যাদের ওপর তাদের নারীরা আধিপত্য বিস্তার করে। এ কারণে আমাদের মহিলারা তাদের মহিলাদের কাছ থেকে এটি শিখতে লাগলো। উমার (রা) বলেন : আমি থাকতাম আওয়ালীতে বনু উমাইয়া বিন যায়িদের বাড়ীতে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাগ করলাম। সেও আমার ওপর পাল্টা রাগ করলো। তার আমার ওপর পাল্টা রাগ করাটা আমি অপছন্দ করলাম। সে বললো : তোমার ওপর পাল্টা রাগ করাকে অপছন্দ করার হেতু কী? আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা তাঁর ওপর পাল্টা রাগ করে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তো দিন থেকে রাত পর্যন্ত তার সঙ্গ বর্জন করে। উমার (রা) বলেন : এরপর আমি চলে গেলাম এবং হাফসার কক্ষে প্রবেশ করলাম। তাকে বললাম : তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পাল্টা রাগ কর? সে বললো : হাঁ। আমি বললাম : দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ বর্জনও কর? সে বললো : হাঁ। আমি বললাম : এটা যে করে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এতটা নিশ্চিন্ত যে,

তার ওপর আল্লাহর রাসূলের রাগান্বিত হওয়ার কারণে স্বয়ং আল্লাহও রাগান্বিত হতে পারেন না? আল্লাহ রাগান্বিত হলে তো সে ধ্বংস হয়ে যাবে। খবরদার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কখনো রাগান্বিত হবে না এবং কখনো কিছু চাইবে না। তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমার কাছে চেয়ো। তোমার সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি প্রিয় হয় তবে সে জন্য ঈর্ষান্বিত হয়োনা। এ দ্বারা উমার (রা) আয়িশার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। উমার (রা) বলেন : আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিল। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে অতিথি হতাম। একদিন আমি যেতাম, একদিন সে যেত। আমি যেদিন যেতাম সেদিন তার কাছে ওহীর খবরাদি নিয়ে আসতাম, আর সে যেদিন যেত, সেদিন সে আমার কাছে ওহীর খবরাদি নিয়ে আসতো। আমরা বলাবলি করতাম যে, গাসসান গোত্র আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার এই প্রতিবেশী আমার কাছে এসে অতিথি হলো। সন্ধ্যার পর সে এসে দরজায় করাঘাত করলো। তারপর আমাকে ডাকলো। আমি বেরিয়ে তার সামনে এলাম। সে বললো, একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম : সেটি কী? গাসসান এসে গেল নাকি? সে বললো, না, এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম : হাফসা বিরাট ক্ষতি ও ব্যর্থতার শিকার হলো। আমিও ভাবছিলাম, এটা ঘটতে যাচ্ছে। অতঃপর ফজরের নামায পড়েই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। তারপর গেলাম। হাফসার কক্ষে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, সে কাঁদছে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বললো, জানি না। তিনি এই কাঠের কক্ষটাতে অবরোধবাসী হয়ে রয়েছেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক হাবশী ভৃত্যের কাছে গেলাম। তাকে বললাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি এনে দাও। সে প্রবেশ করলো এবং পুনরায় আমার কাছে বেরিয়ে এল। বললো : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার কথা বলেছি। কিন্তু তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং মিম্বারের নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, সেখানে একদল লোক বসে আছে। তাদের কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার ওপর অস্থিরতা প্রবল হয়ে উঠলো। আমি আবার সেই ভৃত্যের নিকট গেলাম, বললাম,

উমারের জন্য একটু অনুমতি এনে দাও। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রবেশ করলো এবং একটু পরেই বেরিয়ে এল। বললো : আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমি বেরিয়ে এলাম এবং পুনরায় মিম্বারের নিকট গিয়ে বসলাম। অতঃপর আবারো আমার ওপর অস্থিরতা প্রবল হয়ে উঠলো। আমি পুনরায় সেই ভৃত্যের নিকট গেলাম এবং বললাম, উমারের জন্য একটু অনুমতি এনে দাও। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রবেশ করলো এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল। বললো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার কথা বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। অগত্যা আমি ফিরে চললাম। হঠাৎ দেখলাম, সেই ভৃত্যটি আমাকে ডাকছে। সে বললো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলাম। দেখলাম, তিনি বালুকাময় একটা পাটিতে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, যার দরুন তার শরীরের এক পার্শ্বে দাগ হয়ে গেছে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি মাথা তুলে আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন : না। আমি বললাম : আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কী অবস্থা হয়েছে তা যদি দেখতেন। আমরা কুরাইশরা নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতাম। পরে মদীনায় এসে এমন এক জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলাম, যাদের ওপর তাদের নারীরা আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে আমাদের স্ত্রীরা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এই আচরণ শিখতে লাগলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাগ করলাম। সেও আমার ওপর রাগ করলো। তাঁর পাল্টা রাগ করাতে আমি অসন্তুষ্ট হলাম। সে বললো : আমি পাল্টা রাগ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা তো তার ওপর পাল্টা রাগ করে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সাথে কথোপকথন ও সাহচর্য দান থেকে বিরত থাকে। আমি বললাম, তোমাদের মধ্য থেকে এ ধরনের আচরণ যে করে, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। এ ধরনের মহিলা কি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের ক্রোধের কারণে তার ওপর ক্রুদ্ধ হবে না? আল্লাহ ক্রুদ্ধ হলে তো তার সর্বনাশ অনিবার্য। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এরপর হাফসার কাছে গিয়েছি। তাকে বলেছি : তোমার সতিন যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চেয়েও সুন্দরী ও প্রিয় হয়, তবে তার ওপর

তুমি ঈর্ষাকাতর হয়ো না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় মুচকি হাসলেন। এবার আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি এখন নিশ্চিন্ত হতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ। তখন আমি ঘরের ভেতরে মাথা উচু করে তাকালাম। কিন্তু সেখানে চোখে পড়ার মত কিছু দেখলাম না। সেখানে তিন দিনের উপকরণ ছাড়া কিছুই ছিল না। [এই দরিদ্রাবস্থার কারণেই স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোমালিন্য হয়েছিল। তাই এ দুরবস্থা অবসানের লক্ষ্যে] আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আপনার উম্মাতকে সচ্ছলতা দান করেন। কেননা তিনি তো রোম ও পারস্যবাসীকে অনেক সচ্ছলতা দান করেছেন। অথচ তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে না। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন : হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি কি কোন সংশয়ে লিপ্ত আছ? তারা এমন জনগোষ্ঠী, যাদের যাবতীয় সৎকর্মের ফল প্রদান দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমা চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের ওপর এত বেশি রেগে গিয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাদের কারো কাছে যাবেন না বলে শপথ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে এজন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান] [মুসনাদে আহমাদ-৩৩৯]

সূরা আল মুমিনূনের প্রথম দশ আয়াতের মাহাত্ম্য

٢٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ اَمْلٰي عَلَيَّ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ

عَشْرُ اٰيَاتٍ مَنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى خَتَمَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ.

২২৩। আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী বলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের নিকটে মৌমাছির গুঞ্জনের মত একটা শব্দ শোনা যেত। (একদিন ওহী নাযিল হবার সময়) আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিম দিকে মুখ করলেন এবং দু'হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ, আমাদের ওপর তোমার নিয়ামত বৃদ্ধি কর, হ্রাস করো না, আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপমানিত করো না, আমাদেরকে দান কর, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে অগ্রাধিকার দাও আমাদের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিওনা, আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হও এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর। তারপর বললেন : আমার ওপর দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়িত করবে, সে জান্নাতে যাবে। তারপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে দশ আয়াত পড়ে আমাদেরকে শুনালেন। [আল হাকেম, তিরমিযী]

২২৪। [হাদীস নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য।]

২২৫। [হাদীস নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য।]

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন

٢٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

২২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বললেন; আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র। আমি যদি না দেখতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন, তা হলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

[মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান]

২২৭। হাদীস নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

২২৮। হাদীস নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

٢٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْاُصَيْلِعَ يَعْنِيْ عُمَرَ يُقَبِّلُ (١/٣٥) الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَاُقَبِّلُكَ وَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ اُقَبِّلْكَ.

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমার (রা) কে দেখেছি, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি তোমাকে চুম্বন করছি। আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র, ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পার না। আমি যদি না দেখতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন, তাহলে তোমাকে চুম্বন করতাম না।

[মুসলিম ১২৭০], [অত্র গ্রন্থের হাদীস নং-৩৬১ দ্রঃ]

২৩০। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৩১। হাদীস নং ১৯২ দ্রষ্টব্য।

প্রশাসক নিয়োগের মাপকাঠি

٢٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمَعْنَى عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى اَهْلِ الْوَادِيْ؟ قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ اَبْزَى قَالَ وَمَا ابْنُ

اَبْزٰى؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا فَقَالَ عُمَرُ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ فَقَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا اِنَّ بَنِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

২৩২। আবুত তুফাইল আমের বিন ওয়াসেলা থেকে বর্ণিত। না'ফে বিন আবদুল হারিস উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে উসফানে সাক্ষাত করলেন। উমার (রা) তাকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। উমার (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য কাকে প্রশাসক নিযুক্ত করেছ? না'ফে বললেন : ইবনে আবযাকে। উমার (রা) বললেন : ইবনে আবযা কে? না'ফে বললেন : আমাদের মুক্ত দাসদের একজন। উমার (রা) বললেন : তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেছ একজন মুক্ত দাসকে? নাফে বললেন : সে শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে, ফারযসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং ভালো বিচারক। উমার (রা) বললেন : জেনে রাখ, তোমাদের নবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব (আল কুরআন) দ্বারা অনেক সম্প্রদায়কে উন্নত করেন এবং অনেক সম্প্রদায়কে নিচে নামান। (অর্থাৎ আল কুরআনের অনুসারীদেরকে উন্নতি দেন এবং অমান্যকারীদের অবনতির গহবরে নিক্ষেপ করেন। –অনুবাদক)

আবু বাকরের (রা) খিলাফাত

٢٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سُمَيْعٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِاَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتّٰى اُبَايِعَكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنْتَ اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ مَا كُنْتُ لِاَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَؤُمَّنَا فَأَمَّنَا حَتّٰى مَاتَ.

২৩৩। আবুল বুখতারী থেকে বর্ণিত। উমার (রা) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্‌কে বললেন, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার নিকট বাইয়াত করবো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আপনি এই উম্মাতের আমীন, (সচিব) আবু উবাইদা (রা) বললেন : যে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযে ইমামতি করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করেছেন, (অর্থাৎ আবু বাকর রা.) তাঁর আগে যেতে আমি প্রস্তুত নই।

২৩৪। হাদীস নং ১২৭ দ্রষ্টব্য।
২৩৫। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।
২৩৬। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।
২৩৭। হাদীস নং ৮৭ দ্রষ্টব্য।
২৩৮। হাদীস নং ১৬২ দ্রষ্টব্য।
২৩৯। হাদীস নং ১১৭ দ্রষ্টব্য।
২৪০। হাদীস নং ১১৬ দ্রষ্টব্য।
২৪১। হাদীস নং ১১২ দ্রষ্টব্য।
২৪২। হাদীস নং ৯২ দ্রষ্টব্য।

٢٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِأَشْيَاءَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ هٰكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَرَأَيْتُ أَنَّهَا أَزْرَارُ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْنَا الطَّيَالِسَةَ.

২৪৩। আবু উসমান বলেন : আমরা উতবা বিন ফারকাদের সাথে ছিলাম। উমার (রা) তাকে কয়েকটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করে চিঠি পাঠালেন। তন্মধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়ায় একমাত্র সেই ব্যক্তিই রেশম পরিধান করবে, যে আখিরাতে তা পাবে না। কেবল এতটুকু– এই বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় দেখালেন। আবু উসমান বলেন : আমরা যখন তায়ালিসার বুতাম দেখলাম তখন বুঝলাম যে, তিনি তায়ালিসার বুতামকে বুঝিয়েছেন।

নামাযের কসর প্রসঙ্গে

٢٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلٰى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَإِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

২৪৪। ইয়ালা বিন উমাইয়া বলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বললাম, আজকের যুগে নামাযের কসর করা কেমন কথা? আল্লাহ তো বলেছেন, কাফিররা তোমাদের ওপর হামলা করবে– এমন আশঙ্কা থাকলে কসর করতে পার। সে ধরনের সময় তো চলে গেছে। উমার (রা) বললেন : তোমার কাছে যেটা বিস্ময়কর লাগছে, তা আমার কাছেও বিস্ময়কর লেগেছিল। আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বললেন, এ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া একটা সাদাকা (দান)। তার সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর। [হাদীস নং-১৭৪]

২৪৫। হাদীস নং ১৭৪ দ্রষ্টব্য।

٢٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ.

২৪৬। উমার (রা) বলেছেন : আল কুরআনের যে অংশ সর্বশেষে নাযিল হয়েছে, তা হলো সুদ সংক্রান্ত আয়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির ব্যাখ্যা না করেই ইন্তিকাল করেন। সুতরাং তোমরা সুদ ও সন্দেহজনক লেনদেন বর্জন কর।

[ইবনু মাজা], [অত্র গ্রন্থের হাদীস নং-৩৫০ দ্রঃ]

২৪৭। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

২৪৮। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

٢٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ إِيَّاكُمْ اَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَقَدْ رَجَمْنَا.

২৪৯। উমার (রা) বলেছেন : সাবধান, তোমরা রজমের আয়াত উপলক্ষ করে ধ্বংস হয়ে যেওনা, আমরা আল্লাহর কিতাবে ব্যভিচারের দুটি শাস্তি পাই না। (অর্থাৎ একশো বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা) তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রজম করতে দেখেছি এবং আমরাও রজম করেছি।

[তিরমিযী] [অত্র গ্রন্থের হাদীস নং-৩০২ দ্রঃ]

২৫০। হাদীস নং ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

২৫১। হাদীস নং ১২৩ দ্রষ্টব্য।

২৫২। হাদীস নং ১৮৭ দ্রষ্টব্য।

তাওয়াফের পদ্ধতি

٢٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِيْ يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ اَمَا طُفْتَ مَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُهُ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْفُذْ عَنْكَ فَإِنَّ لَكَ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةً حَسَنَةً.

২৫৩। ইয়ালা বিন উমাইয়া বলেন : আমি উমার (রা) এর সাথে তাওয়াফ করলাম। যখন আমি হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন দরজার নিকটে অবস্থিত রুকনে ইয়ামানীর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তার হাত ধরলাম, যাতে তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেন। তিনি বললেন : তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তাঁকে কি কখনো দেখেছ হাজরে আসওয়াদ (হাত দিয়ে] স্পর্শ করতে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তাহলে (তাঁকে যা করতে দেখেছ তাই) কার্যকর কর। (অর্থাৎ চুম্বন কর।) কেননা আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (অর্থাৎ যখন ভীড় কম থাকে ও চুম্বন করার সামর্থ্য থাকে, তখন চুম্বন করাই উত্তম।)

[মুসনাদে আহমাদ-৩১৩, ৫১২]

২৫৪। হাদীস নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

ইসলাম পূর্ব মান্নত ইসলাম সম্মত হলে পূরণ করতে হবে

٢٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ.

২৫৫। উমার (রা) বললেন : হে রাসূল, আমি জাহিলী যুগে মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার মান্নত পূরণ কর।

[বুখারী ও মুসলিম; মুসনাদে আহমাদ-৪৭০৫ দ্রষ্টব্য]

২৫৬। হাদীস নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

যে সব নামাযে কসর নেই

٢٥٧- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدِ الْاِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تُمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً اُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلٰى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ وَقَالَ يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُوْنَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ.

২৫৭। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী সফরের নামায দু'রাকআত, ঈদুল আযহার নামায দু'রাকআত, ঈদুল ফিতরের নামায দু'রাকআত, জুমআর নামায দু'রাকআত। এসব নামায পুরো পড়তে হবে। কসর করা চলবে না।

.[ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনু মাজা, নাসায়ী]

২৫৮। হাদীস নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

আবু বাকরের (রা) প্রতি উমারের (রা) আনুগত্য

٢٥٩- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ وَبِيَدِهِ عَسِيْبُ نَخْلٍ وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ يَقُوْلُ اسْمَعُوْا لِقَوْلِ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مَوْلٰى لِاَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ شَدِيْدٌ بِصَحِيْفَةٍ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ إِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوا لِمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَوَاللّٰهِ مَا اَلَوْتُكُمْ قَالَ قَيْسٌ فَرَأَيْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

২৫৯। কায়েস (রা) বলেন : উমার (রা) কে দেখলাম, পাতা ছড়ানো একটা খেজুরের ডাল হাতে নিয়ে লোকজনকে বসাচ্ছেন এবং বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালিফার (অর্থাৎ আবু বাকরের রা) বক্তব্য শোন। পরক্ষণেই আবু বাকরের শাদীদ নামক একজন মুক্তদাস একটা চিঠি নিয়ে এল এবং তা জনগণকে পড়ে শোনালো। তারপর তিনি বললেন : আবু বাকর (রা) বলছেন, এই চিঠিতে যা কিছু লেখা আছে তা শ্রবণ কর ও অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে অবহেলা করিনি। কায়েস বলেন; এরপর উমার (রা) কে মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট দেখলাম।

মদ নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ (٣٨/١) سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي فِيْمَا أَظُنُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ (شَكَّ سُفْيَانُ). قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

২৬০। ইমরান সালামী বলেন : আমি ইবনুল আব্বাসকে নাবীয (ফলের রস, যা মদ বানানোর জন্য কোন পাত্রে রেখে পচানো হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মাটির পাত্রে ও লাউয়ের খোলসে জমানো নাবীয পান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। পরে আমি ইবনে উমারের সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির পাত্র ও লাউয়ের খোলসে রাখা নাবীয নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমার ধারণা, তিনি এ হাদীস উমার (রা) থেকে পেয়েছেন। এরপর আমি ইবনে যুবাইরের সাথে দেখা করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির পাত্র ও লাউয়ের খোলসে সঞ্চিত নাবীয নিষিদ্ধ করেছেন। [হাদীস নং-১৮৫ দ্রষ্টব্য]

বাইতুল মাকদাসে উমারের (রা) নামায

٢٦١- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ وَاَبِي مَرْيَمَ وَاَبِي شُعَيْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ بِالْجَابِيَةِ فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي اَبُوْ سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِكَعْبٍ اَيْنَ تُرَى اَنْ اُصَلِّيَ؟ فَقَالَ إِنْ اَخَذْتَ عَنِّيْ صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَكَانَتِ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ ضَاهَيْتَ الْيَهُوْدِيَّةَ لاَ وَلَكِنْ اُصَلِّيْ حَيْثُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِيْ رِدَائِهِ. وَكَنَسَ النَّاسُ.

২৬১। উমার (রা) জাবিয়াতে ছিলেন। তিনি বাইতুল মাকদাস বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি কা'বকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার কোথায় নামায পড়া উচিত বলে মনে কর? কা'ব বললেন : যদি আমার মত গ্রহণ করেন, তা হলে সাখরার পেছনে নামায পড়ুন। তাহলে সমগ্র বাইতুল মাকদাস আপনার সামনে থাকবে। উমার (রা) বললেন : তুমি ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করেছ। না, ওখানে নয়। আমি সেইখানে নামায পড়বো, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন। তারপর তিনি কিবলামুখী হলেন, তারপর নামায পড়লেন, তারপর এলেন, তারপর নিজের চাদর বিছালেন, তারপর তার চাদরে জঞ্জাল ঝাড়ু দিলেন, উপস্থিত জনগণও ঝাড়ু দিল।

কালালা প্রসঙ্গে

٢٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ لِاَنْ اَكُوْنَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ.

২৬২। উমার (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালালা, (নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে তোমার জন্য গ্রীষ্মকালের আয়াত (সূরা আন নিসার শেষ আয়াত) যথেষ্ট। উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একথা জিজ্ঞাসা করা আমার নিকট লাল উট পাওয়ার চেয়েও প্রিয়।

২৬৩। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৬৪। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

২৬৫। হাদীস নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

উয়াইস কারনী শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী

٢٦٦- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَهْلُ الْيَمَنِ جَعَلَ عُمَرُ يَسْتَقْرِي الرِّفَاقَ فَيَقُوْلُ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ قَرَنٍ؟ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى قَرَنٍ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ؟ قَالُوْا قَرَنٌ فَوَقَعَ زِمَامُ عُمَرَ اَوْ زِمَامُ اُوَيْسٍ فَنَاوَلَهُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَعَرَفَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ اَنَا اُوَيْسٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ كَانَ بِكَ مِنَ الْبَيَاضِ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاَذْهَبَهُ عَنِّيْ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّرْهَمِ مِنْ سُرَّتِيْ لِاَذْكُرَ بِهِ رَبِّيْ قَالَ لَهُ عُمَرُ اسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ اَنْتَ اَحَقُّ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِيْ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ (٣٩/١) الدِّرْهَمِ فِيْ سُرَّتِهِ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ غِمَارِ النَّاسِ فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ وَقَعَ قَالَ فَقَدِمَ الْكُوْفَةَ قَالَ وَكُنَّا نَجْتَمِعُ فِيْ حَلْقَةٍ فَنَذْكُرُ اللّٰهَ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ هُوَ وَقَعَ حَدِيْثُهُ مِنْ قُلُوْبِنَا مَوْقِعًا لاَ يَقَعُ حَدِيْثُ غَيْرِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

২৬৬। উসাইর বিন জাবির থেকে বর্ণিত। যখন ইয়ামানের একদল লোক এল, উমার (রা) তাদের সফরসঙ্গীদের খোঁজখবর নিলেন। তাদেরকে বললেন : তোমাদের মধ্যে কারনের কেউ আছে কি? এভাবে খোঁজ নিতে নিতে কার্নের অধিবাসীদের কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কারা? তারা বললো : কার্নবাসী। সহসা উমারের লাগাম বা উয়াইসের লাগাম পড়ে গেল। তখন একজন অপরজনকে লাগাম ধরিয়ে দিল। তখন সে উমার (রা) কে চিনলো। উমার (রা) বললেন : তোমার নাম কী? সে বললো : উয়াইস। উমার (রা) বললেন : তোমার মা আছেন? সে বললো : আছেন। তিনি বললেন : তোমার গায়ে কি কিছু শ্বেত কুষ্ঠ রোগ আছে? সে বললো : হাঁ। তবে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আমার নাভির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত তা থেকে তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। (এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় রেখে দিয়েছেন) যাতে আমি তার কারণে আমার প্রভুকে স্মরণ করি। উমার (রা) উয়াইসকে বললেন : আমার জন্য গুনাহ মাফ চাও। উয়াইস বললো : আপনিই আমার গুনাহ মাফ চাওয়ার অধিকতর যোগ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো উয়াইস নামক এক ব্যক্তি, যার মা আছে, তার শরীরে খানিকটা শ্বেত কুষ্ঠ আছে, সে দু'আ করাতে আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করেছেন, কেবল তার নাভিতে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় তা অবশিষ্ট আছে। অতঃপর সে উমার (রা) এর জন্য ক্ষমা চাইল এবং জনতার ভীড়ে ঢুকে গেল। তারপর সে কোথায় অবস্থান করলো তা আর জানা যায়নি। এরপর সে

কুফায় এল। আমরা একটা আলোচনা চক্রে বসতাম এবং আল্লাহর যিকর করতাম। সেও আমাদের সঙ্গে বসতো। সে যখন আলোচনা করতো, তখন তার কথা আমাদের মনে এত বদ্ধমূল হতো, যতটা আর কারো কথা বদ্ধমূল হতো না। এভাবে বর্ণনাকারী পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। [মুসলিম]

২৬৭। হাদীস নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

মৃত বা মরণোম্মুখ ব্যক্তির জন্য চিৎকার করে কাঁদা

٢٦٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ اَمَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ وَعَوَّلَ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ.

২৬৮। আনাস (রা) বলেন : যখন হাফসা উমারের ওপর চিৎকার করে কাঁদছিলেন, তখন উমার (রা) বললেন, হে হাফসা, তুমি কি জাননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার জন্য চিৎকার করে কাঁদা হয়, তার আযাব হয়, সুহাইবও চিৎকার করে কাঁদছিল। উমার (রা) বললেন : হে সুহাইব, তুমি কি জাননা যার জন্য চিৎকার করে কাঁদা হয়, তার আযাব হয়। [মুসলিম, ইবনু হিব্বান]

[উল্লেখ্য যে, উমার (রা)-কে মসজিদের অভ্যন্তরে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। সেই আঘাতেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হাফসা ও সুহাইব কাঁদছিলেন। –অনুবাদক]

২৬৯। হাদীস নং ১২৩ দ্রষ্টব্য।

২৭০। হাদীস নং ১১০ দ্রষ্টব্য।

২৭১। হাদীস নং ১১০ দ্রষ্টব্য।

২৭২। হাদীস নং ১৮৮ দ্রষ্টব্য।

কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না

٢٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ اَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ بِاهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ اُفْتِي النَّاسَ بِذٰلِكَ بِإِمَارَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّيْ لَقَائِمٌ فِي الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِيْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ شَأْنِ النُّسُكِ فَقُلْتُ اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَهَذَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوْا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ مَا هٰذَا الَّذِيْ قَدْ اَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْيَ.

২৭৩। আবু মূসা বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন মক্কায় সমভূমিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিভাবে হজ্জ আরম্ভ করেছ। আমি বললাম : যেভাবে আল্লাহর রাসূল আরম্ভ করেন সেভাবে। তিনি বললেন : কুরবানীর জন্তু এনেছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : কা'বা শরীফ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ কর। তারপর হালাল হও। আমি কা'বা শরীফ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করলাম। এরপর আমি স্বগোত্রীয় এক মহিলার নিকট এলাম। সে আমার চুল আঁচড়ে দিল এবং আমার মাথা ধুয়ে দিল। তারপর আমি আবু বাকর ও উমারের নেতৃত্বে অনুরূপ কাজ করার নির্দেশনা দিতাম। (একবার) আমি হজ্জ পালন করছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো। সে বললো : আপনি জানেন না, হজ্জ-উমরার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কী নিয়ম চালু করেছেন। আমি বললাম : হে জনতা, আমরা এ যাবত যাকে যে রূপ নির্দেশনাই দিয়ে থাকিনা কেন, এখন আমীরুল মুমিনীন স্বয়ং

তোমাদের কাছে আসছেন। তার নির্দেশনা মুতাবিকই তোমরা হজ্জ-উমরা সম্পন্ন কর। এরপর যখন তিনি এলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হজ্জ ও উমরার ব্যাপারে আপনি কী নিয়ম চালু করেছেন? তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহর কিতাব যদি মেনে চলি তাহলে তো আল্লাহ বলেছেন : وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ "আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর।" আর যদি আমাদের নবীর সুন্নাত মানি তবে তিনি জন্তু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হননি।* (অর্থাৎ ইহরাম খোলেননি।) [বুখারী, মুসলিম]

* মূলত: এখানে কুরআনের নির্দেশ ও রাসূলের সুন্নাতে কোন বিরোধ নেই। কারণ হাদীসে কেরান হজ্জের কথা বলা হয়েছে। কেরান হজ্জ হচ্ছে, হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধা। কেরান হজ্জকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। তাই জন্তু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হওয়া যায় না। সুতরাং কুরআনের আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যখন কেরান হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে তখন হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর, তারপর জন্তু কুরবানী করে হালাল হও। আর এটাই নবীর সুন্নাত। তিনিও হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হননি। – সম্পাদক

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে

٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَاَعْلَمُ إِنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلٰكِنِّيْ رَأَيْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا.

২৭৪। সুয়াইদ বিন গাফালাহ্ বলেন : আমি উমার (রা) কে দেখেছি, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করছেন এবং বলছেন, আমি জানি, তুমি একটা পাথর মাত্র, কোন ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না। তবে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তোমার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। [মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৮২]

২৭৫। হাদীস নং ৮৪ দ্রষ্টব্য।

কুরআনে রজমের আয়াত ছিল

٢٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى

بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَاَخْشٰى اَنْ يَّطُوْلَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ فَيَقُوْلُوْا إِنَّا لاَ نَجِدُ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَتُتْرَكَ فَرِيْضَةٌ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذاَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الاعْتِرَافُ.

২৭৬। ইবনুল আববাস বলেন : উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁর ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে রজম (ব্যাভিচারের শাস্তি হিসাবে পাথর মেরে হত্যা করা) সংক্রান্ত আয়াত ছিল। সে আয়াত আমরা পড়েছি, বুঝেছি এবং অন্তরে বদ্ধমূল করেছি। এখন আমার আশঙ্কা হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর লোকেরা হয়তো বলবে, আমরা রজমের আয়াত পাইনা, ফলে আল্লাহর নাযিল করা একটা ফারয পরিত্যক্ত হয়ে যেতে পারে। অথচ বিবাহিত নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে তার ওপর রজমের শাস্তির বিধান আল্লাহর কিতাবে অকাট্যভাবে বিদ্যমান যদি সাক্ষ্য পাওয়া যায়, গর্ভধারণ হয় অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।*

* পবিত্র কুরআনের রজমের আয়াত ছিলো। পরবর্তীতে তার পাঠ মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আয়াতটি হলো : اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উভয়কে রজম কর। –সম্পাদক

[হাদীস নং-৩৯১]

২৭৭। হাদীস নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

২৭৮। হাদীস নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

٢٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدِّثْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ

النَّاسِ اَعْمَالاً فَإِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ لَمْ تَقْبَلْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا تُرِيْدُ إِلٰى ذَاكَ؟ قَالَ اَنَا غَنِيٌّ لِيْ اَعْبُدٌ وَلِيْ اَفْرَاسٌ اُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّيْ كُنْتُ اَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِيْ تَفْعَلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ خُذْهُ فَإِمَّا اَنْ تَمَوَّلَهُ وَإِمَّا اَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا اَتَاكَ اللّٰهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ وَلاَ سَائِلِهِ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

২৭৯। আবদুল্লাহ বিন সা'দী বলেন : উমার (রা) আমাকে বললেন : আমাকে জানানো হয়েছে যে, তুমি জনগণের অনেক কাজের দায়িত্ব বহন কর। কিন্তু যখন তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তখন তা গ্রহণ করনা। এটা কি সত্য? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : এ দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? আমি বললাম : আমি সম্পদশালী, আমার অনেক দাসদাসী ও ঘোড়া আছে। আমি চাই, আমি যা কিছু করি, তা মুসলিমদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হোক। তিনি বললেন : এটা করো না। আমিও তোমার মত এরূপ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপহারাদি দিতেন। আমি বলতাম, আমার চেয়েও গরীব কাউকে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : এটা নিয়ে নাও। এরপর তুমি হয় এটাকে বিনিয়োগ কর অথবা সাদাকা করে দাও। রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে যা কিছু আল্লাহ তোমাকে তোমার চাওয়া ও আশা করা ছাড়াই দেন, তা নিয়ে নাও। আর যা দেন না, তার জন্য লালায়িত হয়ো না।

[হাদীস নং ১০০ দ্রষ্টব্য]

২৮০। হাদীস নং ১০০ দ্রষ্টব্য।

২৮১। হাদীস নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

২৮২। হাদীস নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

মহিলাদের মসজিদে গমন

٢٨٣- حَـدَّثَنَا إِسْـمَـاعِـيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلاً غَيُوْرًا فَكَانَ إِذَا خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ اتَّبَعَتْـهُ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ فَكَانَ يَكْرَهُ خُرُوْجَهَا وَيَكْرَهُ مَنْعَهَا وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ تَمْنَعُوْهُنَّ.

২৮৩। মালিক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন : উমার (রা) আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি যখনই নামাযের জন্য বের হতেন (অর্থাৎ মসজিদে যেতেন) অমনি যায়িদের মেয়ে আতিকা তাঁকে অনুসরণ করতো। তিনি আতিকার মসজিদে যাওয়াও পছন্দ করতেন না, তাঁকে নিষেধ করাও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মহিলারা যখন মসজিদে যেতে তোমাদের অনুমতি চায়, তখন তাদেরকে নিষেধ করো না।

২৮৪। হাদীস নং ২১৩ দ্রষ্টব্য।

মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ

٢٨٥- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَلاَ لاَ تُغْلُوْا صُدُقَ (٤١/١) النِّسَاءِ اَلاَ لاَ تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ قَالَ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ امْـرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ اُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ

أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلِيْ بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِيْ بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُوْلَ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ وَكُنْتُ غُلاَمًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا لَمْ اَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَاُخْرٰى تَقُوْلُوْنَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِيْ مَغَازِيْكُمْ وَمَاتَ قُتِلَ فُلاَنٌ شَهِيْدًا اَوْ مَاتَ فُلاَنٌ شَهِيْدًا وَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ اَوْ دَفُّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا اَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ لاَ تَقُوْلُوا ذَاكُمْ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ اَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ اَوْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ.

২৮৫। আবুল আজফা আস্-সুলামী বলেন : আমি উমার (রা) কে বলতে শুনেছি : খবরদার, তোমরা মহিলাদের মোহরানায় বাড়াবাড়ি করো না, খবরদার, তোমরা মহিলাদের মোহরানায় বাড়াবাড়ি করো না। বাড়াবাড়ি করাটা যদি পৃথিবীতে সম্মানের ব্যাপার হতো অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়া বলে গণ্য হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অগ্রণী হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে কখনো এত মোহরানা দেননি এবং তাঁর কোন মেয়েকেও এত মোহরানা দেয়া হয়নি, যা বারো উকিয়ার বেশি হয়। মানুষ তার স্ত্রীর মোহরানা নিয়ে এতটা পরীক্ষায় পতিত হয়, (আরেকবার বলেছেন, এতটা বাড়াবাড়ি করে) যে, তা এক সময় তার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে (বিরক্ত হয়ে) বলে, মশকের গলার মত তোমার সাথে আটকে গিয়েছি। আবুল আজফা বলেন : আমি এমন একজন আরব যুবক ছিলাম, যার পিতামাতার একজন আরব ও অপরজন অনারব। তাই আমি মশকের গলার মত আটকে যাওয়ার অর্থ বুঝিনি। উমার (রা) আরো বলেন : আর একটা কথা যা তোমরা তোমাদের যুদ্ধ বিগ্রহে নিহত হওয়া বা মারা যাওয়া ব্যক্তিকে বলে থাক যে, অমুক শহীদ হয়ে নিহত হয়েছে বা মারা গেছে। অথচ সে হয়তো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তার বাহক জন্তুর সামনের অংশ বা পেছনের অংশকে সোনা বা রূপা দিয়ে বোঝাই করেছে। তোমরা এরূপ বলো না, বরং তেমনি বলো

যেমন নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মারা যায় বা নিহত হয়, সে জান্নাতবাসী।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, আবু দাউদ-২১০৬, ইবনু মাজা-১৮৮৭, তিরমিযী-১১১৪, নাসায়ী-১১৭/৬, মুসনাদে আহমাদ-২৮৭]

উমার (রা) এর একটি ভাষণ

٢٨٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْىُ وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللّٰهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ أَلاَ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْطَلَقَ وَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُوْلُ لَكُمْ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ أَلاَ إِنَّه قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِيْنٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيْدُ اللّٰهَ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ أَلاَ إِنَّ رِجَالاً قَدْ قَرَؤُوْهُ يُرِيْدُوْنَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَأَرِيْدُوا اللّٰهَ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَرِيْدُوْهُ بِأَعْمَالِكُمْ أَلاَ إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِيْ إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوْا أَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوْا أَمْوَالَكُمْ وَلٰكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوْكُمْ دِيْنَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوٰى ذٰلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِذَنْ لأُقِصَّنَّه مِنْهُ فَوَثَبَ عَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوَرَأَيْتَ

إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ اِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ اَلاَ لاَ تَضْرِبُوْا الْمُسْلِمِيْنَ فَتُذِلُّوْهُمْ وَلاَ تُجَمِّرُوْهُمْ فَتَفْتِنُوْهُمْ وَلاَ تَمْنَعُوْهُمْ حُقُوْقَهُمْ فَتُكَفِّرُوْهُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوْهُمْ.

২৮৬। আবু ফিরাস বলেন : উমার (রা) একটি ভাষণে বললেন : হে জনতা, শুনে রাখ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং যখন ওহী নাযিল হতো তখনই আমরা তোমাদেরকে সঠিকভাবে চিনতাম। কিন্তু এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেছেন, ওহীও বন্ধ। আমরা তোমাদেরকে যা বলবো, তা দ্বারাই তোমাদেরকে চিনবো। তোমাদের মধ্যে যে উত্তম মনোভাব ব্যক্ত করবে, তার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করবো এবং তার ভিত্তিতে তাকে ভালোবাসবো। আর যে খারাপ মনোভাব ব্যক্ত করবে, তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবো এবং তার ভিত্তিতেই তার প্রতি ক্রোধ পোষণ করবো। তোমাদের মনের গোপন অবস্থা শুধু তোমাদের ও আল্লাহর নিকট উন্মুক্ত। শুনে রাখ, আমার নিকট কখনো কখনো এমন মুহূর্ত এসেছে, যখন আমি ভেবেছি যে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবং নিজের কাছে যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকার মনোভাব নিয়ে আল কুরআন পড়ে, সে আমার ধারণা মতে আখিরাতে সফলকাম। জেনে রাখ, কিছু লোক আল কুরআন পড়ে এই উদ্দেশ্যে যে, তার বিনিময়ে জনগণের কাছে যে সম্পদ আছে, তা অর্জন করবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের আল কুরআন পাঠ ও তোমাদের (অন্যান্য) কার্যকলাপের বিনিময়ে আল্লাহকে (আল্লাহর সন্তুষ্টি) চাও। জেনে রাখ, আমি আমার কর্মচারীদেরকে তোমাদের নিকট এজন্য পাঠাইনা যে, তোমাদের ত্বকে প্রহার করবে এবং তোমাদের সম্পদ হস্তগত করবে। আমি তাদেরকে তোমাদের নিকট শুধু এ জন্য পাঠাই যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন ও সুন্নাত শেখাবে। তোমাদের কারো সাথে যদি এ ছাড়া অন্য কোন আচরণ করা হয়, তাহলে সে যেন সে ব্যাপারে আমার নিকট অভিযোগ পেশ করে। মহান আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তখন আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেব। সঙ্গে সঙ্গে

আমর ইবনুল আস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি ভেবে দেখেছেন, কোন মুসলিম যদি কোন প্রজা গোষ্ঠীর দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোন প্রজাকে কোন শাস্তি দেয়, তবে কি আপনি তার প্রতিশোধ নেবেন? উমার (রা) বললেন, যে আল্লাহর হাতে উমারের প্রাণ তার কসম, আমি অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি।

সাবধান, মুসলিমদেরকে প্রহার করো না, তাহলে তাদেরকে তোমরা অপমান করবে, তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িও না, তাহলে তাদেরকে (ঈমানকে) পরীক্ষায় ফেলবে এবং তাদের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করো না, তাহলে তাদেরকে কুফরের দিকে ঠেলে দেবে এবং তাদেরকে বন-জঙ্গলে নিক্ষেপ করোনা, তাহলে তাদেরকে নষ্ট করে ফেলবে।

[আল হাকেম, আবু দাউদ-৪৫৩৭, নাসায়ী-৩৪/৮]

২৮৭। হাদীস নং ২৮৫ দ্রষ্টব্য।

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না কাটি করলে তার উপর আযাব হয়

٢٨٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمُّ اَبَانَ ابْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْدُهُ قَائِدُهُ قَالَ فَأُرَاهُ اَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ إِلٰى جَنْبِيْ وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَاَرْسَلَهَا عَبْدُ اللّٰهِ مُرْسَلَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِيْ انْطَلِقْ فَاعْلَمْ مَنْ ذَاكَ

فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ اَمَرْتَنِيْ
اَنْ اَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ فَقَالَ مُرُوْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا
فَقُلْتُ إِنَّ مَعَهُ اَهْلَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَه اَهْلُهُ (وَرُبَّمَا قَالَ
اَيُّوْبُ مَرَّةً فَلْيَلْحَقْ بِنَا) فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِيْنَةَ لَمْ يَلْبَثْ اَمِيْرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ اُصِيْبَ فَجَاءَ صُهَيْبٌ فَقَالَ وَااَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ
فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ تَعْلَمْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟
فَاَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ فَارْسَلَهَا مُرْسَلَةً وَاَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضِ بُكَاءِ
فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ مَا قَالَهُ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
(٤٢/١) اَحَدٍ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
الْكَافِرَ لَيَزِيْدُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ
اَضْحَكَ وَاَبْكٰى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ اَيُّوْبُ وَقَالَ
بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ
وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنِيْ عَنْ غَيْرَ كَاذِبَيْنِ وَلاَ
مُكَذِّبَيْنِ وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

২৮৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমারের (রা) সাথে উসমান ইবনে আফফান (রা) এর মেয়ে উম্মু আব্বানের জানাযার জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। আমর ইবনে উসমান এ সময় তাঁর কাছে ছিলেন। এ সময়ে নির্দিষ্ট পথ প্রদর্শকের সহায়তায় ইবনুল আব্বাস সেখানে উপস্থিত হলেন। আমার জানা মতে, তাঁকে ইবনে উমারের অবস্থানস্থল জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি এলেন এবং আমার পাশেই বসলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝখানে ছিলাম। সহসা

ঘরের ভেতর থেকে (কান্নার) আওয়ায শোনা গেল। তৎক্ষণাত ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তির স্বজনেরা তার জন্য কান্নাকাটি করলে তার ওপর আযাব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার এ কথাটা বললেন সাধারণভাবে। (অর্থাৎ আপনজন কাঁদলেই তার ওপর আযাব হয়।) ইবনুল আব্বাস বললেন, আমরা আমীরুল মুমিনীন উমারের সাথে ছিলাম। অতঃপর যখন আমরা মরুভূমিতে পৌছলাম, দেখলাম, তিনি গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত এক ব্যক্তিকে দেখছেন। তিনি আমাকে বললেন, ওর কাছে যাও তারপর অবহিত হও সে কে। আমি গেলাম, দেখলাম সে সুহাইব। অতঃপর আমি তাঁর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন ঐ ব্যক্তিকে অবহিত হই। আমি জেনেছি, সে সুহাইব। তিনি বললেন, সুহাইবকে আদেশ দাও আমাদের সাথে যোগ দিক। আমি বললাম, তার সাথে তার পরিবার রয়েছে। তিনি বললেন, তার পরিবার তার সাথে থাকলেও আমাদের সাথে যোগ দিতে বল। অতঃপর আমরা মদীনায় পৌছার অব্যবহিত পরই আমীরুল মুমিনীন আহত হলেন। তৎক্ষণাত সুহাইব এল এবং বললো, হায় আফসোস! হায় আমার সাথী! উমার (রা) বললেন, তুমি কি জাননা, তুমি কি শোননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের কিছু কিছু কান্নার কারণে আযাব ভোগ করে? আবদুল্লাহ ইবনে উমার সাধারণভাবে বলেছিলেন। কিন্তু উমার বললেন, কিছু কান্নাকাটির কারণে। এর অব্যবহিত পরেই আমি আয়িশার (রা) নিকট উপস্থিত হলাম এবং উমার (রা) যা বলেছেন, তা তাঁকে জানালাম। আয়িশা (রা) তৎক্ষণাত বললেন ; না, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি যে, কারো কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়। বরঞ্চ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাফিরকে আল্লাহ তার পরিবারের কান্নার কারণে আযাব বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহই মানুষকে হাসান ও কাঁদান। আল্লাহ বলেছেন, একজন আর একজনের পাপের ফল ভোগ করে না। বর্ণনাকারী আইউব ও আবু মুলাইকা বলেন বলেন, আয়িশা যখন উমার ও ইবনে উমারের কথাটা শুনলেন, তখন বললেন, তোমরা যে দু'জনের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছ তারা মিথ্যুকও নন, মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যাতও নন, তবে অনেক সময় কান শুনতে ভুল করে থাকে।

[বুখারী-১২৮৭, মুসলিম-৯২৮, ইবনু হিব্বান-৩১৩৬, মুসনাদে আহমাদ-২৯০]

কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির ওপর আযাব হয়

٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ اَيُّوْبَ إِلاَّ اَنَّه قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ : اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ.

২৮৯। ২৮৮ নং হাদীসের অনুরূপ। ব্যতিক্রম এটুকু : কান্নার শব্দ শুনে ইবনে উমার আমর বিন উসমানকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি কাঁদতে নিষেধ করবেন না? কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের কান্নার কারণে আযাব ভোগ করে।

[২৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

২৯০। ২৮৯ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

২৯১। হাদীস নং ১১৬ দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রীয় সম্পদে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে

٢٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ اَبُوْ سَعْدٍ الصَّاغَانِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلٰى اَيْمَانٍ ثَلاَثٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحَقَّ بِهٰذَا الْمَالِ مِنْ اَحَدٍ وَمَا اَنَا بِاَحَقَّ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَحَدٌ إِلاَّ وَلَهٗ فِىْ هٰذَا الْمَالِ نَصِيْبٌ إِلاَّ عَبْدًا مَمْلُوْكًا وَلٰكِنَّا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهٗ فِى الْاِسْلاَمِ وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهٗ فِى الْاِسْلاَمِ

وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُه فِى الْاِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهٗ وَوَاللّٰه لَئِنْ بَقِيْتُ لَهُمْ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهٗ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعٰى مَكَانَهٗ.

২৯২। মালিক বিন আওস বিন হাদাসান বলেন : উমার (রা) তিনটে কথা কসম খেয়ে বলতেন : বলতেন, আল্লাহর কসম, এই সম্পদে (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদে) কারো চেয়ে কারো অগ্রাধিকার নেই, (এমনকি) আমি নিজেও এই সম্পদে অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখিনা, আল্লাহর কসম, একমাত্র দাসদাসী ছাড়া আর সকল মুসলিমের এই সম্পদে অংশ রয়েছে। তবে আমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বণ্টন অনুযায়ী অংশ পাবো। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিপদ মুসিবত সহই ইসলামে বহাল থাকবে, প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ইসলামের পথে দৃঢ়পদ থাকবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধনসম্পদ নিয়েই ইসলামে বহাল থাকবে এবং ইসলামেই প্রত্যেক ব্যক্তির সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাদের জন্য জীবিত থাকি, তাহলে সানয়ার পাহাড়ে পশু পালনরত রাখালও এই সম্পদে তার প্রাপ্য অংশ পাবে। [আবু দাউদ, ২৯৫০]

মুসলিমদের জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক জিনিস কী?

٢٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْمُخَارِقِ زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ اَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىَّ كَانَ وَلَّاهُ عُمَرُ حِمْصَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ عُمَرُ يَعْنِيْ لِكَعْبٍ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ عَنْ اَمْرٍ فَلَا تَكْتُمْنِيْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَكْتُمُكَ شَيْئًا اَعْلَمُهٗ قَالَ مَا اَخْوَفُ شَيْءٍ تَخَوَّفُهٗ عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ اَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ قَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ قَدْ اَسَرَّ ذٰلِكَ إِلَيَّ وَاَعْلَمَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৩। উমার (রা) কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, তুমি গোপন করবে না। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি– এমন কোন জিনিসই আপনার কাছ থেকে গোপন করবো না। উমার (রা) বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর ও বিপজ্জনক জিনিস কী বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, যে সকল নেতা মানুষকে বিপথগামী করবে। উমার (রা) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি প্রথমে গোপন রেখেছিলেন, পরে আমাকে জানিয়েছেন।

٢٩٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ اَرْسِلُوْا إِلَيَّ طَبِيْبًا يَنْظُرُ إِلٰى جُرْحِيْ هٰذَا قَالَ فَاَرْسَلُوْا إِلٰى طَبِيْبٍ مِنَ الْعَرَبِ فَسَقٰى عُمَرَ نَبِيْذًا فَشُبِّهَ النَّبِيْذُ بِالدَّمِ حِيْنَ خَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ الَّتِيْ تَحْتَ السُّرَّةِ قَالَ فَدَعَوْتُ طَبِيْبًا اٰخَرَ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنَ الطَّعْنَةِ صَلْدًا اَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيْبُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْهَدْ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَنِيْ اَخُوْ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذٰلِكَ كَذَّبْتُكَ قَالَ فَبَكٰى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْكُوْا عَلَيْنَا مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يُقِرُّ اَنْ يُبْكٰى عِنْدَهُ عَلٰى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلاَ غَيْرِهِمْ.

২৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন : উমার (রা) বললেন : তোমরা আমার কাছে একজন চিকিৎসক পাঠাও। সে আমার এই ক্ষত স্থানটি দেখুক। অতঃপর লোকেরা জনৈক আরবীয় চিকিৎসককে ডেকে আনলো। চিকিৎসক উমার (রা) কে

ফলের রস পান করালো। এই রস যখন নাভির নিচের ক্ষত স্থান থেকে বের হলো, তখন তা রক্তের রং ধারণ করলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, অতঃপর আমি বনু মুয়াবিয়া গোত্র থেকে জনৈক আনসারী চিকিৎসক ডেকে আনলাম। সে উমার (রা) কে দুধ পান করালো। দুধ ক্ষতস্থান থেকে সাদা জমাট অবস্থায় বেরুলো। অতঃপর চিকিৎসক উমারকে বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, দায়িত্ব হস্তান্তর করুন (অর্থাৎ আপনার আয়ূ শেষ হয়ে এসেছে)। উমার (রা) বললেন, বনু মুয়াবিয়ার ভাই সত্য কথাই বলেছে। তুমি যদি অন্য কিছু বলতে, তবে আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। এ কথা শোনার পর লোকেরা উমারের জন্য বিলাপ করতে লাগলো। উমার (রা) বললেন, তোমরা আমার জন্য কেঁদনা। যে কাঁদবে, সে এখান থেকে বেরিয়ে যাক, তোমরা কি শোননি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তির আপনজনদের কান্নার কারণে তার ওপর আযাব হয়। এ কারণে আবদুল্লাহ কাউকে কাঁদতে দিতেন না –চাই সন্তান বা অন্য কারো মৃত্যুর শোকেই কাঁদুক না কেন। [হাদীস নং-১৮০]

২৯৫। হাদীস নং ৮৪ দ্রষ্টব্য।

২৯৬। হাদীস নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

২৯৭। হাদীস নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

২৯৮। হাদীস নং ৮৫ দ্রষ্টব্য।

٢٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ فَقَالَ إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ.

২৯৯। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন : উমার (রা) কে বলা হলো, আপনি কি আপনার পরবর্তী খালীফা মনোনীত করবেন না? তিনি জবাব দিলেন : যদি না করি, (তবে ক্ষতি নেই) কারণ আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এটি করেন নি। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যদি করি, (তবে তাতেও দোষ নেই)। কারণ আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি এ কাজটি করেছেন। তিনি হচ্ছেন আবু বাকর (রা)।

[বুখারী-৭২১৮, মুসলিম-১৮২৩, ইবনু হিব্বান-৪৪৭৮]

৩০০। হাদীস নং ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

৩০১। হাদীস নং ৯২ দ্রষ্টব্য।

৩০২। হাদীস নং ২৪৯ দ্রষ্টব্য।

সমুদ্র কর্তৃক আল্লাহর অনুমতি প্রার্থনা

٣٠٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ كَانَ مُرَابِطًا بِالسَّاحِلِ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فِيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْاَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللّٰهَ فِيْ اَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيَكُفُّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৩০৩। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সমুদ্র প্রতি রাতে পৃথিবীকে তিনবার পর্যবেক্ষণ করে এবং তার ওপর আছড়ে পড়ার জন্য আল্লাহর অনুমতি চায়। কিন্তু আল্লাহ তাকে থামিয়ে দেন।

হায়েয অবস্থায় ইবনে উমার (রা) কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান

٣٠٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ (٤٤/١) قَالَ قُلْتُ لِاِبْنِ عُمَرَ حَدَّثْنِيْ عَنْ طَلاَقِكَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِيْ طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلِ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِيْ طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ فَمَا لِيْ لاَاَعْتَدُّبِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

৩০৪। আনাস বিন সিরীন বলেন : আমি ইবনে উমারকে বললাম : আপনার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘটনাটি আমাকে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, সে ঋতুবতী থাকা অবস্থায় তাকে তালাক দিয়েছিলাম। অতঃপর এ কথা উমার (রা) কে জানালাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওকে তালাক প্রত্যাহার করার নির্দেশ দাও। যখন স্ত্রী পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিক। আনাস বলেন : আমি ইবনে উমারকে বললাম : ঋতুবতী অবস্থায় যাকে তালাক দিয়েছিলেন, তার সাথে কি ইদ্দাত পালন করেছিলেন? তিনি বললেন : ইদ্দাত পালন না করার কী আছে? আমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছিলাম এবং বোকামি করেছিলাম।

[হাদীস নং-৫২৬৮]

নতুন পোশাক পরার পর পুরানো পোশাক দান করার ফযীলত

٣٠٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا اَصْبَغُ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ الشَّامِيِّ قَالَ لَبِسَ اَبُوْ اُمَامَةَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَلَمَّا بَلَغَ تَرْقُوَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِيْنَ يَبْلُغُ تَرْقُوَتَهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ اَخْلَقَ (اَوْ قَالَ اَلْقَى) فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ وَفِيْ جِوَارِ اللّٰهِ وَفِيْ كَنَفِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا.

৩০৫। আবুল আ'লা শামী বলেন : আবু উমামা একটা নতুন পোশাক পরলেন। পোশাক যখন তাঁর বুকের ওপর পর্যন্ত পৌঁছলো, অমনি বললেন, মহান আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার ছতর ঢাকা ও আমার সৌন্দর্য বর্ধনের উপযুক্ত পোশাক পরিয়েছেন। অতঃপর বললেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নতুন

কোন পোশাক লাভ করলো ও তা পরিধান করলো, অতঃপর যখন সে পোশাক তার বুকের ওপর পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন বললো, মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ছতর ঢাকা ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পোশাক পরিয়েছেন। অতঃপর সে তার পুরানো পোশাক দান করে দিল, সে আল্লাহর নিরাপত্তায় আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও আল্লাহর আশ্রয়ে অবস্থান নিল, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়।

৩০৬। হাদীস নং ৯৪ দ্রষ্টব্য।

৩০৭। হাদীস নং ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

ওমানবাসীর মর্যাদা

٣٠٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ اَنْبَأَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ اَبِيْ لَبِيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ طَاحِيَةَ مُهَاجِرًا يُقَالُ لَهُ بَيْرَحُ بْنُ اَسَدٍ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَيَّامٍ فَرَاٰهُ عُمَرُ فَعَلِمَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ فَقَالَ لَهُ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ مِنْ اَهْلِ عُمَانَ (قَالَ مِنْ اَهْلِ عُمَانَ؟) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَاَدْخَلَهُ عَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ الَّتِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ بِهَا حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ لَوْ اَتَاهُمْ رَسُوْلِيْ مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلَا حَجَرٍ.

৩০৮। আবু লাবীদ বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছু দিন পর বাইরাহ বিন আসাদ নামক এক ব্যক্তি তাহিয়া থেকে হিজরাত করে মদীনায় এলো। উমার (রা) তাকে দেখে বুঝতে পারলেন সে একজন বহিরাগত। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে? সে বললো : ওমানের অধিবাসী। তিনি বললেন : ওমানের অধিবাসী? সে বললো : জ্বী। তখন

তিনি তার হাত ধরলেন এবং আবু বাকরের নিকট নিয়ে গেলেন। উমার (রা) বললেন, ইনি সেই দেশের অধিবাসী, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি এমন একটি ভূ-খণ্ডের কথা জানি, যার নাম ওমান, যার এক পাশ দিয়ে সমুদ্র প্রবাহিত, সেখানে একটা আরব গোত্র আছে, আমার দূত তাদের কাছে গেলে তারা তাকে তীর বা পাথর নিক্ষেপ করবে না।

বিনয়ী ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়

٣٠٩- حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ) قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ تَوَاضَعَ لِيْ هٰكَذَا (وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَأَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ) رَفَعْتُهُ هٰكَذَا وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ.

৩০৯। ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) বলেছেন, (ইয়াযীদ বলেন, আমি নিশ্চিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেই শুনে এ কথা বলেছেন) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার জন্য বিনয়ী হবে এভাবে (এই বলে ইয়াযীদ তার হাতের তালু মাটির দিকে ঝুকালেন এবং তাকে মাটির নিকটবর্তী করলেন) তাকে আমি অবশ্যই উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী করবো, (এই বলে ইয়াযীদ তার হাতের তালু আকাশমুখী করলেন এবং তাকে আকাশের দিকে তুললেন।

বাকপটু মুনাফিক সবচেয়ে বিপজ্জনক

٣١٠- حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْكُرْدِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ إِنِّيْ لَجَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

৩১০। আবু উসমান আন নাহ্দী বলেন : আমি উমারের মিম্বারের নিচেই বসা ছিলাম। তখন তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর খুতবায় বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এই উম্মাতের জন্য যাকে আমি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মনে করি ও সবচেয়ে ভয় করি, সে হচ্ছে অতিশয় বাকপটু মুনাফিক।
[হাদীস নং-১৪৩]

কিভাবে বান্দা জান্নাতে বা জাহান্নামে যায়

٣١١- حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ الْآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ (١/٤٥) هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ

اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ.

৩১১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো : وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা জবাব দিয়েছিল, হাঁ।" (সূরা আল আ'রাফ) তখন উমার (রা) বললেন : আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছেন : আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তার পিঠ ডান হাত দিয়ে দলন করলেন এবং সেখান থেকে তার একদল বংশধরকে বের করলেন। তারপর বললেন ; তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযুক্ত কাজ করবে। পুনরায় তার পিঠ দলন করলেন এবং সেখান থেকে একদল বংশধরকে বের করলেন। তারপর বললেন : এদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জাহান্নামবাসীর উপযুক্ত কাজ করবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো; ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে কিসের জন্য কাজ করা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জান্নাতবাসীর উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে দেন, শেষ পর্যন্ত জান্নাতবাসীর উপযুক্ত কোন একটি কাজ করতে করতে সে মারা যায়। তখন আল্লাহ তাকে ঐ কাজের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জাহান্নামবাসীর উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে দেন, অবশেষে সে জাহান্নামবাসীর উপযুক্ত কোন একটি কাজ করতে থাকা অবস্থায় মারা যায়। ফলে সেই কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

[আবু দাউদ-৪৭০৩, তিরমিযী-৩০৭৫]

৩১২। হাদীস নং ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

রুকনে ইয়ামানীর পশ্চিমপাশ স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই

٣١٣- حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى عَنْ يَعْلَى

بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنُ قَالَ يَعْلَى : فَكُنْتُ مِمَّا يَلِيْ الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِيْ يَلِى الْاَسْوَدَ جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ فَقُلْتُ اَلاَ تَسْتَلِمْ؟! قَالَ اَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ اَفَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيِّيْنِ؟ قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ اَفَلَيْسَ لَكَ فِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَانْفُذْ عَنْكَ؛

৩১৩। ইয়ালা বিন উমাইয়া বলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সাথে তাওয়াফ করেছিলাম। তখন তিনি রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করলেন। ইয়ালা বলেন : আমি আল্লাহর ঘরের সংলগ্ন স্থানে ছিলাম। যখন রুকনে হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন পশ্চিমাংশে পৌঁছলাম, তার হাত টেনে ধরলাম, যাতে উনি ওটা স্পর্শ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম : স্পর্শ করবেন না? তিনি বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম : করেছি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাশের এই দুই রুকনকে কি স্পর্শ করতে তাঁকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? আমি বললাম : আছে। তিনি বললেন, তাহলে এগিয়ে যাও।

[হাদীস নং-২৫৩]

৩১৪। হাদীস নং ১৬২ দ্রষ্টব্য।

৩১৫। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

সরকারী সাহায্য বিতরণের পদ্ধতি

٣١٦- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِيْ فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِيْ

اَلْفَيْئَ وَيُعْرِضُ عَنِّيْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَعْرِفُنِيْ؟ قَالَ فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقٰى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَاَعْرِفُكَ اٰمَنْتَ إِذْ كَفَرُوْا وَاَقْبَلْتَ إِذْ اَدْبَرُوْا وَوَفَّيْتَ إِذْ غَدَرُوْا وَإِنَّ اَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهَ اَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ جِئْتَ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَخَذَ يَعْتَذِرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ اَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوْبُهُمْ مِنَ الْحُقُوْقِ.

৩১৬। আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেন ; আমার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট এলাম। তিনি তাই গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে ফাই থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিতে লাগলেন এবং আমাকে উপক্ষো করলেন। আমি তার সাথে দেখা করলাম। তথাপি তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। তারপর তার চোখের সামনে দিয়ে একবার তার নিকট এলাম। এবারও তিনি আমাকে উপক্ষো করলেন। তখন আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি আমাকে চেনেন? এ কথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন : হাঁ, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে চিনি। যখন অন্যরা কুফর অবলম্বন করেছে, তখন তুমি ঈমান এনেছ। যখন অন্যরা পালিয়েছে, তখন তুমি এগিয়ে এসেছ। যখন অন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন তুমি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছ। আর প্রথম যে যাকাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মুখকে উজ্জ্বল করেছিল তা ছিল তাই গোত্রের যাকাত, যা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তিনি (উমার) ওযর পেশ করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমি সেই গোষ্ঠীকে সাহায্য বরাদ্দ করেছি, যারা নিজ গোত্রের সরদার। অথচ অভাব তাদেরকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ নানা রকমের পাওনার দাবী দাওয়া অহরহ তাদের কাছে আসতো।

[বুখারী-৪৩৯৪, মুসলিম-২৫২৩]

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমলের হুবহু অনুকরণ

٣١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِيْمَا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ اَطَّأَ اللّٰهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ وَمَعَ ذٰلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৭। যায়িদ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তাঁর পিতা বলেছেন যে, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, (তাওয়াফে কুদূমে) রমল করা ও কাঁধ খোলা রাখার এখন আর প্রয়োজন কোথায়? এখন তো আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও কাফিরকে হটিয়ে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে করতাম এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করি না।*

* রমল মানে কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চলা, যাতে শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদূমে প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন যাতে কাফিররা মুসলিমদের দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদেরকে দুর্বল ও শক্তিহীন মনে না করে। হযরত উমর (রা) বলতে চেয়েছেন, ইসলাম ও মুসলিমরা শক্তিশালী হওয়ার কারণে যদিও রমলের এখন প্রয়োজন নেই, তবুও আল্লাহর রাসূল যেহেতু করেছেন তাই তাঁর কৃত কোন আমল পরিত্যাগ করা আমরা সমীচীন মনে করি না।

[বুখারী-১৬০৫, আল হাকেম-৪৫৪/১, ইবনু খুযাইমা-২৭০৮]

৩১৮। হাদীস নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

৩১৯। হাদীস নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

৩২০। হাদীস নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

রেশম পরিধান

٣٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ فِيْمَا يَحْسِبُ حَرْبٌ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَبُوْسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَلْ عَنْهُ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ

فَقَالَتْ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ حَفْصٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

৩২১। ইবনে উমার (রা) বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে এর কোন অংশ পাবে না। [বুখারী-৫৮৩৫]

মুমূর্ষাবস্থায় উমার (রা)

٣٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتٰى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقَالَ احْفَظْ عَنِّيْ ثَلاَثًا فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لاَ يُدْرِكَنِي النَّاسُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلاَلَةِ قَضَاءً وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيْفَةً وَكُلُّ مَمْلُوْكٍ لَهُ عَتِيْقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَيُّ ذٰلِكَ أَفْعَلُ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ إِنْ أَدَعْ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ فَقَدْ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ صَاحَبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ وَوُلِّيْتَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَوِيْتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ. فَقَالَ أَمَّا تَبْشِيْرُكَ إِيَّايَ بِالْجَنَّةِ فَوَ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ لِيْ (قَالَ عَفَّانُ فَلاَ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لَوْ أَنَّ لِيْ) الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا لاَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ مَا أَمَامِيْ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الْخَبَرَ. وَأَمَّا قَوْلُكَ فِيْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

فَوَ اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ كَفَافًا لاَ لِيْ وَلاَ عَلَيَّ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ.

৩২২। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন : উমার (রা) ছুরিকাহত হবার পর আমিই সর্ব প্রথম তাঁর কাছে উপস্থিত হই। তিনি বললেন : আমার কাছ থেকে তিনটে কথা মনে রেখ। কেননা আমার আশঙ্কা, জনগণ আমাকে জীবিত পাবে না। প্রথমত: আমি কালালা (নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত) সম্পর্কে কোন ফায়সালা করিনি। দ্বিতীয়ত: আমি জনগণের ওপর কোন খালীফা নিয়োগ করিনি। তৃতীয়ত: আমার সকল দাসদাসী মুক্ত। লোকেরা তাঁকে বললো, একজন খালীফা নিয়োগ করুন। তিনি বললেন, আমি খালীফা নিয়োগ করি বা তা থেকে বিরত থাকি, উভয় কাজই আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি করে গেছেন। জনগণের শাসনের বিষয়টা যদি তাদের জন্য রেখে যাই, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা রেখে গিয়েছেন। আর যদি খালীফা নিয়োগ করি তবে তাও আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আবু বাকর করেছেন। আমি বললাম : আপনি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকেছেন এবং দীর্ঘকাল থেকেছেন। আর মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন এবং সেটা শক্ত হাতেই করেছেন ও যথাযথভাবে আমানত আদায় করেছেন। উমার (রা) বললেন; তোমার পক্ষ থেকে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান সম্পর্কে আমার কথা হলো, আল্লাহর কসম, সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সহায়-সম্পদও যদি আমার হাতে থাকতো, তবে আমি তার সবই মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে আমার আসন্ন ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতাম যতক্ষণ না (আমার পরিণতি সম্পর্কে) প্রকৃত সংবাদ অবগত হই। মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে যা বলেছ, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহর কসম, ওটা কেবলমাত্র আমার বেঁচে থাকার উপযোগী রাখতে চেয়েছিলাম। ওটা আমার জন্য লাভজনকও করতে চাইনি, লোকসানেরও না। আর আল্লাহর নবীর সাহচর্য সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, যথার্থই বলেছ।

নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ

٣٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ عَلِّمُوْا غِلْمَانَكُمْ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ فَكَانُوْا يَخْتَلِفُوْنَ إِلَى الْأَغْرَاضِ فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ إِلَى غُلَامٍ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَصْلٌ وَكَانَ فِيْ حَجْرِ خَالٍ لَهُ فَكَتَبَ فِيْهِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

৩২৩। আবু উমামা বিন সাহল বলেন : উমার (রা) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহের নিকট লিখলেন, "তোমরা তোমাদের যুবকদেরকে সাঁতার ও সৈন্যদেরকে তীর নিক্ষেপ শিখাও। এরপর তারা বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতো। সহসা একটা তীর তীব্র গতিতে এসে এক যুবকের গায়ে বিদ্ধ হলো এবং সে মারা গেল। এই যুবকের কোন বংশ পরিচয় পাওয়া গেল না। সে তার এক মামার কাছে লালিতপালিত ছিল। তার সম্পর্কে আবু উবাইদা উমারকে লিখলেন, এই যুবকের ক্ষতিপূরণ কাকে দেব? উমার (রা) জবাবে তাঁর কাছে লিখলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যার কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক আল্লাহ ও রাসূল। আর যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী মামা। [হাদীস নং-১৮৯]

৩২৪। হাদীস নং ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

৩২৫। হাদীস নং ৯৯ দ্রষ্টব্য।

হাদীস কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলা

٣٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا دُجَيْنُ أَبُوْ الْغُصْنِ بَصْرِيٌّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤٧/١) فَقُلْتُ حَدِّثْنِيْ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيْعُ أَخَافُ أَنْ أَزِيْدَ أَوْ أَنْقُصَ كُنَّا إِذَا قُلْنَا حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَافُ اَنْ اَزِيْدَ حَرْفًا اَوْ اَنْقُصَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَهُوَ فِي النَّارِ.

৩২৬। আবুল গুছন বাসারী বলেন : আমি মদীনায় গেলাম। সেখানে উমার (রা) এর মুক্ত দাস আসলামের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাকে বললাম : উমার (রা) থেকে আমাকে কোন হাদীস শোনাও। সে বললো : পারবো না। আমার ভয় হয় কিছু কম বা বেশি বলে ফেলবো। আমরা যখন তাকে বলতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে কোন হাদীস শোনান, তখন বলতেন, আমার আশঙ্কা হয়। একটি অক্ষরও কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলি কি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে, সে জাহান্নামে যাবে।

একটি দু'আর ফযীলত

٣٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِيْ سُوْقٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

৩২৭। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু বিইয়াদিহিল খায়র, ইউহয়ী ওয়া ইউমীত, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর, সকল প্রশংসাও তাঁর, ভালো মন্দ তাঁরই হাতে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান এবং তিনি সর্বশক্তিমান) তা দ্বারা আল্লাহ তার জন্য দশ লাখ সাওয়াব লিখবেন, তার দশ লাখ গুনাহ মুছে দেবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি বানিয়ে দেবেন। [ইবনু মাজা, তিরমিযী]

৩২৮। ২০৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কসম খাওয়া

٣٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ وَاَبِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

৩২৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি বললেন, আমার পিতার কসম। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : চুপ কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাবে, সে শিরকে লিপ্ত হবে।

মসজিদের সম্প্রসারণ

٣٣٠- حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ زَادَ فِى الْمَسْجِدِ مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ إِلَى الْمَقْصُوْرَةِ وَزَادَ عُثْمَانُ وَقَالَ عُمَرُ لَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَبْغِيْ نَزِيْدُ فِيْ مَسْجِدِنَا مَا زِدْتُ فِيْهِ.

৩৩০। নাফে' থেকে বর্ণিত। উমার (রা) মসজিদে নববীকে সম্প্রসারিত করেন। উসমানও সম্প্রসারিত করেন। উমার (রা) বলেন : আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনতাম যে, আমরা আমাদের মসজিদকে সম্প্রসারিত করতে চাই, তাহলে তাকে সম্প্রসারিত করতাম না।

৩৩১। হাদীস নং ১৫৪ দ্রষ্টব্য।

٣٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ إِنِّيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ اَنْ اَقُوْلَهَا لَكُمْ زَعَمُوْا اَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ

وَجَلَّ يَحْفَظُ دِيْنَهُ وَإِنِّيْ اَنْ لاَ اَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ اَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ إِلاَّ اَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا وَاَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

৩৩২। ইবনে উমার (রা) একবার উমার (রা) কে বললেন, আমি জনগণকে একটা কথা বলতে শুনেছি, পরে স্থির করেছি যে, কথাটা আপনাকে বলবো। লোকেরা মনে করে যে, আপনি খালীফা মনোনীত করবেন না। উমার (রা) এক মুহূর্ত মাথা নিচু করলেন, তারপর তা উঁচু করলেন এবং বললেন : মহান আল্লাহ তাঁর দীনকে রক্ষা করে থাকেন। আমি কাউকে খালীফা নিয়োগ করবো না। কেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালীফা নিয়োগ করেননি। আর যদি খালীফা নিয়োগ করি, তবে (তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ) আবু বাকর খালীফা নিয়োগ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন; আল্লাহর কসম, উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন মাত্র। আমি তা থেকে বুঝেছি যে, তিনি কাউকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ গণ্য করেন না এবং তিনি খালীফা নিয়োগ করবেন না।

[মুসলিম-১৮২৩]

৩৩৩। হাদীস নং ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৩৩৪। হাদীস নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। হাদীস নং ৬৭ ও ১১৭ দ্রষ্টব্য।

৩৩৬। হাদীস নং ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭। হাদীস নং ১৭১ দ্রষ্টব্য।

৩৩৮। হাদীস নং ১৯২ দ্রষ্টব্য।

৩৩৯। হাদীস নং ২২২ দ্রষ্টব্য।

৩৪০। হাদীস নং ২৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩৪১। হাদীস নং ৮৯ দ্রষ্টব্য।

মুত‘আ বিয়ে প্রসঙ্গে

٣٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَاَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسى اَنَّ عُمَرَ قَالَ هِيَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْمُتْعَةَ وَلٰكِنِّي اَخْشٰى اَنْ يُعَرِّسُوْا بِهِنَّ تَحْتَ الْاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوْا بِهِنَّ حُجَّاجًا.

৩৪২। আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) বলেছেন : ওটা অর্থাৎ মুত‘আ (অস্থায়ী বিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, লোকেরা এই সব স্ত্রীকে নিয়ে বাবলা গাছের নিচে বাসর করবে, তারপর তাদেরকে নিয়ে হজ্জে যাবে। [হাদীস নং ৩৫১]

৩৪৩। হাদীস নং ১২৮ দ্রষ্টব্য।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضًا الْاَشْعَارِيَّ قَالَ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعِيَاضٌ - وَلَيْسَ عِيَاضٌ هٰذَا بِالَّذِيْ حَدَّثَ سِمَاكًا - قَالَ وَقَالَ عُمَرُ إِذا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ اَبُوْ عَبَيْدَةَ قَالَ فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ اَنَّهُ قَدَ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فَكَتَبَ إِلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّوْنِي وَإِنِّي اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ اَعَزُّ نَصْرًا وَاَحْضَرُ جُنْدًا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرُوْهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ اَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ فَإِذَا اَتَاكُمْ كِتَابِيْ هٰذَا

فَقَاتِلُوْهُمْ وَلاَ تُرَاجِعُوْنِيْ قَالَ فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ اَرْبَعَ فَرَاسِخَ قَالَ وَاَصَبْنَا اَمْوَالاً فَتَشَاوَرُوْا فَاَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ اَنْ نُعْطِيَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةً قَالَ وَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ مَنْ يُرَاهِنِّيْ؟ فَقَالَ شَابٌّ اَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ قَالَ فَسَبَقَهُ فَرَأَيْتُ عَقِيْصَتَيْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ وَهُوَ خَلْفَهُ عَلٰى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ.

৩৪৪। সিমাক বলেন : আমি ইয়াদ আল-আশয়ারীকে বলতে শুনেছি, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তখন আমাদের পাঁচজন সেনাপতি ছিল, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান, ইবনু হাসানাহ, খালিদ বিন ওয়ালীদ, ও ইয়াদ। ইনি এই ইয়াদ নন, যিনি সিমাককে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উমার (রা) বলেছিলেন, যুদ্ধ যখন হবে তখন আবু উবাইদা তোমাদের সেনাপতি হবে। আমরা তাঁকে লিখলাম, আমরা ব্যাপক মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাইলাম। তিনি জবাবে লিখলেন, তোমরা সাহায্য চেয়ে যে চিঠি লিখেছ, তা আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার দিকে পথনির্দেশ করছি যিনি সবচেয়ে বেশি পরাক্রমশালী সাহায্যকারী ও সবচেয়ে বেশি সেনাবাহিনী সমাবেশকারী। তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তাঁর কাছেই তোমরা সাহায্য চাও। কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে তোমাদের চেয়েও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আল্লাহর সাহায্য পেয়েছিলেন। আমার এই চিঠি যখন তোমাদের নিকট পৌঁছবে, তখন শত্রু সেনার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে এবং আমার নিকট পুনরায় আর ধর্ণা দেবেনা। ইয়াদ বলেন : এরপর আমরা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে পরাজিত করলাম। চার ফারসাখ দূর পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করলাম। আর আমরা প্রচুর ধনসম্পদ পেলাম। তা নিয়ে পরামর্শ করা হলো। সেনাপতি ইয়াদ আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন যেন আমরা মাথা প্রতি দশটি করে দিই। আবু উবাইদা বললেন : আমার সাথে বাজি ধরবে কে? এক যুবক বললেন : আপনি যদি রাগ না করেন তবে আমি বাজি ধরবো। এরপর সে আবু উবাইদার আগে চলে গেল। আমি দেখলাম, আবু উবাইদা তার পেছনে একটা আরবীয় ঘোড়ায় চড়ে ছুটছেন এবং তার চুলের গোছা দুটো লাফাচ্ছে।

রেশমী পোশাক

٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنْبَأَنَا عُتَيْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ فَقَالَ لِيْ سَالِمُ مَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الثِّيَابِ؟ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبِسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ.

৩৪৫। আলী বিন যায়িদ বলেন : আমি মদীনায় গিয়ে সালেম ইবনে আবদুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার গায়ে একটা রেশমী জুব্বা ছিল। সালেম আমাকে বললেন : এসব কাপড় দিয়ে কী কর? আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছি, উমার ইবনুল খাত্তাব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রেশম সে-ই পরে, যে আখিরাতে রেশমের ভাগ পাবে না।

٣٤٦- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَمْرٍو أُرَاهُ عَنِ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذْعَةً وَاَرْبَعِيْنَ ثَنِيَّةً وَقَالَ لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ.

৩৪৬। আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার ছেলেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো। উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের হলো। তিনি হত্যাকারীর ওপর একশো উট জরিমানা ধার্য করলেন। তন্মধ্যে ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জাযআ এবং চল্লিশটি ছানিয়া। তিনি বললেন, হত্যাকারী উত্তরাধিকার পায়না। আর আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, পিতাকে সন্তান হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতাম। [হাদীস নং-১৪৭ দ্রষ্টব্য]

হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে

٣٤٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيْدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثْتُكَ قَالَ وَدَعَا (اَخَا) الْمَقْتُوْلِ فَاَعْطَاهُ الإِبِلَ.

৩৪৭। আমর বিন শুয়াইব বলেন : উমার বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি না বলতেন যে, হত্যাকারীর জন্য কিছু নেই, তাহলে আমি তোমাকে উত্তরাধিকার দিতাম। তিনি নিহত ব্যক্তির ভাইকে ডাকলেন ও তাকে উটগুলো দিয়ে দিলেন।

৩৪৮। হাদীস নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

৩৪৯। হাদীস নং ১৭২ দ্রষ্টব্য।

৩৫০। হাদীস নং ২৪৬ দ্রষ্টব্য।

٣٥١- حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتّٰى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَاَصْحَابُهُ وَلٰكِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ يَظَلُّوْا بِهِنَّ مُعَرِّسِيْنَ فِى الاَرَاكِ وَيَرُوْحُوا لِلْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوْسُهُمْ.

৩৫১। আবু মূসার ছেলে ইবরাহীম বর্ণনা করেন : আবু মূসা (রা) মুত'আ (অস্থায়ী) বিয়ের পক্ষে ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি আবু মূসাকে বললেন : আপনার কিছু কিছু ফতোয়া নিয়ে একটু ধীরে চলুন। কারণ আপনার পরে আমীরুল

মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে কী নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন তা আপনি জানেন না। অবশেষে আবু মূসা উমার (রা) এর সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন : আমি অবহিত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ এটা করেছেন। তবে আমার কাছে এটা অপছন্দনীয় যে, লোকেরা তাদের (মুত'আ বিয়ের) স্ত্রীদের সাথে বাসর করতে থাকবে, আর হজ্জে যাবে এমন অবস্থায় যে, তখনো তাদের মাথার চুল গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি টপকাচ্ছে। [মুসলিম-১২২২]

রজম সংক্রান্ত বিধান

٣٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّرْ ذٰلِكَ حَتّٰى تَأْتِيَ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ دَنَوْتُ مِنْهُ قَرِيْبًا مِنَ الْمِنْبَرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَإِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْجَلْدُ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلاَ أَنْ يَقُوْلُوْا أَثْبَتَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ لَأَثْبَتُّهَا كَمَا أُنْزِلَتْ.

৩৫২। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন : উমার (রা) একবার হজ্জ করলেন। ঐ সময় তিনি জন সমক্ষে একটা ভাষণ দিতে চাইলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন : আপনার নিকট উচ্ছৃংখল জনতা উপস্থিত। এমতাবস্থায় আপনার ভাষণ দান মদীনায় আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখুন। পরে তিনি যখন মদীনায় পৌছলেন, আমি তার নিকট মিম্বারের কাছেই উপস্থিত হলাম। শুনলাম, তিনি বলছেন : অনেকেই বলে থাকে, রজম আবার কী? আল্লাহর কিতাবে তো ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে কেবল বেত্রাঘাতেরই উল্লেখ রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম (পাথর মেরে হত্যা) করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি। এমন আশঙ্কা যদি না থাকতো যে, মানুষ অভিযোগ তুলবে যে, উমার আল্লাহর কিতাবে এমন জিনিস সংযোজন করেছে, যা তাতে নেই, তাহলে আমি রজম সংক্রান্ত আয়াতটি যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে কুরআনে সংযোজন করতাম।

[৩৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

৩৫৩। হাদীস নং ১৫৯ দ্রষ্টব্য।

৩৫৪। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ (رُفَيْعًا) اَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ رِجَالٌ (قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ قَالَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ وَاَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ.

৩৫৫। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী, তন্মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব সর্বোত্তম ব্যক্তি, আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আছরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

[হাদীস নং ১১০]

রেশম নিষিদ্ধ

٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ

اَوْ بِالشَّامِ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ هٰكَذَا أُصْبُعَيْنِ. قَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلاَّ اَنَّهُ الاَعْلاَمُ.

৩৫৬। আবু উসমান আন্ নাহ্দী বলেন : আমরা যখন উতবা বিন ফারকাদের সঙ্গে আযারবাইজানে বা সিরিয়ায় ছিলাম। তখন আমাদের নিকট উমার (রা) এর চিঠি আসে। তাতে লেখা ছিল– অতঃপর শোন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন কেবল এতটুকু ছাড়া অর্থাৎ দুই আঙ্গুল পরিমাণ। আবু উসমান বলেন : আমরা ওটাকে চিহ্ন বা প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনি। (অর্থাৎ কোন জিনিসকে চিহ্ন বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।)

٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ.

৩৫৭। আবু উসমান আন্ নাহ্দী শুধু বলেছেন : আমাদের নিকট উমারের চিঠি এসেছিল। (অর্থাৎ স্থানের উল্লেখ নেই।)

৩৫৮। হাদীস নং ৮৪ দ্রষ্টব্য।

রাতে জানাবাত হলে গোসল ছাড়া ঘুমানো যাবে কিনা

٣٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَمَا اَصْنَعُ؟ قَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ.

৩৫৯। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : রাতে (যদি) আমার বীর্যপাত হয় তখন কী করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেল, তারপর ওযূ কর। তারপর ঘুমাও।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, হাদীস নং-৫০৫৬, ৫১৯০, ৫৩১৪, ৫৪৪২, ৫৪৯৭, ৫৯৬৭ দ্রষ্টব্য]

৩৬০। হাদীস নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩৬১। হাদীস নং ২২৯ দ্রষ্টব্য।

মুমূর্ষ অবস্থায় উমারের (রা) ভাষণ

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ حَجَجْتُ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ الْعَامَ الَّذِيْ اُصِيْبَ فِيْهِ عُمَرُ قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ كَاَنَّ دِيْكًا اَحْمَرَ نَقَرَنِيْ نَقْرَةً اَوْ نَقْرَتَيْنِ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ اَنَّهُ طُعِنَ فَاُذِنَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ اَهْلُ الشَّامِ ثُمَّ اُذِنَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ فَدَخَلْتُ فِيْمَنْ دَخَلَ قَالَ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَثْنَوْا عَلَيْهِ وَبَكَوْا. قَالَ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَالدَّمُ يَسِيْلُ قَالَ فَقُلْنَا اَوْصِنَا قَالَ وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ اَحَدٌ غَيْرُنَا فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا مَا اتَّبَعْتُمُوْهُ فَقُلْنَا اَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ فَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ وَاُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَهُمْ شَعْبُ الْإِسْلَامِ الَّذِيْ لَجِئَ إِلَيْهِ وَاُوْصِيْكُمْ بِالْاَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ اَصْلُكُمْ وَمَادَّتُكُمْ وَاُوْصِيْكُمْ بِاَهْلِ ذِمَّتِكُمْ فَإِنَّهُمْ عَهْدُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ قُوْمُوْا عَنِّيْ قَالَ فَمَا زَادَنَا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ

سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ فِى الْاَعْرَابِ وَأُوْصِيْكُمْ بِالْاَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَعَدُوُّ عَدُوِّكُمْ.

৩৬২। শু'বা বলেন : জুয়াইরিয়া ইবনে কুদামার উদ্ধৃতি দিয়ে আবু জামরা আয্-যুবা'ইকে বলতে শুনেছি : ইবনে কুদামা বলেন : যে বছর উমার (রা) আহত হলেন, সে বছর আমি হজ্জ করার পর মদীনায় এলাম। উমার (রা) ভাষণ দিলেন। বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একটা মোরগ আমাকে একটা বা দুইটা ঠোকর মারলো। (সংশয় প্রকাশ করেছেন শু'বা) অতঃপর ঘটনা ছিল এই যে, তিনি ছুরিকাহত হলেন। এরপর তাঁর কাছে আসতে সকলকে অনুমতি দেয়া হলো। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো। তারপর মদীনাবাসী, তারপর সিরিয়াবাসী, তারপর ইরাকবাসীকে অনুমতি দেয়া হলো। এই সময়ে আমি অন্যান্য প্রবেশকারীর সাথে প্রবেশ করলাম। যারাই তাঁর নিকট আসছিল, তাঁর প্রশংসা ও বিলাপ করছিল। আমরা যখন তাঁর নিকট গেলাম, তখন তাঁর পেট একটা কালো পাগড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং রক্ত বয়ে যাচ্ছিল। আমরা বললাম : আমাদেরকে ওয়াসিয়াত করুন। বস্তুত আমরা ছাড়া তাঁর কাছে আর কেউ ওয়াসিয়াতের অনুরোধ করেনি। উমার (রা) ওয়াসিয়াত করলেন : তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর। কারণ যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে, ততক্ষণ বিপথগামী হবে না। আমরা আবার বললাম : আমাদেরকে ওয়াসিয়াত করুন। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের প্রতি যত্নবান হবার ওয়াসিয়াত করছি। কেননা অন্যান্য মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে, আর মুহাজিরদের সংখ্যা ক্রমশ কমবে। আর আনসারদের ব্যাপারেও তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা হলো ইসলামের সেই সুরক্ষিত গিরিগুহা, যার নিকট ইসলাম আশ্রয় নিয়েছিল। আর মরুবাসীদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা তোমাদের মূল ও উৎস। আর তোমরা যাদের জিম্মাদার হয়েছ, (অমুসলিম নাগরিক) তাদের সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা তোমাদের নবীর অঙ্গীকারের পাত্র এবং তোমাদের পরিবার পরিজনের জীবিকার যোগানদাতা। এবার তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও।" এ কথাগুলোর পর তিনি আমাদেরকে আর কিছু বলেননি। শু'বা বলেন : অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মরুবাসী সম্পর্কে বললেন : আমি তোমাদেরকে মরুবাসী সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের শত্রুদের শত্রু। [বুখারী-৩১৬২]

٣٦٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ حَجَجْتُ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ الْعَامَ الَّذِيْ أُصِيْبَ فِيْهِ عُمَرُ. قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ كَاَنَّ دِيْكًا اَحْمَرَ نَقَرَنِيْ نَقْرَةً اَوْ نَقْرَتَيْنِ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) قَالَ فَمَا لَبِثَ إِلاَّ جُمُعَةً حَتّٰى طُعِنَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاُوْصِيْكُمْ بِاَهْلِ ذِمَّتِكُمْ فَإِنَّهُمْ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ فِى الْاَعْرَابِ وَاُوْصِيْكُمْ بِالْاَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَعَدُوُّ عَدُوِّكُمْ.

৩৬৩। জুয়াইরিয়া ইবনে কুদামার উদ্ধৃতি দিয়ে শু'বা বলেন : যে বছর উমার (রা) আহত হন, সে বছর আমি হজ্জ করলাম এবং মদীনায় এলাম। তিনি ভাষণ দিলেন। বললেন : আমি স্বপ্ন দেখলাম যেন একটা লাল মোরগ আমাকে একটা বা দুইটা ঠোকর মারলো। (শু'বার সংশয়)। জুয়াইরিয়া বলেন : এরপর এক জুমু'আ না যেতেই তিনি ছুরিকাহত হলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বিবরণ দিলেন। কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বললেন : অমুসলিমদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা তোমাদের নবীর দায়ভুক্ত। শু'বা বলেন : পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মরুবাসীদের সম্পর্কে বললেন : তোমাদেরকে মরুবাসী সম্পর্কে ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের শত্রুর শত্রু।

৩৬৪। হাদীস নং ১১০ দ্রষ্টব্য।

٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ اَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ وَاَشَارَ بِكَفِّهِ.

৩৬৫। সুয়াইদ বিন গাফলাহ বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) জাবিয়াতে

জনসাধারণকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণের চেয়ে বেশি রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজের হাতের তালু দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। [মুসলিম, ইবনু হিব্বান]

৩৬৬। হাদীস নং ১৮০ দ্রষ্টব্য।

৩৬৭। **জিবরীলের হাদীস** হাদীস নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য।

৩৬৮। হাদীস নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য।

মুত'আ বিয়ে

٣٦٩- حَدَّثَنَا بَهْزٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِيْ عَلٰى يَدِيْ جَرَى الْحَدِيْثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ) وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُوْلُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرٰى مُتْعَةُ النِّسَاءِ.

৩৬৯। আবু নাযরা বলেন : আমি জাবির বিন আবদুল্লাহকে বললাম, ইবনে যুবাইর তো মুত'আ বিয়ে করতে নিষেধ করেন, অথচ ইবনে আব্বাস তা করতে বলেন। জাবির জবাব দিলেন, আমার হাতেই ব্যাপারটা হয়েছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাকালে মুত'আ বিয়ে করতাম। (অপর বর্ণনাকারী আফফান বলেন, আবু বাকরের রা সাথে থাকাকালেও) পরে যখন উমার (রা) শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলেন, জনগণের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : কুরআন কুরআনই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলই, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে দুইটা মুত'আ চালু ছিল : একটা হজ্জের মুত'আ, (তামাত্তু' হজ্জ) অপরটা মহিলাদের মুত'আ (মুত'আ বিয়ে)।
[হাদীস নং-১০৪]

৩৭০। হাদীস নং ২০৫ দ্রষ্টব্য।

কাজের পারিশ্রমিক নেয়া যায়

٣٧١- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ اَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعِمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَإِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

৩৭১। ইবনুস্ সায়েদী আল মালিকী বলেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে সাদাকা আদায়ের কাজে নিয়োগ করলেন। আদায় সম্পন্ন করার পর যখন তা তাঁর কাছে জমা দিলাম, তখন তিনি আমাকে পারিশ্রমিক হিসাবে তা থেকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন। আমি বললাম : আমিতো শুধু আল্লাহর জন্য কাজ করেছি এবং আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর কাছেই পাওনা। তিনি বললেন : তোমাকে যা দেয়া হলো, তা নিয়ে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে কাজ করেছি। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তখন আমি আজ তুমি যা বললে তাই বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি না চাওয়া সত্ত্বেও যখন তোমাকে কিছু দেয়া হয়, তখন তা ভোগ কর ও তা থেকে কিছু দান কর। [হাদীস নং-১০০]

৩৭২। হাদীস নং ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭৩। হাদীস নং ২০৫ দ্রষ্টব্য।

৩৭৪। হাদীস নং ১৮৪ দ্রষ্টব্য।

٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ اَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَسِيْرُ فِيْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِيْءٌ وَهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْنُوْ؟ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا رَتْوَةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْنُوْ؟ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا رَتْوَةً ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْنُوْا؟ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا رَتْوَةً حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَمَسَّ رُكْبَتَاهُ رُكْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْاِيْمَانُ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৩৭৫। ইবনে ইয়া'মার বলেন : আমি ইবনে উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য বর্ণনামতে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : আমরা পৃথিবীর দিকে দিকে ভ্রমণ করে থাকি। ভ্রমণকালে একটি গোষ্ঠীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়, যারা বলে : ভাগ্য বলে কিছু নেই। ইবনে উমার বললেন : তাদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাদের থেকে দায়মুক্ত। আর তারাও তাঁর থেকে দায়মুক্ত। এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি আমাদেরকে জানালেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি এল। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি কাছে আসবো? তিনি বললেন : কাছে এস। সে খানিকটা কাছে এল। পুনরায় বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আরো কাছে আসবো? তিনি বললেন : কাছে এস। সে খানিকটা কাছে এল। অতঃপর সে পুনরায় বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি কাছে আসবো? তিনি বললেন : কাছে এস। তারপর সে

আরো খানিকটা কাছে এল। সে এতটা কাছে এল যে, তার দুই হাঁটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুকে স্পর্শ করার উপক্রম হলো। তারপর বললো ; ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কী? অতঃপর বর্ণনাকারী ১৮৪ নং হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা দিলেন। (অর্থাৎ জিবরীলের আগমন সংক্রান্ত হাদীস)

৩৭৬। হাদীস নং ১২৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭৭। হাদীস নং ২২০ দ্রষ্টব্য।

মদ হারামকরণের ধারাবাহিকতা

٣٧٨- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِيْ فِىْ الْبَقَرَةِ (يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ). قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ فِىْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ (يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى) فَكَانَ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ الصَّلاَةَ نَادَى اَنْ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ فِى الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ (فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ) قَالَ فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا.

৩৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : যখন মদ হারামকরণ সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো, উমার বললেন : হে আল্লাহ, মদ সম্পর্কে আমাদের মন তুষ্টকারী

একটি বিবরণ দাও। তখন সূরা আল বাকারার এ আয়াত নাযিল হলো : يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ "ওরা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, ঐ দুটিতে বিরাট পাপ রয়েছে, এরপর উমারকে ডাকা হলো এবং তার সামনে আয়াতটি পড়া হলো। তখন উমার (রা) বললেন : হে আল্লাহ্, মদ সম্পর্কে আমাদের মন তৃপ্তকারী একটি বিবরণ দাও। তখন নাযিল হলো, সূরা আন নিসার আয়াত : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى "হে মুমিনগণ, তোমরা মদ মত্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত ঘোষক ঘোষণা করতো যে, কোন মাতাল যেন নামাযের ধারে কাছে না আসে। তখন উমারকে ডাকা হলো এবং এ আয়াত তাকে পড়ে শোনানো হলো। তখন উমার (রা) বললেন : হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক বিবৃতি দাও। তখন সূরা আল মায়িদার আয়াতটি নাযিল হলো। তখন উমারকে ডাকা হলো এবং আয়াতটি তার সামনে পড়া হলো। যখন فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ "তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?" পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন উমার বললেন : اِنْتَهَيْنَا। اِنْتَهَيْنَا। নিবৃত্ত হলাম, নিবৃত্ত হলাম।

[আল হাকেম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী]

৩৭৯। হাদীস নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

٣٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ (٤٥/١) مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَبَّلَهُ.

৩৮০। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, উমার (রা) হাজরে আসওয়াদকে বললেন : তুমি নিছক পাথর। আমি যদি না দেখতাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুমো দিচ্ছেন, তবে তোমাকে চুমো দিতাম না। তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুমো খেলেন।

৩৮১। পূর্ববর্তী ৩৮০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

৩৮২। হাদীস নং ২৭৪ দ্রষ্টব্য।

৩৮৩। হাদীস নং ১৯২ দ্রষ্টব্য।

৩৮৪। হাদীস নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৮৫। হাদীস নং ৮৪ দ্রষ্টব্য।

৩৮৬। হাদীস নং ২৮৮ দ্রষ্টব্য।

٣٨٧- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ فِى السَّفَرِ.

৩৮৭। উমার (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরকালে তাঁর মোজার ওপর মাসেহ্ করতে দেখেছি। [হাদীস নং-১৪৫]

٣٨٨- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. قَالَ وَكِيعٌ فِتْنَةُ الصَّدْرِ اَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ وَذَكَرَ وَكِيعٌ الْفِتْنَةَ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا.

৩৮৮। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্পণ্য, কাপুরুষতা, কবরের আযাব, চরম দুঃখের জীবন ও বুকের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতেন। ওয়াকী বলেন : বুকের ফিতনা হলো মানুষের মৃত্যু। ওয়াকী আরো বলেন, বুকের ফিতনা হলো সেই গোমরাহী, যা থেকে মানুষ মৃত্যুর আগে তাওবা করে না।

৩৮৯। হাদীস নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তিসহকারে খাওয়া উচিত নয়

٣٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ قَالَ انْقَطَعَ الصُّوَيْتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا

قَدِمَ اَخْرَجَ زَنْدَهُ وَاَوْرَى نَارَهُ وَابْتَاعَ حَطَبًا بِدِرْهَمٍ وَقِيْلَ لِسَعْدٍ اِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ مَا قَالَهُ فَقَالَ نُؤَدِّيْ عَنْكَ الَّذِيْ تَقُوْلُهُ وَنَفْعَلُ مَا اُمِرْنَا بِهِ فَاَحْرَقَ الْبَابَ ثُمَّ اَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ اَنْ يُزَوِّدَهُ فَاَبٰى فَخَرَجَ فَقَدِمَ عَلٰى عُمَرَ فَهَجَّرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَوْلاَ حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ لَرَأَيْنَا اَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَّا قَالَ بَلٰى اَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَعْتَذِرُ وَيَحْلِفُ بِاللّٰهِ مَا قَالَهُ قَالَ فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تُزَوِّدَنِيْ اَنْتَ؟ قَالَ إِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ آمُرَ لَكَ فَيَكُوْنَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُوْنَ لِيَ الْحَارُّ وَحَوْلِيْ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الْجُوْعُ وَقَدْ (١/٥٥) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُوْنَ جَارِهِ.

৩৯০। 'আবাইয়া বিন রিফা'য়া বর্ণনা করেন ; উমার (রা) জানতে পারলেন যে, সা'দ যখন প্রাসাদ তৈরি করেছেন, তখন বলেছেন, এ প্রাসাদের কোন তুলনা নেই। তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে (সা'দের নিকট) পাঠালেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজের চকমকি পাথর বের করে আগুন জ্বালালেন এবং এক দিরহাম দিয়ে কিছু কাষ্ঠ কিনলেন। সা'দকে বলা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। সা'দ বললেন : ওতো মুহাম্মাদ বিন মাসলামা। অতঃপর সা'দ বেরিয়ে তাঁর কাছে গেলেন এবং আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন যে, তিনি ঐ কথা (এ প্রাসাদের তুলনা নেই) বলেননি। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বললেন, ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন, সেটা আমরা আপনার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেবো, আর আমাদেরকে যা আদেশ দেয়া হয়েছে, তা আমরা করবো। অতঃপর তিনি (প্রাসাদের) দরজা জ্বালিয়ে দিলেন। এ সময়ে সা'দ তাঁর সফরের রসদ দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর মুহাম্মাদ উমারের নিকট গেলেন। উমার (রা) তাঁকে পুনরায় সা'দের নিকট পাঠালেন। এভাবে তার আসা যাওয়ায় উনিশ দিন কেটে গেল। সা'দ

বললেন, আপনার সম্পর্কে সুধারণা না থাকলে আমি মনে করতাম, আপনি আমার বক্তব্য পৌঁছাননি। মুহাম্মাদ বললেন, হাঁ, পৌঁছিয়েছি। বলেছি তিনি আমাকে সালাম বলে পাঠিয়েছেন, দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং শপথ করে বলেছেন যে, তিনি ঐ কথা বলেননি। তিনি বললেন, তোমাকে কি সফরের রসদ বাবদ তিনি কিছু দিয়েছেন? মুহাম্মাদ বললেন : না। মুহাম্মাদ (উমারকে) বললেন : আপনি আমাকে সফরের রসদ দেননি কেন? তিনি বললেন : আমার এটা পছন্দ হয়নি যে, তোমাকে কিছু দিতে আদেশ দিই, ফলে তোমার সুবিধা হোক, আর আমার অসুবিধা হোক। অথচ আমার চার পাশে মদীনাবাসী ক্ষুধায় জর্জরিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ তাঁর প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে তৃপ্তিসহকারে যেন আহার না করে।

সাকিফার ঘটনা

٣٩١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلٰى رَحْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَوَجَدَنِيْ وَاَنَا اَنْتَظِرُهُ وَذٰلِكَ بِمِنًى فِيْ آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ قَائِمُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَغْصِبُوْهُمْ اَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ وَإِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُوْنَ عَلٰى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي

النَّاسِ فَاَخْشٰى اَنْ تَقُوْلَ مَقَالَةً يَطِيْرُ بِهَا اُولٰئِكَ فَلاَ يَعُوْهَا
وَلاَ يَضَعُوْهَا عَلٰى مَوَاضِعِهَا وَلٰكِنْ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّهَا
دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَاَشْرَافِهِمْ
فَتَقُوْلَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعُوْنَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوْنَهَا
مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ لِئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ سَالِمًا صَالِحًا
لاُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِيْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ
فِيْ عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ
الاَعْمٰى (فَقُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا صَكَّةُ الْاَعْمٰى؟ قَالَ إِنَّهُ لاَ يُبَالِيْ
اَيَّ سَاعَةٍ خَرَجَ لاَ يَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَنَحْوَ هٰذَا) فَوَجَدْتُ
سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكْنِ الْمِنْبَرِ الْاَيْمَنِ قَدْ سَبَقَنِيْ فَجَلَسْتُ
حِذَاءَهُ تَحُكُّ رُكْبَتِيْ رُكْبَتَهُ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ طَلَعَ عُمَرُ فَلَمَّا
رَأَيْتُهُ قُلْتُ لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً مَا قَالَهَا
عَلَيْهِ اَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ فَاَنْكَرَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا
عَسَيْتَ اَنْ يَقُوْلَ مَالَمْ يَقُلْ اَحَدٌ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ
قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّيْ قَائِلٌ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِيْ اَنْ
اَقُوْلَهَا لاَ اَدْرِيْ لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ اَجَلِيْ فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا
فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَعِهَا فَلاَ اُحِلُّ
لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ

عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ قَدْ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوِ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ اَلاَ وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَلاَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أُطْرِيَ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَإِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُوْلُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّ بَيْعَةَ اَبِيْ بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً اَلاَ وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذٰلِكَ اَلاَ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقٰى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيْكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْاَعْنَاقُ مِثْلُ اَبِيْ بَكْرٍ اَلاَ وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبْرِهَا حِيْنَ تُوَفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوْا فِيْ بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الْاَنْصَارُ بِاَجْمَعِهَا فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى إِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ حَتّٰى

لَقِيَنَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا لَنَا الَّذِيْ صَنَعَ الْقَوْمُ فَقَالاَ اَيْنَ
تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقُلْتُ نُرِيْدُ إِخْوَانَنَا هٰؤُلاَءِ
مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَقْرَبُوْهُمْ وَاقْضُوْا اَمْرَكُمْ يَا
مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى
جِئْنَاهُمْ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُوْنَ وَإِذَا
بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوْا سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ فَقُلْتُ مَا لَهُ؟ قَالُوْا وَجِعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيْبُهُمْ
فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَتِيْبَةُ الْاِسْلاَمِ وَاَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ
الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ مِنَّا وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَخْزِلُوْنَا مِنْ اَصْلِنَا وَيَحْضُنُوْنَا مِنَ الْاَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ اَرَدْتُ
اَنْ اَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اَعْجَبَتْنِيْ اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَهَا
بَيْنَ يَدَيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَقَدْ كُنْتُ اُدَارِيْ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُوَ كَانَ
اَحْلَمَ مِنِّيْ وَاَوْقَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ اَنْ
اُغْضِبَهُ وَكَانَ اَعْلَمَ مِنِّيْ وَاَوْقَرَ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ
اَعْجَبَتْنِيْ فِيْ تَزْوِيْرِيْ إِلاَّ قَالَهَا فِيْ بَدِيْهَتِهِ وَاَفْضَلَ حَتّٰى
سَكَتَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاَنْتُمْ اَهْلُهُ وَلَمْ
تَعْرِفِ الْعَرَبُ هٰذَا الْاَمْرُ إِلاَّ لِهٰذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ اَوْسَطُ
الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ اَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ
اَيَّهُمَا شِئْتُمْ وَاَخَذَ بِيَدِيْ وَبِيَدِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمْ

اَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا وَكَانَ وَاللّٰهِ اَنْ اُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِيْ لاَ يُقَرِّبُنِيْ ذٰلِكَ إِلٰى اِثْمٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَتَاَمَّرَ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ إِلاَّ اَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِيْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ (فَقُلْتُ لِمَالِكٍ مَا مَعْنٰى اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ) قَالَ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ (اَنَا دَاهِيَتُهَا) قَالَ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ حَتّٰى خَشِيْتُ الْاِخْتِلاَفَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ ثُمَّ بَايَعَهُ الْاَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدًا فَقُلْتُ قَتَلَ اللّٰهُ سَعْدًا وَقَالَ عُمَرُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا اَمْرًا هُوَ اَقْوٰى مِنْ مُبَايَعَةِ اَبِيْ بَكْرٍ خَشِيْنَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ اَنْ يُحْدِثُوْا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا اَنْ نُتَابِعَهُمْ عَلٰى مَا لاَ نَرْضٰى وَإِمَّا اَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُوْنَ فِيْهِ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَ بَيْعَةَ لِلَّذِيْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ. قَالَ مَالِكٌ وَاَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنَ لَقِيَاهُمَا عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ (وَمَعْنُ) بْنُ عَدِيٍّ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ الَّذِيْ قَالَ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ.

৩৯১। উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনুল আব্বাস তাঁকে জানিয়েছেন : আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার মালপত্রের কাছে ফিরে এলেন। ইবনুল আব্বাস বলেন : আমি তখন আবদুর রহমান বিন আউফকে আল কুরআন পড়াতাম। তিনি আমাকে উপস্থিত পেলেন। আমি তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শেষ হজ্জে মীনায় এ ঘটনা ঘটে। আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন : এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে এল। সে বললো : অমুক ব্যক্তি বলে : উমার যদি মারা যেত, তাহলে আমি অমুকের নিকট বাইয়াত করতাম। (অর্থাৎ তাকে পরবর্তী খালীফা মেনে নিতাম) এ কথা শুনে উমার বললেন : আজ সন্ধ্যায় আমি জনগণের সামনে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে সেই সব লোক থেকে সতর্ক করবো, যারা জনগণের শাসন ক্ষমতা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়ার ফন্দি আঁটছে। আবদুর রহমান বলেন ; আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, এ কাজটি করবেন না। কেননা হজ্জের মৌসুমে নানা রকমের বখাটে ও নির্বোধ লোক সমবেত হয়ে থাকে। আপনি যখন জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, তখন তারাই আপনার সমাবেশে পরাক্রমশালী থাকবে। আমার আশঙ্কা হয়, আপনি এমন কোন কথা বলে ফেলবেন, যা নিয়ে তারা প্রচারণায় নেমে পড়বে, তার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করবে না এবং যথাস্থানে তা উপস্থাপন করবে না। তবে আপনি মদীনায় যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ মদীনা হচ্ছে হিজরাত ও সুন্নাতের নগরী। সেখানে আপনি এককভাবে জ্ঞানীগুণী ও ভদ্র শ্রেণীর লোকদের সাথে মিলিত হতে পারবেন। তখন আপনি শক্তিশালী অবস্থান থেকে কথা বলতে পারবেন। লোকেরা সে কথা উপলব্ধি করবে ও যথাস্থানে উপস্থাপন করবে। উমার (রা) বললেন : আমি যদি নিরাপদে ও সুস্থভাবে মদীনায় পৌঁছি, তাহলে সর্বপ্রথম যে স্থানে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সুযোগ পাবো, সে স্থানেই ভাষণ দেবো। এরপর যখন জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম, সেদিন ছিল শুক্রবার। তখন আমি অন্ধ লোকের যাত্রার মত ত্বরিত গতিতে যাত্রা করলাম। (আমি এই হাদীসের মধ্যবর্তী অন্যতম বর্ণনাকারী মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, অন্ধ লোকের যাত্রার মত অর্থ কী? তিনি বললেন, এর অর্থ হলো : (যে ব্যক্তি) কোন্ সময়ে যাত্রা শুরু করলো এবং ঠাণ্ডা, গরম বা অনুরূপ কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না।) আমি মসজিদে নববীর পার্শ্বে সাঈদ বিন যায়িদকে পেলাম। সে আমার আগেই পৌঁছে গেছে। আমি তাঁর পার্শ্বেই তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই উমার (রা) আবির্ভূত হলেন। আমি তাঁকে দেখেই বললাম : আজ সন্ধ্যায় উনি এমন এক ভাষণ দেবেন,

যা তাঁর আগে আর কেউ দেয়নি। এরপর উমার (রা) মিম্বারে বসলেন। মুয়াযযিনের আযান দেয়া শেষ হলে উমার দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন ; হে জনতা, আমি আজ এমন একটা কথা বলতে যাচ্ছি, যা নেহাৎ ভাগ্যক্রমেই আমি বলার সুযোগ পাচ্ছি। জানিনা, হয়তো আমার আয়ূষ্কালের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েই এটা বলতে পারছি। যারা আমার এ বক্তব্যকে মনে রাখবে ও বুঝবে, তারা যেন তাদের যাত্রার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েও তা প্রচার করে। আর যে মনে রাখতে পারবে না ও বুঝবে না সে আমার নামে মিথ্যা প্রচার করুক –এটা আমি অনুমোদন করি না। নিশ্চয় আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁর ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন, রজম সংক্রান্ত আয়াতও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা তা পড়েছি ও বুঝেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রজম করেছেন, তাঁর পরে আমরাও করেছি। আমার আশঙ্কা হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর এক সময় লোকেরা বলতে পারে, আল্লাহর কিতাবে আমরা রজম সংক্রান্ত আয়াত পাইনা। এভাবে আল্লাহর নাযিল করা একটা ফারয বর্জন করে তারা বিপথগামী হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বিবাহিত নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে তার ওপর রজম চালু করা আল্লাহর কিতাবের আওতাভুক্ত একটা অকাট্য সত্য বিধি, যখন তার ওপর সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি বা গর্ভধারণ পাওয়া যাবে। জেনে রাখ, আমরা পড়তাম : তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি বিমুখ হয়ো না। কেননা পিতৃপুরুষদের প্রতি বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য কুফরী। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈসা ইবনে মারইয়ামকে নিয়ে যেমন লোকেরা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করেছে, তেমনি আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করো না। আমি তো আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে বলবে : আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের কোন একজন বলেছে : উমার যদি মারা যেতেন, তবে আমি অমুকের হাতে বাইআত হতাম, তোমাদের কেউ যেন এতদূর ধৃষ্টতা না দেখায় যে, আবু বাকরের খিলাফাতকে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বলবে। ওটা অপ্রত্যাশিত ছিল বটে। তবে আল্লাহ তাকে সব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ তাকে সফল করেছেন) আজ আমাদের মধ্যে আবু বাকরের মত কেউ নেই। তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। শোন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় আমাদের নিকট সংবাদ এসেছিল যে, আলী, যুবাইর ও তাদের উভয়ের সহযোগীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কন্যা ফাতিমা (রা) এর বাড়িতে বসে ছিলেন। আর সমগ্র আনসার গোষ্ঠী আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাকীফায়ে বানু সায়েদায় এবং মুহাজিরগণ আবু বাকরের কাছে সমবেত ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু বাকর, চলুন, আমরা আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাই। অতঃপর তাদের নেতৃত্ব দিতে আমরা রওনা হয়ে গেলাম। পথে দু'জন সৎ লোকের সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। তারা উভয়ে আমাদের কাছে জনতার আচরণ কেমন ছিল, তার বিবরণ দিল। তাঁরা বললেন : হে মুহাজিরগণ, আপনারা কোথায় যাত্রা করেছেন? আমি বললাম : আমাদের আনসার ভাইদের কাছে যাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে বললেন : আপনাদের কোন উদ্বেগের কারণ নেই। ওদের কাছে যাবেন না। হে মুহাজিরগণ, আপনাদের যা করণীয়, তা আপনরারা করে ফেলুন। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমরা ওদের নিকট যাবোই। অতঃপর আমরা রওনা হলাম এবং বনু সায়েদা গোত্রের সাকীফায় (চত্বরে) তাদের নিকট গেলাম। দেখলাম, তারা সবাই সেখানে সমবেত। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি কম্বল আচ্ছাদিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? লোকেরা বললো : সা'দ বিন উবাদা। আমি বললাম : ওর কী হয়েছে? লোকেরা বললো : ব্যথা। আমরা যখন বসলাম, তখন তাদের (আনসারদের) জনৈক বক্তা দাঁড়ালো। প্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলো। তারপর বললো : আমরা হচ্ছি আল্লাহর আনসার (সাহায্যকারী) ও ইসলামের সৈনিক। আর হে মুহাজিরগণ, আপনারা আমাদেরই একটি গোষ্ঠী। অথচ আপনাদের পক্ষ থেকে তোড়জোড় শুরু হয়েছে আমাদেরকে আমাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করার ও সামষ্টিক তৎপরতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য। এরপর এই বক্তা যখন ক্ষ্যান্ত হলো, তখন আমি কথা বলতে ইচ্ছা করলাম। আমি একটা চমকপ্রদ ভাষণ তৈরি করেছিলাম, যা আবু বাকরের সামনে দিতে চেয়েছিলাম। ইতিপূর্বে আবু বাকরের সাথে আমি কিছুটা হৃদ্যতা বজায় রাখতাম। তিনি আমার চেয়ে সহিষ্ণু ও সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। আবু বাকর আমাকে বললেন, একটু ধৈর্য ধারণ কর। তখন তাকে রাগান্বিত করা আমার ভালো লাগলো না। কারণ তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর কসম, আমার তৈরি করা চমকপ্রদ ভাষণে যা যা ছিল, তার একটি কথাও তিনি বলতে বাদ রাখলেন না বরঞ্চ আরো উত্তম কথা তাৎক্ষণিকভাবে ও কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বললেন, অতঃপর নীরব হলেন। তিনি বললেন : তোমরা যেসব উত্তম কথা বলেছ, তোমরা যথার্থই তার উপযুক্ত। আরবরা তাদের নেতৃত্বদানের কাজটা কুরাইশদের এই গোষ্ঠীটার জন্য নির্দিষ্ট বলেই জানে। বংশ মর্যাদার ও পারিবারিক আভিজাত্যের

দিক দিয়ে এ গোষ্ঠীটা মধ্যম ধরনের সম্ভ্রান্ত। আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে কোন একজনের প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা এদের মধ্য থেকে যাকে চাও গ্রহণ কর। এই বলে তিনি আমার (উমার রা) ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহের হাত ধরলেন। এ ছাড়া আর, যা কিছু তিনি বললেন, তা আমি অপছন্দ করিনি। আল্লাহর কসম, পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমাকে প্রথমে এগিয়ে দেয়া হলে আমাকে হত্যা করা হতো, যে জনগোষ্ঠীতে আবু বাকর আছে, সেই জনগোষ্ঠীর ওপর আমি নেতৃত্ব করবো; এটা আমার কাছে গুনাহর কাজ মনে হয়। অবশ্য মৃত্যুর সময় আমার ভেতরে কোন পরিবর্তন এলে সেটা ভিন্ন কথা। এই সময় জনৈক আনসার বলে উঠলো, "আমি একজন প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ বক্তি। হে কুরাইশ, আমাদের মধ্য হতে একজন নেতা হবেন, আর তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। অতঃপর কথাবার্তা বাড়লো এবং আওয়ায উচ্চতর হলো। আমার আশঙ্কা হলো যে, মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমি বললাম : হে আবু বাকর, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়ালেন। অমনি আমি তার নিকট বাইয়াত করলাম। সকল মুহাজির তাঁর নিকট বাইয়াত করলো। তারপর আনসারগণও তাঁর নিকট বাইয়াত করলো। এরপর আমরা সা'দ বিন উবাদার নিকট গেলাম। তাদের একজন বললো : তোমরা সা'দকে হত্যা করলে! আমি বললাম : আল্লাহ সা'দকে হত্যা করেছেন। উমার (রা) বললেন : আমাদের এই সমাবেশে আবু বাকরের হাতে বাইয়াত করার চেয়ে যুক্তিযুক্ত আর কোন কাজ আমরা পাইনি। আমরা কোন বাইয়াত না করে যদি চলে যেতাম, তবে আশঙ্কা ছিল যে, লোকেরা আমাদের পরে নতুন কোন বাইয়াত উদ্ভাবন করে নিত। তখন সেটা আমাদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও হয়তো আমাদের মেনে নিতে হতো, নচেত তার বিরোধিতা করতে হতো এবং তার ফলে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়তো। মুসলিমদের সাথে পরামর্শ না করে যে ব্যক্তি কোন নেতার হাতে বাইয়াত করবে, তার বাইয়াত হবে না, যে ব্যক্তি বাইয়াত নেবে, তারও বাইয়াত হবে না। এমনকি এতে উভয়ের নিহত হবারও ঝুঁকি রয়েছে।

অন্যতম বর্ণনাকারী মালিক বলেন : যে দু'জন আবু বাকর ও উমারের সাথে দেখা করেছিলো, তারা হলেন উমাইর বিন সায়েদা ও মা'ন বিন আদী।

ইবনে শিহাব বলেন : সাঈদ বিন মুসাইয়াব আমাকে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বলেছিল, আমি সুচতুর, সে ছিল হুবাব ইবনুল মুনযির।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-১৫৪, ১৫৬, ২৪৯]

আনসারদের সকল বাড়িতেই কল্যাণ

٣٩٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ؟ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَقَالَ فِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ.

৩৯২। আনাস বিন মালিক (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না আনসারদের কোন্ বাড়ি উত্তম? বনু নাজ্জারের বাড়ি, তারপর বনু আবদুল আশহালের বাড়ি, তারপর বাল হারেস ইবনিল খাযরাজের বাড়ি, তারপর বনী সায়েদার বাড়ি। তারপর বললেন : আনসারের সকল বাড়িতেই কল্যাণ রয়েছে।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-১৩১২৫]

ক্রয়বিক্রয় কখন বাতিলযোগ্য

٣٩٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

৩৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তারা স্বাধীন। (অর্থাৎ ততক্ষণ ক্রয় বিক্রয় বাতিল করা যায়)। অন্য বর্ণনা মতে, ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের ইচ্ছাধীন থাকে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান , মুসনাদে আহমাদ-৪৪৮৪, ৫১৫৮, ৫৪১৮, ৬০০৬]

গর্ভবতী জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চা বিক্রি নিষিদ্ধ

٣٩٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى اَنْبَانَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

৩৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভবতী জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চাকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ তার মা ব্যতীত)।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৯১, ৪৬৪০, ৫৩০৭, ৫৪৬৬, ৫৫১০]

ক্রীত খাদ্যদ্রব্য পুনঃবিক্রির আগে স্থানান্তর করা চাই

٣٩٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى اَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يأْمُرُنَا بِنَقْلِه مِنَ الْمَكَانِ الَّذِيْ ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ إِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ.

৩৯৫। ইবনে উমার (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে খাদ্যবস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তখন আমাদের নিকট এমন ব্যক্তিকে তিনি পাঠাতেন, যিনি নির্দেশ দিতেন যেন আমরা যে স্থানে খাদ্য ক্রয় করেছি, পুনরায় বিক্রি করার আগে তা যেন অন্যত্র স্থানান্তর করি।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-৪৬৩৯, ৪৭১৬, ৫৯২৪, ৬১৯১, ৬২৭৫]

ক্রীত খাদ্যের মূল্য পরিশোধ না করে পুনঃবিক্রি করা যাবে না

٣٩٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৩৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্য কিনেছে, সে যেন তার মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত পুনরায় তা বিক্রি না করে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৭৩৬, ৫৩০৯]

গোলাম বা বাঁদীর একাংশ স্বাধীন করা প্রসঙ্গে

٣٩٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى اَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلاَّ فَقَدْ اَعْتَقَ مَا اَعْتَقَ.

৩৯৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত দাসের নিজের প্রাপ্য অংশকে স্বাধীন করে দেয় তার গোটা দাসের মূল্যের সমপরিমাণ পাওনা হয়ে যায়। এরপর ঐ দাসের আনুপাতিক অংশের মূল্য নির্ধারণ করা হবে, অতঃপর তার শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য দেয়া হবে এবং তার জন্য দাসটি স্বাধীন হয়ে যাবে। অন্যথায় (আনুপাতিক অংশের মূল্য নির্ধারণ ও অন্যান্য শরীককে তাদের প্রাপ্য না দেয়া হলে) সে যেটুকু স্বাধীন করেছে, সেটুকুই স্বাধীন হবে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৫১, ৪৬৩৫, ৫১৫০, ৫৪৭৪, ৫৮২১, ৫৯২০, ৬০৩৮, ৬২৭৯, ৬৪৫৩]

লেয়ান হলে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হবে

٣٩٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৩৯৮। সাঈদ বলেন : আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে লেয়ান করলো। (ব্যভিচারের অপবাদ দিল, অতঃপর পবিত্র কুরআনের বিধান অনুসারে উভয়ে লা'নত (অভিশাপ) বিনিময় করলো) ইবনে উমার বললেন : এ ধরনের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতেন। অতঃপর বিশদভাবে হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৭৭, ৪৯৪৫]

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রা)

(হযরত উসমানের বর্ণিত হাদীস)

সূরা আত্ তাওবা ও আল আনফালের একত্রীকরণের রহস্য

৩৯৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْفَارِسِيَّ ح. قَالَ اَبِيْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ وَإِلٰى بَرَاءَةً وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوْا (قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَهُمَا) سَطْرًا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّوَرِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدْعُوْ بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ يَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذَا فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُوْلُ ضَعُوا هٰذِهِ الْآيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَائِلِ مَا اُنْزِلَ بِالْمَدِيْنَةِ وَبَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهًا بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا وَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ.

৩৯৯। ইবনুল আব্বাস বলেন : আমি উসমান বিন আফফানকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল আনফালের মত ছোট সূরা ও আত্ তাওবার মত বৃহৎ সূরাকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করলেন কেন? কেনইবা এই দুটোর মধ্যে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখলেন না, অথচ বৃহৎ সাতটি সূরায় বিসমিল্লাহ লিখেছেন? উসমান বললেন : কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বহু আয়াত সম্বলিত সূরা নাযিল হতো। যখন কোন সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হতো তখন তিনি তাঁর নিকটে অবস্থানরত এমন কাউকে ডাকতেন, যিনি লিখতে জানতেন। তাঁকে বলতেন, এই অংশটা অমুক বিষয় সম্বলিত সূরার অন্তর্ভুক্ত কর। কখনো কখনো তার ওপর কতিপয় আয়াত নাযিল হতো। তখন তিনি বলতেন, এ আয়াতগুলিকে অমুক বিষয় সম্বলিত সূরায় লিপিবদ্ধ কর। আবার কখনো একটি আয়াত নাযিল হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এ আয়াতটিকে অমুক বিষয় সম্বলিত সূরায় অন্তর্ভুক্ত কর। সূরা আল আনফাল ছিল মদীনায় নাযিলকৃত প্রাথমিক সূরাগুলির অন্যতম। আর আত্ তাওবা ছিল আল কুরআনের শেষাংশের সূরা। উভয় সূরার ঘটনাবলীতে সাদৃশ্য রয়েছে। সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন সূরা আত্ তাওবা কোথায় থাকবে সে সম্পর্কে কিছু না জানিয়েই। আমি মনে করলাম এটি আল আনফালেরই অংশ। তাই দুটিকে সংযুক্ত করলাম এবং উভয়ের মধ্যে বিসমিল্লাহও লিখিনি। (ইবনে জাফরের বর্ণনামতে) তিনি আরো বললেন যে, বড় বড় সাতটি সূরায় বিসমিল্লাহ উল্লেখ করেছি।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, তিরমিযী, আবু দাউদ]

পাথরের মেঝের ওপর ওযূ (তায়াম্মুম) করা

٤٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْبَلَاطِ ثُمَّ قَالَ

لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا آيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرٰى حَتّٰى يُصَلِّيَهَا.

৪০০। হুমরান বলেন : উসমান (রা) পাথরের মেঝের ওপর ওযূ করেছেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি এমন একটি হাদীস তোমাদেরকে শুনাবো। আল কুরআনে একটি আয়াত যদি না থাকতো তাহলে শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওযূ করবে, তারপর মসজিদে ঢুকে নামায পড়বে, তার ঐ নামায ও তার পরবর্তী নামাযের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যতক্ষণ পরবর্তী নামায না পড়ে।

[বুখারী, মুসলিম, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা]

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাবও পাঠানো যাবে না

٤٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

৪০১। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে, সে বিয়ে করবে না, করাবেও না এবং বিয়ের প্রস্তাবও পাঠাবে না।

[মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৬২, ৪৬৬, ৪৯২, ৪৯৬, ৫৩৪, ৫৩৫]

হজ্জের সময় উমরার তামাত্তু করা যাবে

٤٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يَعْنِيْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَرَجَ عُثْمَانُ حَاجًّا حَتّٰى إِذَا كَانَ

بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قِيْلَ لِعَلِيٍّ رَضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلٰى الْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِاَصْحَابِهِ إِذَا ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوْا فَاَهَلَّ عَلِيٌّ وَاَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ عُثْمَانُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ فَقَالَ بَلٰى قَالَ فَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ؟ قَالَ بَلٰى.

৪০২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন : উসমান যখন হজ্জ করতে বেরিয়ে গেলেন, তখন পথিমধ্যে আলী (রা) কে বলা হলো যে, তিনি তামাত্তু' হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আলী (রা) তাঁর সাথীদেরকে বললেন : উসমান যখন রওনা হন তখন তোমরাও রওনা হও। তখন আলী ও তাঁর সাথীরা উমরার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। উসমান এ বিষয়ে আলীকে কিছু বললেন না। তখন আলী তাঁকে বললেন ঃ আমাকে যে জানানো হলো আপনি তামাত্তু' হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন তা কি সত্য নয়? উসমান বললেন : হাঁ, সত্য। আলী (রা) বললেন : আপনি কি শোনেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু করেছেন? তিনি বললেন : হাঁ, শুনেছি।*

* হজ্জে তামাত্তু' হচ্ছে, উমরা ও হজ্জের জন্য পৃথক পৃথক ইহরাম বাঁধা, অর্থাৎ উমরা আদায় করার পর ইহরাম খুলবে। তারপর হজ্জের পূর্ব মুহূর্তে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। তামাত্তু'কারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। কুরবানীর পশু সাথে না এনে থাকলে উমরা করার পর ইহরাম খুরবে। আর কুরবানীর পশু এনে থাকলে ইহরাম খুলবে না। ১০ই জিলহজ্জ কুরবানী করার পর ইহরাম খুলবে। হযরত উসমান (রা) তামাত্তু' করতে অর্থাৎ ইহরাম খুলতে এজন্য নিষেধ করেছিলেন যে, তাদের সাথে কুরবানীর পশু আনা হয়েছিল আর রাসূল (সা) তামাত্তু' করেছিল এ কারণে যে, তাঁর সাথে কুরবানীর পশু আনা হয়নি। –সম্পাদক

[নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ-৪২৪, ১১২৪, ১১৪৬]

ওযূতে তিনবার করে ধৌত করতে হবে

٤٠٣- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

৪০৩। উসমান (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূতে (অঙ্গসমূহ) তিনবার করে ধৌত করতেন।
[ইবনু খুযাইমা, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ]

٤٠٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ هٰكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالُوا نَعَمْ.

৪০৪। আবু আনাস বলেন : উসমান অঙ্গগুলো তিনবার ধুয়ে ওযূ করলেন। তখন তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী ছিল। উসমান বললেন : তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ওযূ করতে দেখনি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। (মুসলিম)

যে ব্যক্তি আল কুরআন শেখে ও শেখায়, সেই শ্রেষ্ঠ

٤٠٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৪০৫। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে আল কুরআন শেখে ও শেখায়।
[বুখারী, মুসনাদে আহমাদ-৪১২, ৪১৩, ৫০০]

পূর্ণাঙ্গ ওযূর ফযীলত

٤٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ ابْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

৪০৬। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অনুসারে পূর্ণাঙ্গভাবে ওযূ করে, তাঁর (পাঁচ ওয়াক্ত) ফারয নামায সমূহ তার মধ্যবর্তী সকল গুনাহর জন্য কাফফারা স্বরূপ।

[মুসলিম, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ-৪৭৩, ৫০৩]

উসমানের (রা) ধৈর্য

٤٠٧- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَهْلَةَ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِيْنَ حُصِرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا فَاَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوْا يَرَوْنَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

৪০৭। কায়েস বলেন, আবু সাহলা আমাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন উসমান (রা) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে গেলেন, সেদিন বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি ব্যাপারে (ধৈর্য ধারণ) করতে আদেশ করেছেন। তা পালন করতে আমি ধৈর্য ধারণ করবো। কায়েস বলেন, সেদিন জনগণ তাকে সেই আদেশ পালন করতে দেখছিল।

[ইবনু হিব্বান, আল হাকেম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, মুসনাদে আহমাদ-৫০১]

জামায়াতে নামাযের ফযীলত

٤٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح. وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ)

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

৪০৮। উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের নামায জামায়াতে পড়বে, সে যেন পুরো রাত জেগে ইবাদাত করলো। আর যে ব্যক্তি ইশার নামায জামায়াতে পড়বে সে যেন অর্ধরাত জেগে ইবাদাত করলো। আর যে ব্যক্তি শুধু ফজরের নামায জামায়াতে পড়বে, সে যেন গোটা রাত জেগে ইবাদাত করলো।

[মুসলিম, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ ৪৯১]

٤٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى يَعْنِيْ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.

৪০৯। উসমান (রা) বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামায জামায়াতে পড়বে, সে অর্ধরাত জেগে ইবাদাতকারীর সমান। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়বে, সে সমগ্র রাত জেগে ইবাদাতকারীর সমান।

ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতার ফযীলত

٤١٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ فَرُّوْخٍ مَوْلَى الْقُرَشِيِّيْنَ اَنَّ عُثْمَانَ اشْتَرٰى مِنْ رَجُلٍ اَرْضًا فَاَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ؟ قَالَ إِنَّكَ غَبَنْتَنِيْ فَمَا اَلْقٰى مِنَ النَّاسِ اَحَدًا إِلاَّ وَهُوَ يَلُوْمُنِيْ قَالَ اَوَ ذٰلِكَ يَمْنَعُكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ اَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَدْخَلَ اللّٰهُ عَـزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُـلاً كَـانَ سَـهْـلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.

৪১০। কুরাইশদের স্বাধীনকৃত দাস আতা বলেন, উসমান এক ব্যক্তির নিকট থেকে জমি কিনলেন। এরপর ঐ ব্যক্তি বিলম্ব করলো। অগত্যা উসমান তার সাথে দেখা করে বললেন : তুমি কী কারণে তোমার অর্থ গ্রহণ করছনা? সে বললো, আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন। এখন আমি যার সাথেই দেখা করি, সে আমাকে ভর্ৎসনা করে। উসমান বললেন, এ জন্য তুমি অর্থ গ্রহণ করতে আসনা? সে বললো, হ্যাঁ। উসমান বললেন, তাহলে তুমি তোমার জমি কিংবা অর্থ এই দুটোর একটা গ্রহণ কর। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ক্রেতা, বিক্রেতা, পাওনা পরিশোধকারী ও পাওনা দাবীকারী -যাই হোক, সর্বাবস্থায় বিনম্র ও উদার হবে।

[ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ-৪১৪, ৪৮৫, ৫০৮]

٤١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا بَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ؟ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتِ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ابْنُ يَا عَلْقَمَةُ (قَالَ وَانَا رَجُلٌ شَابٌّ) فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى فِتْيَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

৪১১। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যুবক মুহাজিরের নিকট গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ, সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে হচ্ছে চোখ ও লজ্জাস্থানের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য রোযাই ঢালস্বরূপ।" (অর্থাৎ কামভাব প্রশমনকারী)। [নাসায়ী]

৪১২। হাদীস নং ৪০৫ দ্রষ্টব্য।

৪১৩। হাদীস নং ৪০৫ দ্রষ্টব্য।

৪১৪। হাদীস নং ৪১০ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ

٤١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ اَلاَ تَسْأَلُوْنِي عَمَّا اَضْحَكَنِي؟ فَقَالُوْا مِمَّ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيْبًا مِنْ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ اَلاَ تَسْأَلُوْنِي مَا اَضْحَكَنِي؟ فَقَالُوْا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ اَصَابَهَا بِوَجْهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذٰلِكَ وَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ كَذٰلِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذٰلِكَ.

৪১৫। হুমরান বিন আবান বর্ণনা করেন উসমান বিন আফফান (রা) পানি চাইলেন, তারপর তা দিয়ে ওযূ করলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, অতঃপর তিনবার তাঁর মুখ ধুলেন, হাত দুখানাও তিনবার করে ধুলেন, তাঁর মাথা ও পায়ের পিঠ মাসেহ্ করলেন, তারপর হাসলেন। তারপর তাঁর সাথীদেরকে বললেন : আমি হাসলাম কেন, তা তোমরা জিজ্ঞাসা করলেনা? তারা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, কেন হাসলেন? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, এই জায়গার নিকটবর্তী জায়গা থেকে পানি

চাইলেন, অতঃপর আমি যেভাবে ওযূ করেছি, সেভাবে ওযূ করলেন। তারপর হাসলেন। অতঃপর বললেন : তোমরা জিজ্ঞাসা করছনা আমি কেন হাসলাম? লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেন হাসলেন? তিনি বললেন : কোন বান্দা যখন ওযূর পানি চেয়ে নিয়ে মুখ ধোয়, তখন আল্লাহ তার মুখমণ্ডল দ্বারা অর্জিত সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। তারপর যখন সে তার হাত ধোয় তখনো তদ্রূপ হয়, যখন মাথা মাসেহ্ করে তখনো তদ্রূপ হয় এবং যখন পা দু'খানাকে পবিত্র করে তখনো তদ্রূপ হয়।

[মুসনাদে আহমাদ-৪৩০, ৪৭৬, ৫৫৩]

ব্যভিচারজাত সন্তানের দায়ভার

٤١٦- حَدَّثَنَا بَهْزٌ أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِي أَهْلِيْ أَمَةً لَهُمْ رُوْمِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِيْ غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِيْ غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلاَمٌ لِأَهْلِيْ رُوْمِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوْحَنَّسُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هٰذَا ؟ قَالَتْ هُوَ لِيُوْحَنَّسَ قَالَ فَرَفَعْنَا إِلٰى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ (قَالَ مَهْدِيٌّ أَحْسَبُهُ قَالَ سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا) فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ.

৪১৬। রাবাহ বলেন : আমার পরিবার আমাকে তাদের জনৈক রোমক দাসীর সাথে বিয়ে দিল। তার গর্ভে আমারই মত কালো একটা ছেলে জন্ম নিল। আমি তার নাম রাখলাম আবদুল্লাহ। এরপরে পুনরায় তার গর্ভে আমার মত কালো

আরো একটা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো। আমি তার নাম রাখলাম উবাইদুল্লাহ্। এরপর আমার পরিবারের আর একটি রোমক গোলাম– যার নাম ইউহান্স– দাসীটির কাছে সুদর্শন ও উজ্জ্বল মনে হলো। (অর্থাৎ ভালো লাগলো।) গোলামটি দাসীটির সাথে তার ভাষায় কথা বললো। (অর্থাৎ রোমক ভাষায়) এরপর দাসীটি এমন একটি সন্তান জন্ম দিল যেন তা একটি গিরগিটি। আমি বললাম : এ কী? সে বললো : এ সন্তান ইউহানসের। এরপর আমরা আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা) এর নিকট বিষয়টি নিয়ে গেলাম। (বর্ণনাকারী বলেন : আমার মনে হয়, তিনি গোলাম ও দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়ে (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করলো। তখন আমীরুল মুমিনীন বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার অনুসারে তোমাদের দু'জনের বিচার করি, এতে রাজী আছ? অতঃপর তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার করেছেন এভাবে যে, বিছানা যার সন্তান তার (অর্থাৎ বিবাহিত স্বামীর) আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। (বর্ণনাকারী বলেন : আমার যতদূর মনে হয় তিনি উভয়কে বেত্রাঘাত করেছেন। তারা উভয়েই ছিল দাস ও দাসী।)

[আবু দাউদ-২২৭৫, মুসনাদে আহমাদ-৪১৭, ৪৬৭, ৫০২]

[অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে রজম করতে হবে। কিন্তু ব্যভিচারজনিত সন্তানের দায়িত্ব স্বামীর ঘাড়েই অর্পিত হবে অন্যান্য বৈধ সন্তানের মতই। –অনুবাদক।]

৪১৭। হাদীস নং ৪১৬ দ্রষ্টব্য।

٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَمَضْمَضَ (ز) وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪১৮। হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) নিজের আসনে বসা অবস্থায় পানি আনতে বললেন। তারপর পাত্র থেকে পানি ঢেলে ডান হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ঢুকিয়ে নিজের দুই হাতের তালু তিনবার করে ধুলেন। তারপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার করে ধুলেন, তিনবার করে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ্ করলেন। তারপর গোড়ালি পর্যন্ত পা ধুলেন তিনবার করে। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর মত ওযূ করবে, তারপর দু'রাকআত নামায এমনভাবে পড়বে যে, নামাযের ভেতরে নিজের সাথে কোন কথা বলবে না, (অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করবে না।) তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

[বুখারী-১৫৯, মুসলিম-২২৬, ইবনু হিব্বান-১০৫৮, ইবনু খুযাইমা-৩ ও ১৫৮, মুসনাদে আহমাদ-৪১৯, ৪২১, ৪২৮, ৪৫৯, ৪৭২, ৪৭৮, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৯, ৫১৬. ৫২৭]

৪১৯। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

উসমানের (রা) অবরুদ্ধাবস্থা

٤٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَشْرَفَ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ مَنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حِرَاءٍ إِذِ اهْتَزَّ الْجَبَلُ فَرَكَلَهُ بِقَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ وَاَنَا مَعَهُ فَانْشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ مَنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ إِذْ بَعَثَنِيْ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى اَهْلِ مَكَّةَ قَالَ هٰذِهِ يَدِيْ وَهٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَبَايَعَ لِيْ فَانْشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ مَنْ شَهِدَ رَسُوْلَ لِلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُوَسِّعُ لَنَا بِهٰذَا

الْبَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ لَه فِى الْجَنَّةِ؟ فَابْتَعْتُهُ مِنْ مَالِيْ فَوَسَّعْتُ بِه الْمَسْجِدَ؟ فَانْشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ وَانْشَدُ بِاللّٰه مَنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيَوْمَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟ فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِيْ قَالَ فَانْشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَانْشَدُ بِاللّٰه مَنْ شَهِدَ رُوْمَةَ يُبَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّبِيْلِ فَابْتَعْتُهَا مِنْ مَالِيْ فَابَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

৪২০। আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বলেন : উসমান (রা) যখন অবরুদ্ধ, তখন প্রাসাদ থেকে নিচের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হেরার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে ছিল, যখন পাহাড় কেঁপে উঠলো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পা দিয়ে লাথি মারলেন, তারপর বললেন : থামো হেরা, তোমার ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও একজন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। তখন আমি তাঁর সাথেই ছিলাম। উসমানের এ কথায় অনেকেই কসম খেয়ে সমর্থন জানালো। উসমান (রা) বললেন : আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বাইয়াতুর রিদওয়ানের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে ছিল? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মক্কার মুশরিকদের নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন : এটা আমার হাত, আর এটা উসমানের হাত। এভাবে আমার জন্য বাইয়াত নিলেন। এ কথার পক্ষেও সমবেত লোকদের অনেকে সায় দিল। উসমান (রা) বললেন : সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে ছিল যখন তিনি বললেন : এই বাড়িটি কিনে দিয়ে কে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করিয়ে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতে একটা বাড়ি পাবে। তখন আমি নিজের টাকা দিয়ে বাড়িটি কিনে দিলাম এবং তা দ্বারা মসজিদের সম্প্রসারণ করলাম। অনেকেই তার এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিল। উসমান (রা) পুনরায় বললেন : মুসিবতের বাহিনীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আজকে কে এমন দান করবে, যা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে গেছে? আমি

তৎক্ষণাত অর্ধেক বাহিনীকে নিজের টাকায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করলাম। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি সেই জলাশয়টির কাছে কে ছিল, যার পানি পথিকের নিকট বিক্রি করা হতো? আমি নিজের টাকা দিয়ে সেটি কিনে দিয়েছি। এভাবে মুসাফিরের জন্য সেই জলাশয়কে অবাধ করে দিয়েছি। (যার ফলে এখন সে জলাশয় থেকে বিনা মূল্যে পানি পাওয়া যায়) এ সময়ও বহু লোক তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিল।

[নাসায়ী-২৩৬/৬, মুসনাদে আহমাদ-৫১১, ৫৫৫]

৪২১। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

ইহরাম অবস্থায় চোখে সুরমা লাগানো

٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ إِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ اَيُكَحِّلُ عَيْنَيْهِ وَهُوَمُحْرِمٌ؟ اَوْ بِاَيِّ شَيْءٍ يُكَحِّلُهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪২২। নুবাইহ বিন ওয়াহব বলেন : উমার ইবনে উবাইদুল্লাহ উসমান (রা) এর ছেলে আবানের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইহরাম অবস্থায় চোখে সুরমা লাগাতে পারবে কি? অথবা, ইহরাম অবস্থায় চোখে কী ব্যবহার করবো? আবান এর জবাবে জানালেন যে, সাবির নামক উদ্ভিদ দ্বারা চোখে পট্টি বাঁধবেন। কেননা আমি উসমান বিন আফফানকে একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি।

[মুসলিম-১২০৪, ইবনু খুযাইমা-২৬৫৪, মুসনাদে আহমাদ-৪৬৫, ৪৯৪, ৪৯৭]

নামায প্রসঙ্গে

٤٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ابْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ الصَّلاَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪২৩। হুমরান বিন আবান বলেন : উসমান বিন আফফান (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, নামায একটা অপরিহার্য দায়িত্ব, সে জান্নাতে যাবে।

তামাত্তুর মাধ্যমে এক সাথে হজ্জ ও উমরা

٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مَعْشَرٍ يَعْنِي الْبَرَّاءَ وَاسْمُهُ يُوْسُفُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَجَّ عُثْمَانُ حَتّٰى إِذَا كَانَ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ اُخْبِرَ عَلِيٌّ اَنَّ عُثْمَانَ نَهٰى اَصْحَابَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِاَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوْحُوْا فَاَهَلَّ عَلِيٌّ وَاَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ التَّمَتُّعِ اَلَمْ يَتَمَتَّعْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَمَا اَدْرِيْ مَا اَجَابَهُ عُثْمَانُ.

৪২৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন : উসমান হজ্জে যাত্রা করলেন। কিছু দূর অগ্রসর হলে আলী (রা) কে জানানো হলো যে, উসমান (রা) তাঁর সাথীদেরকে তামাত্তুর মাধ্যমে হজ্জ ও উমরা এক সাথে করতে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) তাঁর সাথীদেরকে বললেন : উসমান যদি যায়, (অর্থাৎ তামাত্তুর মাধ্যমে হজ্জ ও উমরা করতে রওনা হয়) তবে তোমরা যাও। এরপর আলী ও তার সাথীরা উমরার আয়োজন শুরু করলেন। উসমান তাঁদেরকে কিছু বললেন না। আলী (রা) বললেন : আমাকে কি জানানো হয়নি যে, আপনি তামাত্তু করতে নিষেধ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তামাত্তু করেননি? এরপর উসমান কী জবাব দিয়েছেন জানিনা। [হাদীস নং-৪০২ দ্রষ্টব্য]

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিত্যক্ত সম্পত্তি

٤٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ مَوْلاَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هٰذَا عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدٌ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ (قَالَ وَلاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ طَلْحَةَ اَمْ لاَ) يَسْتَأْذِنُوْنَ عَلَيْكَ قَالَ ائْذَنْ لَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هٰذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ قَالَ ائْذَنْ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا حِيْنَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمْوَالِ بَنِيْ النَّضِيْرِ فَقَالَ الْقَوْمُ اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَدْ طَالَتْ خُصُوْمَتُهُمَا فَقَالَ عُمَرُ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ وَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالاَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هٰذَا الْفَيْءِ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ. وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ قَسَمَهَا

بَيْنَكُمْ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَالْمَالُ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِه مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا.

৪২৫। মালিক বিন আওস বিন হাদছান বলেন; উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর দরবারে এলাম। এই সময়ে তার মুক্ত গোলাম ইয়ারফা এলো তাঁর কাছে। সে বললো : এই যে উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম উপস্থিত। (আমার মনে নেই তালহার কথাও বলেছিল কিনা) ওঁরা সবাই আপনার কাছে আসবার অনুমতি চাইছেন। উমার (রা) বললেন : ওদেরকে অনুমতি দাও। এরপর ইয়ারফা কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার এলো এবং বলরো : আব্বাস ও আলী আপনার নিকট আসবার অনুমতি চাইছেন। উমার (রা) বললেন : ওদের দু'জনকে আসতে দাও। আব্বাস এসেই বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করে দিন। তারা উভয়ে (অর্থাৎ আব্বাস ও আলী) বনু নাযীরের যে সম্পত্তি আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন তা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন,. ওদের বিবাদ মিটিয়ে দিন এবং একজনকে অপর জন থেকে নিষ্কৃতি দিন। কেননা তাঁদের উভয়ের বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেছে। উমার (রা) বললেন : যে আল্লাহর অনুমতিতে আকাশ ও পৃথিবী টিকে আছে, সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হয় না এবং আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা? সকলে বললো : হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন। তিনি ওঁদের দু'জনকে লক্ষ্য করেও একই কথা বললেন। তাঁরা উভয়ে বললেন : হাঁ। উমার (রা) বললেন : তাহলে আমি তোমাদেরকে এই 'ফাই' (বিজয়ার্জিত ভূ-সম্পত্তি) সম্পর্কে অবহিত করছি। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু জিনিস দিয়ে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করেছেন, যা আর কাউকে দেননি। আল্লাহ বলেন : وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ "আর আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে সম্পত্তি দান করেছেন, তার জন্য

তোমরা সেখানে ঘোড়া বা উট দাবড়াওনি।" বস্তুত সে সম্পত্তি ছিল নিরংকুশভাবে শুধুই আল্লাহর রাসূলের জন্য। আল্লাহর কসম, তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্যই তা রেখে দেননি, তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার হিসাবেও তা গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ তিনি তা তোমাদেরকে সকলের মধ্যে বণ্টন করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তা থেকে শুধু এইটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট রয়েছে। এ থেকে তিনি তাঁর পরিবার পরিজনের সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন। আর যা অবশিষ্ট থাকতো, তাকে আল্লাহর সম্পত্তি গণ্য করতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, তখন আবু বাকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি তার অভিভাবক। এই সম্পত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন, আমি তাই করবো।

[মুসনাদে আহমাদ-১৭২]

জানাযায় অংশ গ্রহণে উসমানের (রা) ব্যগ্রতা

٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْهُ اَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ إِلَيْهَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا.

৪২৬। উসমানের (রা) ছেলে আবান বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) একটি জানাযার আয়োজন দেখা মাত্রই সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, একটি জানাযার আয়োজন দেখেই সেদিকে ছুটে গেলেন।

[মুসনাদে আহমাদ-৪৫৭, ৪৯৫, ৫২৯]

দুই ঈদে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

٤٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًا وَعُثْمَانَ فِيْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِ فَإِنِ فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُمَا يَقُوْلاَنِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ.

৪২৭। আবু উবাইদ বলেন : আমি আলী (রা) ও উসমান (রা) কে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে নামায পড়েই ঘুরে দাঁড়াতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। তাঁদের উভয়কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

[মুসনাদে আহমাদ-৪৩৫, ৫১০]

৪২৮। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ

٤٢٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ اَلاَ أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوْا بَلٰى فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪২৯। জনৈক আনসারী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ওযূ করতেন, তা কি আমি দেখাবো না? লোকেরা বললো : হাঁ, দেখান। তখন তিনি পানি আনতে বললেন : তারপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখ ধুলেন, তিনবার দু'হাত ধুলেন, মাথা মাসেহ্ করলেন এবং তিনবার দু'পা ধুলেন। তারপর বললেন : তোমরা জেনে রেখ যে, কান দুটো মাথার অংশ। তারপর বললেন :

আমি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ সর্বোত্তমভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি।

[মুসনাদ আহমাদ-৫৫৪]

٤٣٠- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوْءَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ.

৪৩০। হাদীস নং ৪১৫ দ্রষ্টব্য।

সংযোজন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বান্দা পূর্ণাঙ্গভাবে ওযূ করে নামাযে প্রবেশ করলো, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

মুত্‘আ বিয়ে : উসমানের (রা) বিরোধিতা

٤٣١- حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَقِيْقٍ يَقُوْلُ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ يُفْتِيْ بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ قَوْلاً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ أَجَلْ وَلٰكِنَّا كُنَّا خَائِفِيْنَ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا كَانَ خَوْفُهُمْ؟ قَالَ لَا أَدْرِيْ.

৪৩১। আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রা) বলেন : উসমান মুত্‘আ বিয়ে করতে নিষেধ করতেন, আর আলী (রা) তার পক্ষে ফতোয়া দিতেন। এরপর উসমান আলীকে কী যেন বললেন। তারপর তাকে আলী বললেন : তুমিতো জানো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন? উসমান বললেন : হাঁ, তবে আমরা ভয় পেতাম। (মুসনাদে আহমাদ-৪৩২, ৭৫৬) এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী শু‘বা বলেন : আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তারা কিসের ভয় পেতেন? কাতাদা বললেন : জানি না। [মুসলিম-১২২৩]

৪৩২। হাদীস নং ৪৩১ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত

٤٣٣- حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِهِ إِنِّيْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ إِلاَّ الضَّنُّ عَلَيْكُمْ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا.

৪৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন : উসমান বিন আফফান (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : আমি তোমাদেরকে সেই হাদীসটি শুনাচ্ছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি। এতদিন শুনাইনি শুধু এজন্য যে, আমি তোমাদের প্রতি কার্পণ্য করছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেয়া এমন এক হাজার রাতের চেয়ে ভালো, যার রাতগুলো জেগে ইবাদাত করে কাটানো হয় এবং দিনগুলোতে রোযা রাখা হয়।

[ইবনু মাজা-২৭৬৬, মুসনাদে আহমাদ-৪৬৩]

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِيْ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ.

৪৩৪। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানাবে, আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর বানাবেন।

[বুখারী-৪৫০, মুসলিম-৫৩৩, ইবনু খুযাইমা-১২৯১, ইবনু হিব্বান-১৬৯, মুসনাদে আহমাদ-৫০৬]

বকরা ঈদের তিন দিনের মধ্যে কুরবানী শেষ করা জরুরী

٤٣٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يُذَكِّرَانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُوْلَانِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبْقٰى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

৪৩৫। আবদুর রহমান বিন আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ বলেন : আমি আলী (রা) ও উসমান (রা) কে দেখেছি, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায পড়তেন, তারপর পেছনের দিকে ফিরে জনগণকে উপদেশ দিতেন। আবু উবাইদ আরো বলেন : আমি উক্ত দু'জনকেই বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'দিন রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন। আবু উবাইদ বলেন : আলী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, তিন দিন পরে তোমাদের কুরবানীর কিছু অবশিষ্ট রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

[মুসনাদে আহমাদ-৪২৭, ৫১০, ৫৮৭, ৮০৬]

৪৩৬। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

উসমান (রা) এর অবরুদ্ধাবস্থা

٤٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ

سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فِي الدَّارِ فَدَخَلَ مَدْخَلاً كَانَ اذَا دَخَلَهُ يَسْمَعُ كَلاَمَهُ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ قَالَ فَدَخَلَ ذٰلِكَ الْمَدْخَلَ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُوْنِي بِالْقَتْلِ اٰنِفًا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَبِمَ يَقْتُلُوْنَنِيْ؟ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ اَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ اَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا فَوَاللّٰهِ مَا اَحْبَبْتُ اَنَّ لِيْ بِدِيْنِيْ بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِيَ اللّٰهُ وَلاَ زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِيْ اِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُوْنَنِيْ.

৪৩৭। আবু উমামা বিন সাহল (রা) বলেন; উসমান যখন তার বাড়িতে অবরুদ্ধ, তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি এমন একটা কক্ষে প্রবেশ করলেন, যেখানে তিনি প্রবেশ করলে তাঁর আওয়ায প্রাসাদের ওপর অবস্থানকারীরা শুনতে পেত। তিনি সেখানে প্রবেশ করে আবার আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, অবরোধকারীরা আমাকে হত্যারও হুমকি দিচ্ছে। আমরা বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার পক্ষে আল্লাহই ওদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (অর্থাৎ প্রতিহত করবেন।) উসমান (রা) বললেন : আমাকে কোন্ অপরাধে তারা হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তিনটি কারণের যে কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয় : মুসলিম হওয়ার পর কাফির হওয়া, বিয়ে করার পর ব্যভিচার করা এবং কাউকে হত্যা করা। আল্লাহর কসম, আল্লাহ যেদিন আমাকে হিদায়াত করেছেন, তারপর থেকে আমি কখনো পছন্দ করিনি যে, আমার এই দীনের পরিবর্তে অন্য কোন দীন আমার হোক। জাহিলিয়াতে বা ইসলামে কখনো আমি ব্যভিচার করিনি, আর কাউকে আমি হত্যাও করিনি। তাহলে তারা কী কারণে আমাকে হত্যা করবে?

[আল হাকেম-৪/৩৫০, আবু দাউদ-৪৫০২, ইবনু মাজা-২৫৩৩, তিরমিযী-২১৫৮, নাসায়ী ৯১/৭, মুসনাদে আহমাদ-৪৩৮, ৪৬৮, ৫০৯]

৪৩৮। হাদীস নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

ইয়াসির পরিবারের লোমহর্ষক পরিণতি

٤٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِيْ الْجَعْدِ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ إِنِّيْ سَائِلُكُمْ وَإِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ تَصْدُقُوْنِي نَشَدْتُكُمُ اللّٰهَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْثِرُ قُرَيْشًا عَلٰى سَائِرِ النَّاسِ وَيُؤْثِرُ بَنِيْ هَاشِمٍ عَلٰى سَائِرِ قُرَيْشٍ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ عُثْمَانُ لَوْ اَنَّ بِيَدِيْ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ لَاَعْطَيْتُهَا بَنِيْ اُمَيَّةَ حَتّٰى يَدْخُلُوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ فَبَعَثَ إِلٰى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ فَقَالَ عُثْمَانُ اَلَا اُحَدِّثُكُمَا عَنْهُ؟ يَعْنِيْ عَمَّارًا اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِذًا بِيَدِيْ نَتَمَشّٰى فِى الْبَطْحَاءِ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى اَبِيْهِ وَاُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُعَذَّبُوْنَ فَقَالَ اَبُوْ عَمَّارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الدَّهْرَ هٰكَذَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرٍ وَقَدْ فَعَلْتُ.

৪৩৯। সালেম বিন আবিল জা'দ বলেন : উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবীকে ডেকে আনলেন। তাঁদের মধ্যে আম্মার বিন ইয়াসির ছিলেন। তারপর বললেন : আমি তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমি চাই তোমরা আমাকে সমর্থন কর। আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের ওপর কুরাইশকে এবং কুরাইশদের সকলের ওপর বনু হাশিম গোত্র কে অগ্রাধিকার দিতেন? উপস্থিত সকলে নীরব রইল। উসমান (রা) বললেন : আমার হাতে যদি জান্নাতের চাবিকাঠি থাকতো, তাহলে তা বনু উমাইয়াকে দিতাম, যাতে

তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করে। এরপর তিনি তালহা ও যুবাইরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের উভয়কে উসমান বললেন : আমি কি তার সম্পর্কে অর্থাৎ আম্মার সম্পর্কে তোমাদেরকে সঠিক খবর জানাবো না? আমি মক্কার নিম্নাঞ্চলের সমতল ভূমিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আম্মার, তার পিতা ও মাতার নিকট পৌছলেন, তখন তাদের ওপর নির্যাতন চলছিল। আম্মারের পিতা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, যুগ কি এ রকম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন : সবর কর। তারপর বললেন : "হে আল্লাহ, ইয়াসারের পরিবারকে ক্ষমা কর।" ইয়াসিরের প্রকৃত ঘটনা আমি তোমাদেরকে জানালাম।

মানুষের ভোগের অধিকার কতটুকু

٤٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَثَوْبٍ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَضَلَ عَنْ هٰذَا فَلَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ فِيْهِنَّ حَقٌّ.

৪৪০। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : একটা ঘরের ছায়া, যেন তেন একটা রুটি, ছতর ঢাকার মত পোশাক এবং পানি– এ ক'টি জিনিসের অতিরিক্ত যা কিছু, তাতে আদম সন্তানের কোন অধিকার নেই।

[আল হাকেম-৩১২/৪, তিরমিযী-২৩৪১]

হাড় থেকে গোশত কামড়ে খেলে ওযূ যায়না

٤٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ ثَقِيْفٍ ذَكَرَهُ حُمَيْدُ بِصَلَاحٍ ذَكَرَ اَنَّ عَمَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ الثَّانِيْ مِنْ مَسْجِدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِكَتِفٍ فَتَعَرَّقَهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ قَالَ جَلَسْتُ مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلْتُ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৪১। সাকীফ গোত্রের এক বৃদ্ধ জানিয়েছেন যে, তাঁর চাচা বলেছেন, তিনি দেখলেন, উসমান বিন আফফান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের দ্বিতীয় দরজার ওপর এসে বসলেন, অতঃপর একটি কাঁধের গোশত চেয়ে পাঠালেন এবং তা আনা হলে তিনি তার সম্পূর্ণ গোশত হাড় থেকে তুলে খেলেন। তারপর তিনি উঠে নামায পড়লেন, ওযূ করলেন না। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসতাম, তিনি যা খেতেন আমি তা খেতাম এবং তিনি যা যা করতেন, আমি তা করতাম। (হাড় থেকে গোশ্‌ত তুলে খেতে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ার আশঙ্কা থাকায় কেউ কেউ সাবধানতাবশতঃ ওযূ করে নামায পড়া জরুরী মনে করেন। কিন্তু উসমান (রা) তা করেননি।)

আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত

٤٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ بِمِنًى يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطِ امْرُؤٌ كَيْفَ شَاءَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

৪৪২। উসমানের মুক্ত গোলাম আবু সালেহ বলেন : আমি মীনায় উসমানকে বলতে শুনেছি, হে জনতা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

থেকে একটি হাদীস শুনেছি, সেটি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। তিনি বলেন : আল্লাহর পথে একদিন পাহারা দেয়া অন্য ক্ষেত্রে এক হাজার দিন পাহারা দেয়ার চেয়ে উত্তম। অতএব, প্রত্যেক মানুষের যেভাবে ইচ্ছা পাহারা দেয়া উচিত। আমি কথাটা পৌঁছে দিয়েছি তো? সবাই বললো : হাঁ। তিনি বললেন : হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।
[তিরমিযী-১৬৬৭, নাসায়ী-৩৯, ৪০/৬, মুসনাদে আহমাদ-৪৭০, ৪৭৭, ৫৫৮]

মীনায় উসমানের (রা) কসর না পড়া

٤٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِيْ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِمِنًى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ تَاَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَاَهَّلَ فِيْ بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيْمِ.

৪৪৩। আবু যুবাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান বিন আফফান মীনায় চার রাকআত করে নামায পড়তেন, (অর্থাৎ কসর করতেন না)। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর নিকট অসন্তোষ ব্যক্ত করলো। তখন উসমান বললেন, হে জনতা, আমি যেদিন মক্কায় এসেছি, সেদিন থেকেই এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন শহরে স্থায়ী হয়ে যায়, সে যেন স্থায়ী বসবাসকারীর মত নামায পড়ে। (মীনাকে মক্কার অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।)
[মুসনাদে আহমাদ-৫৫৯]

অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা জায়েয

٤٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ

الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ كُنْتُ اَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُوْدِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ قَيْنُقَاعَ فَاَبِيْعُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ.

৪৪৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন : উসমান বিন আফফানকে মসজিদের মিম্বারে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন : আমি বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের কাছ থেকে খুরমা কিনতাম, অতঃপর তা মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানতে পেরে বললেন; হে উসমান, যখন কিনবে মেপে কিনবে, আর যখন বিক্রি করবে মেপে বিক্রি করবে।

[ইবনু মাজা-২২৩০, মুসনাদে আহমাদ-৪৪৫, ৫৬০]

৪৪৫। হাদীস নং ৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকার দু'আ

٤٤٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَبِيْ قُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ.

৪৪৬। উসমানের ছেলে আবান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বলবে : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (সেই আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না।)

[আল হাকেম-৫৪১/১, আবু দাউদ-৫০৮৯, ইবনু মাজা-৩৮৬৯, তিরমিযী-৩৩৮৮, মুসনাদে আহমাদ-৪৭৪, ৫২৮]

কালেমায়ে শাহাদাতের মহিমা

٤٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ ابْنِ اَبَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَا هِيَ؟ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِيْ اَعَزَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِيْ اَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ اَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

৪৪৭। উসমান (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন একটা কথা জানি, যা কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বললে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে। উমার (রা) তৎক্ষণাত বললেন, আমি তোমাকে বলবো সেটি কী? তা হচ্ছে, একত্বের বাণী, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে সম্মানিত করেছেন? সেটি হচ্ছে সেই তাকওয়ার বাণী, যা আল্লাহর নবী তাঁর চাচা আবু তালিবকে মৃত্যুর সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শেখাতে চেয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) বলে সাক্ষ্য দান।

বীর্যপাত বিহীন সহবাসের বিধান

٤٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ

اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ اَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِّ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَاَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ.

৪৪৮। যায়িদ বিন খালিদ আল জুহানী উসমান (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন; যদি কেউ স্ত্রীসহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত না করে, তবে সে কী করবে? উসমান বললেন, নামাযের ওযূর মত ওযূ করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। উসমান আরো বলেন, আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি। পরে আলী বিন আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা বিন আবদুল্লাহ ও উবাই বিন কা'বকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তারাও একই আদেশ দেন।*

[বুখারী-২৯২, মুসলিম-৩৪৭, ইবনু খুযাইমা-২২৪, মুসনাদে আহমাদ-৪৫৮]

* ইসলামের প্রথম দিকে এ অবকাশ ছিলো। পরবর্তীতে এটি রহিত হয়ে গেছে এবং বলা হয়েছে, সঙ্গমে রত হলেই গোসল করতে হবে যদিও বীর্যপাত না হয়। যেমন হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ... "যখন (পুরুষের) খত্‌নার স্থল (স্ত্রীর) খত্‌নার স্থলে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়ে যাবে (বীর্যপাত হোক বা না হোক)...। তিরমিযী, ইবনু মাজা –সম্পাদক

আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা মানুষের মর্যাদা বাড়ান

٤٤٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (ز) بْنُ اَبِيْ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ يَقُوْلُ (نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ) قَالَ بِالْعِلْمِ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ.

৪৪৯। উবাইদ বিন আবি কুররা বলেন : মালিক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি, "আমি যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি" (সূরা ইউসুফ) এর অর্থ হলো, জ্ঞান দ্বারা উচ্চতর মর্যাদা দান করি। আমি বললাম : এ কথা আপনাকে কে বলেছে? মালিক বললেন : এটা যায়িদ বিন আসলামের দাবী।

নামাযের রাকআত ভুলে গেলে

٤٥٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا (مَسَرَّةُ) بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُفَّانَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ صَلَّيْتُ فَلَمْ اَدْرِ اَشَفَعْتُ اَمْ اَوْتَرْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّايَ وَاَنْ يَتَلَعَّبَ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِيْ صَلاَتِكُمْ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَشَفَعَ اَوْ اَوْتَرَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ صَلاَتِهِ.

৪৫০। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো : হে রাসূলুল্লাহ, আমি নামায পড়েছি। কিন্তু জোড় রাকআত পড়লাম, না বেজোড় রাকআত পড়লাম ভুলে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা সাবধান থাক, নামাযে যেন শয়তান তোমাদেরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে মনে রাখতে পারে না সে জোড় রাকআত পড়েছে না বেজোড় রাকআত পড়েছে, সে যেন দুটো সিজদা দিয়ে দেয় (সাহু সিজদা)। এতেই তাঁর নামায পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

উসমানের (রা) নামায

٤٥١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا سَوَّارٌ اَبُوْ عُمَارَةَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ كَبْشَةَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا بَعْدَ صَلاَتِهِ. فَقَالَ إِنِّيْ صَلَّيْتُ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسَجَدَ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَاَعْلَمَنَا اَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ نَحْوَهُ.

৪৫১। মাসাররা বিন মা'বাদ বলেন : ইয়াযীদ বিন কাবশা আমাদের আসর নামায পড়ালেন (অর্থাৎ ইমামতি করলেন)। নামাযের পর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর বললেন : আমি মারওয়ান বিন হাকামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি এই সাজদাদ্বয়ের মতই সাজদা করেছেন। তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং জানালেন যে, তিনি উসমানের (রা) সাথে নামায পড়েছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও অনুরূপ (মারওয়ানের ন্যায়) বর্ণনা করেছেন।

৪৫২। হাদীস নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

সংযোজন : উসমান বলেছেন : আমি ইসলাম গ্রহণের পর কখনো তা পরিত্যাগ করিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। (নাসায়ী-১০৩/৭)

পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন

٤٥٣- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَبِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الزِّيَادِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَا تَرٰى فِيْهِ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيْهِ حَقَّ اللّٰهِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ اَبُوْ ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ لَوْ اَنَّ لِيْ هٰذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّيْ اَذَرُ خَلْفِيْ مِنْهُ سِتَّ اَوَاقٍ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا عُثْمَانُ اَسَمِعْتَهُ؟ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) قَالَ نَعَمْ.

৪৫৩। আবু যার বলেন : তিনি উসমান বিন আফফানের কাছে এসে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। উসমান তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর হাতে তাঁর লাঠি ছিল। উসমান বললেন : হে কা'ব, (কা'ব সম্ভবতঃ আগে থেকে ভেতরে

ছিলেন) আবদুর রহমান মারা গেছে। সে কিছু সম্পত্তি রেখে গেছে। এখন তুমি সে বিষয়ে কী করণীয় মনে কর? কা'ব বললেন, সে যদি ঐ সম্পত্তি থেকে আল্লাহর হক প্রদান করে থাকে তাহলে তার ওপর আর কোন দাবী নেই। আবু যার তাঁর লাঠি তুললেন এবং কা'বকে প্রহার করলেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার যদি এই পাহাড় সমান সম্পত্তি থাকে যা আমি খরচ করতে পারি এবং আমার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়, তবে তা থেকে ছয় উকিয়া পরিমাণও রেখে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। হে উসমান, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি এ কথা শুনেছেন। (আবু যার তিন বার বললেন) উসমান জবাব দিলেন, হাঁ।

কবরের আযাব নিয়ে উসমানের (রা) ভীতি

٤٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيْرٍ الْقَاصُّ عَنْ هَانِيْءٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا! فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ.

৪৫৪। উসমানের মুক্ত গোলাম হানী বলেন : উসমান (রা) যখনই কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, কাঁদতেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করেও আপনি এত কাঁদেন না, যতটা কবরের কাছে এসে কাঁদেন। উসমান বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম মানযিল। কেউ যদি এখান থেকে অব্যাহতি পায়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও সহজ। আর এখান থেকে অব্যাহতি না পেলে পরবর্তী ধাপগুলো আরো কষ্টকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : আমি যত দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে কবরের দৃশ্যই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

যুবাইরকে (রা) পরবর্তী খালীফা মনোনয়নে উসমানের (রা) নিকট দাবী

٤٥٥- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَرْوَانَ وَمَا إِخَالُهُ يُتَّهَمُ عَلَيْنَا قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوْهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ الْاَوَّلُ وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحْوَ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ قَالُوا الزُّبَيْرَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَّا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ لَخَيْرَهُمْ مَا عَلِمْتُ وَاَحَبَّهُمْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫৫। মারওয়ান থেকে বর্ণিত। যে বছর নাক দিয়ে রক্তপড়ার রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল সে বছর উসমানেরও নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। ফলে তিনি হজ্জ থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি ওয়াসিয়াত করেন। এই সময়ে কুরাইশ বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে প্রবেশ করে। সে বললো আপনি আপনার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করুন। তিনি বললেন : সকলেই কি এ কথা বলেছে? সে বললো, হাঁ, বলেছে। তিনি বললেন : লোকেরা যাকে মনোনীত করতে বল্ছে, তিনি কে? লোকটি চুপ করে রইল। এরপর উসমানের নিকট আরেক ব্যক্তি এল। সেও তাঁকে প্রথম ব্যক্তির মত কথা বললো। উসমানও তাকে আগের মতই জবাব দিলেন। এরপর উসমান বললেন : তারা যুবাইরকে মনোনীত করতে বলেছেন? সে বললো : হাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই সে আমার জানামতে সকলের চেয়ে উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

[বুখারী-৩৭১৭, মুসনাদে আহমাদ-৪৫৬]

৪৫৬। হাদীস নং ৪৫৫ দ্রষ্টব্য।

৪৫৭। হাদীস নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫৮। হাদীস নং ৪৪৮ দ্রষ্টব্য।

٤٥٩- وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَغْتَرُّوْا.

৪৫৯। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

সংযোজন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আত্মম্ভরী হয়ো না।

কুরাইশের মর্যাদা

٤٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمِّيْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ مُوْسٰى يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ فَدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ انْظُرْ إِلَى الشَّيْخِ فَاَقْعِدْهُ مَقْعَدًا صَالِحًا فَاِنَّ لِقُرَيْشٍ حَقًّا فَقُلْتُ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اَلاَ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا بَلَغَنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ بَلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَهَانَ قُرَيْشًا اَهَانَهُ اللّٰهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذَا مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا؟ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنِيْهِ رَبِيْعَةُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ لِىْ اَبِيْ يَا بُنَيَّ إِنْ وُلِّيْتَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاَكْرِمْ قُرَيْشًا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَهَانَ قُرَيْشًا اَهَانَهُ اللّٰهُ.

৪৬০। উবাইদুল্লাহ বিন উমার বলেন : আমি সুলাইমান বিন আলীর নিকট ছিলাম। এ সময় কুরাইশের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি প্রবেশ করলো। সুলাইমান বললেন : এই প্রবীণ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দাও, তাকে উপযুক্ত আসনে বসাও। কেননা কুরাইশের বিশেষ অধিকার রয়েছে। আমি বললাম : হে আমীর, আমি কি আপনাকে একটি হাদীস শুনাবো, যা আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৌঁছেছে। তিনি বললেন : হাঁ, শুনাও। আমি বললাম: আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরাইশকে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমান করবেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, কত সুন্দর হাদীস! এটি তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছ? আমি বললাম : রাবীয়া বিন আবি আবদুর রহমান থেকে, রাবীয়া পেয়েছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব পেয়েছে আমর বিন উসমান থেকে। আমর বলেছেন : আমার আব্বা উসমান আমাকে বলেছেন : হে আমার ছেলে, জনগণের কোন দায়িত্ব যদি তোমার ওপর অর্পিত হয়, তবে কুরাইশকে শ্রদ্ধা করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরাইশকে অপমান করবে, তাকে আল্লাহ অপমান করবেন।

[ইবনু হিব্বান-৬২৬৯, আল হাকেম-৭৪/৪]

উসমানকে (রা) অবরোধ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা

٤٦١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ اَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ اَبْزَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ عِنْدِيْ نَجَائِبَ قَدْ اَعْدَدْتُهَا لَكَ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَحَوَّلَ إِلٰى مَكَّةَ فَيَأْتِيكَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَأْتِيْكَ؟ قَالَ لاَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ اَوْزَارِ النَّاسِ.

৪৬১। ইবনে আবযা বলেন : উসমান যখন অবরুদ্ধ তখন তাকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন : আমার নিকট সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে আমি

আপনার জন্য প্রস্তুত করেছি। আপনি কি মক্কায় চলে যেতে রাজি আছেন? তাহলে যারা আপনার কাছে আসতে চায় তারা আসবে। উসমান বললেন : না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মক্কায় কুরাইশের জনৈক নেতা সমাহিত হবে, তার নাম হবে আবদুল্লাহ, জনগণের সকল পাপের অর্ধেকের সমান তার ওপর আবর্তিত হবে।

[মুসনাদে আহমাদ-৪৮১, ৪৮২]

৪৬২। হাদীস নং ৪০১ দ্রষ্টব্য।

৪৬৩। হাদীস নং ৪৩৩ দ্রষ্টব্য।

তাওহীদ বিশ্বাসের ফযীলত

٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪৬৪। উসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই বিশ্বাসসহ মারা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[মুসলিম-২৬, ইবনু হিব্বান-২০১, মুসনাদে আহমাদ-৪৯৮]

ইহরাম অবস্থায় চোখে সুরমা লাগানো নিষেধ

٤٦٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَاَرَادَ اَنْ يُكَحِّلَهَا فَنَهَاهُ اَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَمَرَهُ اَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبْرِ وَزَعَمَ اَنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ.

৪৬৫। নুবাইহ বিন ওহব বলেন, উমার বিন উবাইদুল্লাহ বিন মা'মারের চোখ দিয়ে পানি পড়ার রোগ দেখা দিল। তখন তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। এজন্য তিনি চোখে সুরমা লাগাতে চাইলেন। উসমানের ছেলে আবান তাঁকে সুরমা লাগাতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে সাবির নামক উদ্ভিদ দিয়ে চোখে পট্টি বাঁধার উপদেশ দিলেন। তিনি দাবী করলেন যে, উসমান বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বর্ণনা করেছেন।

[মুসনাদ আহমাদ-৪২২]

৪৬৬। হাদীস নং ৪০১ দ্রষ্টব্য।

৪৬৭। হাদীস নং ৪১৬ দ্রষ্টব্য।

৪৬৮। হাদীস নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

মনগড়া হাদীস বর্ণনার ভয়াবহ পরিণাম

٤٦٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ الزِّنَادِ.ح وَسُرَيْجٌ وَحُسَيْنٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ (قَالَ حُسَيْنُ ابْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ) قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ مَا يَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَوْعٰى اَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلٰكِنِّيْ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৪৬৯। আমের ইবনে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন : উসমান বিন আফফান (রা) কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলাম না বলে তাঁর হাদীস বর্ণনায় বিরত থাকিনি। তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি অবশ্যই বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি, তা আমার ওপর আরোপ করবে, (অর্থাৎ মনগড়া হাদীস বলবে) সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান স্থির করে নেয়।

৪৭০। হাদীস নং ৪৪২ দ্রষ্টব্য।

ঘর থেকে বের হবার একটি দু'আ

٤٧١- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيْدُ سَفَرًا اَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ اعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ إِلاَّ رُزِقَ خَيْرَ ذٰلِكَ الْمَخْرَجِ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذٰلِكَ الْمَخْرَجِ.

৪৭১। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি সফর বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবার সময় এই দু'আ পড়লে সেই যাত্রার সর্বোত্তম ফল লাভ করবে এবং সেই যাত্রার নিকৃষ্ট ফল থেকে অব্যাহতি লাভ করবে : بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ إِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ. "আল্লাহর নামে (যাত্রা করলাম), আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরলাম, আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছ থেকে কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি পাওয়া যায় না।"

৪৭২। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

৪৭৩। হাদীস নং ৪০৬ দ্রষ্টব্য।

দিন রাতের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ

٤٧٤- حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِيْ اَوَّلِ يَوْمِهِ اَوْ

فِيْ اَوَّلِ لَيْلَتِهِ. بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَوْ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

৪৭৪। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে বা রাতের শুরুতে তিনবার পড়বে : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. "সেই রাতে বা সেই দিনে কোন অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করবে না। (হাদীস নং ৪৪৬)

ইবনে উমারের (রা) পদের প্রতি অনীহা

٤٧٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ سِنَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ اَقْضِيْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلاَ اَؤُمُّ رَجُلَيْنِ اَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَاذَ بِاللّٰهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ؟ قَالَ عُثْمَانُ بَلٰى قَالَ فَإِنِّيْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تَسْتَعْمِلَنِيْ فَاَعْفَاهُ وَقَالَ لاَ تُخْبِرْ بِهٰذَا اَحَدًا.

৪৭৫। ইয়াযীদ বিন মাওহাব বলেন : উসমান (রা) ইবনে উমার (রা) কে বললেন : জনগণের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর। ইবনে উমার (রা) বললেন : আমি কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার ফায়সালা করতে পারবো না, এমনকি দু'ব্যক্তির ইমামতিও করতে পারবো না। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেননি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আশ্রয় নিয়েছে, সে যথার্থ আশ্রয় নিয়েছে? উসমান বললেন, হাঁ শুনেছি। ইবনে উমার (রা) বললেন : কাজেই আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি যেন আপনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করতে না পারেন। অতঃপর উসমান (রা) তাকে অব্যাহতি দিলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না।

সুষ্ঠু ওযূর ফলে গুনাহ মাফ হয়

٤٧٦- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

৪৭৬। উসমান বিন আফফান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে ওযূ করবে, তার শরীর থেকে তার সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যাবে, এমনকি তার নখের নিচে থেকেও বের হয়ে যাবে।

[মুসলিম-২৪৫, মুসনাদে আহমাদ-৪১৫]

৪৭৭। হাদীস নং ৪৪২ দ্রষ্টব্য।

৪৭৮। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

উসমানের (রা) শাহাদাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী

٤٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنِي أَبُوْ عَوْنٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ هَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ عَمَّا بَلَغَنِيْ عَنْكَ؟ فَاعْتَذَرَ بَعْضَ الْعُذْرِ فَقَالَ عُثْمَانُ وَيْحَكَ إِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ وَلَيْسَ كَمَا سَمِعْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيُقْتَلُ أَمِيْرٌ وَيَنْتَزِيْ مُنْتَزٍ وَإِنِّيْ أَنَا الْمَقْتُوْلُ وَلَيْسَ عُمَرَ إِنَّمَا قَتَلَ عُمَرَ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ يُجْتَمَعُ عَلَيَّ.

৪৭৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) ইবনে মাসউদকে বললেন : তোমার সম্পর্কে

আমার নিকট যে খবর এসেছে, তুমি তা পরিত্যাগ করবে? ইবনে মাসউদ কিছু ওযর পেশ করলেন। উসমান বললেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি একটা কথা শুনেছি এবং মনে রেখেছি। তুমি যেমন শুনেছ, তেমন নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন আমীর নিহত হবে, আরেকজন আহত হয়ে রক্তক্ষরণে মারা যাবে। আমিই নিহত হব উমার নয়। উমারকে হত্যা করেছিল এক ব্যক্তি। আর আমার ওপর চড়াও হবে একটি দল। (উমার রা আহত হয়ে রক্তক্ষরণে মারা যান)

উসমান (রা) কখনো রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ অমান্য করেননি

٤٨٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰه بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لَهُ : ابْنَ اَخِيْ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ وَلٰكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ وَالْيَقِيْنِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِيْ سِتْرِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৮০। উসমান বিন আফফান (রা) উবাইদুল্লাহ বিন আদী ইবনুল খিয়ারকে বললেন : হে ভাতিজা, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত পেয়েছ? সে বললো : না, তবে তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস আমার নিকট এমন নির্ভেজাল ও খাঁটিভাবে পৌঁছেছে, যেমন খাঁটি ও নির্ভেজাল থাকে কুমারীর কুমারীত্ব তার

নির্জন কক্ষে। এরপর উসমান (রা) কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর বললেন : এখন তোমরা শোন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি (সেই সত্যকে গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাতের নিকট যে বাণী এসেছে তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। তারপর উভয় হিজরাতে (হাবশায় ও মদীনায়) শরীক হয়েছি যেমন আগে বলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতাও হয়েছি এবং তাঁর নিকট বাইয়াতও করেছি। আল্লহর কসম, আল্লাহ তাঁকে যেদিন তুলে নিয়েছেন, সেদিন পর্যন্ত আমি কখনো তাঁর নির্দেশ অমান্যও করিনি, তাঁকে ধোকাও দিইনি।

[বুখারী-৩৬৯৬, মুসনাদে আহমাদ-৫৬১]

٤٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِي الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ الْعَامَّةِ وَقَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرٰى وَإِنِّيْ اَعْرِضُ عَلَيْكَ خِصَالاً ثَلاَثًا اخْتَرْ اِحْدَاهُنَّ إِمَّا اَنْ تَخْرُجَ فَتُقَاتِلَهُمْ فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً وَاَنْتَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِمَّا اَنْ تَخْرِقَ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ فَتَقْعُدَ عَلٰى رَاحِلَتِكَ فَتَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّوْكَ وَاَنْتَ بِهَا وَإِمَّا اَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ اَهْلُ الشَّامِ وَفِيْهِمْ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عُثْمَانُ اَمَّا اَنْ اَخْرُجَ فَاُقَاتِلَ فَلَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اُمَّتِهِ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ وَاَمَّا اَنْ اَخْرُجَ إِلٰى مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّوْنِيْ بِهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُلْحِدُ

رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يَكُوْنُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالَمِ فَلَنْ أَكُوْنَ أَنَا إِيَّاهُ وَأَمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَفِيْهِمْ مُعَاوِيَةُ فَلَنْ أُفَارِقَ دَارَ هِجْرَتِيْ وَمُجَاوَرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৮১। উসমান (রা) যখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন মুগীরা বিন শু'বা তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তারপর উসমান (রা) কে বললেন : আপনি জনগণের নেতা ও শাসক। এখন আপনার ওপর কী বিপদ আপতিত হয়েছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনার নিকট তিনটি কর্ম পন্থার প্রস্তাব দিচ্ছি এর যে কোন একটি গ্রহণ করুন : হয় আপনি বেরিয়ে পড়ুন এবং অবরোধকারীদের সাথে যুদ্ধ করুন। আপনার পর্যাপ্ত সংখ্যক বাহিনী ও শক্তি রয়েছে, আপনি ন্যায়ের ওপর এবং ওরা বাতিলের ওপর আছে। অন্যথায়, অবরোধকারীরা যে দরজার ওপর অবস্থান গ্রহণ করেছে, সেটি ছাড়া অন্য একটি দরজা নিজের জন্য বানিয়ে নিন, তারপর বের হয়ে নিজের সওয়ারীর ওপর চড়ে বসুন এবং মক্কায় চলে যান। আপনি মক্কায় থাকা অবস্থায় ওরা কখনোই আপনার রক্তপাত করার সুযোগ পাবে না, অন্যথায়, আপনি (মক্কার পরিবর্তে) সিরিয়ায় চলে যান। কেননা অবরোধকারীরা সিরিয়ার অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে মুয়াবিয়াও রয়েছেন। (যিনি উসমানের আস্থাভাজন ছিলেন।) উসমান বললেন : বাড়ি থেকে বেরিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবার যে প্রস্তাব দিয়েছ, সেটা অসম্ভব। আমি এমন ব্যক্তি হতে চাইনা, যে সর্ব প্রথম রক্তপাতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের জন্য খালীফা হবে। আর মক্কায় গেলে তারা আমার রক্তপাত করার সুযোগ পাবে না –একথা সত্য। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কুরাইশের এক ব্যক্তি মক্কায় সমাহিত হবে, যার ওপর আপতিত হবে সমগ্র বিশ্বের অর্ধেক আযাব। আমি সেই ব্যক্তি হতে চাই না। আর সিরিয়ায় গেলে, আমি জানি, ওরা সিরিয়ারই লোক এবং মুয়াবিয়া তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমি আমার হিজরাতের স্থান (মদীনা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশীত্ব কখনো হাত ছাড়া করবো না।

[মুসনাদে আহমাদ-৪৬১]

৪৮২। হাদীস নং ৪৬১ দ্রষ্টব্য।

৪৮৩। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ

٤٨٤- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ مُنْذُ اَسْلَمَ فَوَضَعْتُ وَضُوْءًا لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ إِنِّي اَرَدْتُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَدَا لِيْ اَنْ لَا اُحَدِّثَكُمُوْهُ فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ اَبِيْ الْعَاصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدِّثْنَا إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ اَوْ شَرًّا فَنَتَّقِيْهِ قَالَ فَقَالَ فَإِنِّيْ مُحَدِّثُكُمْ بِهِ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰذَا الْوُضُوْءَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْاُخْرٰى مَالَمْ يُصِبْ مَقْتَلَةً يَعْنِيْ كَبِيْرَةً.

৪৮৪। হুমরান থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) প্রতিদিন একবার গোসল করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো এর ব্যতিক্রম করেননি। একদিন আমি তাঁর নামাযের জন্য ওযূর পানি রেখে দিলাম। যখন তিনি ওযূ করলেন, বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাতে চাই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। তারপর বললেন : এখন আমার মন চাইছে, শুনাবো না। হাকাম বিন আবিল আ'স বললেন : আমীরুল মুমিনীন, হাদীসটা শুনান। যদি ভালো হয়, আমরা মেনে চলবো, ভালো না হলে তা এড়িয়ে চলবো। এবার উসমান বললেন : তাহলে হাদীসটা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই ওযূর মতই ওযূ করেছিলেন। তারপর বললেন : যে ব্যক্তি এভাবে ওযূ করবে এবং সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করবে, তারপর নামাযে দাঁড়াবে, তারপর রুকু ও সাজদা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে, তার সেই নামায

ও আরেক নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সমস্ত গুনাহ্– কবীরা গুনাহ্ ব্যতীত– মাফ করে দেয়া হবে।

৪৮৫। হাদীস নং ৪১০ দ্রষ্টব্য।

৪৮৬। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

৪৮৭। হাদীস নং ৪০৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮৮। হাদীস নং ৪০৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮৯। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

উসমানের (রা) বদরে শরীক না হওয়ার কারণ

٤٩٠- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيْدُ مَا لِيْ اَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَبْلِغْهُ اَنِّيْ لَمْ اَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ (قَالَ عَاصِمٌ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ) وَلَمْ اَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ اَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ قَالَ فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ قَالَ فَقَالَ اَمَّا قَوْلُهُ إِنِّيْ لَمْ اَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِيْ بِذَنْبٍ وَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاَمَّا قَوْلُهُ إِنِّيْ تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنِّيْ كُنْتُ اُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى مَاتَتْ وَقَدْ ضَرَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِيْ وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ

فَقَدْ شَهِدَ وَاَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ اَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ فَإِنِّيْ لاَ اُطِيْقُهَا وَلاَ هُوَ فَأْتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ.

৪৯০। আবদুর রহমান বিন আওফের সাথে ওয়ালীদ বিন উকবার সাক্ষাত হলো। ওয়ালীদ তাকে বললেন : ব্যাপার কী? দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা) এর সাথে রূঢ় আচরণ করেছ? আবদুর রহমান বললেন : তাঁকে জানাও যে, আমি উহুদের দিন পালাইনি, বদরেও অনুপস্থিত থাকিনি এবং উমারের সুন্নাত (রীতি) বর্জন করেনি। এরপর ওয়ালীদ চলে গেলেন এবং উসমান (রা) কে বিষয়টি জানালেন। তখন উসমান বললেন : সে বলেছে : আমি উহুদের দিন পালাইনি। তাহলে আমাকে সে কিভাবে এমন গুনাহর জন্য লজ্জা দেয় যা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন? আল্লাহ্ তো বলেছেন : "তোমাদের মধ্য থেকে যারা উভয় দলের মুখোমুখি হবার দিন পালিয়েছিল, তাদেরকে তো শয়তানই তাদের কিছু গুনাহর কারণে পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর সে বলেছে যে, আমি বদরের দিন অনুপস্থিত ছিলাম। সেদিন তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে রুকাইয়ার সেবা সুশ্রুষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য গনীমাতের অংশ নির্ধারণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার জন্য গনীমাতের অংশ নির্ধারণ করেন, সে তো (যুদ্ধের ময়দানে) উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত। আর সে বলেছে : "আমি উমারের রীতি বর্জন করিনি" এ ব্যাপারে আমার কথা হলো, এটা করা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তার পক্ষেও নয়। যাও তার কাছে, তাকে এ কথাগুলো জানিয়ে দাও।

[মুসনাদ আহমাদ-৫৫৬]

৪৯১। হাদীস নং ৪০৮ দ্রষ্টব্য।

৪৯২। হাদীস নং ৪০১ দ্রষ্টব্য।

৪৯৩। হাদীস নং ৪০০ দ্রষ্টব্য।

৪৯৪। হাদীস নং ৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

৪৯৫। হাদীস নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

৪৯৬। হাদীস নং ৪০১ দ্রষ্টব্য।

৪৯৭। হাদীস নং ৪২২ দ্রষ্টব্য।

৪৯৮। হাদীস নং ৪৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪৯৯। হাদীস নং ৩৯৯ দ্রষ্টব্য।

৫০০। হাদীস নং ৪১২ দ্রষ্টব্য।

৫০১। হাদীস নং ৪০৭ দ্রষ্টব্য।

৫০২। হাদীস নং ৪১৬ দ্রষ্টব্য।

৫০৩। হাদীস নং ৪০৬ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে উসমানের সাক্ষ্য

٥٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ زَاهِرٍ اَبَا رُوَاعٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّا وَاللّٰهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ يَعُوْدُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُوْ مَعَنَا وَيُوَاسِيْنَا بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَإِنَّ نَاسًا يُعْلِمُوْنِيْ بِهِ عَسٰى اَنْ لاَ يَكُوْنَ اَحَدُهُمْ رَاٰهُ قَطٌّ.

৫০৪। আব্বাদ বিন যাহির আবু রু'য়া বলেন, আমি উসমান বিন আফ্‌ফানকে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আল্লাহর কসম, আমরা প্রবাসকালে ও নিজ এলাকায় বসবাসকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম। তিনি (সকল অবস্থায়) আমাদের মধ্যে যে রোগাক্রান্ত হতো, তাকে দেখতে আসতেন, যে মারা যেত তার জানাযায় উপস্থিত হতেন, আমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করতেন। কমবেশি যাই হোক তা দ্বারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। এমন অনেক লোক আমাকে তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানাতো যাদের কেউ কেউ হয়তো তাঁকে কখনো দেখেনি। ("কমবেশি যাই হোক" এর অর্থ দু'রকম হতে পারে, এক. বিপদাপদ কম বা বেশি যাই হোক, তাতে তিনি সহানুভূতি জানাতেন। দুই. কম হোক বা বেশি হোক সাহায্য বা উপহার সহকারে তিনি সহানুভূতি জানাতেন। –অনুবাদক)

উসমান (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুকরণ

٥٠٥- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ اَبُوْ شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِى الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِطَعَامٍ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ فَاَكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ قَعَدْتُ مَقْعَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلْتُ طَعَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَصَلَّيْتُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) বলেন : আমি উসমান (রা) কে দেখেছি আসনে বসা। তারপর তিনি আগুনে রান্না করা খাবার আনতে আদেশ দিলেন এবং তা খেলেন, তারপর নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। তারপর উসমান (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় আসনে বসেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতেন তা খেয়েছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবে নামায পড়েছি।

মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণে উসমান (রা) এর আগ্রহ

٥٠٦- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ عُثْمَانَ اَرَادَ اَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَاكَ وَاَحَبُّوْا اَنْ يَدَعُوْهُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنٰى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

৫০৬। মাহমুদ বিন লবীদ বলেছেন : উসমান (রা) ইচ্ছা করলেন মদীনার মাসজিদকে পুনর্নির্মাণ করতে। কিন্তু লোকেরা তা অপছন্দ করলো এবং ওটা যেমন

আছে তেমন থাকুক এটাই তারা কামনা করতো। উসমান (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তদ্রূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (হাদীস নং-৪৩৪ দ্রষ্টব্য)

মনগড়া হাদীস প্রচার করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

٥٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَعْنِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّاْ بَيْتًا فِى النَّارِ.

৫০৭। মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন : উসমান (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামের একটি বাড়িকে নিজের বাসস্থান রূপে গ্রহণ করে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি বা করেননি, তা মনগড়াভাবে তিনি বলেছেন বা করেছেন বলে প্রচার করে, অথবা তিনি যা বলেছেন বা করেছেন, তা করেননি বা বলেননি বলে প্রচার করে বা বিকৃত করে। –অনুবাদক)

কোমল ব্যবহারের মাহাত্ম্য

٥٠٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ فَرُّوْخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّيْنَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْخَلَ اللّٰهُ رَجُلاً الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.

৫০৮। উসমান বিন আফফান (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ক্রেতা হিসাবে, বিক্রেতা হিসাবে, বিচারক হিসাবে ও বিচার প্রার্থী হিসাবে (অর্থাৎ সকল অবস্থায়) কোমল আচরণকারী ছিল। [হাদীস নং-৪১০]

৫০৯। হাদীস নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫১০। হাদীস নং ৪২৭, ৪৩৫ দ্রষ্টব্য।

ইসলামের সেবায় উসমানের (রা) অবদান

٥١١- حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ قَالَ قَالَ الْاَحْنَفُ انْطَلَقْنَا حُجَّاجًا فَمَرَرْنَا بِالْمَدِيْنَةِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ مَنْزِلِنَا إِذْ جَاءَنَا آتٍ فَقَالَ النَّاسُ مِنْ فَزَعٍ فِى الْمَسْجِدِ. فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَصَاحِبِيْ فَإِذَا النَّاسُ مَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى نَفَرٍ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَتَخَلَّلْتُهُمْ حَتّٰى قُمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ بِاَسْرَعَ مِنْ اَنْ جَاءَ عُثْمَانُ يَمْشِيْ فَقَالَ اَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِيْ فُلاَنٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّيْ قَدِ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِيْ مَسْجِدِنَا وَاَجْرُهُ لَكَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُوْمَةَ؟ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّيْ قَدِ ابْتَعْتُهَا يَعْنِيْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَقَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ

وَاَجْرُهَا لَكَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِيْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هٰؤُلاَءِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ؟ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى مَا يَفْقِدُوْنَ خِطَامًا وَلاَ عِقَالاً؟ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدِ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫১১। আহনাফ বলেছেন : আমরা হজ্জ করতে রওনা হলাম এবং মদীনা অতিক্রম করলাম। আমরা যখন আমাদের মানযিলে অবস্থান করছিলাম, তখন সহসা এক ব্যক্তি আমাদের নিকট উপস্থিত হলো। সে বললো : লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করছে। এ কথা শুনে আমি ও আমার সাথী চলে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তাদের সাথে মিলিত হলাম এবং তাদের সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সেখানে আলী বিন আবিতালিব, যুবাইর, তালহা ও সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উসমান সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : এখানে কি আলী আছে? লোকেরা বললো : হাঁ। তিনি বললেন : এখানে কি যুবাইর আছে? লোকেরা বললো : হাঁ। তিনি বললেন : এখানে কি তালহা আছে? লোকেরা বললো : হাঁ। তিনি বললেন : এখানে কি সা'দ আছে? লোকেরা বললো? হাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ করে তোমাদেরকে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : যে ব্যক্তি অমুক গোত্রের উম্মুক্ত প্রান্তরটি খরিদ করবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। তখন আমি সেটি খরিদ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম : আমি সেই প্রান্তরটি খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওটাকে আমাদের মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কর, তুমিই এর সওয়াব পাবে। লোকেরা বললো : হাঁ, জানি। উসমান পুনরায় বললেন : আমি তোমাদেরক আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, রুমার কূপটি কে খরিদ করবে? তখন আমি সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে খরিদ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং বললাম : আমি রুমার কূপটি খরিদ করেছি। তিনি বললেন : ওটাকে মুসলিমদের খাবার পানির উৎসরূপে নির্ধারণ কর এবং এর সাওয়াব তুমিই পাবে। লোকেরা

বললো : হাঁ, জানি, এ সবই সত্য। উসমান আবার বললেন : তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম দুর্যোগের সেনাবাহিনী সংগঠনের দিনে মুসলিমদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন : যে ব্যক্তি এই মুসলিমদেরকে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত করবে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। তখন আমি তাদেরকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করলাম। এমনকি তাদের একটি লাগাম, ধনুকের জ্যা ও এক গাছি রশিরও অভাব রইল না। লোকেরা বললো : হাঁ, জানি। এসবই আপনি করেছেন। উসমান বললেন : হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক। অতঃপর তিনি চলে গেলেন।

[ইবনু হিব্বান-৬৯২০, ইবনু খুযাইমা-২৪৮৭, নাসায়ী-৪৬/৬, ২৩৩, ২৩৪ মুসনাদে আহমাদ-৪২০]

উসমানের (রা) তাওয়াফ

٥١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قَالَ يَعْلَى طُفْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَاسْتَلَمْنَا الرُّكْنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِيْ يَلِي الْاَسْوَدَ جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ فَقُلْتُ اَلاَ تَسْتَلِمُ؟ قَالَ فَقَالَ اَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ اَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيِّيْنَ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ اَفَلَيْسَ لَكَ فِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَانْفُذْ عَنْكَ.

৫১২। ইয়ালা বলেছেন : আমি উসমানের সাথে তাওয়াফ করেছিলাম এবং রুকনে ইয়ামানী হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলাম। ইয়ালা বলেন : আমি পবিত্র ঘরের অতি নিকটে ছিলাম। যখন হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন পশ্চিম রুকনের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমি তার হাত ধরে টানলাম যেন তিনি পশ্চিম রুকনকে হাত দিয়ে

স্পর্শ করেন। হাত ধরে টানলে তিনি বললেন : তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম : আপনি স্পর্শ করবেন না? তিনি বললেন : তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তাকে কি এই দুটি পশ্চিম রুকনকে স্পর্শ করতে দেখেছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে তোমার জন্য ভালো আদর্শ নেই? আমি বললাম : আছে। তিনি বললেন : তাহলে সামনে এগিয়ে চল। [হাদীস নং-২৫৩ দ্রষ্টব্য]

উসমানের (রা) ওযূ ও নামায

٥١٣- حَدَّثَنَا أَبِيْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَنْبَأَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ مَوْلٰى عُثْمَانَ يَقُوْلُ جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِيْ إِنَاءٍ أَظُنُّهُ سَيَكُوْنُ فِيْهِ مُدٌّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى صَلاَةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلّٰى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ صَلّٰى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلّٰى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيْتَ يَتَمَرَّغُ لَيْلَتَهُ ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ قَالُوْا هٰذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ قَالَ هُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ؟ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

৫১৩। উসমান (রা) এর মুক্ত দাস হারেস বলেছেন : একদিন উসমান বসে ছিলেন, আমরাও তার সাথে বসেছিলাম। তখন তাঁর কাছে ঘোষণাকরী এল। তিনি এমন একটি পাত্রে করে পানি আনতে বললেন, যাতে আমার মনে হয়, এক মুদ পরিমাণ থাকতে পারে। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন, তারপর বললেন: আমি যে রকম ওযূ করলাম, ঠিক এ রকম ওযূ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। ওযূ করে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর মত ওযূ করবে, তারপর দাঁড়িয়ে যোহরের নামায পড়বে, তার ফযর ও যোহরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর (একই রকম ওযূ করে) আসরের নামায পড়লে তার যোহর ও আসরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। তারপর মাগরিবের নামায পড়লে তার মাগরিব ও আসরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর ইশার নামায পড়লে তার মাগরিব ও ইশার মাঝখানের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর হয়তো সে রাত্রে মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরাবে। তারপর যদি সে ঘুম থেকে উঠে ওযূ করে ও ফজরের নামায পড়ে, তার ইশা ও ফজরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। এগুলো (ওযূ ও নামায) সৎকাজ, যা খারাপ কাজকে নষ্ট করে দেয়। লোকেরা বললো : (বুঝলাম) এগুলো সৎকাজ। তাহলে হে উসমান, স্থায়ী কাজগুলো কী কী? তিনি বললেন : লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ্, আল-হামদু লিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (অর্থাৎ নামায শেষে নিয়মিত এ তাসবীহগুলো পাঠ করা।)

উসমানের (রা) লজ্জাশীলতা

٥١٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لِاَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَقَضٰى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ نْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ

فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِيْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَضَى اِلَيَّ حَاجَتِيْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟! قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ إِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ اَنْ لاَ يَبْلُغَ إِلَيَّ فِيْ حَاجَتِهِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ اَلاَ اَسْتَحْيِيْ مِمَّنْ يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ.

৫১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা (রা) ও উসমান (রা) জানিয়েছেন যে, (একবার) আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আয়িশার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়েছিলেন। তিনি ঐ অবস্থাতেই আবু বাকরকে অনুমতি দিলেন। আবু বাকর (রা) তার নিকট যা বলার ছিল তা বলে চলে গেলেন। এরপর উমার (রা) অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও তিনি ঐ অবস্থায় অনুমতি দিলেন। তিনিও প্রয়োজনীয় কথা বলে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন : এরপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি উঠে বসলেন এবং আয়িশাকে বললেন ; তোমার কাপড় চোপড় দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বললেন। তারপর আমি চলে গেলাম। আয়িশা (রা) বললেন : হে রাসূলুল্লাহ, ব্যাপার কী, আপনাকে তো আবু বাকর ও উমারের জন্য এতটা উদ্বিগ্ন হতে দেখলাম না, যতটা উসমানের জন্য হলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উসমান একজন অতিশয় লাজুক ব্যক্তি। আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তাকে যদি আমার ঐ অবস্থায় (শুয়ে থাকা অবস্থায়) আসবার অনুমতি দেই, তাহলে হয়তো সে আমার সাথে তার প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারবে না। (এ হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) লাইস বলেন, একদল লোকের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তিকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পায়, আমি কি তাকে লজ্জা পাব না?

[মুসলিম-২৪০২, মুসনাদে আহমাদ-৫১৫]

৫১৫। হাদীস নং ৫১৪ দ্রষ্টব্য।

৫১৬। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

হলুদ পোশাক সম্পর্কে উসমান (রা)

٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ اَخْبَرَنِي عَمِّيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاحَ عُثْمَانُ إِلٰى مَكَّةَ حَاجًا وَدَخَلَتْ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ امْرَأَتُهُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا وَعَلَيْهِ رَدْعُ الطِّيْبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ فَاَدْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلَ اَنْ يَرُوْحُوْا فَلَمَّا رَاٰهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَهُ وَاَفَّفَ وَقَالَ اَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَقَدْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُ وَلاَ إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَانِيْ.

৫১৭। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : একবার উসমান (রা) হজ্জ করতে মক্কায় গেলেন। সেই সময় একদিন জাফর বিন আবু তালিবের ছেলে মুহাম্মাদের নিকট তাঁর স্ত্রী গেল এবং মুহাম্মাদ তাঁর কাছে সাথে যাপন করলো এবং ভোর পর্যন্ত অবস্থান করলো। তারপর সকাল বেলা সে উসমানের কাছে গেল গায়ে জাফরানী সুগন্ধি মেখে ও হলুদ রঙের আবরণীতে শরীরের সম্মুখভাগ আবৃত করে। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বিদায় হওয়ার আগে এই দৃশ্য দেখে বিরক্তি বোধ করলো। উসমান যখন মুহাম্মাদকে দেখলেন, তখন বিরক্তি সহকারে উফ্ আফ্ করতে লাগলেন এবং বললেন : তুমি হলুদ রঙের কাপড় পর? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওটা পরতে নিষেধ করেছেন। তখন আলী ইবনে আবি তালেব তাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও নিষেধ করেননি, তোমাকেও নিষেধ করেননি। নিষেধ করেছেন শুধু আমাকে। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

নামায পাপ মোচন করে

٥١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ وَاَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ اَبِيْ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ اَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ اَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِيْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوْا لاَ شَيْءٌ قَالَ إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ.

৫১৮। উসমান (রা) এর ছেলে আবান জানান যে, উসমান (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ভেবে দেখেছ কি, তোমাদের কারো বাড়ির পাশ দিয়ে যদি একটা নদী প্রবাহিত থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে কি? লোকেরা বললো : না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "পানি যেভাবে ময়লা দূর করে, নামায সেভাবে পাপ দূর করে দেয়।" (হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ)

ধোঁকা দেয়ার পরিণাম

٥١٩- قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ

الْاَحْمَسِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ.

৫১৯। উসমান (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আরবদেরকে ধোকা দেবে সে আমার শাফায়াতের (সুপারিশ) অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার ভালোবাসাও পাবে না। (হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল)

কিয়ামাতের দিন পশুদেরও যুল্মের বদলা নেয়া হবে

٥٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ يَحْيٰى اَلْبَزَّازُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ مِنْ بَنِيْ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫২০। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন শিংবিহীন মেষের জন্য শিংওয়ালা মেষের কাছ থেকে বদলা আদায় করা হবে। (অর্থাৎ শিংওয়ালা মেষ দুনিয়ায় শিংবিহীন মেষকে গুতো দিয়ে যে যুল্ম করেছে, কিয়ামাতের দিন সেই যুলমের প্রতিশোধ নেয়া হবে।)

কুকুর হত্যার নির্দেশ

٥٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِيْ خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

৫২১। হাসান বলেন : আমি উপস্থিত থেকে শুনেছি, উসমান তাঁর ভাষণে কুকুর হত্যা করা ও কবুতর যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

উসমান (রা) অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন

٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى قَالَتْ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ اَجْمَلِ النَّاسِ.

৫২২। উম্মু মূসা (রা) বলেন : উসমান ছিলেন সর্বাধিক সুদর্শন লোকদের অন্যতম।

নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া

٥٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَمَنَعْتُهُ فَاَبٰى فَسَأَلْتُهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ لاَ يَضُرُّكَ يَا ابْنَ اَخِيْ.

৫২৩। ইবরাহীম বিন সা'দ (রা) বলেন : আমার আব্বা তাঁর আব্বা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি (আমার আব্বার আব্বা) বলেন : আমি নামায পড়ছিলাম, এ সময়ে এক ব্যক্তি আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে নিষেধ করলাম কিন্তু সে তা মানলো না। বিষয়টি সম্পর্কে আমি উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : হে ভাতিজা, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।

আল-কুরআনের প্রতি উসমান (রা)-এর আনুগত্য

٥٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُثْمَانُ إِنْ وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَضَعُوْا رِجْلِيْ فِي الْقَيْدِ فَضَعُوْهَا.

৫২৪। ইবরাহীম বিন সা'দ বলেন : আমার পিতা আমার দাদার কাছ থেকে আমাকে জানিয়েছেন যে, উসমান একবার বললেন : তোমরা যদি আল্লাহর কিতাবে প্রমাণ পাও যে, তোমরা আমার পায়ে শেকল পরাতে পার, তাহলে পরাও।

আরাফাত ও মুযদালিফায় করণীয়

٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرْدِفُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفُ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ. السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ حَتّٰى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفُ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

৫২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত গোলাম আবু রাফে'র ছেলে উবায়দুল্লাহ আলী বিন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে নিজের পেছনে বসিয়ে আরাফাতে অবস্থান করলেন এবং বললেন, এটা অবস্থানস্থল এবং সমগ্র আরাফাতই অবস্থান স্থল। অতঃপর তিনি (তার উটনীকে) ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চললেন এবং লোকেরা ডানে ও বামে যাত্রা শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন : হে জনতা, প্রশান্তি, হে জনতা, প্রশান্তি। অবশেষে মুযদালিফায় এলেন এবং দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়লেন। তারপর

মুযদালিফায় অবস্থান করলেন এবং কুযাহতে অবস্থান করলেন। পেছনে বসিয়ে রাখলেন ফযল বিন আব্বাসকে। বললেন : এটা অবস্থানস্থল এবং সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থানস্থল। অতঃপর পুনরায় (উটনীকে) ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চললেন এবং জনতা ডানে ও বামে চলতে লাগলো। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "হে জনতা, প্রশান্তি, প্রশান্তি"। অতঃপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। (হাদীস নং-৫৬২)

শাহাদাতের প্রাক্কালে উসমান (রা)-এর বদান্যতা

٥٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ اَبِيْ الْيَعْفُوْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُسْلِمٍ اَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَعْتَقَ عِشْرِيْنَ مَمْلُوْكًا وَدَعَا بِسَرَاوِيْلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ وَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِى الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَإِنَّهُمْ قَالُوْا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৫২৬। উসমানের মুক্ত গোলাম আবু সাঈদ বলেছেন : উসমান (রা) বিশটি গোলাম মুক্ত করলেন এবং পাজামা আনতে বললেন ও তা পরে বাঁধলেন। অথচ ইতিপূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে তিনি পাজামা পরেননি, মুসলিম হওয়ার পরেও পরেননি। তারপর তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি। আবু বাকর ও উমারকেও দেখেছি। তাঁরা আমাকে বললেন : ধৈর্য ধারণ কর, তুমি অচিরেই আমাদের কাছে ইফতার করবে। অতঃপর উসমান কুরআন শরীফ আনতে বললেন এবং তা নিজের সামনে খুললেন। তৎক্ষণাত তিনি নিহত হলেন। তখনো কুরআন তাঁর সামনে ছিল।

৫২৭। হাদীস নং ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

যে দু'আ সকল ক্ষতি রোধ করে

٥٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ اَبِي مَوْدُوْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى اللَّيْلِ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৫২৮। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পড়বে : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ. ("আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।") রাত পর্যন্ত তার ওপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবে না, আর যে ব্যক্তি এ দু'আ সন্ধ্যার সময় তিনবার পড়বে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহ চাহেতো তার ওপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবে না। [হাদীস নং-৪৪৬]

৫২৯। হাদীস নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

সকাল বেলার ঘুম জীবিকা বন্ধ করে

٥٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ.

৫৩০। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকাল বেলার ঘুম জীবিকা বন্ধ করে দেয়। [হাদীস নং-৫৩৩]

উসমানকে (রা) যেভাবে দাফন করা হলো

٥٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَرُّوْخَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دُفِنَ فِيْ ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ.

৫৩১। ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন ফাররুখ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি উসমান বিন আফফানকে তাঁর রক্ত রঞ্জিত কাপড় সহকারে গোসল ছাড়াই দাফন হতে দেখেছি।

ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয়া বা মাফ করে দেয়ার ফযীলত

٥٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي اَبُوْ يَحْيٰى الْبَزَّازُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مِحْجَنٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَظَلَّ اللّٰهُ عَبْدًا فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ تَرَكَ لِغَارِمٍ.

৫৩২। উসমান (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এমন এক বান্দাকে সেই ছায়ায় স্থান দেবেন যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় অথবা ঋণ গ্রস্তের ঋণ মাফ করে দেয়।

৫৩৩। হাদীস নং ৫৩০ দ্রষ্টব্য।

৫৩৪। হাদীস নং ৪০১ দ্রষ্টব্য।

ইহরামরত অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না

٥٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَاَرْسَلَ إِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ اَلاَ اُرَاهُ اَعْرَبِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ اَخْبَرَنِي بِذٰلِكَ عُثْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ عَنْ اَبِيهِ بِنَحْوِهِ.

৫৩৫। নুবাইহ বিন ওহাব বলেন : উমার বিন উবাইদুল্লাহ বিন মা'মার আমাকে তাঁর ছেলের সাথে শাইবা বিন উসমানের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উসমানের ছেলে আবানের নিকট পাঠালেন, যিনি তখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করছিলেন। আবান বলেন : তাকে আমার নিকট একজন বেদুঈন মনে হচ্ছে, (সে কি জানে না) ইহরামরত ব্যক্তি নিজেও বিয়ে করতে পারে না, কাউকে বিয়ে করাতেও পারে না। এ কথা উসমান (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে বলেছেন।

উসমানের (রা) স্বপ্ন

٥٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ هِلاَلٍ ابْنَةِ وَكِيعٍ عَنْ نَائِلَةَ بِنْتِ الْفَرَافِصَةِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَتْ نَعَسَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ فَاَغْفٰى فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ لَيَقْتُلُنَّنِى الْقَوْمُ قُلْتُ كَلاَّ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَبْلُغْ ذَاكَ إِنَّ رَعِيَّتَكَ اسْتَعْتَبُوكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَنَامِيْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالُوْا تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

৫৩৬। উসমান বিন আফফান (রা)-এর স্ত্রী নায়েলা বিনতুল ফারাফিসা বলেন : আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা) তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। পরে তার তন্দ্রা হালকা ঘুমে রূপ নিল। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠলেন। তারপর বললেন : লোকেরা আমাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আমি বললাম : আল্লাহ চাহেতো সেটি কিছুতেই হবে না। ব্যাপারটা অতদূর গড়ায়নি। আপনার প্রজারা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করেছে। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা) কে স্বপ্নে দেখেছি। তারা বললেন আজ রাতে তুমি আমাদের সাথে খানাপিনা করবে।

উসমান বিন আফফান (রা) সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস

٥٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ اَبُو الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا اَنَا بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مُتَّكِئٌ عَلٰى رِدَائِهِ فَاَتَاهُ سَقَّاءَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَضٰى بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ. فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ بِوَجْنَتِهِ نَكَتَاتُ جُدَرِيٍّ وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا ذِرَاعَيْهِ.

৫৩৭। হাসান ইবনে আবিল হাসান বলেন : আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করেই দেখি, আমার সামনে উসমান বিন আফফান চাদর গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। এ সময়ে তাঁর দু'জন পানি সিঞ্চনকারী তাঁর নিকট তাদের বিবাদ নিয়ে এল। তিনি তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। তারপর আমি তাঁর নিকট হাজির হলাম। দেখলাম, তিনি একজন সুদর্শন পুরুষ। তাঁর দুই গালে বসন্তের দাগ। তাঁর চুল তাঁর দুই বাহু ঢেকে ফেলেছে।

٥٣٨- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي أُمُّ غُرَابٍ عَنْ بُنَانَةَ قَالَتْ مَا خَضَبَ عُثْمَانُ قَطُّ.

৫৩৮। বুনানা (রা) বলেন : উসমান কখনো খিযাব ব্যবহার করেননি।

٥٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْقَاسِمِ بْنُ اَبِيْ الزِّنَادِ حَدَّثَنِيْ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التَّمِيْمِيُّ عَنْ مَنْ رَأٰى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَبَّبَ اَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ.

৫৩৯। ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ আত্-তামীমী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি উসমানকে স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধানো দেখেছেন।

٥٤٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ إِمْلاَءً قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ عَلٰى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَهُوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ اَخْبَارِهِمْ وَاَسْعَارِهِمْ.

৫৪০। মূসা বিন তালহা বলেন : উসমান বিন আফফান যখন মিম্বরে উপবিষ্ট এবং মুয়াযযিন নামাযের জন্য ইকামাত বলছে, তখনও আমি দেখেছি, উসমান লোকজনকে তাদের খবরাদি ও বাজার দর জিজ্ঞাসা করছেন।

٥٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُثْمَانَ سَجَدَ فِيْ ص.

৫৪১। সায়িব বিন ইয়াযীদ বলেন : উসমান সূরা সোয়াদের সিজদা করেছেন।

٥٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ ابْنُ مُحْرِزٍ بَيَّاعُ الْقَوَارِيْرِ كُوْفِيٌّ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ

سُرَيْجٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ فَرُّوْخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الْعِيْدَ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا.

৫৪২। আবদুল্লাহ ইবনে ফাররুখের পিতা বলেন : আমি উসমানের পেছনে ঈদের নামায পড়েছি। তিনি সাত ও পাঁচটি তাকবীর বলেছেন। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

٥٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُوْ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَذَكَرَ عُثْمَانَ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيْضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيْمَ صُلْبَهُ.

৫৪৩। হাসান উসমানের তীব্র লজ্জার বিবরণ দিয়ে বলেছেন : তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকতেন, শরীরে পানি ঢালার জন্য কাপড় খুলতেন না, লজ্জার কারণে তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেন না।

٥٤٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِيْ أُمَيَّةُ بْنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ قَالُوْا وَلِيَ عُثْمَانُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَكَانَتِ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِيْنَ.

৫৪৪। উমাইয়া বিন শিবল বলেন ; উসমান শাসনকার্য পরিচালনা করেন বারো বছর, আর দেশে গোলযোগ চলেছিল পাঁচ বছর।

٥٤٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ قَالَ وَقُتِلَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا.

৫৪৫। আবু মা'শার বলেন : উসমান নিহত হন শুক্রবারে ১৮ই জিলহজ্জ হিঃ ৩৫ সন। তাঁর খিলাফাত ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর।

٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا

مُـعْـتَـمِـرُ ابْنُ سُلَيْـمَـانَ قَـالَ قَـالَ اَبِـيْ حَـدَّثَـنَـا اَبُـوْ عُـثْـمَـانَ اَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِـيْ اَوْسَـطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

৫৪৬। আবু উসমান বলেন : উসমানকে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানে হত্যা করা হয়।

٥٤٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ اَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِيْنَ سَنَةً اَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ.

৫৪৭। কাতাদাহ্ বলেছেন : উসমান যখন নিহত হন তখন তাঁর বয়স নববই বা অষ্টাশি বছর ছিল।

٥٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابِ عُثْمَانَ فِيْ عَشْرِ الْاَضْحٰى.

৫৪৮। আবুল আলিয়া বলেন : আমরা ঈদুল আযহার দশদিন উসমানের দরজায় অবস্থান করেছিলাম।

٥٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلّٰى الزُّبَيْرُ عَلٰى عُثْمَانَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ اَوْصٰى إِلَيْهِ.

৫৪৯। কাতাদাহ্ বলেন : যুবাইর উসমানের জানাযা পড়েছিলেন এবং দাফন করেছিলেন। উসমান তাঁকে এ জন্য ওয়াসিয়াত করেছিলেন।

٥٥٠- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ قُتِلَ عُثْمَانُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِيْنَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ لِلْحَسَنِ.

৫৫০। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ বিন আকীল বলেন; ৩৫ সালে উসমানকে হত্যা করা হয়েছিল। গোলযোগ চলেছিল পাঁচ বছর, তন্মধ্যে চার মাস হাসানের কারণে।

৫৫১। হাদীস নং ৫৪৮ দ্রষ্টব্য।

উসমানের (রা) অবরোধের একটি দৃশ্য

٥٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَوْسٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ الْاَنْصَارِيُّ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَوْمَ حُوْصِرَ فِيْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ وَلَوْ اُلْقِيَ حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَلٰى رَأْسِ رَجُلٍ فَرَأَيْتُ عُثْمَانَ اَشْرَفَ مِنَ الْخَوْخَةِ الَّتِيْ تَلِيْ مَقَامَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَفِيْكُمْ طَلْحَةُ؟ فَسَكَتُوْا ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَفِيْكُمْ طَلْحَةُ؟ فَسَكَتُوا [ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفِيْكُمْ طَلْحَةُ. فَسَكَتُوْا] ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفِيْكُمْ طَلْحَةُ؟ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اَلاَ اَرَاكَ هَاهُنَا؟ مَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّكَ تَكُوْنُ فِيْ جَمَاعَةٍ تَسْمَعُ نِدَائِيْ آخِرَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ لاَ تُجِيْبُنِيْ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا طَلْحَةُ تَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتُ اَنَا وَاَنْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ غَيْرِيْ وَغَيْرُكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا طَلْحَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَمَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ رَفِيْقٌ مِنْ اُمَّتِهِ مَعَهُ فِيْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ هٰذَا يَعْنِيْنِيْ رَفِيْقِيْ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ طَلْحَةُ اللّٰهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫৫২। যায়িদ বিন আসলামের পিতা বলেন : উসমান যেদিন অবরুদ্ধ হলেন, সেদিন আমি জানাযার স্থানে বসে তাঁকে দেখেছিলাম। যদি একটি পাথরও নিক্ষিপ্ত হতো, তবে তা কোন না কোন মানুষের মাথার ওপর পড়তো। (অর্থাৎ বিপুল জনসমাগম হয়েছিল) দেখলাম, উসমান জিবরীলের দাঁড়ানোর জায়গার পার্শ্বে অবস্থিত একটি ছোট দরজায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছে? সবাই নীরবতা অবলম্বন করলো। তিনি আবার বললেন : হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছে? এবারও কেউ জবাব দিল না। (পুনরায় তিনি বললেন, হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছে? এবারও কেউ জবাব দিলনা।) পুনরায় তিনি বললেন : হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছে? তখন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। তখন উসমান তাকে বললেন : আমি তোমাকে এখানে দেখছি না কেন? আমি কখনো ভাবিনি যে, তুমি একটি দলের মধ্যে আমার ডাক শুনবে এবং তিনবার শুনেও জবাব দেবেনা। হে তালহা, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কি মনে পড়ে অমুক জায়গায় একদিন আমি আর তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম? আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে আমি আর তুমি ব্যতীত আর কেউ ছিল না? তালহা বললেন : হাঁ। উসমান বললেন : তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে বললেন : হে তালহা, আল্লাহর নবী মাত্রেরই সাহাবীদের মধ্য থেকে এমন একজন লোক জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হয়, যে তাঁর উম্মাতের মধ্য থেকে একজন বিশিষ্ট বন্ধু। আর উসমান বিন আফফান জান্নাতে আমার সঙ্গী। তিনি আমার কথাই বলেছিলেন। তালহা বললেন : আল্লাহর কসম, হাঁ। অতঃপর তালহা চলে গেলেন।

৫৫৩। হাদীস নং ৪১৫ দ্রষ্টব্য।

৫৫৪। হাদীস নং ৪২৯ দ্রষ্টব্য।

৫৫৫। হাদীস নং ৪২০ দ্রষ্টব্য।

৫৫৬। হাদীস নং ৪৯০ দ্রষ্টব্য।

উসমানের (রা) বাইয়াত

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنِيْ قَبِيْصَةُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ

قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا ؟ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا ذَنْبِي؟ قَدْ بَدَأْتُ بِعَلِيٍّ فَقُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَسِيْرَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ فَقَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ قَالَ ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلٰى عُثْمَانَ فَقَبِلَهَا.

৫৫৭। আবু ওয়ায়েল বলেন : আমি আবদুর রহমান বিন আওফকে বললাম : আপনারা আলীকে বাদ দিয়ে কিভাবে উসমানের নিকট বাইয়াত করলেন? তিনি বললেন : আমার কী দোষ? প্রথমে আলীর কাছেই বাইয়াত করতে গিয়েছিলাম। বললাম : আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং আবু বাকরের ও উমারের আদর্শের ভিত্তিতে আপনার নিকট বাইয়াত করছি। তিনি বললেন : যত দূর পারি। (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং আবু বাকর ও উমারের আদর্শ যতদূর পারি অনুকরণ করবো।) এরপর আমি উসমানের নিকট বাইয়াত করতে গেলাম। তিনি গ্রহণ করলেন। (সম্ভবতঃ আলীর "যতদূর পারি" এই উক্তিকে তিনি বাইয়াত কবুলে অনীহার ইঙ্গিত মনে করেছেন। -অনুবাদক)

৫৫৮। হাদীস নং ৪৪২ দ্রষ্টব্য।

৫৫৯। হাদীস নং ৪৪৩ দ্রষ্টব্য।

৫৬০। হাদীস নং ৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

৫৬১। হাদীস নং ৪৮০ দ্রষ্টব্য।

মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রা)

(হযরত আলীর বর্ণিত হাদীস)

٥٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَاَفَاضَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَرْدَفَ اُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَلْتَفِتُ اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ ثُمَّ اَتٰى جَمْعًا فَصَلّٰى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ اَتٰى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيَ ثُمَّ حَبَسَهَا ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ وَسَارَ حَتّٰى اَتٰى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتَى الْمَنْحَرَ (فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ) وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ قَالَ وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ اَفْنَدَ وَقَدْ اَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ اَنْ اُؤَدِّيَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَاَدِّيْ عَنْ اَبِيْكِ قَالَ وَقَدْ لَوٰى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ لَهُ

الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اَحْلِقْ اَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ اَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سِقَايَتَكُمْ وَلَوْلاَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ بِهَا.

৫৬২। আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : এটা হচ্ছে অবস্থানের জায়গা। সমগ্র আরাফাতই অবস্থানের জায়গা। সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন। উসামাকে পেছনে বসালেন এবং নিজের উটটাকে জোরে জোরে চালালেন। অন্য লোকেরা ডানে বামে চলতে লাগলো। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "হে জনতা, প্রশান্তি!" অতঃপর একদল লোকের কাছে এলেন এবং মাগরিব ও ইশার নামাযে তাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর রাত গিয়ে যখন ভোর হলো, তিনি কুযাহতে এলেন এবং কুযাহতে অবস্থান করলেন। তখন তিনি বললেন : এটা অবস্থানের জায়গা এবং একটি সমাবেশের জায়গা। পুরো কুযাহই অবস্থানের জায়গা। এরপর তিনি আবার চলা শুরু করলেন এবং মুহাসসার উপত্যকায় এলেন ও সেখানে (কিছু সময়) অবস্থান করলেন। তারপর তাঁর উটনীকে ধাক্কা দিয়ে তুললেন। উটটি দুলকি চালে চলে উপত্যকা পার হয়ে গেল। অতঃপর উটনীকে থামালেন এবং ফযলকে পেছনে বসালেন। অতঃপর জামরায় এলেন ও পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানীর জায়গায় এলেন। তারপর বললেন, এটা কুরবানীর জায়গা এবং সমগ্র মিনাই কুরবানীর জায়গা। বর্ণনাকারী বলেন : এই সময় খাসয়াম গোত্রের এক যুবতী মেয়ে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার বাবা এত বৃদ্ধ যে, চলৎশক্তি রহিত। অথচ তাঁর ওপর হজ্জ ফারয হয়েছে। আমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করলে কি তাঁর হজ্জ আদায় হবে? তিনি বললেন : "হ্যাঁ, তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।" এই সময় তিনি ফযলের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন। আব্বাস বললেন : হে রাসূলুল্লাহ, আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন : আমি একজন যুবক ও যুবতীকে পাশাপাশি দেখলাম। তাদেরকে শয়তান

থেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এরপর তাঁর নিকট আর এক ব্যক্তি এল। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো কুরবানীর আগেই চুল কামিয়েছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই, কুরবানী কর। এরপর তাঁর নিকট আর একজন এল। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি চুল কামানোর আগেই রওনা হয়েছি। তিনি বললেন : কোন সমস্যা নেই, চুল কামাও অথবা ছাটাও। তারপর তিনি বাইতুল্লায় এলেন ও তাওয়াফ করলেন। তারপর যমযমে এলেন এবং বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র, তোমাদের পানির উৎসকে রক্ষা কর। লোকেরা এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এই আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজে তা থেকে পানি টেনে তুলতাম।

[ইবনু খুযাইমা-২৮৮৯, ২৮৭৩, আবু দাউদ-১৯২২, ১৯৩৫, ইবনু মাজা-৩০১০, তিরমিযী-৮৮৫, মুসনাদে আহমাদ-৫২৫, ৫৬৪, ৬১৩, ৭৬৮, ১৩৪৮]

ছেলে ও মেয়ে শিশুর পেশাব সংক্রান্ত বিধি

٥٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا.

৫৬৩। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ছেলে শিশুর পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। কাতাদাহ বলেন : এ রকম হবে তখন পর্যন্ত, যখন পর্যন্ত তারা কোন শক্ত খাবার খায় না। শক্ত খাবার খেলে উভয়ের পেশাব ধুতে হবে।

[ইবনু খুযাইমা-২৮৪, আবু দাউদ-৩৭৮, ইবনু মাজা-৫২৫, তিরমিযী-৬১০, মুসনাদে আহমাদ-৭৫৭, ১১৪৮, ১১৪৯]

হজ্জের কয়েকটি বিধি

٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ

حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ
اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ
وَهُوَ مُرْدِفٌ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَةَ
مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا
وَشِمَالاً وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ
اَيُّهَا النَّاسُ حَتّٰى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ثُمَّ
وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ
وَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ
يَسِيْرُ الْعَنَقَ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَهُوَ يَلْتَفِتُ
وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ حَتّٰى جَاءَ مُحَسِّرًا
فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ فَخَبَّبْ حَتّٰى خَرَجَ ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْاَوَّلِ حَتّٰى
رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ جَاءَ الْمَنْحَرَ فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى
مَنْحَرٌ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ
كَبِيْرٌ وَقَدْ اَفْنَدَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ
اَدَاءَهَا فَيُجْزِئُ عَنْهُ اَنْ اُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ
عَنْهَا ثُمَّ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّيْ رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَاَفَضْتُ
وَلَبِسْتُ وَلَمْ اَحْلِقْ قَالَ فَلاَ حَرَجَ فَاحْلِقْ ثُمَّ اَتَاهُ رَجُلٌ اٰخَرُ

فَقَالَ إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ اَنْحَرْ فَقَالَ لاَ حَرَجَ فَانْحَرْ ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ انْزِعُوْا يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ تُغْلَبُوْا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِيْفُ وَجْهَ ابْنِ اَخِيْكَ؟ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ غُلاَمًا شَابًّا وَجَارِيَةً شَابَّةً فَخَشِيْتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ.

৫৬৪। আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান করলেন। তখন তার পেছনে উসামা বিন যায়িদ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন : এটা অবস্থানের জায়গা এবং সমগ্র আরাফাতই অবস্থানের জায়গা। তারপর উটনীকে ধাক্কা দিলেন এবং জোরে জোরে চলতে লাগলেন। লোকেরা তার ডান পাশে ও বামপাশে চলতে লাগলেন। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, প্রশান্তি হে জনতা, প্রশান্তি হে জনতা। অবশেষে তিনি মুযদালিফায় এলেন এবং দুই নামায একত্রিত করলেন। তারপর মুযদালিফায় অবস্থান করলেন। তিনি কুযাহ নামক স্থানে অবস্থান করলেন এবং ফযল ইবনে আব্বাসকে পেছনে বসালেন। তিনি বললেন : এটা অবস্থানের স্থান এবং সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থানের স্থান। এরপর উটনীকে ধাক্কা দিয়ে জোরে জোরে চলতে লাগলেন এবং অন্য লোকেরা ডানে ও বামে চলতে লাগলো। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন : হে জনতা, প্রশান্তি, প্রশান্তি। অবশেষে তিনি মুহাস্সারে এলেন এবং বাহক জন্তুটিকে ধাক্কা দিয়ে জোরে জোরে চালিয়ে মুহাসসার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর পুনরায় তাঁর প্রথম অভিযানে প্রত্যাবর্তন করলেন (অর্থাৎ নতুনভাবে যাত্রা শুরু করলেন) এবং শেষ পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানীর জায়গায় এলেন। বললেন : এটা কুরবানীর জায়গা এবং সমগ্র মিনা কুরবানীর জায়গা। তারপর খাসয়াম গোত্রের এক যুবতী মহিলা তাঁর কাছে এল। সে বললো : আমার আব্বা বৃদ্ধ এবং চলাফেরায় অক্ষম। অথচ তাঁর ওপর হজ্জ ফারয হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর হজ্জ করার ক্ষমতা নেই। তাঁর পক্ষ থেকে আমি হজ্জ করলে কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ এবং তিনি মহিলার দিক থেকে ফযল ইবনে আব্বাসের মুখ সরিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এল। সে বললো : আমি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেছি, আরাফাত থেকে ফিরে এসেছি, (ইহরাম খুলে স্বাভাবিক) পোশাক পরেছি, কিন্তু চুল কামাইনি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই। এখন চুল কামাও। তারপর তাঁর কাছে আরেক ব্যক্তি এল। সে বললো : আমি পাথর নিক্ষেপ করেছি, চুল কামিয়েছি, পোশাক পরেছি, কিন্তু কুরবানী করিনি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই, এখন কুরবানী কর। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে চললেন। তিনি এক বালতি যমযমের পানি আনতে বললেন, তা থেকে কিছু পান করলেন এবং কিছু দিয়ে ওযূ করলেন। তারপর বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র, তোমরা পানি তোল। যদি আশঙ্কা না থাকতো যে, তোমরা পরাভূত হবে, তাহলে আমি পানি তুলতাম। (অর্থাৎ আমি তুললে কূয়ায় এত ভীড় হতো যে, তোমরা হয়তো পানি তোলার সুযোগ পেতে না)। আবান বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমি দেখেছি, আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : আমি দেখলাম, একজন যুবক এবং একজন যুবতী কাছাকাছি রয়েছে। তাই আমার আশঙ্কা ছিল ওদেরকে শয়তান কুপ্ররোচনা দেয় কিনা। [হাদীস নং-৫৬২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক রোগীর জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা

٥٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَوَّذَ مَرِيْضًا قَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

৫৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন রোগীর জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তখন বলতেন : اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا. "(হে মানুষের প্রভু, দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও, তুমি আরোগ্য দান কর,

তুমিই তো আরোগ্য দাতা, তোমার আরোগ্য দান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়, তুমি এমন আরোগ্য দিয়ে থাক, যার পর আর কোন রোগ-ব্যাধি থাকে না।)" [তিরমিযী-৩৫৬৫]

ইবনে উম্মু আবদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

٥٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُوَمِّرًا اَحَدًا دُوْنَ مَشُوْرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ.

৫৬৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম, তবে ইবনে উম্মু আবদকে করতাম।

[ইবনু মাজা-১৩৭, তিরমিযী-৩৮০৮, ৩৮০৯, মুসনাদে আহমাদ-৭৩৯, ৮৪৬, ৮৫২]

আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ

٥٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ اَبِي الْحُسَامِ مَدَنِيٌّ مَوْلًى لِآلِ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَلَا يَصُوْمُهَا اَحَدٌ وَاتَّبَعَ النَّاسَ عَلٰى جَمَلِهِ يَصْرُخُ لِذٰلِكَ.

৫৬৭। আমর ইবনে সুলাইমের মাতা বলেন : (হজ্জের মাওসুমে) আমরা যখন মিনায় অবস্থান করছিলাম, তখন আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বলতে লাগলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এই দিনগুলো (১০-১৩ জিলহজ্জ) পানাহারের দিন। এ দিনগুলোতে তোমাদের কেউ যেন রোযা না রাখে।

অতঃপর তিনি তাঁর উটে চড়ে এই ঘোষণা দিতে দিতে জনগণের অনুসরণ করতে লাগলেন।

[হাদীস নং-৭০৮, ৮২১, ৮২৪, ৯৯২]

মনগড়া স্বপ্ন বলা নিষিদ্ধ

٥٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ وَرَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِيْ حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৬৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা ও মনগড়া কাহিনী বলবে, কিয়ামাতের দিন তাকে একটি যবের দানায় গিরা লাগাতে বাধ্য করা হবে।

[তিরমিযী-২২৮১, ২২৮২, মুসনাদে আহমাদ-৬৯৪, ৬৯৯, ৭৮৯, ১০৭০, ১০৮৮, ১০৮৯]

ফজরের নামায সম্পর্কে

٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.

৫৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায ইকামাতের সময় (অর্থাৎ পূর্ব মুহূর্তে) পড়তেন।

[ইবনু মাজা-১১৪৭, মুসনাদে আহমাদ-৬৫৯, ৭৬৪, ৮৮৪, ৯২৯]

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আলীর (রা) ঘনিষ্ঠতা

٥٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ الْعُكْلِيِّ عَنْ

اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتْ لِيْ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ اَدْخُلُ فِيْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّيْ سَبَّحَ بِيْ فَكَانَ ذَاكَ اِذْنُهُ لِيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ اَذِنَ لِيْ.

৫৭০। আলী (রা) বলেছেন : আমার জন্য শেষ রাতের একটা সময় নির্দিষ্ট ছিল, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতাম। তিনি যদি তখন নামাযে থাকতেন, তবে তিনি আমার আগমন উপলক্ষে সুবহানাল্লাহ পড়তেন, সেটা হতো আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি। আর যদি নামাযে না থাকতেন তাহলে আমাকে অনুমতি দিতেন।

[ইবনু খুযাইমা-৯০৪, ৯০২, নাসায়ী-১২/৩, ইবনু মাজা-৩৭০৮, মুসনাদে আহমাদ-৬০৮, ৬৪৭, ৮৪৫, ১২৯০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তর্ক করাকে অপছন্দ করতেন

٥٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا نَائِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذٰلِكَ مِنَ السَّحْرِ حَتّٰى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اَلاَ تُصَلُّوْنَ؟ فَقُلْتُ مُجِيْبًا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا نُفُوْسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَإِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا قَالَ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْكَلاَمِ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ وَلّٰى يَقُوْلُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِهِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٌ جَدَلاً.

৫৭১। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে আমার কাছে এলেন। তখন আমি ও ফাতিমা ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা নামায পড়না? (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ)। আমি তাঁর জবাবে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মন তো আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে আমাদেরকে জাগিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাত ফিরে গেলেন এবং আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। আমি শুনতে পেলাম, তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নিজের উরুতে হাত চাপড়ে বলছেন : وَكَانَ الانْسَانَ اَكْثَر شَيْئٍ جَدلاً। "মানুষ সবার চেয়ে বেশি তার্কিক।"

[সূরা আল কাহ্ফ) (বুখারী-৭৩৪৭, মুসলিম-৭৭৫, ইবনু খুযাইমা-১১৩৯, ১১৪০, মুসনাদে আহমাদ-৫৭৫, ৭০৫, ৯০০, ৯০১]

একই পাত্র থেকে একাধিক ব্যক্তির গোসল জায়েয

٥٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ يَغْتَسِلُوْنَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

৫৭২। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন। [ইবনু মাজা-৩৭৫]

আলী (রা)-এর বিচার

٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَانْتَهَيْنَا إِلٰى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْاَسَدِ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ يَتَدَافَعُوْنَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِاٰخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِاٰخَرَ حَتّٰى صَارُوْا فِيْهَا اَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْاَسَدُ فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوْا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ فَقَامُوْا اَوْلِيَاءُ الْاَوَّلِ إِلٰى اَوْلِيَاءِ الْاٰخِرِ فَاَخْرَجُوْا السِّلَاحَ

لِيَقْتَتِلُوْا فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ عَلَى تَفِيْئَةِ ذٰلِكَ فَقَالَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقَاتَلُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ؟ إِنِّي اَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيْتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ وَإِلاَّ حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ حَتّٰى تَأْتُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُوْنَ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلاَ حَقَّ لَهُ اجْمَعُوْا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِيْنَ حَفَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً فَلِلأَوَّلِ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَأَبَوْا اَنْ يَرْضَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَصُّوْا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اَنَا اَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنَّ عَلِيًّا قَضٰى فِيْنَا فَقَصُّوْا وَاحْتَبٰى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَأَجَازَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৭৩। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। আমরা এমন একটা গোষ্ঠীর কাছে যাত্রা বিরতি করলাম, যারা সিংহের জন্য একটা গর্ত তৈরী করেছিল। এলাকার লোকেরা গর্তের পাশে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে একজন গর্তে পড়ে গেল। সে ওপরে থাকা অন্য একজনের সাথে যুক্ত ছিল। (সেও পড়ে গেল) সে আর একজনের সাথে যুক্ত ছিল। এভাবে গর্তের ভেতরে চারজন একত্রিত হলো। ভেতরে থাকা সিংহটি তাদেরকে আহত করলো। তৎক্ষণাত এক ব্যক্তি বর্শা নিয়ে সিংহের মুখোমুখী হলো এবং তাকে হত্যা করলো, সিংহের আঘাতে ৪ ব্যাক্তিই মারা গেল। প্রথম ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা শেষ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছে গেল এবং উভয় পক্ষ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলো। তখন আলী (রা) উত্তেজনা প্রশমিত করতে তাদের কাছে গেলেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতেই তোমরা যুদ্ধ করতে চাও? আমি তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছি। আমার ফায়সালা যদি তোমাদের মনঃপূত হয় তবে তো ভালো কথা। নচেত তোমরা একে অপর থেকে নিরস্ত্র থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে। তিনি ফায়সালা করে দেবেন। তারপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে, সে কিছুই পাবে না। যে সকল গোত্র এই কূয়োটা খুঁড়েছে,

তাদের কাছ থেকে দিয়াতের এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ এবং পূর্ণ দিয়াত আদায় কর। তারপর প্রথম জন পাবে এক চতুর্থাংশ। কেননা তার ওপরের জন মারা গেছে। আর দ্বিতীয়জন পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়জন অর্ধেক। এ ফায়সালা তারা মানতে রাজী হলো না। অগত্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল। তিনি তখন মাকামে ইবরাহীমে ছিলেন। তারা তাঁর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললো। তিনি 'আমি তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করে দিচ্ছি' এই বলে ঠেস দিয়ে বসলেন। আগন্তুকদের একজন বললো : আলী আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করেছেন। অতপর সে আলীর বিচারের বিবরণ দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর বিচারকে যথার্থ বলে সম্মতি দিলেন। [হাদীস নং-৫৪৭, ১০৬৩, ১৩১০]

٥٧٤- حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عَمَّادٌ اَنْبَأَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

৫৭৪। হাদীস নং ৫৭৩ দ্রষ্টব্য। সংযোজন : আলী (রা) বললেন : চতুর্থজন পূর্ণ দিয়াত পাবে।

৫৭৫। হাদীস নং ৫৭১ দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আলীর (রা) মাহাত্ম্য বর্ণনা

٥٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْاَزْدِيُّ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ مُوْسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَا وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৭৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান

ও হুসাইনের হাত ধরে বললেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে এবং এই দু'জনকে, এদের পিতা ও মাতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামাতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় অবস্থান করবে। [তিরমিযী-৩৭৩৩]

খালা ও ফুফুর সতীন হওয়া জায়েয নেই

٥٧٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا.

৫৭৭। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার জীবিতাবস্থায় তাদের স্বামীর সাথে বিয়ে দেয়া চলবে না।

শাসকের খাওয়া দাওয়া

٥٧٨- حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْاَضْحٰى) فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيْرَةً فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هٰذَا الْبَطِّ يَعْنِي الْوَزَّ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَكْثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زُرَيْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ مَالِ اللّٰهِ إِلاَّ قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَاَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ.

৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেছেন : আমি আলী ইবনে আবী তালিবের নিকট গেলাম। (হাসান বলেছেন : ঈদুল আযহার দিনে।) তিনি একটা খরগোশ (রান্না করা) আমাদের সামনে পাঠালেন। আমি বললাম : আল্লাহ আপনার কল্যাণ

করুন, আপনি যদি একটা হাঁস অর্থাৎ রাজ হাঁস পাঠাতেন, ভালো হতো। কেননা এতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। আলী (রা) বললেন : হে ইবনে যুবাইর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর সম্পদ থেকে খালীফার জন্য দুটো থালাই হালাল, এক থালায় সে নিজে ও তার পরিবার খাবে, অপর থালা সে জনসাধারণের সামনে রাখবে।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থুথুর মর্মকথা

٥٧٩- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أُمِّ مُوْسَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا رَمِدْتُ مُنْذُ تَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَيْنِيْ.

৫৭৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন আমার চোখে থুথু দিয়েছেন, তার পর থেকে আর কখনো আমার চোখ ওঠেনি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন বিতর পড়তেন

٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ فِيْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِيْ وَسَطِهِ وَفِيْ آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتْرُ فِيْ آخِرِهِ.

৫৮০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমাংশে, মধ্যরাতে ও শেষ রাতে বিতর পড়তেন। তারপর শেষ রাতের বিতরই তাঁর জন্য স্থায়ী হলো।

[ইবনু মাজা-১৮৬৬, মুসনাদে আহমাদ-৬৫৩, ৮২৫, ১১৫২, ১২১৫, ১২১৮, ১২৬০]

কুষ্ঠ রোগীর সাথে কথা বলা

٥٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَذَّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ.

৫৮১। হুসাইন (রা) থেকে ও তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুষ্ঠরোগীদের দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থেকনা। তাদের সাথে কথা বলার সময় বর্শা পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখ।

আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **কয়েকটি উপদেশ**

٥٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ وَلاَ تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ وَلاَ تُنْزِ الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ وَلاَ تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ.

৫৮২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : হে আলী, উত্তম রূপে ওযূ করবে, যদিও তা তোমার জন্য কষ্টকর হয়। আর সাদাকা খেওনা। আর ঘোড়ার ওপর গাধাকে চড়িয়ে প্রজনন করিওনা। আর ভবিষ্যদ্বক্তাদের সাথে ওঠাবসা করো না।

পবিত্রাবস্থার ওযূ

٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ

هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

৫৮৩। নাযযাল ইবনে সাবরা (রা) বলেছেন : আলীর নিকট এক মগ পানি আনা হলো। তিনি তখন বাড়ির প্রাঙ্গনে ছিলেন। তিনি এক আঁজল পানি নিয়ে কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল, দু'হাত ও মাথা মাসেহ্ করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তারপর বললেন : এ হলো সেই ব্যক্তির ওযূ, যে অপবিত্র হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম ওযূ করতে দেখেছি।

[বুখারী-৫৬১৬, ইবনু খুযাইমা-১৬, ২০২, মুসনাদে আহমাদ-১০০৫, ১১৭৩, ১১৭৪, ১২২৩, ১৩১৬, ১৩৬৬, ১৩৭২]

মনগড়া হাদীস বলা

٥٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৫৮৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা রটনা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ কথা

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

৫৮৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিল : নামায। নামায। তোমাদের চাকর চাকরানী, দাসদাসীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

[আবু দাউদ-৫১৫৬, ইবনু মাজা-২৬৯৮]

কোন্ আঙ্গুলে আঙটি পরা উচিত

٥٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَجْعَلَ خَاتَمِيْ فِيْ هٰذِهِ السَّبَّاحَةِ اَوِ الَّتِيْ تَلِيْهَا.

৫৮৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই তর্জনীতে বা তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলে আঙটি পরতে নিষেধ করেছেন।

[মুসনাদে আহমাদ-৮৬৩, ১০১৯, ১১২৪, ১১৬৮, ১২৯১, ১৩২১]

৫৮৭। হাদীস নং ৪৩৫ দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন

٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (ز) بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ.

৫৮৮। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি বেছে নিতে স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু তালাক নেয়ার স্বাধীনতা দেননি।

৫৮৯। হাদীস নং ৫৮৮ দ্রষ্টব্য।

নিজের সম্পদ রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ

٥٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الْمُؤَدِّبُ يَعْقُوْبُ جَارُنَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৫৯০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ধনসম্পদ রক্ষার লড়াই-এ মারা যায় সে শহীদ।

নামাযে বাধা দানকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদদু'আ

৫৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ.

৫৯১। আলী (রা) বলেছেন : খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তারা যেমন সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে নামায পড়তে দেয়নি, তেমনি আল্লাহ তাদের বাড়িঘর ও কবরকে আগুন দিয়ে ভরে দিন।

[বুখারী-৪৫৩৩, মুসলিম-৬২৭, ইবনু খুযাইমা-১৩৩৫, মুসনাদে আহমাদ-৯৯১, ৯৯৪, ১১৩৪, ১১৫০, ১১৫১, ১২২১, ১৩০৮, ১৩১৪, ১৩২৭]

গাধার গোশত হারাম

৫৯২- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا وَكَانَ حَسَنٌ اَرْضَاهُمَا فِيْ اَنْفُسِنَا اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

৫৯২। আলী (রা) ইবনুল আব্বাসকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবরের যুদ্ধের সময় মুত'আ (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য) বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

[বুখারী-৫১১৫, মুসলিম-১৪০৭, মুসনাদে আহমাদ-৮১২, ১২০৪]

কুরবানীর জন্তু যবাইকারীকে ঐ জন্তু থেকে পারিশ্রমিক দেয়া যাবে না

٥٩٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُقَسِّمَ بُدْنَهُ اَقُوْمُ عَلَيْهَا وَاَنْ اُقَسِّمَ جُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا وَاَمَرَنِيْ اَنْ لاَ اُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا.

৫৯৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন যেন, যে উটনী আমি কুরবানী দেব, তা যেন আমিই বণ্টন করি, তার চামড়া ও গায়ের চটও যেন বণ্টন করি এবং যবাইকারীকে যেন তা থেকে (পারিশ্রমিক হিসাবে) কিছু না দিই। তিনি বলেছেন : তাকে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে দিয়ে থাকি।

[বুখারী-১৭১৭, মুসলিম-১৩১৭, ইবনু খুযাইমা-২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ২৯২৩, মুসনাদে আহমাদ-৮৯৪, ৮৯৭, ১০০২, ১০০৩, ১১০০, ১১০১, ১২০৯, ১৩২৫, ১৩২৬, ১৩৭৪]

٥٩٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اُثَيْعٍ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ سَأَلْنَا عَلِيًّا بِاَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ يَعْنِيْ يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ فِى الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِاَرْبَعٍ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَلاَ يَحُجُّ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا.

৫৯৪। হামদানের জনৈক ব্যক্তি যায়িদ বিন উসাই বলেছেন : যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে আবু বাকরের সাথে হজ্জে পাঠালেন, সেদিন আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী কী বাণীসহকারে প্রেরিত হয়েছেন? আলী (রা) জবাব দিলেন : চারটি বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছি : মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আল্লাহর ঘর (এখন থেকে) আর কোন লোক উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে না, যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন চুক্তি রয়েছে, তার সে চুক্তি ঐ চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং এ বছরের পর মুশরিক ও মুসলিমরা এক সাথে হজ্জ করবে না।

[তিরমিযী-৮৭১, ৮৭২, ৩০৯২]

٥٩٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَضٰى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقْرَؤُوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَاَنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلاَّتِ.

৫৯৫। আলী (রা) বলেছেন : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করে দিয়েছেন, ওয়াসিয়াত পালনের আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অথচ তোমরা ঋণ পরিশোধের আগে ওয়াসিয়াত পাঠ করে থাক। মায়ের আপন (গর্ভজাত) সন্তানরাই তার (সম্পদে) উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে, একই পিতার ঔরষজাত বিভিন্ন মায়ের সন্তানরা নয়।

[তিরমিযী-২০৯৪, ২০৯৫, ২১২২, ইবনু মাজা-২৭১৫, ২৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ-১০৯১, ১২২২]

٥٩٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اُعْطِيْكُمْ وَاَدَعُ اَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُوْنُهُمْ مِنَ الْجُوْعِ. وَقَالَ مَرَّةً لاَ اُخْدِمُكُمَا وَاَدَعُ اَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى.

৫৯৬। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুফফাবাসীদের পেট যখন ক্ষুধার জ্বালায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, তখন তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি তোমাদেরকে (সাহায্য) দেব না।

[মুসনাদে আহমাদ-৮৩৮]

আরেকবার বলেছিলেন : সুফফাবাসীর সমস্যা গুটিয়ে রেখে আমি তোমাদেরকে সেবা করতে পারবো না।

٥٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي زِيَادٍ الْقَطْوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِي حَرْبُ اَبُوْ سُفْيَانَ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عَمِّيْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْمَسْعٰى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ.

৫৯৭। জাফরের পিতা মুহাম্মাদ বিন আলী বলেন, আমার চাচা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সা'ঈ করার জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে সা'ঈ করতে দেখেছেন।

٥٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ اٰتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِ صَلَاةٍ اَذِنَ لِيْ.

৫৯৮। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম এবং অনুমতি চাইতাম। তিনি নামাযে থাকলে বলতেন সুবহানাল্লাহ। আর নামাযে না থাকলে অনুমতি দিতেন।

[মুসনাদে আহমাদ-৭৬৭, ৮০৯, ৮৯৯]

٥٩٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ لاَ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلاَّ فَهْمٌ يُؤْتِيْهِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ اَوْ مَا فِى الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

৫৯৯। আবু জুহাইফা বলেছেন : আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : কুরআন ছাড়া আপন্যাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পাওয়া আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন : না। যে আল্লাহ বীজ বিদীর্ণ করে তা থেকে অংকুরোদগম করেন এবং প্রাণীর সৃষ্টি করেন তাঁর শপথ, কুরআন ছাড়া কিছুই নেই, তবে আল্লাহ কাউকে কুরআন সম্পর্কে কোন বিশেষ উপলব্ধি দিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা, অথবা পুস্তিকাতে যা আছে তা ছাড়া। আমি বললাম : পুস্তিকাতে কী আছে? তিনি বললেন : বুদ্ধি, বন্দীকে মুক্তি দেয়া এবং কোন কাফিরের বদলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। [বুখারী-৬৯০৩]

٦٠٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ رَافِعٍ (وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ رَافِعٍ اَخْبَرَهُ) اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَاَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَخَذْنَا الْكِتَابَ فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ ابْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيْ كُنْتُ امْرأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ اَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

৬০০। আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাফে‘ বলেছেন : তিনি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে, যুবাইরকে ও মিকদাদকে (এক সফরে) পাঠালেন। তিনি বললেন : তোমরা খাখের বাগানে চলে যাও। সেখানে জনৈকা উষ্ট্রারোহিণী রয়েছে, তার কাছে একটা চিঠি রয়েছে। সেই চিঠিটা তার কাছ থেকে নিয়ে এস। আমরা রওনা হয়ে গেলাম। ঐ উষ্ট্রারোহিণীকেও পেয়ে গেলাম। বললাম, তোমার কাছে যে চিঠি রয়েছে, তা বের কর। সে বললো : আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম : তুমি যদি চিঠি বের না কর তাহলে আমরা তোমার পোশাক খুলবো। তখন সে তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে চিঠিটি বের করলো। দেখলাম, চিঠিটি হাতিব ইবনে আবি বালতায়া কর্তৃক মক্কার কিছু মুশরিককে উদ্দেশ্য করে লেখা। হাতিব তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হাতিব, এটা কী? হাতিব বললেন : আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি কুরাইশদের সাথে সংযুক্ত ছিলাম। অথচ তাদের কেউ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সব মুহাজির রয়েছে, মক্কায়

তাদের কিছু না কিছু আত্মীয়স্বজন রয়েছে, যারা তাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করছে। যেহেতু মক্কাবাসীদের মধ্যে আমার বংশীয় কেউ নেই, তাই ইচ্ছা করলাম, তাদের মধ্যে কিছু লোককে প্রস্তুত রাখি আমার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। আমি এ কাজ কুফরের মনোভাব নিয়ে করিনি, ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়েও করিনি, ইসলাম গ্রহণের পর এখন কুফরির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি –এমনও নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয়ই হাতিব সত্য বলেছে। উমার (রা) বললেন : আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান মেরে দিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কিভাবে জানবে, আল্লাহ হয়তো বদর যোদ্ধাদের জানিয়ে দিয়েছেন : তোমাদের যা খুশী কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

[বুখারী-৩০০৭, মুসলিম-২৪৯৪]

٦٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ الشَّاعِرُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ سَالِمٍ اَبِيْ جَهْضَمٍ اَنَّ اَبَا جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِيْ عَنْ ثَلاَثَةٍ (قَالَ فَمَا اَدْرِيْ لَهُ خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً) نَهَانِيْ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَاَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ.

৬০১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটে কাজ করতে নিষেধ করেছেন : (বর্ণনাকারী বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা শুধু তাঁর জন্য না সবার জন্য তা আমি জানি না) রেশমের জামা পরতে, রেশমে তৈরী জিন বা গদি ব্যবহার করতে এবং (নামাযে) রুকু' অবস্থায় কুরআন পড়তে।

٦٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْيَمَامِيِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ

اَبِيْـهِ عَنْ عَلِيٍّ قَـالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

৬০২। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। সহসা আবু বাকর ও উমার এলেন। তিনি বললেন : হে আলী, এরা দু'জন নবী ও রাসূলগণের পর জান্নাতের যুবক ও প্রৌঢ়দের দুই নেতা।

٦٠٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَرَدْتُ اَنْ اَخْطُبَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِيْ مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِيْ اَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ هِيَ عِنْدِيْ قَالَ فَاَعْطِهَا قَالَ فَاَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ.

৬০৩। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, আমার তো কিছুই নেই। কিভাবে প্রস্তাব পাঠাই? তারপর তিনি আমার সাথে যে সম্পর্ক রাখেন ও মমতাপূর্ণ আচরণ করেন তা স্মরণ করলাম। তারপর প্রস্তাব পাঠালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার কি কিছু আছে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তোমার সেই প্রশস্ত বর্মটা কোথায়, যা আমি তোমাকে অমুক দিন দিয়েছিলাম? বললাম : সেটি তো আমার কাছে আছে। তিনি বললেন : সেটাই দাও। তখন আমি সেটাই তাঁকে দিলাম। (তাঁর মেয়ের মোহরানা হিসাবে।)

٦٠٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكِ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ

مِنْ ذٰلِكَ؟ تُسَبِّحِيْنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ اَحَدُهَا اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ.

৬০৪। আলী (রা) বলেন : ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো একটা জিনিসের সন্ধান দেবনা? তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার ও তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। এর একটা চৌত্রিশবার পড়বে।

[বুখারী-৫৩৬২, মুসলিম-২৭২৭, মুসনাদে আহমাদ-৭৪০, ১১৪১, ১১৪৪, ১২২৯]

٦٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْلَمَةُ الرَّازِيُّ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ اَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.

৬০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বিপদ মুসিবাতে পতিত, অধিক তাওবাকারী মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।

٦٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحِيْ اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

৬০৬। আলী (রা) বলেন : আমার পুরুষাঙ্গ দিয়ে ঘন ঘন মযি (লালার মত তরল পদার্থ) নির্গত হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পেতাম। কেননা আমার কাছে তাঁর মেয়ে রয়েছে। তাই মিকদাদকে জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলাম। সে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ওযূ করবে।

[মুসনাদে আহমাদ-৬১৮, ৮১১, ১০১০, ১১৮২]

٦٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৬০৭। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের অত্যধিক কষ্ট হবে এই আশঙ্কা না থাকলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

[মুসনাদে আহমাদ-৯৬৮, ৭৪০৬]

٦٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلاَنِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ تَنَحْنَحَ فَاَتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ اَتَدْرِيْ مَا اَحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ؟ كُنْتُ اُصَلِّيْ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فِى الدَّارِ فَخَرَجْتُ فَإِذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَم فَقَالَ مَا زِلْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ اَنْتَظِرُكَ إِنَّ فِيْ بَيْتِكَ كَلْبًا فَلَمْ اَسْتَطِعِ الدُّخُوْلَ وَإِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ وَلاَ تِمْثَالٌ.

৬০৮। আলী (রা) বলেছেন : আমি দিনে ও রাতে দুবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতাম। তিনি নামাযরত অবস্থায় যখন যেতাম, তখন তিনি কাশি দিতেন। একদিন রাতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : জান, ফেরেশতা আজ রাতে কী ঘটনা ঘটিয়েছে? আমি নামায পড়ছিলাম। সহসা বাড়িতে মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি বের হলাম। দেখলাম জিবরীল আলাইহিস সালাম উপস্থিত। তিনি বললেন : আমি আজ সারা রাত আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনার ঘরে একটা কুকুর রয়েছে, সেজন্য আমি ঢুকতে পারিনি। আমরা এমন ঘরে ঢুকিনা যেখানে কুকুর, জুনুব (এমন অপবিত্র ব্যক্তি যার ওপর গোসল করা জরুরী) এবং ছবি থাকে।

[মুসনাদে আহমাদ-৫৭০, ১২৯০]

٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُضَحِّى بِالْمُقَابَلَةِ اَوْ بِمُدَابَرَةٍ اَوْ شَرْقَاءَ اَوْ خَرْقَاءَ اَوْ جَدْعَاءَ.

৬০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুকে সামনে থেকে বা পেছনে থেকে যবাই করতে, কান কাটা, নাক কাটা বা একেবারেই অকর্মন্য অঙ্গ বিশিষ্ট পশু যবাই করতে নিষেধ করেছেন।

[আবু দাউদ-২৮০৪, ইবনু মাজা-৩১৪২, তিরমিযী-১৪৯৮, নাসায়ী-২১৬/৭ ২১৭, মুসনাদে আহমাদ-৮৫১, ১০৬১, ১২৭৫]

٦١٠- حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً.

৬১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আছরের পরে সূর্য কিরণ অত্যন্ত প্রখর ও সূর্য অনেক ওপরে থাকা ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

[আবু দাউদ-১২৭৪, নাসায়ী-২৮০/১, মুসনাদে আহমাদ-১০৭৩, ১১৯৪]

٦١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.

৬১১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু' অবস্থায় কুরআন পড়তে, সোনার আঙটি পরতে, রেশমী কাপড় পরতে ও হলুদ বর্ণের পোশাক করতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম-৪৮০]

٦١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ جَاءَ اَبُوْ مُوْسٰى إِلٰى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَعَائِدًا جِئْتَ اَمْ شَامِتًا؟ قَالَ لاَ بَلْ عَائِدًا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشٰى فِيْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ.

৬১২। হাসান বিন আলী যখন অসুস্থ, তখন আবু মূসা তাকে দেখতে এলেন। তখন আলী (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কি অসুস্থকে দেখতে এসেছ, না আমাদের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করতে এসেছ? তিনি বললেন : না, বরং অসুস্থকে দেখতে এসেছি। তখন আলী (রা) বললেন : তুমি যদি অসুস্থকে দেখতে এসে থাক, তাহলে শোন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন কোন ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যতক্ষণ সেখানে গিয়ে না বসে, ততক্ষণ জান্নাতের ফলের বাগানে চলাফেরা করতে থাকে। তারপর যখন সে বসে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে নেয়। সময়টা যদি সকাল হয়, তবে

সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার ওপর রহমত নাযিল হওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকে, আর সময়টা যদি বিকাল হয়, তবে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার ওপর রহমত নাযিল হওয়ার দু'আ করতে থাকে।

[আবু দাউদ-৩০৯৯, ইবনু মাজা-১৪৪৩, মুসনাদে আহমাদ-৭০২]

৬১৩। হাদীস নং ৫৬২ দ্রষ্টব্য।

٦١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبْغِضُ الْعَرَبَ إِلاَّ مُنَافِقٌ.

৬১৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিক ব্যতীত কেউ আরবদের (মুসলিম আরব) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

٦١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ صَحِيْفَةٌ فِيْهَا اَسْنَانُ الاِبِلِ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ قَالَ وَفِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ آوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفًا وَمَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ.

৬১৫। ইবরাহীম আত্ তাইমী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : একদিন আলী (রা) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি দাবী করে, আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব ও এই পুস্তিকা (হাদীস) ছাড়া আর কিছু আছে, যা আমরা অধ্যয়ন করি, সে মিথ্যা বলে। এ পুস্তকে উটের দাঁত ও কিছু আঘাতের বিবরণ রয়েছে। এতে আরো রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনা উঁচু পার্বত্য অঞ্চল ও মরুভূমির মধ্যবর্তী একটি সম্মানিত শহর। যে ব্যক্তি এখানে নতুন কোন নীতি উদ্ভাবন করবে বা নতুন নীতি উদ্ভাবনকারীকে প্রশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও মানব জাতি সকলের অভিসম্পাত। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার নিকট থেকে কোন বিনিময় বা প্রতিকার গ্রহণ করবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজের পিতার ছাড়া অন্য কারো সাথে নিজের সম্পর্কের দাবী করে অথবা উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্য কাউকে উত্তরাধিকারী বানায়, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবজাতি সকলের অভিসম্পাত। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার কাছ থেকে কোন বদলা বা প্রতিকার গ্রহণ করবেন না। আর মুসলিমদের পক্ষ থেকে দেয়া সকল নিরাপত্তামূলক আশ্রয় একই রকম। তাদের মধ্য থেকে একজন নগন্য ব্যক্তিও যে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে।

[বুখারী-৩১৭২, মুসলিম-১৩৭০, ইবনু হিব্বান-৩৭১৬, মুসনাদে আহমাদ-১০৩৭]

শেষ যামানার এক শ্রেণীর মানুষের বিবরণ

٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَلَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬১৬। আলী (রা) বলেছেন : আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তখন কখনো মিথ্যা বলিনা। তাঁর পক্ষ থেকে কোন মনগড়া কথা বলার চেয়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে কিছু বলি, তখন জেনে রেখ, আমি একজন যোদ্ধা। আর যুদ্ধ তো ধোকাবাজি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : শেষ যামানায় এমন কিছু গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে বয়সে নবীন, কল্পনাবিলাসী নির্বোধ, তারা কথা বলবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের মত, অথচ তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, (অর্থাৎ মুখেই উচ্চারিত হবে, হৃদয়ে স্থান পাবে না) তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। কেননা তাদেরকে হত্যা করার জন্য কিয়ামাতের দিন পুরস্কার দেয়া হবে।

[বুখারী-৬৯৩০, মুসলিম-১০৬৬, মুসনাদে আহমাদ-৯১২, ১০৮৬]

٦١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

৬১৭। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের দিন বলেছিলেন : ওরা (মুশরিক ও ইহুদীরা) আমাদের আছরের নামায পড়তে না দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত রেখেছে। আল্লাহ ওদের কবর ও বাড়িগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দিন। তারপর তিনি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় আছরের নামায পড়লেন।

[মুসলিম-৬২৭, ইবনু খুযাইমা-১১৩৭, মুসনাদে আহমাদ-৯১১, ১০৩৬, ১২৪৬, ১২৯৯]

٦١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ اَبِيْ يَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَجُلاً مَذَّاءً

فَاسْتَحْيٰى اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ قَالَ فَقَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ قَالَ فَسَأَلَهُ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

৬১৮। আলী (রা) থেকে এক বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর অতিমাত্রায় মযি নির্গত হতো, (বীর্যের চেয়ে পাতলা লালার মত পদার্থ, যা সাধারণতঃ কামোত্তেজনার সময়ে পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মযির বিষয়ে প্রশ্ন করতে তিনি লজ্জাবোধ করলেন। তাই মিকদাদকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা কর। মিকদাদ জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ জন্য ওযূ করতে হবে।

[বুখারী-১৩২, মুসলিম-৩০৩, ইবনু খুযাইমা-১৯, মুসনাদে আহমাদ-৬০২]

٦١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ.

৬১৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে বা সিজদায় থাকাকালে (কুরআন) পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

[মুসনাদে আহমাদ-১২৪৪]

٦٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ تَنَوَّقَ فِيْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمِ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ هِيَ ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

৬২০। আলী (রা) বলেছেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কী হয়েছে, কুরাইশদের মধ্য থেকেই (স্ত্রী) বাছাই করেন এবং আমাদেরকে (বনু হাশিমকে) এড়িয়ে চলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার কাছে কি কোন প্রস্তাব আছে? আমি বললাম : অবশ্যই, হামযার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে আমার জন্য বৈধ নয়। সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। (অর্থাৎ হামযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ ভাই।)

[মুসলিম-১৪৪৬, মুসনাদে আহমাদ-৯১৪, ১০৩৮, ১০৯৯, ১৩৫৮]

٦٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلاَّ وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلِمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَيَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى.

৬২১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বসেছিলেন। তাঁর হাতে একটা কাঠি ছিল। তা দিয়ে তিনি মাটি খুদছিলেন। হঠাৎ তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন! তোমাদের প্রত্যেকেরই জান্নাতের ও জাহান্নামের বাসস্থান (অর্থাৎ কার বাসস্থান কোথায়) জানা হয়ে গেছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে আমরা আর আমল করবো কেন? তিনি বললেন : আমল করে যাও। কারণ প্রত্যেককে যে আমলের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে আমল তার জন্য সহজ সাধ্য করা হয়েছে। " যে ব্যক্তি দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং যা ভালো তা মেনে নেয়, তার জন্য আমি শান্তির পথ সহজ করে দেব।"

[বুখারী-৪৯৪৬, মুসলিম-২৬৪৭, মুসনাদে আহমাদ-১০৬৭, ১০৬৮, ১১১০, ১১৮১, ১৩৪৯]

আনুগত্য শুধু সৎ কাজে

٦٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوْا قَالَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ فِيْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُطِيْعُوْنِيْ؟ قَالَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَقَالَ اجْمَعُوْا حُطَبًا ثُمَّ دَعَا بِنَارٍ فَاَضْرَمَهَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا قَالَ فَهَمَّ الْقَوْمُ اَنْ يَدْخُلُوْهَا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ شَابٌّ مِنْهُمْ إِنَّمَا فَرَرْتُمْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَلاَ تَعْجَّلُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اَمَرَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْهَا فَادْخُلُوْا قَالَ فَرَجَعُوا إِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ لَهُمْ لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا اَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

৬২২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও একটি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন। তাদের সেনাপতি হিসাবে আনসারদের একজনকে নিযুক্ত করে দিয়েছেন। সফরে বের হওয়ার পর সেনাপতি তাদের ওপর কোন কারণে রেগে গেলেন। তখন সেনাপতি তাদেরকে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে বলেছেন, তাই নয় কি? তারা বললো : হাঁ, বলেছেন। তখন তিনি বললেন : কিছু কাষ্ঠ যোগাড় কর। তারপর তাতে আগুন ধরাতে আদেশ দিলেন। তারপর বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমরা এই আগুনের ভেতর ঢুকবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা আগুনে ঢুকতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সহসা তাদের মধ্যকার এক যুবক বললো : তোমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আশ্রয়

নিয়েছ। কাজেই তাড়াহুড়ো করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তিনি যদি আগুনে ঢুকবার আদেশ দেন তাহলে ঢুকো। অতঃপর সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেল এবং তাকে পুরো ঘটনা জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা যদি আগুনে ঢুকতে, তবে আর কখনো তা থেকে বের হতে পারতে না। (অর্থাৎ তোমাদের চিরতরে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হতো।) মনে রেখ, আনুগত্য শুধু সৎকাজে।

[বুখারী-৪৩৪০, মুসলিম-১৮৪০, মুসনাদে আহমাদ-৭২৪, ১০১৮, ১০৬৫, ১০৯৫]

٦٢٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةً فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِجْلِسْ فَإِنِّيْ سَأُخْبِرُكَ فِيْ هٰذَا بِثَبْتٍ حَدَّثَنِيْ مَسْعُوْدُ بْنُ الْحَكَمِ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ بِرَحْبَةِ الْكُوْفَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِى الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ.

৬২৩। সা'দ বিন মু'আযের পৌত্র ওয়াকিদ বিন আমর বলেছেন : আমি বনু সালমা গোত্রে একটা মৃতদেহ দেখলাম এবং দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়ালাম। না'ফে বিন যুবাইর আমাকে বললেন : বস। আমি এক্ষুণি তোমাকে এ বিষয়ে প্রমাণ সহকারে জানাবো। আমাকে মাসউদ ইবনুল হাকাম আয্ যারকী বলেছেন : তিনি কুফার এক মাঠে আলী ইবনে আবী তালিবকে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় আমাদেরকে মৃতদেহ দেখে দাঁড়াতে বলতেন। পরে তিনি নিজেও বসে থাকতেন, আমাদেরকেও বসতে আদেশ দিতেন।

[মুসলিম ৯৬২, ইবনু হিব্বান ৩০৫৪, মু. আহ. ৬৩১, ১০৯৪, ১১৬৮]

٦٢٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنٍ أَبِيْ سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلٰى عُثْمَانَ فَأَخْبَرُوْهُ بِمَا كَانَ مِنْ

اَمْـرِ الْوَلِيْـدِ اَيْ بِشُرْبِـهِ الْخَـمْـرَ فَكَلَّمَـهُ عَلِيٌّ فِي ذٰلِكَ فَـقَـالَ دُوْنَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاَقِمْ عَلَيْـهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدْهُ قَالَ مَا اَنْتَ مِنْ هٰذَا فِي شَيْءٍ وَلِّ هٰذَا غَيْرَكَ قَالَ بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ عَبْدُ اللّٰهِ يَضْرِبُهُ وَيَعُدُّ عَلِيٌّ حَتّٰى بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ قَالَ اَمْسِكْ اَوْ قَالَ كُفَّ جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

৬২৪। হুদাইন আবু সাসান আর-রাক্কাশী বলেছেন : কুফাবাসীর একটি দল উসমানের কাছে এল। তারা ওয়ালীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। অর্থাৎ ওয়ালীদের মদপান সম্পর্কে। আলী এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন : তোমার চাচাতো ভাইকে গ্রেফতার কর এবং তার ওপর হদ্ (শাস্তি) কার্যকর কর। তারপর বললেন : হে হাসান, ওঠ; ওকে বেত্রাঘাত কর। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আপনার কিছু করণীয় নেই। এ কাজে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিন। তিনি বললেন : বরঞ্চ তুমি দুর্বল ও অক্ষম হয়ে গিয়েছ। হে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, তুমি ওঠ। তারপর আবদুল্লাহ বেত্রাঘাত করতে লাগলো আর আলী গণনা করতে লাগলেন। চল্লিশটিতে পৌছলে আলী বললেন : থাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বাকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। কেবল উমার আশিটি পূর্ণ করেছেন। এর যেটাই করা হবে, সেটাই সুন্নাত।”

[মুসলিম ১৭০৭, মু. আ. ১১৮৪, ১২৩০]

٦٢٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِيْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَجِئْتُهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ اَوْ قَرِيْبَهُ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَا اَتَوَضَّأُ لَكَ وَضُوْءَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ بَلٰى فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَاَلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ عَادَ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَهَا عَلٰى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ اَرْسَلَهَا تَسِيْلُ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَدَهُ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُوْرِهِمَا ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلٰى قَدَمَيْهِ وَفِيْهِمَا النَّعْلُ ثُمَّ قَلَبَهَا بِهَا ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ.

৬২৫। ইবনুল আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন আলী আমার বাড়িতে এলেন। তিনি ওযূর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে এক মুদ বা তার কাছাকাছি পানি ধরে এমন একটা পাত্র ভর্তি পানি এনে দিলাম। পাত্রটি তাঁর সামনে রাখা হলো। তিনি একটু আগেই পেশাব করেছেন। তিনি বললেন : হে ইবনুল আব্বাস। আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ওযূ করে দেখাবো? আমি বললাম : আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। অবশ্যই দেখান। এরপর তাঁর জন্য একটা পাত্র আনা হলো। তিনি তাঁর দু'হাত ধুলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক সাফ করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত দিয়ে মুখে প্রবল জোরে পানির ঝাপটা দিলেন এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কানের বাহিরের অংশ ধুয়ে দিলেন। তারপর এই কাজগুলো তিন তিনবার করলেন। তারপর তাঁর ডান হাত ভরে পানি নিয়ে তা তাঁর কপালে ঢাললেন, অতঃপর তা তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে বইয়ে দিলেন, তারপর তাঁর ডান হাঁত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর তার অন্য হাতও কনুই পর্যন্ত ধুলেন। তারপর তার মাথা ও কানের মধ্যভাগ মাসেহ্ করলেন। তারপর দু'হাত ভর্তি পানি নিয়ে

দু'পায়ে ঢাললেন, তখন তাঁর পায়ে পাদুকা ছিল। তিনি পাদুকা দুটিকে উল্টিয়ে ফেললেন, তারপর অপর পাও তদ্রূপ ধুলেন। আমি বললাম : পাদুকা সহ? তিনি বললেন : পাদুকাসহ। আমি বললাম : পাদুকাসহ? তিনি বললেন : পাদুকাসহ। আমি বললাম : পাদুকাসহ? তিনি বললেন : পাদুকাসহ।

[ইবনু খুযাইমা ১৫৩, ইবনু হিব্বান ১০৮০, আবু দাউদ ১১৭]

٦٢٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ذُكِرَ الْخَوَارِجُ فَقَالَ فِيهِمْ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مُثَدَّنُ الْيَدِ لَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

৬২৬। একবার আলী (রা) এর উপস্থিতিতে খারিজীদের (বিদ্রোহী গোষ্ঠী) প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। আলী (রা) বললেন : তাদের মধ্যে একজনের হাত জন্মগতভাবে অসম্পূর্ণ। তোমরা অহঙ্কারী হয়ে যাবে এই আশঙ্কা যদি না থাকতো, তবে আমি তোমাদেরকে জানাতাম, যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে। আবিদা বললেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ, হ্যাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ, হ্যাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ!

[মুসলিম ১০৬৬, মু. আ. ৭৩৫, ৯০৪, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৮, ১২২৪, ১৩৩২]

٦٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

৬২৭। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ 'জুনুব' (বীর্যপাত জনিত অপবিত্র) না হতেন, ততক্ষণ আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।

[মু. আ. ৬৩৯, ৮৪০, ১০১১, ১১২৩]

٦٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا بَعَثْتَنِيْ اَكُوْنُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ اَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ قَالَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ.

৬২৮। আলী (রা) বলেছেন : আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন আমাকে কোথাও দূত হিসাবে পাঠান তখন আমি কি উত্তপ্ত মুদ্রা ছাপানোর যন্ত্রের মত হব, নাকি উপস্থিত যা দেখতে পায়, অনুপস্থিত তা দেখতে পায়না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উপস্থিত যা দেখতে পায়, অনুপস্থিত তা দেখতে পায় না।

ব্যাখ্যা : উত্তপ্ত মুদ্রা ছাপানোর যন্ত্রের মত হব? অর্থাৎ, যা শিখিয়ে দেয়া হয়, হুবহু তাই বলবো? আর উপস্থিত যা দেখতে পায়, অনুপস্থিত তা দেখতে পায় না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাকে সেখানকার বাস্তবতা বুঝে কাজ করতে হবে। যারা সেখানে উপস্থিত নেই, তাদের শেখানো বুলি আওড়াতে হবে না। অর্থাৎ ইজতিহাদ ও নিজস্ব বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে।

٦٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

৬২৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে মিথ্যা কথা রটিও না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা রটাবে, সে জাহান্নামে যাবে।

[মু. আ. ৬৩০, ১০০০, ১০০১, ১২৯২]

৬৩০। ৬২৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৬৩১। ৬২৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٦٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُنُبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ.

৬৩২। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘরে বীর্যপাতজনিত অপবিত্র লোক, ছবি বা কুকুর আছে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা।

[আবু দাউদ ২২৭, ৪১৫২, ইবনু মাজা, নাসায়ী ১/১৪১, ৭/১৮৫, মু. আ. ৬৪৭, ৮১৫, ১১৭২]

٦٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جُرَيٍّ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُضَحّٰى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ.

৬৩৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানকাটা ও শিং ভাঙ্গা জন্তু দিয়ে কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

[ইবনু খুযাইমা ২৯১৩, আবু দাউদ ২৮০৫, ইবনু মাজা ৩১৪৫, তিরমিযী ১৫০৪, মু. আ. ৭৯১, ১০৪৮, ১০৬৬, ১১৫৭, ১২৯৩, ১১৫৮, ১২৯৪]

٦٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

৬৩৪। আলী (রা) বলেছেন : লাউ-এর খোসা ও তৈলাক্ত পাত্র বিশেষে ভরে রেখে তৈরি করা মদ খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

[বুখারী ৫৫৯৪, মুসলিম ১৯৯৪, মুসনাদে আহমাদ ১১৮০]

٦٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنِيْ عَامِرٌ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৬৩৫। আলী (রা) বলেছেন : দশ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন : সুদখোর, সুদদাতা, সুদ সংক্রান্ত বিষয়ের লেখক, সুদের দু'জন সাক্ষী। হিল্লাকারী, যার জন্য হিল্লা করা হয়, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না, উল্কি অঙ্কনকারী, যে উল্কি করায়।

[আবু দাউদ ২০৭৬, ২০৭৭, ইবনু মাজা ১৯৫৩, তিরমিযী ১১১৯, নাসায়ী ১৪৭/৮, মু. আ. ৬৬০, ৬৭১, ৭২১, ৮৪৪, ৯৮০, ১২৮৯, ১৩৬৪]

٦٣٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ قَالَ قُلْتُ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ وَلاَ عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِيْ لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ.

৬৩৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন আমি বয়সে তরুণ। আমি বললাম : আপনি আমাকে এমন একটি জনগোষ্ঠির নিকট পাঠাচ্ছেন, যাদের মধ্যে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। অথচ আমার বিচার কার্যে তেমন জ্ঞান নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তোমার জিহ্বাকে সঠিক পথে চালাবেন এবং তোমার মনকে (বিরোধ মীমাংসায়) সুদৃঢ় করবেন। তিনি বলেন, অতঃপর কোন দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করাকালে আমি কখনো সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হইনি। [হাদীস নং ১১৪৫ দ্রষ্টব্য]

৬৩৭। আলী (রা) বলেছেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম ও বলছিলাম, হে আল্লাহ, আমার মৃত্যুর সময় যদি উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে অব্যাহতি দাও (অর্থাৎ মৃত্যু দাও) যদি মৃত্যুর বিলম্ব থেকে থাকে তবে আমাকে তুলে নাও (অর্থাৎ মৃত্যু ত্বরান্বিত কর) আর যদি এটা আমার জন্য পরীক্ষা হয়, তবে আমাকে ধৈর্য দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কী বললে? আমি আমার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি আমাকে তাঁর পা দিয়ে আঘাত

করলেন এবং বললেন : কী বললে? আমি আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ,একে আরোগ্য দান কর। আলী (রা) বলেন : এরপর আমি আর কখনো উক্ত ব্যথায় আক্রান্ত হইনি।

[তিরমিযী ৩৫৬৪, হাদীস নং ৬৩৮, ৮৪১, ১০৫৭ দ্রষ্টব্য]

৬৩৮। হাদীস নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য।

٦٣٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ اَنَا وَرَجُلاَنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلاَ يَحْجِزُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

৬৩৯। আবদুল্লাহ বিন সালামা বলেন : আমি ও অন্য দুই ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে (পেশাব ও পায়খানা সেরে) বের হয়েই কুরআন পড়তেন, আমাদের সাথে গোশত খেতেন এবং জানাবাত (বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা) ব্যতীত কোন কারণেই তিনি কুরআন পাঠ থেকে বিরত হতেন না।

[ইবনু খুযাইমা ২০৮, আবু দাউদ ২২৯, ইবনু মাজা ৫৯৪, তিরমিযী ১৪৬, নাসায়ী ১৪৪/১, মু. আ. ৬২৭]

٦٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ.

৬৪০। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পূর্ববর্তী উম্মাতের শ্রেষ্ঠ নারী ইমরানের কন্যা মারইয়াম, আর বর্তমান উম্মাতের শ্রেষ্ঠ নারী খাদীজা (রা)।

[বুখারী ৩৪৩২, মুসলিম ২৪৩০, মু. আ ৯৩৮, ১১০৯, ১২১২]

٦٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْكِنْدِيِّ عَنْ زَاذَانَ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِى الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا قَالَ؟ فَقَامَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَهِدُوْا اَنَّهُمْ سَمِعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ.

৬৪১। যাযান আবু উমার বলেন : আমি প্রকাশ্য ময়দানে আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : গাদীরে খুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমাবেশে কে ছিল? সেখানে তিনি যা বলার তা বলেছেন। এ সময় তেরো ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে : আমি যার অভিভাবক, আলী তার অভিভাবক।

٦٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَاللّٰهِ إِنَّهُ لَمَّا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لاَ يُبْغِضُنِيْ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَلاَ يُحِبُّنِيْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.

৬৪২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে কয়টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো, মুনাফিক ব্যতীত কেউ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না এবং মুমিন ছাড়া কেউ আমাকে ভালোবাসবেনা।
[মুসলিম ৭৮, ইবনু হিব্বান ৬৯২৪, মু. আ. ৭৩১, ১০৬২]

٦٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَنْبَأَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِيْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الْاِذْخِرِ.

৬৪৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে একটা মোটা কাপড়ের চাদর, একটা মশক ও একটা ইযখারের আঁশ ভরা চামড়ার বালিশ যৌতুক হিসাবে দিয়েছিলেন।

[মু. আ. ৭১৫, ৮১৯, ৮৩৮, ৮৫৩]

٦٤٤- حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيْمٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ وَصَعِدَ عَلٰى مَنْكَبِيَّ فَذَهَبْتُ لِاَنْهَضَ بِهِ فَرَأٰى مِنِّيْ ضَعْفًا فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدْ عَلٰى مَنْكَبَيَّ قَالَ فَصَعِدْتُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَنَهَضَ بِيْ قَالَ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ اَنِّيْ لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ اُفُقَ السَّمَاءِ حَتّٰى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ تِمْثَالُ صُفْرٍ اَوْ نُحَاسٍ فَجَعَلْتُ اُزَاوِلُهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتّٰى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْذِفْ بِهِ فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيْرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَبِقُ حَتّٰى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوْتِ خَشْيَةَ اَنْ يَلْقَانَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

৬৪৪। আলী (রা) বলেছেন : একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে চলতে চলতে কা'বার সন্নিকটে উপনীত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, বস। আমি বসলে তিনি আমার ঘাড়ে চড়লেন। আমি তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; চলতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার মধ্যে কিছু দুর্বলতা দেখলেন। তাই তিনি নামলেন। এরপর

আল্লাহর নবী আমার জন্য বসলেন এবং বললেন : আমার ঘাড়ে ওঠ। আমি তাঁর ঘাড়ে উঠলাম। তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন আমার মনে হলো, আমি ইচ্ছে করলে আকাশের কিনারা ধরতে পারি। অবশেষে কা'বা ঘরের ওপরে আরোহণ করলাম। তখনও তার ওপরে একটা পিতল বা তামার মূর্তি ছিল। সেটি আমি তার আগে, পিছে, ডানে ও বামে ধরে নাড়াতে লাগলাম। যখন আমি মূর্তিটাকে নিজের হাতে নিয়ে নিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : ওটা ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ফলে শিশি বোতল যেভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, মূর্তিটিও সেভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এরপর আমি নামলাম। তারপর আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলাম। অবশেষে বাড়ি-ঘর সমূহের আড়ালে লুকিয়ে চলতে লাগলাম, যাতে লোকেরা আমাদের দেখতে না পায়। (হাদীসটির সনদ দুর্বল) [মু. আ. ১৩০২]

٦٤٥- حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا يَاسِيْنُ الْعِجْلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ.

৬৪৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাহদী আমাদের বংশধর থেকেই আবির্ভূত হবে। আল্লাহ তাকে এক রাতের মধ্যেই যোগ্যতা দান করবেন। [ইবনু মাজা ৪০৮৫]

٦٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيْدِ عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَاضِي الرَّيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّا يَقُوْلُ اجْتَمَعْتُ اَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَبِرَ سِنِّيْ وَرَقَّ عَظْمِيْ وَكَثُرَتْ مُؤْنَتِيْ فَإِنْ

رَأَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَأْمُرَ لِيْ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ طَعَامٍ فَافْعَلْ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ فَاطِمَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ رَأَيْتَ اَنْ تَأْمُرَ لِيْ كَمَا اَمَرْتَ لِعَمِّكَ فَافْعَلْ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَعْطَيْتَنِيْ اَرْضًا كَانَتْ مَعِيْشَتِيْ مِنْهَا قَبَضْتَهَا فَإِنْ رَأَيْتَ اَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَافْعَلْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُوَلِّيَنِيْ هٰذَا الْحَقَّ الَّذِيْ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَنَا فِيْ كِتَابِهِ مِنْ هٰذَا الْخُمُسِ فَاَقْسِمُهُ فِيْ حَيَاتِكَ كَيْ لاَ يُنَازِعَنِيْهِ اَحَدُ بَعْدَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ ذَاكَ فَوَلاَّنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ فِيْ حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلاَّنِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ، فَقَسَمْتُهُ فِىْ حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلاَّنِيْهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُ فِىْ حَيَاتِهِ، حَتّٰى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِيْ عُمَرَ فَإِنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ.

৬৪৬। আমীরুল মুমিনীন আলী (রা) বলেছেন : আমি, ফাতিমা, আব্বাস ও যায়িদ বিন হারিসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হলাম। আব্বাস বললেন : হে রাসূল, আমি বুড়ো হাড় জিরজিরে হয়ে গেছি। আমার ব্যয়ও বেড়ে গেছে। কাজেই হে রাসূল, আপনি যদি মনে করেন আমাকে স্বল্পমূল্যে এক ওয়াসাক খাদ্য শস্য দেয়ার আদেশ দেবেন, তাহলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে দিচ্ছি। এরপর ফাতিমা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি মনে করেন, আপনার চাচার জন্য যেমন আদেশ দিয়েছেন, তেমনি আমাকে দেবেন, তাহলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে, দিচ্ছি। তারপর যায়িদ বিন হারিসা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে এক টুকরো জমি দিয়েছিলেন, তা দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। তারপর সেটা আবার আপনি ফেরৎ নিয়েছেন। এখন আপনি যদি সেটা আমাকে ফিরিয়ে দেয়া ভালো মনে করেন, তবে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বেশ, দিচ্ছি। আলী (রা) বলেন : এরপর আমি বললাম : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে এই খুমুছ থেকে আমাদের জন্য যে প্রাপ্য নির্ধারণ করেছেন, সেই প্রাপ্য যদি আমাদেরকে দিতে চান, তবে দিন। তাহলে আমি আপনার জীবদ্দশায়ই তা বণ্টন করবো, যাতে আপনার পরে কেউ আমার সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে না আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে; দিচ্ছি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত প্রাপ্য আমার অধিকারে অর্পণ করলেন। আমি তাঁর জীবিতাবস্থায় তা বণ্টন করলাম। পুনরায় আবু বাকর আমাকে তা অর্পণ করলেন। আমি তা তাঁর জীবিতাবস্থায় বণ্টন করলাম। পুনরায় উমার আমাকে উক্ত প্রাপ্য অর্পণ করলেন। আমি তাঁর জীবিতাবস্থায় তা বিতরণ করলাম। অবশেষে উমারের আমলের শেষ বছরগুলো এল। তখন তাঁর কাছে প্রচুর সম্পদ জমা হতে লাগলো।

[আবু দাউদ ২৯৮৩ ও ২৯৮৪]

৬৪৭। হাদীস নং ৫৭০ দ্রষ্টব্য।

٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَتِهِ فَلَمَّا حَاذَى نِيْنَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلٰى صِفِّيْنَ فَنَادَى عَلِيٌّ اصْبِرْ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اصْبِرْ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ بِشَطِّ الْفُرَاتِ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَيْنَاهُ تَفِيْضَانِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغْضَبَكَ اَحَدٌ مَا شَأْنُ عَيْنَيْكَ تَفِيْضَانِ قَالَ بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيْلُ قَبْلُ فَحَدَّثَنِي اَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ قَالَ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلٰى اَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَاَعْطَانِيهَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ اَنْ فَاضَتَا.

৬৪৮। একদিন নুজাই আলী (রা)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। সিফফীনে যাওয়ার পথে যখন আলী (রা) নিনেভার সমান্তরালে পৌঁছলেন, তখন আলী (রা) বললেন : হে আবু আবদুল্লাহ, ধৈর্য ধারণ কর। হে আবু আবদুল্লাহ, ফোরাতের তীরে ধৈর্য ধারণ কর। নুজাই বললেন : কী হয়েছে? আলী (রা) বললেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী, আপনার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে কেন? আপনাকে কি কেউ রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন : এইমাত্র জিবরীল আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন। তিনি আমাকে বলে গেলেন যে, হুসাইনকে ফোরাতের তীরে হত্যা করা হবে। এরপর জিবরীল বললেন : আপনি কি চান, ফোরাতের তীরের মাটি থেকে কিছুটা এনে আপনাকে তার ঘ্রাণ শুঁকাই? আমি বললাম : হ্যাঁ। এরপর জিবরীল হাত বাড়িয়ে এক মুঠ মাটি নিলেন এবং আমাকে দিলেন। তখন আমি চোখের পানি সম্বরণ করতে পারিনি।

٦٤٩- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ اَنْبَأَنَا الْاَزْهَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْكَاهِلِيُّ عَنِ الْخَضْرِ بْنِ الْقَوَّاسِ عَنْ اَبِيْ سُخَيْلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَدَّثَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ وَسَأُفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيُّ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ اَوْ عُقُوْبَةٍ اَوْ بَلاَءٍ فِى الدُّنْيَا فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِمُ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الْاٰخِرَةِ وَمَا عَفَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَحْلَمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ بَعْدَ عَفْوِه.

৬৪৯। আলী (রা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের একটি শ্রেষ্ঠ আয়াতের পরিচয় জানাবোনা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন? সেটি হলো : "তোমাদের ওপর যে মুসিবাতই আসুক না কেন, তা তোমাদের হাত দ্বারাই উপার্জিত এবং অনেকগুলোই আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।" (সূরা আশ শূরা।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে

আলী, আমি তোমাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিচ্ছি। তোমরা যেসব রোগব্যাধি, আযাব অথবা বিপদাপদে দুনিয়ার জীবনে আক্রান্ত হও, তা তোমাদেরই কর্মফল। আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা এর অনেক উর্ধে যে, তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এ সব শাস্তি ভোগ করানোর পর পুনরায় আখিরাতে তা ভোগ করাবেন। আর যেসব গুনাহ আল্লাহ দুনিয়াতেই মাফ করে দেন, মাফ করার পর পুনরায় আখিরাতে তার জন্য শাস্তি দেবেন- তার ধৈর্য এর চেয়ে অনেক উর্ধে।

٦٥٠- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَهُ قَالَ قُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ تِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.

৬৫০। আসিম বিন যামরা বলেন : আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলায় কেমন নফল ইবাদাত

করতেন? আলী (রা) বললেন : তোমরা তা পারবে না। আমরা বললাম : আমাদেরকে বলুন না, যতদূর পারি অনুকরণ করবো। তিনি বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর কিছুটা বিরতি দিতেন। তারপর সূর্য যখন পূর্ব প্রান্তে এতটা ওপরে উঠতো, যতটা আছরের সময় পশ্চিম প্রান্তে থাকে, তখন উঠে দু'রাকআত পড়তেন। তারপর আবার কিছুক্ষণ বিরতি দিতেন। তারপর যোহরের সময় সূর্য পশ্চিম প্রান্তে যতটা ওপরে থাকে, ততটা যখন পূর্ব প্রান্তে থাকতো, তখন উঠে চার রাকআত পড়তেন। তারপর সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত পড়তেন এবং দু'রাকআত যোহরের পরে পড়তেন। আর আছরের পূর্বে চার রাকআত পড়তেন। এই চার রাকআতের দুই দুই রাকআত শেষে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের ওপর, নবীদের ওপর ও তাঁদের অনুসারী মুমিন ও মুসলিম নরনারীর ওপর সালাম পাঠাতেন। আলী বললেন : এই ষোল রাকআত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের নফল নামায। তবে এই নামাযগুলো নিয়মিতভাবে খুব কম সংখ্যক লোকই পড়ে থাকে।

[ইবনু খুযাইমা ১২১১ ও ১২৩২, ইবনু মাজা ১১৬১, তিরমিযী ৪২৪, ৪২৯, ৫৯৮, ৫৯৯, নাসায়ী ১১৯/২, মু. আ. ৬৮২, ৮৮৫, ১২০২, ১২০৩, ১২০৮, ১২৪২, ১২৫২, ১২৫৮, ১২৬১, ১৩৭৫]

٦٥١- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ فَثَبَتَ الْوَتْرُ اٰخِرَ اللَّيْلِ.

৬৫১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশেই বিতর নামায পড়তেন। কখনো প্রথমভাগে, কখনো মধ্যভাগে এবং কখনো শেষ রাতে। অবশেষে শেষ রাতে বিতর পড়া স্থায়ী হয়।

٦٥٢- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلاَةِ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৫২। আলী (রা) বলেছেন : বিতর ফরয নামাযের মত বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটা সুন্নাত– যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চালু করেছেন।

[ইবনু খুযাইমা ১০৬৭, আবু দাউদ ১৪১৬, ইবনু মাজা ১১৬৯, তিরমিযী ৪৫৩, ৪৫৪, নাসায়ী ২২৮/৩, মু. আ. ৭৬১, ৭৮৬, ৮৪২, ৮৭৭, ৯২৭, ৯৬৯, ১২১৪, ১২২০, ১২২৫, ১২২৮, ১২৩২, ১২৬২]

٦٥٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَاَوْسَطِهِ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

৬৫৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে, শেষভাগে ও মধ্যভাগে বিতর পড়তেন। অবশেষে তাঁর বিতর শেষ রাতে দাঁড়ায়। [মু. আ. ৫৮০]

٦٥٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

৬৫৪। আলী (রা) বলেছেন : আমরা বদরের দিন নিজেদের দিকে তাকালাম। আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশ্রয় নিচ্ছিলাম। অথচ তিনি আমাদের মধ্যে শত্রুর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করছিলেন। সেদিন তিনি ছিলেন সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বীরযোদ্ধা। [মু. আ. ১০৪২, ১৩৪৭]

٦٥٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَكُوْنُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ اَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ اَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ مَرَّةً فِيْ اَدْبَارِهِنَّ.

৬৫৫। আলী (রা) বলেছেন : জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এল এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মরুবাসীদের কারো কারো পেট থেকে হাল্‌কা বাতাস বের হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জা পান না। তোমাদের কেউ একাজ করলে সে যেন ওযূ করে নেয়। আর তোমরা কখনো তোমাদের স্ত্রীদের মল দ্বারে সহবাস করো না।

[তিরমিযী ১১৬৬, মু. আ. ২৪২৫০]

٦٥٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوْسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ فَقَالَتْ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادٍ هَلْ اَنْتَ صَادِقِيْ عَمَّا اَسْأَلُكَ عَنْهُ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ قَالَ وَمَا لِيْ لاَ اَصْدُقُكِ قَالَتْ فَحَدِّثْنِيْ عَنْ قِصَّتِهِمْ. قَالَ فَإِنَّ عَلِيًا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِاَرْضٍ يُقَالُ لَهَا حَرُوْرَاءُ مِنْ جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَإِنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيْصٍ اَلْبَسَكَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ فَلاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَلَمَّا اَنْ بَلَغَ عَلِيًا مَا عَتَبُوْا عَلَيْهِ وَفَارَقُوْهُ عَلَيْهِ فَاَمَرَ مُؤَذِّنًا فَاَذَّنَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلٰى اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلاَّ رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا اَنْ امْتَلأَتِ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيْمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ

وَيَقُوْلُ اَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثِ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِيْ وَرَقٍ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِيْنَا مِنْهُ فَمَا ذَا تُرِيْدُ؟ قَالَ اَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فِيْ إِمْرَأَةٍ وَرَجُلٍ (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا) فَأُمَّةُ مَحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ دَمًا وَحُرْمَةً مِنْ إِمْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَنَقَمُوْا عَلَيَّ اَنْ كَاتَبْتُ مَعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِيْنَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ اُخَالِفْكَ فَكَتَبَ هٰذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قُرَيْشًا يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتّٰى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ يَاحَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ لَمْ

يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ هٰذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ وَفِيْ قَوْمِهِ (قَوْمٌ خَصِمُوْنَ.) فَرُدُّوْهُ إِلٰى صَاحِبِهِ وَلاَ تُوَاضِعُوْهُ كِتَابَ اللّٰهِ فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللّٰهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللّٰهِ فَإِنْ جَاءَ بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضَعُوْا عَبْدَ اللّٰهِ الْكِتَابَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ آلاَفٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ فِيْهِمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ حَتّٰى اَدْخَلَهُمْ عَلٰى عَلِيٍّ الْكُوْفَةَ فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلٰى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ اَمْرِنَا وَاَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ فَقِفُوْا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتّٰى تَجْتَمِعَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ تَسْفِكُوْا دَمًا حَرَمًا اَوْ تَقْطَعُوْا سَبِيْلاً اَوْ تَظْلِمُوْا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلٰى سَوَاءٍ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا ابْنَ شَدَّادٍ فَقَدْ قَتَلَهُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتّٰى قَطَعُوا السَّبِيْلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوْا اَهْلَ الذِّمَّةِ فَقَالَتْ أَاللّٰهِ قَالَ أَاَللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كَانَ قَالَتْ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِيْ عَنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ يَتَحَدَّثُوْنَهُ يَقُوْلُوْنَ ذُوْ الثُّدَيِّ وَذُو الثُّدَيِّ قَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ فِى الْقَتْلٰى فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ اَتَعْرِفُوْنَ هٰذَا؟ فَمَا اَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُوْلُ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ فُلاَنٍ يُصَلِّيْ وَرَأَيْتُهُ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ فُلاَنٍ يُصَلِّيْ وَلَمْ يَأْتُوْا فِيْهِ بِثَبَتٍ يُعْرَفُ إِلاَّ ذٰلِكَ قَالَتْ فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِيْنَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعَمُ اَهْلَ الْعِرَاقِ قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ هَلْ سَمِعْتُ مِنْهُ اَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ. قَالَتْ اَجَلْ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَذْهَبُ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُوْنَ عَلَيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ فِى الْحَدِيْثِ.

৬৫৬। উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াদ বলেছেন : আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আলীর (রা) নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর ইরাক থেকে ফিরে আয়িশার কাছে এলেন। আমরা তখন আয়িশার নিকট বসেছিলাম। আয়িশা (রা) তাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, আমি যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো তুমি কি তার জবাবে আমাকে সত্য বলবে? আলী (রা) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা আমাকে বলবে? সে বললো : আমার কী হয়েছে যে আপনার কাছে সত্য বলবো না? আয়িশা (রা) বলেন : এরপর তিনি তাদের কাহিনী নিম্নরূপ বর্ণনা করলেন :

আলী (রা) যখন মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং দু'জন শালিশ তাদের সিদ্ধান্ত দিলেন, তখন আট হাজার কুরআনের পাঠক (হাফিয) তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তারা হারুরা নামক স্থানে কুফার দিক থেকে এসে সমবেত হলো এবং তারা এই বলে ভর্ৎসনা করলো : যে জামাটি আল্লাহ আপনাকে পরিয়েছিলেন, (অর্থাৎ খিলাফাত) তা আপনি খুলে ফেলেছেন এবং যে নামে আল্লাহ আপনাকে নামকরণ করেছিলেন তা আপনি খুইয়ে ফেলেছেন। তারপর আপনি এতদূর গিয়েছেন যে, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে অন্যদের শালিশ মেনেছেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন নয়। (অর্থাৎ আপনাকে শাসক মানি না) আলী (রা) যখন তাদের এই ভর্ৎসনা ও তাদের পক্ষ থেকে তাকে ত্যাগ করার খবর শুনলেন, তখন জনৈক ঘোষণাকারীকে আদেশ দিয়ে এই ঘোষণা জারী করালেন যে, আমীরুল মুমিনীনের কাছে কুরআন বহনকারী ছাড়া আর কেউ যেন না আসে। এ ঘোষণার ফলে যখন আলীর (রা) বাড়ি হাফিযদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন একটি বড় আকারের কুরআন শরীফ তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। সেই কুরআন শরীফটি তাঁর সামনে রাখা হলো। তিনি তার ওপর হাত চাপড়ে বললেন : ওহে কুরআন শরীফ, মানুষকে জানাও। লোকেরা তাকে বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, তার কাছে আপনি কী চাইছেন? সেতো একটা কাগজের ওপর কিছু কালি ছাড়া কিছু নয়। আর আমরা কথা বলছি আমাদের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে। সুতরাং আপনি কী চান? আলী (রা) বললেন : তোমাদের এই সব সাথী, যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব

ফায়সালাকারী হিসাবে বিদ্যমান। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন : তোমরা যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন শালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিশ পাঠাও। তারা উভয়ে যদি নিজেদের সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে দেবেন।" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের রক্ত ও সম্মান একজন স্বামী ও স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। তারা আমার ওপর রাগান্বিত এ জন্য যে, আমি মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি। অথচ আবু তালিবের ছেলে আলী চুক্তি লিখেছিল তখন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বগোত্র কুরাইশের সাথে সন্ধি করেছিলেন। তখন সুহাইল বিন আমর আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখলেন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" সুহাইল বললো : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখবেন না। তিনি বললেন : তাহলে কী লিখবো? সে বললো : লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা"। এরপর রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন : লেখ : "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ" ...সুহাইল বাধা দিয়ে বললো : আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মানতাম, তাহলে তো আপনার বিরোধিতাই করতাম না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখলেন : এটা সেই সন্ধি, যা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ কুরাইশের সাথে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেন : "আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য।" (অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যদি সন্ধি করা বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে মুয়াবিয়ার সাথে তা অবশ্যই বৈধ হবে) অতঃপর আলী (রা) তাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে পাঠালেন। আমিও তাঁর সাথে রওনা হলাম। যখন তাদের বাহিনীর মাঝে পৌঁছলাম, তখন ইবনুল কাওয়া জনগণের সামনে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলো। সে বললো : হে কুরআন বহনকারীগণ, এ হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস। তাঁকে যারা চেনে না, আমি তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব থেকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি। এই ব্যক্তি তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে নাযিল হয়েছে قَوْمٌ خَصِمُوْنَ "তারা হলো একটা ঝগড়াটে জাতি।" সুতরাং তাকে তার বন্ধুর কাছে (আলীর কাছে) ফেরত পাঠাও এবং তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরোনা। তৎক্ষণাত তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য ভাষণদাতা উঠে বললো : আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরবো। সে যদি সত্য ও সঠিক বক্তব্য নিয়ে আসে এবং আমরা তা বুঝতে পারি। তাহলে আমরা অবশ্যই তা মেনে চলবো। আর যদি অসত্য নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাকে অবশ্যই তার বাতিল

যুক্তিতে পরাজিত করবো। তারপর তারা আবদুল্লাহর সাথে তিনদিন আল্লাহর কিতাবের বাজি ধরে রইল। এরপর তাদের (মুয়াবিয়ার পক্ষের) মধ্য থেকে চারহাজার ব্যক্তি তাদের বাজি প্রত্যাহার করলো এবং প্রত্যেকে তাওবা করলো। ইবনুল কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি তাদের সবাইকে কুফায় আলীর নিকট হাজির করলেন। আলী (রা) অবশিষ্ট লোকদের নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠালেন! ইতিমধ্যে আমাদের ও জনগনের মধ্যে যা হয়েছে, তা তো তোমরা দেখতেই পেয়েছ। সুতরাং তোমরা যেখানে চাও, স্থির হও, যতক্ষণ মুহাম্মাদ (রা)-এর উম্মাত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমবেত না হয়। তোমরা কোন অবৈধ রক্তপাত করো না। ডাকাতি রাহাজানি ও লুণ্ঠন করো না এবং কোন সংখ্যালঘুর ওপর যুল্ম করো না। যদি এসব কর, তাহলে আমরাও একইভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। কেননা আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না। আয়িশা (রা) বললেন : হে ইবনে শাদ্দাদ, আলী কি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন : আল্লাহর কসম, তাদের কাছে আলী (রা) কোন বাহিনী ততক্ষণ পাঠাননি, যতক্ষণ না তারা ডাকাতি ও লুটপাট চালিয়েছে, রক্তপাত করেছে এবং অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। আয়িশা (রা) বললেন : সত্যি? সে বললো : আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। এটাই ঘটেছিল। আয়িশা (রা) বললেন : তাহলে ইরাকীদের সম্পর্কে আমি যে শুনলাম, তারা বলাবলি করে, "উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক", উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক"- এটা কী? ইবনে শাদ্দাদ বললেন : যে ব্যক্তি এ রকম রটনা করে, তাকে আমি দেখেছি এবং আলীকে সাথে নিয়ে নিহতদের মধ্যে তার জানাযা পড়েছি। তিনি লোকজনকে ডাকলেন এবং বললেন : তোমরা একে চিন? বহুলোক এসে বললো : ওকে অমুক গোত্রের মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি, অমুক মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু তারা এইটুকু ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কেউ দিতে পারলো না। আয়িশা (রা) বললেন : আলী (রা) যখন তার জানাযা পড়লেন, তখন ইরাকবাসী যে ধারণা পোষণ করে, তার সম্পর্কে তিনি কী বললেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন : তাকে বলতে শুনলাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আয়িশা বললেন : তাকে কি অন্য কিছু বলতে শুনেছ? ইবনে শাদ্দাদ বললেন : আল্লাহর কসম, না। আয়িশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আল্লাহ্ আলীর ওপর রহমত করুন। কারণ তিনি যে কোন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেই বলতেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। অথচ ইরাকবাসী তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে ও অতিরঞ্জিত কথা বলে।

٦٥٧- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلاَّ كَسَرَهُ وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَوَّاهُ وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرَجَعَ. فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَنْطَلِقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلاَّ كَسَرْتُهُ وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَوَّيْتُهُ وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَكُوْنَنَّ فَتَّانًا وَلاَ مُخْتَالاً وَلاَ تَاجِرًا إِلاَّ تَاجِرَ خَيْرٍ فَإِنَّ اُولٰئِكَ هُمُ الْمَسْبُوْقُوْنَ بِالْعَمَلِ.

৬৫৭। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় ছিলেন। তারপর বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, মদীনায় গিয়ে সকল মূর্তি ভেঙ্গে দেবে, সকল কবর সমান করে দেবে এবং সকল ছবির ওপর কালো কালি মেখে দেবে? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি পারবো। অতঃপর সে চলে গেল। কিন্তু মদীনাবাসীর ভয়ে ভীত হয়ে ফিরে এল। তখন আলী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বেশ, যাও। তিনি গেলেন, আবার ফিরে এলেন। এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রতিটি মূর্তি ভেঙ্গে এসেছি, প্রতিটি কবর সমান করে এসেছি এবং প্রতিটি ছবিতে কালি মেখে এসেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর একটিও যে ব্যক্তি পুনরায় করবে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাযিলকৃত দীনকে অস্বীকার করবে। তারপর বললেন : কেউ নির্যাতনকারী হয়ো না, অহংকারী হয়ো না,

ব্যবসায়ী হয়ো না, তবে সৎ ব্যবসায়ী হয়ো। কেননা এসকল (নির্যাতনকারী, অহংকারী ও অসৎ ব্যবসায়ী) লোক সৎকাজে পেছনে পড়ে যাবে। (সুতরাং কোন অজুহাতেই কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করা ও স্থাপন করা ইসলাম সম্মত নয়।)

[মু. আ. ৬৫৮, ৮৮১, ১১৭০, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭]

৬৫৮। হাদীস নং ৬৫৭ দ্রষ্টব্য।

৬৫৯। হাদীস নং ৫৬৯ দ্রষ্টব্য।

৬৬০। হাদীস নং ৬৩৫ দ্রষ্টব্য।

٦٦١- حَدَّثَنَا خَلَفُ حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنْ اَنْتَ وُلِّيْتَ الْاَمْرَ بَعْدِيْ فَاَخْرِجْ اَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ.

৬৬১। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : হে আলী, তুমি যদি আমার পরে শাসক নিযুক্ত হও, তাহলে নাজরানবাসী (খৃস্টান) কে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে দিও। (এ হাদীস থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী বা অন্য কাউকে খালীফা মনোনীত করে যাননি। তবে আলীকে খালীফা হওয়ার যোগ্য মনে করতেন, তা বুঝা যায়।)

٦٦٢- حَدَّثَنَا خَلَفُ (ز) حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ وَخَالِدُ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْغُسْلُ وَاَمَّا الْمَذْيُ فَفِيْهِ الْوُضُوْءُ.

৬৬২। আলী (রা) বলেন : আমার ঘন ঘন মযি বের হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মিকদাদের মাধ্যমে) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলাম। তিনি বললেন, মনি (বীর্য) বের হলে গোসল করতে হয়। আর মযি বের হলে ওযূ করতে হয়।

[ইবনু মাজা ৫০৪, তিরমিযী ১১৪, মু. আ. ৮৬৯, ৮৯০, ৮৯৩, ৯৭৭]

٦٦٣- حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ اَصْحَابَهُ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

৬৬৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার আগে ও পরে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। এতে নামায আদায়রত অন্যান্য লোকের নামাযে ভুল হতে পারে। [হাদীস নং ৭৫২, ৮১৭ দ্রষ্টব্য]

٦٦٤- حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنِ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ عَلِيًّا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِ اللّٰهَ تَعَالَى الْهُدٰى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ.

৬৬৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক পথের সন্ধান চাও এবং সঠিক কাজ করার প্রেরণা চাও। যখন সঠিক পথের সন্ধান চাইবে তখন দীনের পথে থাকার কথা বলবে। আর যখন সঠিক কাজ করার প্রেরণা চাইবে, তখন বিশেষভাবে তোমার তীর যাতে লক্ষ্যভেদী হয়, তার উল্লেখ করবে। [হাদীস নং ১১২৪ দ্রষ্টব্য]

٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ اَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ كَثِيْرٍ النَّوَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ كَانَ قَبْلِيْ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُقَبَاءَ وُزَرَاءَ نُجَبَاءَ وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ

اَرْبَعَةَ عَشَرَ وَزِيْرًا نَقِيْبًا نَجِيْبًا سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ وَسَبْعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ.

৬৬৫। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী সাতজন এমন উপদেষ্টা পেতেন যারা হতেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের নেতা ও সর্বগুণে গুণান্বিত। আর আমি পেয়েছি চৌদ্দজন সর্বগুণে গুণান্বিত, উত্তরাধিকারীদের নেতা ও উপদেষ্টা। সাতজন কুরাইশ থেকে এবং সাতজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে।

[হাদীস নং ১২৬৩, ১২০৬, ১২৭৪ দ্রষ্টব্য]

٦٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنِيْ إِلٰى قَوْمٍ هُمْ اَسَنُّ مِنِّيْ لأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِيْ قَلْبَكَ.

৬৬৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে আমার চেয়ে প্রবীন একটি গোষ্ঠীর নিকট তাদের বিচার ফায়সালার জন্য পাঠাচ্ছেন? তিনি বললেন: যাও, আল্লাহ তোমার জিহ্বাকে সংযত ও বলিষ্ঠ করবেন এবং তোমার মনকে সঠিক পথ দেখাবেন। [হাদীস নং ১৩৪২ দ্রষ্টব্য]

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو ابْنُ غُزَيٍّ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عِلْبَاءُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَرَّتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ إِلٰى وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيْرٍ فَقَالَ مَا اَنَا بِاَحَقَّ بِهٰذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৬৬৭। আলী (রা) বলেছেন : যাকাতের এক পাল উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে গেল। তিনি একটি উটের পাঁজরের একটা পশম হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন এবং বললেন : এই পশমটার ওপর আমার অধিকার যে কোন একজন সাধারণ মুসলিমের চেয়ে বেশি নয়।

٦٦٨- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّيْ إِذِ انْصَرَفَ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ اَقْبَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى لَنَا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ ذَكَرْتُ اَنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا حِيْنَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ اَغْتَسِلْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِيْ بَطْنِهِ رِزًّا اَوْ كَانَ عَلٰى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ اَوْ غُسْلِهِ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلٰى صَلَاتِهِ.

৬৬৮। আলী (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। সহসা তিনি চলে গেলেন। আমরা তখনো নামাযে দাঁড়িয়ে। তারপর তিনি ফিরে এলেন। তাঁর মাথা দিয়ে তখনও পানি টপকাচ্ছিল। তারপর তিনি আমাদের নামায পড়ালেন। তারপর বললেন : আমার মনে পড়লো, আমি যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন "জানাবাত" (বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা) অবস্থায় ছিলাম। অথচ গোসল করিনি। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পেটে কোন ব্যথা অনুভব করে, অথবা আমার যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থায় থাকে, তাহলে তার বেরিয়ে গিয়ে প্রয়োজন সেরে অথবা গোসল করে এসে পুনরায় নামায পড়া উচিত। [মু. আ. ৬৬৯, ৭৭৭]

৬৬৯। হাদীস নং ৬৬৮ দ্রষ্টব্য।

٦٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ صَالِحٍ الْاَسْلَمِيُّ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَنْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ اَنْشُدُ اللّٰهَ رَجُلًا

مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ مَا قَالَ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدْرِيًّا فَشَهِدُوْا.

৬৭০। যিয়াদ বলেন : আমি আলী (রা)-কে জনগণের কাছ থেকে শপথ নিয়ে বলতে শুনেছি : আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে প্রত্যেক মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করছি, খুমের জলাশয়ের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা কেউ শুনেছ কিনা। তখন বারো জন বদর যোদ্ধা দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল যে, তারা শুনেছে।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

৬৭১। আলী (রা) বলেছেন : সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক, সুদের সাক্ষীদ্বয়, সুদকে হালাল প্রতিপন্নকারী এবং যার জন্য হালাল প্রতিপন্ন করা হয়– এদের সকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।
[৬৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

٦٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَيِّدِيْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ حِيْنَ قُتِلَ اَهْلُ النَّهْرَوَانِ فَكَاَنَّ النَّاسَ وَجَدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مِنْ قَتْلِهِمْ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا بِاَقْوَامٍ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُوْنَ فِيْهِ اَبَدًا حَتّٰى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلٰى فُوْقِهِ وَإِنَّ آيَةَ ذٰلِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً اَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ اِحْدٰى يَدَيْهِ كَثَدْيِ

الْمَرْأَةِ لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ حَوْلَهُ سَبْعُ هُلْبَاتٍ فَالْتَمِسُوْهُ فَإِنِّي أُرَاهُ فِيهِمْ فَالْتَمَسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ إِلَى شَفِيرِ النَّهَرِ تَحْتَ الْقَتْلَى فَأَخْرَجُوْهُ فَكَبَّرَ عَلِيٌّ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِنَّهُ لَمُتَقَلِّدٌ قَوْسًا لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِيْ مُخْدَجَتِهِ وَيَقُوْلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَكَبَّرَ النَّاسُ حِيْنَ رَأَوْهُ وَاسْتَبْشَرُوْا وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَجِدُوْنَ.

৬৭২। আনসারদের মুক্ত দাস আবু কাছীর বলেছেন : নাহরাওয়ানবাসীকে যখন হত্যা করা হয়, তখন আমি আমার মনিব আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন মনে হচ্ছিল, তাদের হত্যাকাণ্ডে জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিল। তাই আলী (রা) বললেন : হে জনতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন, এক শ্রেণীর লোক ইসলাম থেকে এরূপ দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাবে, যেরূপ দ্রুত ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় এবং আর কখনো ফিরে আসবে না, যেমন তীর তার ধনুকে ফিরে আসে না। এর নিদর্শন হলো, তাদের মধ্যে এমন একজন কালো মানুষ থাকবে, যার হাতের গঠন অসম্পূর্ণ। তার একখানা হাত মহিলাদের স্তনের মত। সে হাতখানিতে মহিলার স্তনের বোঁটার মত একটা বোঁটা থাকবে। তার পাশে সাতটি লোমগুচ্ছ থাকবে। সুতরাং তোমরা তাঁকে খুঁজে দেখ। আমার মনে হচ্ছে, এই নিহতদের মধ্যেই সে আছে। তখন লোকেরা তাকে খুঁজলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে নিহতদের লাশের নিচে তাঁকে পেল এবং তাকে টেনে বের করলো। তাকে দেখেই আলী (রা) আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন এবং বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অবশ্যই সত্য বলেছেন। তখন তাঁর কাঁধে আরবীয় ধনুক ছিল। সেটি তিনি হাতে নিলেন এবং তা দিয়ে তার হাতের অসম্পূর্ণতার স্থানটিতে খোঁচা দিয়ে বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। লোকেরা তাকে দেখে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিল। উল্লাস প্রকাশ করলো এবং তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল তা প্রশমিত হলো।

٦٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوْفِ سِتٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوَفِّيَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ.

৬৭৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি মহৎ কাজের দায়িত্ব রয়েছে : তার সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দেবে, কেউ হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, কেউ তাকে দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে, কেউ মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার জন্যও তা পছন্দ করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার হিতকামী থাকবে।

[ইব্নু মাজা ১৪৩৩, তিরমিযী ২৭৩৬, মু. আ. ৬৭৪]

٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِيْ كَمَا تُلْتَمَسُ اَوْ تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلاَ يُوْجَدُ.

৬৭৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ আমার একজন সাহাবীকে হারানো জিনিস খোঁজার মত হন্যে হয়ে খোঁজা হবে, কিন্তু পাওয়া যাবে না।

[হাদীস নং ৭২০ দ্রষ্টব্য]

٦٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَأْسِرُوْهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوْا كُرْهًا.

৬৭৬। আলী (রা) বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আবদুল মুত্তালিবের বংশধরের মধ্য থেকে যাকে তোমরা বাগে পাও, গ্রেফতার করো, (হত্যা করো না) কেননা তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছে।

٦٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ قَالَ شِرْكُكُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا.

৬৭৭। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আর তোমরা তোমাদের জীবিকাকে মিথ্যা বলার উপলক্ষ বানিয়ে থাকো" (সূরা আল ওয়াকিয়া) এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন : তোমাদের শিরক হলো এই মিথ্যা কথন যে, অমুক গ্রহ ও অমুক নক্ষত্রের উসিলায় আমরা বৃষ্টি পেলাম।
[তিরমিযী ৩২৯৫, মু. আ. ৮৪৯, ৮৫০, ১০৮৭]

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. قَالَ اَسْوَدُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ وَ إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ. وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

৬৭৮। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়টি সূরা দিয়ে বিতরের নামায পড়তেন : প্রথম রাকআতে "আলহাকুমুত্ তাকাছুর" "ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদর" ও "ইযা যুলযিলাতিল আরদু", দ্বিতীয়

রাকআতে ওয়াল আসরি, ইযা জা'য়া নাসরুল্লাহি ও ইন্না আতাইনাকাল কাউছার এবং তৃতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।

[তিরমিযী ৪৬০, মু. আ. ৬৮৫]

٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ الْاَعْلٰى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ اَمَةً لَهُمْ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَاَتٰى عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهَا حَتّٰى تَلِدَ اَوْ تَضَعَ ثُمَّ اجْلِدْهَا.

৬৭৯। আবু জামিলা আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন : একজন বাঁদী ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়ে পড়লো। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং ঘটনাটা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তার পর বেত মারো।

[আবু দাউদ ৪৪৭৩, মু. আ. ৭৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৪২, ১২৩১]

٦٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَسَنٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرْمُوْزٍ عَلٰى عَلِيٍّ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا ابْنُ جُرْمُوْزٍ يَسْتَأْذِنُ قَالَ ائْذَنُوْا لَهُ لِيَدْخُلْ قَاتِلُ الزُّبَيْرِ النَّارَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

৬৮০। যির ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবনে জুরমুয একবার আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আলী (রা) বললেন : সে কে? লোকেরা বললো : ইবনে জুরমুয সাক্ষাতের অনুমতি চাচ্ছে। আলী (রা) বললেন : ওকে আসতে দাও। যুবাইরের হত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নামে প্রবেশ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (অন্তরঙ্গ সহচর) থাকে। আমার হাওয়ারী হলো, যুবাইর।

[তিরমিযী ৩৭৪৪, মু. আ. ৬৮১, ৭৯৯, ৮১৩]

٦٨١- فَقَالَ عَلِيٌّ بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَبِيْ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

৬৮১। ৬৮০ নং হাদীসের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু : আলী (রা) বললেন : ছাফিয়ার ছেলের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। আবদুল্লাহ বলেন : আমার পিতা বলেছেন : আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি : হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী।

৬৮২। হাদীস নং ৬৫০ দ্রষ্টব্য।

٦٨٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ز) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ اَبْعَثُكَ فِيْمَا بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُسَوِّيَ كُلَّ قَبْرٍ وَاَطْمِسَ كُلَّ صَنَمٍ.

৬৮৩। আলী (রা) জারিরের পিতা হাইয়ানকে বললেন : যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তোমাকে আমি সেই কাজে পাঠাবো। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি কবরকে সমান করে দিতে এবং প্রতিটি মূর্তির চেহারা বিকৃত করতে।

[মুসলিম ৯৬৯, মু. আ. ৮৮৯]

٦٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيْمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْاَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ كَثَّ اللِّحْيَةِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

৬৮৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাথা বড়, চোখ বড়, চোখের পাপড়ি ঝুলন্ত, ঈষৎ লাল রং যুক্ত চোখ, ঘন দাড়ি ও গায়ের রং উজ্জ্বল দীপ্তিময়। তিনি যখন হাঁটতেন, এমনভাবে হাঁটতেন যেন নীচ

থেকে ওপরে উঠছেন, আর যখন আশপাশের দিকে তাকাতেন, তখন সমগ্র শরীর নিয়ে ঘুরে তাকাতেন। তাঁর হাতের পাতা ও পায়ের পাতা ছিল মাংসল ও পরিপুষ্ট।
[হাদীস নং ৭৯৬]

٦٨٥- حَدَّثَنِيْ اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

৬৮৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটে সূরা দিয়ে বিতর নামায পড়তেন।
[৬৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

٦٨٦- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ مَاءً.

৬৮৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর পানি স্পর্শ করা ছাড়াই কুরআন পড়তেন।

٦٨٧- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُوْسَى الصَّغِيْرِ الطَّحَّانِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ خَرَجْتُ فَاَتَيْتُ حَائِطًا قَالَ فَقَالَ دَلْوٌ بِتَمْرَةٍ قَالَ فَدَلَّيْتُ حَتّٰى مَلأَتُ كَفِّيْ ثُمَّ اَتَيْتُ الْمَاءَ فَاسْتَعْذَبْتُ يَعْنِيْ شَرِبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَطْعَمْتُهُ بَعْضَهُ وَاَكَلْتُ اَنَا بَعْضَهُ

৬৮৭। আলী (রা) বলেছেন : একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি বাগানের দেয়ালের কাছে গেলাম। বাগানের মালিক আমাকে বললো : এক বালতি পানি তুলে দিলে একটা খোরমা পাবে। তদনুসারে আমি বালতি বালতি করে পানি তুলে খোরমা দিয়ে মুঠো পূর্ণ করলাম। তারপর পানির কাছে গিয়ে পানি পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাকে কিছু খোরমা খাওয়ালাম এবং নিজে কিছু খেলাম। [হাদীস নং ১১৩৫ দ্রষ্টব্য]

٦٨٨- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ نَاقَتِيْ وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ اَمَّا نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا وَاَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنَ الشَّيْطَانِ.

৬৮৮। আলী (রা) বলেছেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। সে বললো, আমি মান্নত করেছি, আমার উটনীটা কুরবানী করবো। তাছাড়া আরো এটা ওটা কুরবানী করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার উটটা কুরবানী করে দাও। আর এটা ওটা শয়তানের ব্যাপার। (অর্থাৎ যে জিনিস এখনো নির্দিষ্টভাবে স্থির করনি, সেটা বাদ দাও)

٦٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُوْحٍ يَعْنِيْ قُرَادًا اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْوَتْرِ قَالَ فَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُوْتِرَ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثَوِّبْ يَا ابْنَ النَّبَّاحِ اَوْ اَذِّنْ اَوْ اَقِمْ.

৬৮৯। বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন : একদিন আলী (রা) (ফজরের পূর্বক্ষণে) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। লোকেরা তাঁকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন এই সময়ে বিতর পড়ি। হে ইবনে নাব্বাহ, হয় নফল পড়, না হয় আযান দাও, না হয় ইকামত দাও।

[মু. আ. ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২]

٦٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

تَقَدَّمَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلاَ تَسْمَعْ كَلاَمَ الْاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلاَمَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَرٰى كَيْفَ تَقْضِيْ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ قَاضِيًا.

৬৯০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বাদী ও বিবাদী হয়ে আসবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের বক্তব্য শুনো না। দু'জনেরই বক্তব্য শুনলে বুঝবে কিভাবে বিচার করতে হয়। আলী (রা) বলেন : এরপর থেকে আমি বিচারক হিসাবে কাজ করতে লাগলাম।

[আবু দাউদ ৩৫৮২, তিরমিযী ১৩৩১, মু. আ. ৭৪৫, ১২১১, ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৫]

٦٩١- حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلاَّمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمِ الْحَنَفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ اَبِيْ تَحْيٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا قَالَ اللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ.

৬৯১। আলী (রা) বলেছেন : যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফরের ইচ্ছা করতেন, বলতেন : হে আল্লাহ, আমি তোমারই নামে কোন কিছুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তোমারই নামে স্থানান্তরিত হই এবং তোমারই নামে ভ্রমণ করি। [মু. আ. ১২৯৬]

٦٩٢- حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ اَنْبَئَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اُعْطِيَ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ.

৬৯২। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত মোক্ষন করালেন। তারপর আমাকে রক্ত মোক্ষনকারীর মজুরী দিতে আদেশ দিলেন।
[মু. আ. ১১২৯, ১১৩০, ১১৩৬]

٦٩٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اٰتِيَهُ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيْهِ مَا لاَ تَضِلُّ اُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَخَشِيْتُ اَنْ تَفُوْتَنِيْ نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّيْ اَحْفَظُ وَاَعِيْ قَالَ اُوْصِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

৬৯৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা পাত্র আনতে বললেন, যার ওপর তিনি এমন কিছু লিখবেন, যার ফলে তাঁর উম্মাত তাঁর পরে বিপথগামী হবে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হলো, (এ ধরনের কিছু লিখতে দিলে) তিনি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যান কিনা। আমি বললাম : আমি মনে রাখবো ও সংরক্ষণ করবো। তিনি বললেন : আমি নামায, যাকাত ও দাস-দাসীদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ওয়াসিয়াত করছি।

٦٩٤- حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِيْ حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৯৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যে স্বপ্ন বানিয়ে বলবে, তাকে কিয়ামাতের দিন একটা যবে গিরা দিতে বাধ্য করা হবে। (অথচ এ কাজটা সে কখনো করতে পারবে না।)

[হাদীস নং ৫৬৮ দ্রষ্টব্য]

٦٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِيْ النُّمَيْرِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ

طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي اخْتِلاَفٌ اَوْ اَمْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ السِّلْمَ فَافْعَلْ.

৬৯৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে ব্যাপক মতভেদ হবে। তুমি যদি শান্তিতে থাকতে চাও, তবে থাক। (অর্থাৎ মতভেদ এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর।)

٦٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى زَحْمَوَيْهِ قَالُوْا اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ذِيْ حَدَّانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْحَرْبَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ خَدْعَةً قَالَ زَحْمَوَيْهِ فِيْ حَدِيْثِهِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ.

৬৯৬। আলী (রা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যুদ্ধকে ধোঁকা নাম দিয়েছেন। [মু. আ. ৬৯৭, ১০৩৪]

(অর্থাৎ যুদ্ধে ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নেয়া বৈধ।)

৬৯৭। হাদীস নং ৬৯৬ দ্রষ্টব্য।

٦٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَاَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَرُحْتُ بِهَا فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغَضَبَ قَالَ فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

৬৯৮। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক

সেট রেশম মিশ্রিত নতুন পোশাক উপহার দেয়া হলো। তিনি সেটি আমার কাছে পাঠালেন। আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ পরিস্ফুট দেখতে পেলাম। তাই আমি সেটটি আমার মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

[বুখারী ২৬১৪, মুসলিম ২০৭১, মু. আ. ৭৫৫, ১৩১৫]

৬৯৯। হাদীস নং ৫৬৮, ৬৯৪ দ্রষ্টব্য।

٧٠٠- حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرَ.

৭০০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেন (নামায পড়তেন।)

٧٠١- حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَاظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِيْ كَرْبٌ اَنْ اَقُوْلَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৭০১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন, যখন আমার ওপর কোন কঠিন বিপদ আসে, তখন যেন (এই দু'আ) পড়ি : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

[হাদীস নং ৭২৬ দ্রষ্টব্য]

٧٠٢- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ ثُوَيْرُ بْنُ اَبِيْ فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِيٌّ قَالَ فَدَخَلَ عَلِيٌّ فَقَالَ اَعَائِدًا جِئْتَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَمْ زَائِرًا فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ بَلْ عَائِدًا. فَقَالَ عَلِيٌّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا عَادَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا إِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ مِنْ حِيْنَ يُصْبِحُ إِلٰى اَنْ يُمْسِيَ وَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ خَرِيْفًا فِى الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْخَرِيْفُ قَالَ السَّاقِيَةُ الَّتِيْ تَسْقِي النَّخْلَ.

৭০২। আবু মূসা আল আশয়ারী (রা) আলীর অসুস্থ ছেলে হাসানকে দেখতে এলেন। আলী (রা) এ সময়ে বাড়িতে প্রবেশ করে বললেন : হে আবু মূসা, আপনি কি আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন, না অসুস্থকে দেখতে এসেছেন? আবু মূসা (রা) বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, অসুস্থকে দেখতে এসেছি। আলী (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম কোন অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার কল্যাণ কামনা করে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করে এবং আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটা 'খরীফ' বানিয়ে দেন। আবু মূসা বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, 'খরীফ' কী? তিনি বললেন : যে নদী খেজুরের বাগানে পানি সিঞ্চন করে।

[তিরমিযী ৯৬৯, মু. আ. ৬১২]

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَدِمَ عَلٰى عَلِيٍّ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ فِيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَقَالَ عَلِيٌّ بَلْ مَقْتُوْلٌ ضَرْبَةٌ عَلٰى هٰذَا تَخْضِبُ هٰذِهِ يَعْنِيْ لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ عَهْدٌ مَعْهُوْدٌ وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ وَقَدْ

خَابَ مَنِ افْتَرَى وَعَاتَبَهُ فِيْ لِبَاسِهِ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْبَاسِ هُوَ اَبْعَدُ مِنَ الْكِبْرِ وَاَجْدَرُ اَنْ يَقْتَدِيَ بِيَ الْمُسْلِمُ.

৭০৩। বসরাবাসী খারিজীদের একটি দল আলী (রা)-এর কাছে এল। তাদের মধ্যে জা'দ বিন বা'জা নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে বললো : হে আলী, আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ আপনি একদিন মারা যাবেন। আলী (রা) বললেন : বরং আমি নিহত হব। আমার মাথার ওপর একটা আঘাত আমার দাড়িকে রঞ্জিত করবে। এটা একটা অবধারিত প্রতিশ্রুতি এবং অকাট্য ফায়সালা। যে মিথ্যা আরোপ করে, সে একদিন ব্যর্থ হবেই। জা'দ আলী (রা)-কে তার পোশাক নিয়ে ভর্ৎসনা করলো। তিনি বললেন : পোশাক নিয়ে তোমাদের কী হয়েছে? আমার যে পোশাক রয়েছে তা অহংকার থেকে অধিকতর দূরে এবং আমার প্রতি মুসলিমদের অনুকরণের অধিকতর যোগ্য।

٧٠٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لَاٰتِيَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ قَالَ فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِهِ يَقْصِمُ اللّٰهُ كُلَّ جَبَّارٍ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ قَوْلٌ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ لاَ تَخْتَلِقُهُ الْاَلْسُنُ وَلاَ تَفْنٰى اَعَاجِيْبُهُ، فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ.

৭০৪। হারিস বিন আবদুল্লাহ আল আওয়ার প্রতিজ্ঞা করলো যে, আমি আমীরুল মুমিনীনের নিকট অবশ্যই যাবো এবং আজ রাতে যা শুনেছি, সে সম্পর্কে তাকে

জিজ্ঞাসা করবো। অতঃপর ইশার পর তাঁর কাছে গেলাম। তারপর হারিস ঘটনা বর্ণনা করলো। তারপর আলী (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার কাছে জিব্রাঈল এসে বললো : হে মুহাম্মাদ, তোমার পর তোমার উম্মাত বিভেদে লিপ্ত হবে। তখন আমি বললাম : হে জিব্রাঈল, এ সমস্যার সমাধান কোথায়? তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাব, যা দ্বারা তিনি প্রত্যেক স্বৈরাচারীর দর্প চূর্ণ করেন। এ কিতাবকে যে আঁকড়ে ধরে, সে মুক্তি পায়, আর যে একে বর্জন করে সে ধ্বংস হয়। কথাটা তিনি দু'বার বললেন : এটা একটা অকাট্য কথা, কোন প্রহসন নয়। এ রকম বাণী সকল জিহ্বা একত্রিত হয়েও রচনা করতে পারে না এবং এর বিস্ময়ের কোন শেষ নেই। এতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাহিনী রয়েছে, তোমাদের মধ্যকার বিরোধের ফায়সালার উল্লেখ রয়েছে এবং তোমাদের পরবর্তী সময়ে যা ঘটবে তার পূর্বাভাষ রয়েছে। [তিরমিযী ২৯০৬]

৭০৫। হাদীস নং ৫৭১ দ্রষ্টব্য।

٧٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ اَبُوْ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ اَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِبْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ فِيْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَاَغَارُوْا فِيْ سَرْحِ النَّاسِ وَهُمْ اَقْرَبُ الْعَدُوِّ إِلَيْكُمْ وَإِنْ تَسِيْرُوْا إِلٰى عَدُوِّكُمْ اَنَا اَخَافُ اَنْ يَخْلُفَكُمْ هٰؤُلاَءِ فِيْ اَعْقَابِكُمْ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَخْرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ لَيْسَ صَلاَتُكُمْ إِلٰى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلٰى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ قِرَاءَتُكُمْ إِلٰى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَحْسِبُوْنَ اَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ

مِنَ الرَّمِيَّةِ وَآيَةُ ذٰلِكَ اَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيْضٌ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَتَّكَلُوْا عَلَى الْعَمَلِ فَسِيْرُوْا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

৭০৬। যায়িদ বিন ওহাব বলেন : নাহ্‌রাওয়ানের খারিজীরা যখন বিদ্রোহ করলো, তখন আলী (রা) তাঁর সাথীদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : এরা (খারিজীরা) অন্যায়ভাবে রক্তপাত করেছে, জনগণের সম্পত্তির লুটপাট চালিয়েছে। তারা তোমাদের সবচেয়ে নিকটে অবস্থানকারী শত্রু। আর যদি তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলে যাও, তবে আমার আশঙ্কা যে, এরা (অর্থাৎ খারিজীরা) তোমাদের পেছনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে (অর্থাৎ তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের এলাকায় কর্তৃত্ব চালাবে)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে, তোমাদের নামাযের সাথে তাদের নামাযের কোন মিল থাকবে না, তোমাদের রোযার সাথে তাদের রোযার কোন মিল থাকবে না এবং তোমাদের কুরআন পাঠের সাথে তাদের কুরআন পাঠের মিল থাকবে না। তারা কুরআন পড়বে আর ভাববে এটা তাদের পক্ষে, অথচ আসলে তা তাদের বিপক্ষে। তাদের কুরআন পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ তাদের অন্তরে রেখাপাত করবে না)। তারা ধনুক থেকে যেরূপ দ্রুত বেগে তীর নিক্ষিপ্ত হয়; সেরূপ তীব্র গতিতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। এর লক্ষণ এই যে, তাদের মধ্যে একটা লোক এমন থাকবে যে, তার বাহু থাকবে, কিন্তু হাত থাকবে না। তার হাতে স্তনের বোঁটার মত একটা বোঁটা থাকবে। তাতে থাকবে সাদা সাদা কিছু লোম। যে বাহিনী তাদের ওপর হামলা করবে, তারা যদি জানতো যে, তাদের নবীর মুখ দিয়ে তাদের জন্য কত পুরস্কার নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, তাহলে তারা তাদের আমলের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে যেত (অর্থাৎ আখিরাতের সাফল্যের জন্য আমলের পাশাপাশি আল্লাহর রহমত যে আরো বেশি জরুরী তা ভুলে যেত) সুতরাং তোমরা আল্লাহর নামের ওপর নির্ভর করে অভিযানে চলে যাও। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন। [মুসলিম ১০৬৬]

٧٠٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ وَاللّٰهِ إِنَّا لَمَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ إِذْ قَالَ عُثْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لاَ يَكُونَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَوْ أَخَّرْتُمْ هٰذِهِ الْعُمْرَةَ حَتّٰى تَزُورُوا هٰذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ وَسَّعَ فِي الْخَيْرِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي بَطْنِ الْوَادِي يَعْلِفُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ فَبَلَغَهُ الَّذِي قَالَ عُثْمَانُ فَأَقْبَلَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى عُثْمَانَ فَقَالَ أَعَمَدْتَ إِلٰى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُخْصَةٍ رَخَّصَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهٰى عَنْهَا وَقَدْ كَانَتْ لِذِي الْحَاجَةِ وَلِنَائِي الدَّارِ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلْ نَهَيْتُ عَنْهَا إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ رَأْيًا أَشَرْتُ بِهِ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

৭০৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বলেন : আল্লাহর কসম, আমরা জুহফাতে উসমান বিন আফফান (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর সাথে হাবিব বিন মাসলামাসহ একদল সিরীয় ছিল। উমরা দিয়ে শুরু করে হজ্জ দিয়ে শেষ করার তামাত্তুয়ের বিষয়টি তাঁর সামনে আলোচিত হচ্ছিল। হজ্জ ও উমরা একই সফরে সম্পন্ন করা সম্পর্কে উসমান বললেন : এই দুটো একই হজ্জের মওসুমে না হওয়া উচিত। তোমরা যদি উমরাকে বিলম্বিত কর এবং এই পবিত্র ঘরে দুইবার গমন কর, তাহলে উত্তম হয়। কেননা আল্লাহ সৎ কাজে প্রশস্ততার সৃষ্টি করেছেন। এ সময়ে আলী (রা) বাতনুল ওয়াদীতে তাঁর একটা উটকে ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন। উসমান (রা) তাঁর সাথীদেরকে তামাত্তু সম্পর্কে যা বলেছেন, তা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন এবং উসমান (রা) কে বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যে সুন্নাত চালু করেছেন (একই সফরে হজ্জ ও উমরা উভয়টি সম্পন্ন করার তামাত্তুয়ের সুন্নাত) এবং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে যে সুযোগ তাঁর কিতাবে দিয়েছেন, তা কি আপনি নিষিদ্ধ ও সংকুচিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন? এটা তো দূর থেকে আগত অধিক কর্মব্যস্ত হজ্জযাত্রীদের জন্য একটা সুবিধা ছিল। এরপর আলী (রা) হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধলেন। তখন উসমান জনগণকে সম্বোধন করে বললেন : আমি কি উমরা করতে নিষেধ করেছি? আমি তো নিষেধ করিনি। ওটা ছিল আমার অভিমত। যে ব্যক্তি চাইবে তা গ্রহণ করবে, যে চাইবে প্রত্যাখ্যান করবে।

৭০৮। হাদীস নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য।

٧٠٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَسَعْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَعْدٌ ابْنِ الْهَادِ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ ارْمِ يَا سَعْدُ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ.

৭০৯। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো জন্য নিজের পিতা-মাতা উভয়কে উৎসর্গ করতে শুনিনি। উহুদের দিন তিনি সা'দকে বলছিলেন : হে সা'দ, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, তীর নিক্ষেপ কর।

[বুখারী ৪০৫৯, মুসলিম ২৪১১, মু. আ. ১০১৭, ১১৪৭, ১৩৫৭]

٧١٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَكَسَانِيْ حُلَّةً مِنْ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنِّيْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهَا

إِلَى فَاطِمَةَ فَأَعْطَيْتُهَا نَاحِيَتَهَا فَأَخَذَتْ بِهَا لِتَطْوِيَهَا مَعِي فَشَقَّقْتُهَا بِثِنْتَيْنِ قَالَ فَقَالَتْ تَرِبَتْ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَاذَا صَنَعْتَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهَا فَالْبَسِي وَاكْسِي نِسَاءَكِ.

৭১০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি, শক্ত ও মোটা কাপড়, হলুদ রং-এর কাপড় পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। আর আমাকে রেশম মিশ্রিত এক সেট পোশাক পরিয়ে দিলেন। পরে আমি সেই পোশাক পরে বের হলাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আলী, আমি ঐ পোশাকটি তোমাকে এ জন্য পরাইনি যে, তুমি স্থায়ীভাবে ওটা পরবে। তখন আমি ওটা নিয়ে ফাতিমার কাছে গেলাম। তাকে তার একটা অংশ দিলাম। ফাতিমা সেটি নিল যাতে, আমাকেসহ তা গায়ে জড়াতে পারে। তখন আমি তা ফেড়ে দু'টুকরো বানালাম। ফাতিমা বললো, এ কী করলে হে আবু তালিবের ছেলে? আমি বললাম– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এটা পরতে নিষেধ করেছেন। ওটা তুমি পর, আর তোমার মহিলাদেরকে পরাও।

[মুসলিম ৪৮০, মু. আ. ৯২৪, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৯৮]

٧١١- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

৭১১। আলী (রা) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়া ও দাসদাসীর যাকাত থেকে আমি তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছি। তবে তোমরা রৌপ্য মুদ্রার যাকাত দাও। প্রত্যেক চল্লিশ দিরহাম থেকে এক দিরহাম। একশো নব্বই দিরহামে কিছু নয়। দুইশো হলে তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত।

[তিরমিযী ৬২০, আবু দাউদ ১৫৭৪, নাসায়ী ৩৭/৫, মু. আ. ৯১৩, ১২৩৩, ১২৬৭ , ১২৬৯]

٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَعَ اَنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৭১২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তোমাকে কি এমন একটা দু'আ শেখাবো না যা পড়লে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত। দু'আটি হলো : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, লা-ইলাহা ইল্লাহুল আলিয়ুল আযীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতিস সাবয়ি ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম, আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

٧١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْ تِحْيٰى قَالَ لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيًّا الضَّرْبَةَ قَالَ عَلِيٌّ إِفْعَلُوْا بِهِ كَمَا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ اَرَادَ قَتْلَهُ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ ثُمَّ حَرِّقُوْهُ.

৭১৩। যখন ইবনু মুলজিম আলী (রা)-কে আঘাত করলো, আলী (রা) বললেন : তার সাথে সেই আচরণ কর, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে আগত লোককে তিনি করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : তাকে হত্যা কর অতঃপর পুড়িয়ে দাও।

٧١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ اَنَّهُ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الاَنْصَارِيُّ عَلٰى عَلِيٍّ

بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ لاَ نَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ الْيَوْمَ وَاللّٰهِ إِنَّ رَجَاءَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ مِائَةِ عَامٍ.

৭১৪। একবার আবু মাসউদ (রা) আলী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন আলী (রা) তাঁকে বললেন : আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যে বলে : মানুষের ওপর একশো বছর এমন অবস্থায় অতিক্রম করবে না যখন পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি জীবিত থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঠিকই যে, মানুষের ওপর একশো বছর এমন অবস্থায় অতিক্রম করবে না যখন পৃথিবীতে কেউ জীবিত থাকবে। তবে সেটা বলেছিলেন আজ যারা জীবিত তাদের সম্পর্কে। আল্লাহর কসম, এ জাতির আশা ভরসা একশো বছর পর।" (অর্থাৎ সাধারণত: এ উম্মাতের লোকেরা একশো বছরের কম আয়ুষ্কাল পাবে এবং প্রতি একশো বছর পর তাদের জীবনে শুভ পরিবর্তন আসবে।)

৭১৫। হাদীস নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

٧١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَالْمُجَالِدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ اَنَّ عَلِيًّا حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ اَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭১৬। কুফাবাসী এক মহিলাকে আলী (রা) (ব্যভিচারের দায়ে) যখন পাথর মেরে হত্যা করলেন, তখন বৃহস্পতিবারে তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং শুক্রবারে পাথর মেরে হত্যা করলেন। তিনি বললেন : তাকে বেত্রাঘাত করছি আল্লাহর কিতাবের আদেশে আর পাথর মারছি আল্লাহর নবীর সুন্নাত অনুসারে।

[বুখারী ২৮১২, মু. আ. ৮৩৯, ৯৪১, ৯৪২, ৯৭৮, ১১৮৫, ১১৯০, ১২১০, ১৩১৭]

٧١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ فُلَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ إِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَاَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ وَكَبَّرَ.

৭১৭। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফারয নামায পড়তে দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর হাত তুলে আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর কিরায়াত শেষে রুকুতে যাওয়ার আগেও তদ্রূপ করতেন। রুকু থেকে মাথা তুলেও তদ্রূপ করতেন। বসা অবস্থায় নামাযের কোন অংশে তিনি হাত উঁচু করতেন না। তারপর যখন দুই সিজদা শেষে উঠে দাঁড়াতেন, তখন পুনরায় হাত তুলতেন ও তাকবীর বলতেন।

[মু. আ. ৭২৯, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৯৬০]

৭১৮। হাদীস নং ৭১৪ দ্রষ্টব্য।

٧١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِيْنُ يُرَبِّثُوْنَ النَّاسَ إِلٰى اَسْوَاقِهِمْ وَمَعَهُمُ الرَّايَاتُ وَتَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ

يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلى قَدْرِ مَنَازِلِهِمُ السَّابِقَ وَالْمُصَلِّيَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَانْصَتَ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الْاَجْرِ وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلاَنِ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ قَالَ صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭১৯। আলী (রা) বলেছেন : জুমুয়ার দিন হলে শয়তানরা দলে দলে বের হয় এবং মানুষকে তাদের বাজারে আটকে রাখে। তখন তাদের হাতে পতাকা থাকে। আর ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় বসে, মানুষের উপস্থিতির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তাদের নাম লেখে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসে প্রথমে তার নাম, তার পরে যে নামাযে আসে তার নাম, তারপরে পরবর্তী জনের নাম। অবশেষে যখন ইমাম বের হন, তখন যে ব্যক্তি ইমামের কাছে অবস্থান করে, চুপ করে শ্রবণ করে এবং কোন বেহুদা কাজ করে না, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি ইমাম থেকে দূরে অবস্থান করে; কিন্তু চুপ করে শ্রবণ করে ও কোন বেহুদা কাজ করে না, সে একগুণ সাওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি ইমামের নিকটে অবস্থান করে, অথচ নীরবতা অবলম্বন করে না, শ্রবণ করে না এবং বেহুদা কাজ করে, তার দ্বিগুণ গুনাহ হবে। আর যে ইমাম থেকে দূরে থাকবে; কিন্তু নীরবে শুনবে না, উপরন্তু বেহুদা কাজ করবে, তার এক গুণ গুনাহ হবে। আর যে ব্যক্তি বলবে : "চুপ কর", সে কথা বলেছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি জুমুয়ার সময় কথা বলে, তার জুমুয়া আদায় হয় না। তারপর বললেন : তোমাদের নবীর কাছ থেকে এ রকমই আমি শুনেছি। [আবু দাউদ ১০৫১]

৭২০। হাদীস নং ৬৭৫ দ্রষ্টব্য।

৭২১। হাদীস নং ৬৩৫ দ্রষ্টব্য।

٧٢٢- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ

سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ.

৭২২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি, রেশমী পোশাক ও কোমল মসৃণ রেশমী বিছানা বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

[আবু দাউদ ৪০৫১, ইবনু মাজা ৩৬৫৪, তিরমিযী ২৮০৮, নাসায়ী ১৬৫/৮, মু. আ. ৮১৬, ১০৪৯, ১১০২, ১১১৩, ১১৫৯]

٧٢٣- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا اَدَّى.

৭২৩। আলী (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুকাতাব (মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের চুক্তি সম্পাদনকারী দাস) যতটা মুক্তিপণ পরিশোধ করবে, ততটুকু স্বাধীনতা লাভ করবে।

[হাদীস নং ৮১৮ দ্রষ্টব্য]

৭২৪। হাদীস নং ৬২২ দ্রষ্টব্য।

٧٢٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ فِيْ فَضْلٍ فَضَلَ عِنْدَنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ؟ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ شَغَلْنَاكَ عَنْ اَهْلِكَ وَضَيْعَتِكَ وَتِجَارَتِكَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِيْ مَا تَقُوْلُ اَنْتَ؟ فَقُلْتُ قَدْ اَشَارُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ لِيْ قُلْ فَقُلْتُ لِمَ تَجْعَلُ يَقِيْنَكَ ظَنًّا؟ فَقَالَ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ اَجَلْ

وَاللّٰهِ لَاَخْرُجَنَّ مِنْهُ اَتَذْكُرُ حِيْنَ بَعَثَكَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا فَاَتَيْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَمَنَعَكَ صَدَقَتَهُ فَكَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ فَقُلْتَ لِي انْطَلِقْ مَعِيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَاهُ خَاثِرًا فَرَجَعْنَا ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ طَيِّبَ النَّفْسِ فَاَخْبَرْتَهُ بِالَّذِيْ صَنَعَ فَقَالَ لَكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ وَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِيْ رَأَيْنَاهُ مِنْ خُثُوْرِهِ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالَّذِيْ رَأَيْنَاهُ مِنْ طِيْبِ نَفْسِهِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِيْ فَقَالَ إِنَّكُمَا اَتَيْتُمَانِيْ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَقَدْ بَقِيَ عِنْدِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ دِيْنَارَانِ فَكَانَ الَّذِيْ رَأَيْتُمَا مِنْ خُثُوْرِيْ لَهُ وَاَتَيْتُمَانِي الْيَوْمَ وَقَدْ وَجَّهْتُهُمَا فَذَاكَ الَّذِيْ رَأَيْتُمَا مِنْ طِيْبِ نَفْسِيْ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ وَاللّٰهِ لَاَشْكُرَنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةَ.

৭২৫। আলী (রা) বলেছেন : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন : আমাদের নিকট জনগণের সম্পদের কিছু যে উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে, সে সম্পর্কে তোমাদের মত কী? লোকেরা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা আপনাকে আপনার পরিবার থেকে, আপনার জমিজমা থেকে এবং আপনার ব্যবসায় থেকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছি। কাজেই এই উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু আপনার থাকুক। অতঃপর উমার (রা) আমাকে বললেন : আপনি কি বলেন ? আমি বললাম : লোকেরা তো আপনার দিকেই ইঙ্গিত করেছে। তিনি বললেন : আপনি বলুন। আমি বললাম : আপনি আপনার নিশ্চিত বিশ্বাসকে ধারণায় পরিণত করলেন কেন? উমার (রা) বললেন : আপনি যা বলেছেন, তা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসবেন। (অর্থাৎ পরিবর্তন করবেন।) আমি বললাম : বেশ, আল্লাহর কসম, আমি এ মত থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসবো। আপনার কি মনে পড়ে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনাকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তখন আপনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত

হলেন, তিনি তাঁর যাকাত আপনার কাছে দিলেন না, ফলে আপনাদের দু'জনের মধ্যে কিছু তর্ক হয়েছিল। তখন আপনি আমাকে বললেন : আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলুন। আমরা গেলাম এবং তাঁকে খানিকটা বিব্রত দেখতে পেলাম। তা দেখে আমরা ফিরে এলাম। পুনরায় পরদিন সকালে তার কাছে গেলাম। দেখলাম, তাঁর মন প্রফুল্ল আছে। আপনি তাঁকে ইতিপূর্বে তিনি যা যা করেছেন তা জানালেন। তিনি আপনাকে বললেন : তুমি কি জাননা, চাচা বাপের সহোদর ভাই? আর আমরা তাঁকে প্রথম দিন যে বিব্রত অবস্থায় দেখেছি, তার উল্লেখ করলাম, আর দ্বিতীয় দিন যে প্রফুল্ল অবস্থায় দেখলাম তারও উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা দু'জন যখন প্রথম দিন আমার কাছে এসেছিলে, তখন আমার নিকট যাকাতের দুই দিনার বণ্টন করা বাকী ছিল। সেটাই ছিল আমাকে বিব্রত অবস্থায় দেখার কারণ। আর আজকে যখন তোমরা আমাকে দেখছ, তখন আমি ঐ দুটো দিনার বণ্টন করে ফেলেছি। সেজন্যই আজ আমাকে প্রফুল্ল দেখছ। তখন উমার (রা) বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে প্রথম দিন ও দ্বিতীয় দিন– উভয় দিনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ বণ্টন করাই জরুরী।) [তিরমিযী ৩৭৬০]

৭২৬। হাদীস নং ৭০১ দ্রষ্টব্য।

٧٢٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِيْ.

৭২৭। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি একটি পশমের জায়গাও জানাবাতের গোসলে পানি পৌঁছাতে বাদ রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে এরূপ এরূপ শাস্তি দেবেন। আলী (রা) বলেন : এ কারণেই আমি আমার প্রতিটি চুল ও পশমকে কঠোরভাবে কচলাই।

[আবু দাউদ ২৪৯, ইবনু মাজা ৫৯৯, মু. আ. ৭৯৪, ১১২১]

٧٢٨- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَبْعَةِ اَثْوَابٍ.

৭২৮। মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হানাফিয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। [হাদীস নং ৮০১ দ্রষ্টব্য]

٧٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَاجِشُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ وَالْمَاجِشُوْنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ اَبُو النَّضْرِ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا إِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِلَيْكَ. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعِظَامِيْ وَعَصَبِيْ وَإِذَا رَفَعَ

رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ.

৭২৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর তাহরীমা বলতেন, তখন শুরুর দু'আ (সানা) পড়তেন, তারপর বলতেন : যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দিকে একমুখী ও আত্মসমর্পণকারী হয়ে ফিরলাম, আমি মুশরিক নই, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ, (তুমিই বাদশাহ) তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি তোমার দাস, আমি নিজের ওপর যুল্‌ম করেছি, আমি নিজের গুনাহর কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও, তুমি ছাড়া তো কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জনের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া তো সর্বোত্তম চরিত্রের পথ আর কেউ দেখাতে পারে না। আমার কাছ থেকে খারাপ চরিত্র দূর করে দাও। আমার কাছ থেকে খারাপ চরিত্র তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারে না। তুমি বরকতময় ও মহান। তোমার নিকট ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।" আর যখন তিনি রুকু দিতেন বলতেন, হে আল্লাহ, তোমার জন্যই রুকু করলাম, তোমার ওপরই ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, আমার কান, চোখ, মগজ, হাড়গোড় ও ধমনী সবই তোমার অনুগত। আর রুকু থেকে মাথা তুলে বলতেন, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার জন্য আকাশ, পৃথিবী ও তার মাঝখানে যত জায়গা রয়েছে, তার পূর্তি পরিমাণ এবং তারপর আর যে জিনিস

তোমার ইচ্ছা তার পূর্তি পরিমাণ প্রশংসা। আর যখন সিজদায় যেতেন বলতেন : হে আল্লাহ, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর সামনে সিজদায় নত হলো, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তাকে রূপ দান করেছেন এবং সুন্দর রূপ দান করেছেন। তার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বরকতময়।" তারপর সালাম ফিরিয়ে যখন নামায শেষ করতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ, আমার আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, গোপন গুনাহ, প্রকাশ্য গুনাহ, অপচয়ের গুনাহ এবং যে গুনাহ তুমি আমার চেয়েও ভালো জান– সবই মাফ করে দাও। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

[মুসলিম ৭৭১, ইবনু খুযাইমা ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৫৮৪, ৬০৭, ৬১২, ৬৭৩, ৭২৩, ৭৪৩; মু. আ. ৭১৭]

٧٣٠- حَـدَّثَنَا وَكِـيْعٌ حَـدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِيْ بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيْهِ بِإِسْمِكَ وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ.

৭৩০। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরে যদি আমার কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে কি তার নাম আপনার নামে ও তার ডাকনাম আপনার ডাকনামে রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, রেখো? এভাবে আলীর জন্য এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটা অনুমতি হিসাবে বিবেচিত। [আবু দাউদ ৪৯৬৭]

٧٣١- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ.

৭৩১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ছাড়া কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ তোমাকে ঘৃণা করবে না।

[দেখুন ৬৪২ নং হাদীস]

٧٣٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ.

৭৩২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, যেন কুরবানীর জন্তুর চোখ ও কানে খুঁত আছে কিনা ভালোভাবে দেখে নেই।

[ইবনু খুযাইমা ২৯১৪, ২৯১৫; ইবনু মাজা ৩১৪৩; তিরমিযী ১৫০৩, নাসায়ী ২১৭/৭, মু. আ. ৭৩৪, ৮২৬, ১০২১, ১০২২, ১৩০৯, ১৩১২]

٧٣٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ عُثْمَانَ فَإِذَا رَجُلٌ يُلَبِّيْ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا عَلِيٌّ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنِّيْ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَمْ اَكُنْ لِاَدَعَ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ.

৭৩৩। মারওয়ান বিন হাকাম বলেছেন : আমরা উসমান (রা)-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। সহসা এক ব্যক্তিকে দেখলাম, হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পড়ছে। উসমান বললেন : এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বললো : আলী (রা)। উসমান (রা) বললেন : তুকি কি জানতে না আমি এক সাথে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পড়তে নিষেধ করেছি? আলী (রা) বললেন : জানতাম। কিন্তু আপনার কথার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বর্জন করতে প্রস্তুত নই।

[বুখারী ১৫৬৩, মু. আ. ১১৩৯]

٧٣٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَنِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ. قَالَ الْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ.

৭৩৪। এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো গরু কুরবানী সম্পর্কে। তিনি বললেন : একটা গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জবাই করা যাবে। সে বললো : শিং ভাঙ্গা হলে? তিনি বললেন : ক্ষতি নেই। সে বললো : যদি খোঁড়া হয়? তিনি বললেন : গরুটি যদি যবাইখানা পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে যবাই কর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জন্তুর চোখ ও কান দেখে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

[হাদীস নং ৭৩২ দ্রষ্টব্য।]

٧٣٥- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَاَبُوْ عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ سَمِعَاهُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ اَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ وَلَوْلَا اَنْ تَبْطَرُوْا لَاَنْبَاْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدَةَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ اَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

৭৩৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের হাত খাটো বা অসম্পূর্ণ হবে। তোমরা যদি অহংকার না করতে, তবে আমি তোমাদেরকে জানাতাম, যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে। আবিদা বলেন : আমি আলী (রা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন : কা'বার প্রভুর কসম, হ্যাঁ, কা'বার প্রভুর কসম, হ্যাঁ। কা'বার প্রভুর কসম, হ্যাঁ। [দেখুন হাদীস নং ৬২৬]

ঢ৭৩৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈকা দাসী সন্তান প্রসব করলো (অর্থাৎ ব্যভিচার জনিত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন, তার ওপর শাস্তি কার্যকর করতে।

আমি তার কাছে গেলাম। জানতে পারলাম, তার প্রসবোত্তর রক্তপাত তখনো থামেনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ খবর জানালাম। তিনি বললেন : যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন শাস্তি কার্যকর কর। তোমাদের দাসদাসীর ওপরও শরিয়াতের শাস্তি কার্যকর কর।

[দেখুন হাদীস নং ৬৭৯]

٧٣٧- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ اَرٰى اَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا.

৭৩৭। আলী (রা) বলেছেন : আমি মনে করতাম, পায়ের পিঠের চেয়ে পায়ের তলা মাসেহ করা বেশি যুক্তিসংগত। কিন্তু পরে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'পায়ের পিঠে মাসেহ করছেন।

[আবু দাউদ ১৬২, ১৬৩, ১৬৪; মু. আ. ৯১৭, ৯১৮, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১২৬৪]

٧٣٨- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ.

৭৩৮। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধাকে ঘোড়ার ওপর প্রজনন ক্রিয়া করাতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

[মু. আ. ৭৬৬, ১১০৮]

٧٣٩- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اسْتَخْلَفْتُ اَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ لَاَسْتَخْلَفْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ.

৭৩৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

আমি যদি পরামর্শ ছাড়া কাউকে খালীফা নিযুক্ত করতাম তাহলে ইবনে উম্মে আবদকে নিযুক্ত করতাম। [দেখুন হাদীস নং ৫৬৬]

٧٤٠- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَثَرَ الْعَجِيْنِ فِيْ يَدَيْهَا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَرَجَعَتْ قَالَ فَأَتَانَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَذَهَبْتُ لِاَقُوْمَ فَقَالَ مَكَانَكُمَا فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا سَبَّحْتُمَا اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدْتُمَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرْتُمَاهُ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ.

৭৪০। আলী (রা) বলেছেন : ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ জানালেন যে, আটা বানাতে বানাতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগত দাসদাসীর মধ্য থেকে তাঁকে একটা দাসী দিতে তিনি অনুরোধ করলেন। কিন্তু পেলেন না। অগত্যা ফাতিমা (রা) ফিরে গেলেন। আলী (রা) বলেন : আমরা যখন বিছানায় গিয়েছি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি উঠে তাঁর কাছে যেতে উদ্যত হলে তিনি বললেন : তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। তিনি এলেন এবং বসলেন। আমি তাঁর পায়ের শীতলতাও অনুভব করলাম। তারপর বললেন : একজন দাসী পাওয়ার চেয়ে তোমাদের জন্য যেটা বেশি উপকারী ও লাভজনক তা কি আমি বলে দেব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল হামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

[বুখারী ৩১১৩, মুসলিম ২৭২৭, ইবনু হিব্বান ৫৫২৪, মু. আ. ৬০৪]

٧٤١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِي الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا

بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

৭৪১। আবুল হাইয়ায আসাদী বলেন : আলী (রা) আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন, আমি তোমাকে সেই কাজ করতে পাঠাবো। প্রত্যেকটি মূর্তি তুমি বিকৃতি করবে এবং প্রত্যেকটি উঁচু কবরকে সমান করে দেবে।

[হাদীস নং ১০৬৪, ৬৫৭ দ্রষ্টব্য]

٧٤٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ اَبِيْ فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى.

৭৪২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এ সূরাটি খুব ভালোবাসতেন।

٧٤٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَانَتْ لِيْ مِائَةُ دِيْنَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ. وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ لِيْ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِيْنَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِيْ دِيْنَارٌ فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ. قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ فِى الْاَجْرِ سَوَاءٌ كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ.

৭৪৩। আলী (রা) বলেছেন : তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে একশো দিনার ছিল, আমি তা থেকে দশ দিনার সাদাকা করেছি। আরেকজন বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার দশ দিনার ছিল, তা থেকে এক দিনার সাদাকা

করেছি। আরেকজন বললো : আমার এক দিনার ছিল, তার দশভাগের এক ভাগ সাদাকা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা সবাই সমান সাওয়াব পাবে। সকলেই নিজের সম্পদের এক দশমাংশ সাদাকা করেছ। [দেখুন হাদীস নং ৯২৫]

٧٤٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ.

৭৪৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালু দ্বয় ও পা দ্বয় হৃষ্ট-পুষ্ট ও গ্রন্থিগুলো গোশতে পূর্ণ ছিল।

[তিরমিযী ৩৬৩৭, মু. আ. ৭৪৬, ৯৪৪, ৯৪৬, ৯৪৭, ১০৫৩]

৭৪৫। হাদীস নং ৬৯০ দ্রষ্টব্য।

٧٤٦- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجْهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৪৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি খাটোও ছিলেন না, বেশি লম্বাও ছিলেন না, মাথা ও দাড়ি ছিল বড়, হাতের তালু ও পায়ের পাতা হৃষ্ট-পুষ্ট। চেহারায় লালিমা মিশ্রিত ছিল। দীর্ঘ লোমশ বুক এবং গ্রন্থিগুলো গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। যখন হাঁটতেন, থেমে থেমে হাঁটতেন যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নামছেন, তাঁর পূর্বে বা পরে তাঁর মত মানুষ আমি আর দেখিনি।

[দেখুন হাদীস নং ৭৪৪]

٧٤٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ اَبِيْ فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَهْدٰى كِسْرٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاَهْدٰى لَهُ قَيْصَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوْكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

৭৪৭। আলী (রা) বলেছেন : পারস্য সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। রোম সম্রাট তাঁকে হাদিয়া পাঠিয়েছেন, তাও তিনি গ্রহণ করেছেন, বহু রাজা বাদশাহ তাঁকে উপহার উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তিনি তা গ্রহণ করতেন।

[তিরমিযী ১৫৭৬, মু. আ. ১২৩৫]

٧٤٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ اَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّيْ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

৭৪৮। শুরাইহ্ ইবনে হানী বলেন : আমি আয়িশা (রা) কে মোজার ওপর মাসিহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আলীকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানেন। (কারণ) তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (প্রায়ই) সফর করতেন। অতঃপর আমি আলী (রা)কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসাফির তিন দিন তিন রাত এবং মুকীম এক দিন ও এক রাত মোজার ওপর মাসিহ্ করবে।

[মুসলিম ২৭৬, ইবনু খুযাইমা ১৯৪, ১৯৫; মু. আ. ৭৮০, ৭৮১, ৯০৬, ৯০৭, ৯৪৯, ৯৬৬, ১১১৯, ১১২৬, ১২৪৫, ১২৭৭]

৭৪৯। হাদীস নং ৭৪৮-এর অনুরূপ।

٧٥٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ (ذ) اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ (ذ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِيْنِهِ وَحَرِيْرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هٰذَانِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ.

৭৫০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ডান হাতে স্বর্ণ ও বাম হাতে রেশম নিলেন। তারপর বললেন, আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্যে এই দুটো জিনিস হারাম।

[হাদীস নং ৯৩৫ দ্রষ্টব্য]

٧٥١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

৭৫১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের শেষে (এই দু'আ) পড়তেন : হে আল্লাহ, তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির, তোমার শাস্তি থেকে তোমার নিরাপত্তার এবং তোমার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমনই যেমন নিজের প্রশংসা নিজে করেছ।

[আবু দাউদ ১৪২৭, ইবনু মাজা ১১৭৯, তিরমিযী ৩৫৬৬, নাসায়ী ২৪৮/৩, মু. আ. ৯৫৭, ১২৯৫]

٧٥٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ.

৭৫২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে একজন আরেকজনকে জোরে শুনিয়ে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। [দেখুন হাদীস নং ৬৩৩]

٧٥٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلَيْهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحَكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَيَقُوْلُ عَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ.

৭৫৩। আলী বিন রাবি'আ বলেন : আলী (রা)-এর নিকট একটি জন্তু আনা হলো, যার ওপর তিনি আরোহণ করবেন। তিনি যখন জিনে পা রাখলেন, বললেন বিসমিল্লাহ। যখন উঠে বসলেন তখন বললেন : আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাজী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকারীনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনকালিবুন। তারপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ ও তিন বার আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর বললেন : সুবহানাকা লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, কাদ যালামতু

নাফছী ফাগফির লী। তারপর হাসলেন। আলী বিন রাবি'আ বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, হাসলেন কেন? তিনি বললেন : আমি যা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি হেসেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাসলেন কেন? তিনি বললেন : আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দেখে অবাক হন, যখন সে বলে, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর এবং বলেন : আমার বান্দা জানে আমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

[ইবনু হিব্বান ২৬৯৭, আল হাকেম ২/৯৮-৯৯, আবু দাউদ ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬, মু. আ. ৯৩০, ১০৫৬]

٧٥٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَتَعُوْدُ الْحَسَنَ وَفِيْ نَفْسِكَ مَا فِيْهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّيْ فَتَصْرِفَ قَلْبِيْ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ عَلِيٌّ اَمَا إِنَّكَ ذٰلِكَ لاَ يَمْنَعُنَا اَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيْحَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ اَخَاهُ إِلاَّ ابْتَعَثَ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمِنْ اَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ لَهُ عُمْرُو وَكَيْفَ تَقُوْلُ فِى الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا اَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلٰى بَيْنِ يَدَيْهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فِيْ جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْرُو فَإِنِّيْ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ اَمَامَ الْجِنَازَةِ. قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُمَا إِنَّمَا كَرِهَا اَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ.

৭৫৪। আমর বিন হুরাইছ অসুস্থ হাসান বিন আলী (রা)-কে দেখতে এলেন। আলী (রা) বললেন : আপনার মনে যা আছে, তা সত্ত্বেও হাসানকে দেখতে এলেন? আমর বললেন : আপনি তো আমার প্রতিপালক নন যে, আমার মনকে যেদিকে ইচ্ছা সরিয়ে দেবেন। আলী (রা) বললেন : শুনুন, মনে যাই থাক, তা আমাদেরকে পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে বাধা দেয় না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা পাঠান, যারা তার জন্য দিনের যে কোন সময় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রাতের যে কোন সময় থেকে সকাল পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আমর তাঁকে বললেন : মৃত ব্যক্তির সাথে চলা সম্পর্কে কী বলেন? সামনে চলা উচিত না পেছনে চলা উচিত? আলী (রা) বললেন : যারা পেছনে চলে, সামনে চলা লোকদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি, যেমন জামায়াতে ফারয নামায পড়া একাকী পড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমর বললেন : আমি আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-কে মৃত ব্যক্তির আগে আগে চলতে দেখেছি। আলী (রা) বললেন : তারা মানুষকে অসুবিধায় ফেলা অপছন্দ করতেন।

[হাদীস নং ৯৫৫ দ্রষ্টব্য]

৭৫৫। হাদীস নং ৬৯৮ দ্রষ্টব্য।

৭৫৬। হাদীস নং ৪৩১ দ্রষ্টব্য।

৭৫৭। হাদীস নং ৫৬৩ দ্রষ্টব্য।

٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ حَتّٰى يَشْهَدَ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ وَحَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ.

৭৫৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ে ঈমান আনবে। সে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে ঈমান আনবে মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হবার ওপর এবং ঈমান আনবে অদৃষ্টের ওপর।

[ইবনু মাজা ৮১, তিরমিযী ২১৪৫, মু. আ. ১১১২]

٧٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبْ فَوَارِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ. قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ.

৭৫৯। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন : আবু তালিব মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : যাও, তাকে দাফন করে এস। আলী (রা) বললেন : উনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (তা হোক,) তুমি যাও, তাকে কবর দিয়ে এস। আলী (রা) বলেন : এরপর যখন তাকে কবর দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : গোসল কর।

[আবু দাউদ ৩২১৪, নাসায়ী ৭৯/৪, ১১০/১, মু. আ. ১০৯৩]

٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيْعًا.

৭৬০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন সহোদর দুই গোলামকে বিক্রি করে দিতে। আমি তাদেরকে আলাদাভাবে দু'জনের কাছে বিক্রি করলাম। অতঃপর এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন : ওদেরকে খুঁজে বের কর ও ফেরত আন। তারপর দু'জনকে একই সাথে একই জায়গায় ব্যতীত বিক্রি করো না। [মু. আ. ১০৫৪]

৭৬১। হাদীস নং ৬৫২ দ্রষ্টব্য।

٧٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

৭৬২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে তাঁর পরিবার পরিজনকে রাতে জাগাতেন।

[তিরমিযী ৭৯৫, মু. আ. ১০৫৮, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১১৪, ১১১৫, ১১৫৩]

٧٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدُ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ.

৭৬৩। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে এমন কয়েকটা জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, কী কী? তিনি বললেন : আমাকে ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (অর্থাৎ ইসলামের শত্রুরা আমাকে ও আমার উম্মাতকে ভয় পায়), আমাকে পৃথিবীর চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচুর সম্পদ আমার উম্মাতকে দেয়া হয়েছে)। আমার নাম রাখা হয়েছে আহমাদ, মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানানো হয়েছে এবং আমার উম্মাতকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানানো হয়েছে। [মু. আ. ১৩৬২]

৭৬৪। হাদীস নং ৫৭৯ দ্রষ্টব্য।

٧٦٥- أَنْبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَرْنَا الدَّجَّالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًّا لَوْنُهُ فَقَالَ غَيْرُ ذٰلِكَ اَخْوَفُ لِيْ عَلَيْكُمْ ذَكَرَ كَلِمَةً.

৭৬৫। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। সহসা তিনি জেগে উঠলেন। তখন তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন : ওটা (দাজ্জাল) ছাড়া অন্য একটা জিনিস আমার কাছে তোমাদের জন্য অধিকতর ভয়াবহ মনে হয়। অতঃপর তিনি একটি কালেমার উল্লেখ করলেন। (সম্ভবত এ দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকাই মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে।)

٧٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلٌ اَوْ بَغْلَةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالَ بَغْلٌ اَوْ بَغْلَةٌ قُلْتُ وَمِنْ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ يُحْمَلُ الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هٰذَا قُلْتُ اَفَلاَ نَحْمِلُ فُلاَنًا عَلٰى فُلاَنَةٍ؟ قَالَ لاَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

৭৬৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি খচ্চর বা খচ্চরী উপঢৌকন দেয়া হলো। আমি বললাম : এটা কী? তিনি বললেন : খচ্চর বা খচ্চরী। আমি বললাম : এটা কোথা থেকে জন্মে? তিনি বললেন : গাধাকে ঘোড়ার ওপর ওঠানো হয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এটির প্রজনন হয়। আমি বললাম : আমরা কি অমুক জন্তুর নরকে অমুক জন্তুর মাদীর ওপর ওঠিয়ে এ ধরনের আরো শঙ্কর জন্তুর প্রজনন করাবো না? তিনি বললেন : না। এ কাজ কেবল মূর্খ লোকেরাই করে থাকে। (অর্থাৎ শংকর প্রজনন বাঞ্ছনীয় নয়। তবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধও করা হয়নি।)

৭৬৭। হাদীস নং ৫৯৮ দ্রষ্টব্য।

৭৬৮। হাদীস নং ৫৬২ দ্রষ্টব্য।

٧٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرٌ.

৭৬৯। আলী (রা) বলেছেন : যখন হাসানের জন্ম হলো আমি তার নাম রাখলাম, হারব। (অর্থাৎ যুদ্ধ।) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। বললেন : আমার নাতিকে দেখাও। ওর কী নাম রেখেছ? আমি বললাম : হারব। তিনি বললেন ; না, বরং ওর নাম হাসান। এরপর যখন হুসাইন ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তার নাম রাখলাম হারব। এবারও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন : আমার নাতিকে দেখাও তো। কী নাম রেখেছ ওর? বললাম : হারব। তিনি বললেন : বরং ওর নাম হুসাইন। এরপর যখন তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন আবার তার নাম রাখলাম হারব। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং বললেন : আমার নাতীকে দেখাও। কী নাম রেখেছ ওর? বললাম : হারব। তিনি বললেন : বরং ওর নাম মুহাস্সিন। তারপর বললেন : ওদের নাম রেখেছি হারুন (আ)-এর সন্তানদের নামে : শাব্বার, শাব্বীর, মুশাব্বার (অর্থাৎ এগুলোর সমার্থক হলো হাসান, হুসাইন ও মুহাস্সিন)

[হাদীস নং ৯৫৩ দ্রষ্টব্য]

٧٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةَ ابْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِيْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ قَالَ فَتَنَاوَلْتُهَا بِيَدِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ فَقُلْتُ دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اخْتَصَمْنَا فِيْهَا أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا عِنْدِيْ يَعْنِيْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِيْ وَقُلْتُ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَمِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُوْنَا وَمَوْلَانَا وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا تَزَوَّجُهَا قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

৭৭০। আলী (রা) বলেন : আমরা যখন মক্কা থেকে রওনা হলাম, তখন হামযার মেয়ে "চাচা, চাচা" বলতে বলতে আমাদের পেছনে ছুটলো। আমি তার হাত ধরলাম এবং ফাতিমার কাছে তাকে সমর্পণ করে বললাম : তোমার চাচাতো বোনকে সামলাও। তারপর যখন আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম, তখন আমি, জাফর ও যায়িদ বিন হারিসা হামযার মেয়েকে নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলাম। জাফর তাঁর দাবীর পক্ষে যুক্তি দেখালেন : সে আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা অর্থাৎ আসমা বিনতে উমাইস আমার কাছে রয়েছে। যায়িদ বললো : সে আমার ভাই-এর মেয়ে। আর আমি, বললাম : আমি তাকে গ্রহণ করেছি এবং সে আমার চাচাতো বোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে জাফর। তুমি দেখতেও আমার মত, তোমার স্বভাবও আমার মত। আর হে আলী, তুমি তো আমারই আওতাভুক্ত আর আমিও তোমার আওতাভুক্ত। আর হে যায়িদ, তুমি আমাদের ভাই এবং মুক্ত গোলাম। আর মেয়েটি তার খালার কাছেই। কেননা

খালা মায়ের সমান। আমি বললাম, আপনি ওকে বিয়ে করতে পারেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, কারণ সে আমার দুধ ভাই-এর মেয়ে।

[আবু দাঊদ ২২৮০, মু. আ. ৮৫৭, ৯৩১]

٧٧١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ أَيَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ) إِلٰى قَوْلِهِ (تَبَرَّأَ مِنْهُ). قَالَ لَمَّا مَاتَ فَلاَ أَدْرِيْ قَالَهُ سُفْيَانُ أَوْ قَالَهُ إِسْرَائِيْلُ أَوْ هُوَ فِي الْحَدِيْثِ لَمَّا مَاتَ.

৭৭১। আলী (রা) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক মা বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে শুনলাম। আমি বললাম : কোন ব্যক্তি কি তার মুশরিক মা বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে পারে? সে বললো : ইবরাহীম (আ) কি তাঁর বাবার জন্য ক্ষমা চাননি? ব্যাপারটা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তখন সূরা আত্‌তাওবার এ আয়াত নাযিল হলো : "নবী ও মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য গুনাহ মাফ চাইবে। চাই সে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন। তাদের জাহান্নামবাসী হওয়া সুনিশ্চিত জেনেও এ কাজ তারা কিছুতেই করতে পারে না। ইবরাহীম (আ) যে তার পিতার জন্য গুনাহ মাফ চেয়েছিল সেটা এ জন্য যে, ইতিপূর্বে সে তাকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর যখন ইবরাহীম নিশ্চিত হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে গেল।"

[তিরমিযী ৩১০১, নাসায়ী ১১/৪, মু. আ. ১০৮৫]

٧٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ

يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

৭৭২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এমন অবস্থায় তাসবীহ করতেন (অর্থাৎ নামায পড়তেন) যে, আয়িশা (রা) তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড় হয়ে (শুয়ে) থাকতেন।

٧٧٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِيْ بَزَّةَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً مِنَّا يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا. قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ رَجُلاً مِنِّى قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَذْكُرُهُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়া ধ্বংস হতে যদি মাত্র একদিনও বাকী থাকে, তথাপি আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে পাঠাবেন, যিনি সারা পৃথিবীকে সুবিচার দিয়ে সেইভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন, যেভাবে তাকে ইতিপূর্বে যুল্‌মে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। [আবু দাউদ ৪২৮৩]

٧٧٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِيْ إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْحَسَنُ اَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৭৭৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল হাসান। আর বুক থেকে নীচের অংশে হুসাইন ছিল তাঁর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

[তিরমিযী ৩৭৭৯, মু. আ. ৮৫৪]

٧٧٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ إِسْحَاقَ اَخْبَرَنِيْ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذْنَبَ فِى الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّيَ عُقُوْبَتَهُ عَلٰى عَبْدِهِ وَمَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ فِيْ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.

৭৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন গুনাহর কাজ করে ও তার শাস্তি ভোগ করে, আল্লাহ এত ন্যায়বিচারক যে, সেই বান্দাকে পুনরায় আর শাস্তি দেবেন না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন গুনাহর কাজ করেছে এবং আল্লাহ তা লুকিয়ে রেখেছেন ও ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ এত মহানুভব যে, তার যে গুনাহ ইতিপূর্বে মাফ করেছেন তার জন্য তাকে পুনরায় পাকড়াও করবেন না।

[তিরমিযী ২৬২৬, ইবনু মাজা ২৬০৪, মু. আ. ১৩৬৫]

٧٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ اَرَهُ ضَحِكَ ضَحِكًا اَكْثَرَ مِنْهُ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكَرْتُ قَوْلَ اَبِيْ طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا اَبُوْ طَالِبٍ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ اَخِيْ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِالَّذِيْ تَصْنَعَانِ بَأْسٌ أَوْ بِالَّذِيْ تَقُوْلَانِ بَأْسٌ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَا تَعْلُوَنِي اسْتِيْ أَبَدًا وَضَحِكَ تَعَجُّبًا لِقَوْلِ أَبِيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ لَا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ قَبْلِيْ غَيْرِ نَبِيِّكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا.

৭৭৬। হাব্বা আল-উরানী বলেন : আলী (রা)-কে আমি একদিন মিম্বারের ওপর হাসতে দেখলাম। তার আগে তাঁকে কখনো এত হাসতে দেখিনি। হাসতে হাসতে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর বললেন : আবু তালিবের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতনে নাখলায় (গোপনে) নামায পড়ছিলাম। সহসা সেখানে আবু তালিব উপস্থিত হলেন। বললেন : হে ভাতিজা, তোমরা দু'জনে কী করছ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন : তোমরা দু'জনে যা করছ বা যা বলছ, তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে তুমি কখনো আমাকে আমার ভিত্তি থেকে উচ্ছেদ করবে না।" আলী (রা) তাঁর পিতার এ কথায় বিস্ময় প্রকাশার্থে হাসলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ, আমি স্বীকার করি না যে, তোমার নবী ব্যতীত আর কেউ আমার আগে তোমার ইবাদাত করেছে। এ কথা তিনবার বললেন। অন্য মানুষ নামায পড়ার আগে আমি নামায পড়েছি সাত বছর বয়সে।

[হাদীস নং ১১৯১ ও ১১৯২ দ্রষ্টব্য]

৭৭৭। হাদীস নং ৬৬৮ দ্রষ্টব্য।

٧٧٨- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ أَبِيْ يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقِيْلَ لَهُ لَوْ سَأَلْتَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ

فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَرْمَدُ الْعَيْنِ قَالَ فَتَفَلَ فِيْ عَيْنِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا مُنْذُ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيْهَا.

৭৭৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা বলেন : আমার পিতা গভীর রাত পর্যন্তও আলীর (রা) সাথে কথা বলতেন। আলী (রা) শীতকালে গ্রীষ্মের পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে শীতের পোশাক পরতেন। আব্বাকে বলা হলো : এ বিষয়ে আলী (রা)-কে যদি জিজ্ঞাসা করতেন। অতঃপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। আলী (রা) জবাবে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমার চোখ উঠেছিল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার চোখ উঠেছে। তখন তিনি আমার চোখে থু থু দিলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ, আলীকে ঠাণ্ডা ও গরম থেকে অব্যাহতি দাও। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার আর ঠাণ্ডা ও গরম অনুভূত হয় না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাইবারের যুদ্ধের এক পর্যায়ে) বললেন : আজ আমি এমন একজনকে পতাকা দেব (সেনাপতি নিয়োগ করবো) যে আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও রাসূল তাকে ভালোবাসেন এবং সে পলায়নপর হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সাহাবী পতাকার জন্য আগ্রহী হলো। কিন্তু তিনি পতাকা আমাকে দিলেন।

[ইবনু মাজা ১১৭, মু. আ. ১১১৭]

٧٧٩- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ.

৭৭৯। আলী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। সহসা আম্মার (রা) এলেন এবং ভেতরে আসার অনুমতি

চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওকে আসতে দাও। পবিত্র ও পবিত্রকৃত মানুষটাকে স্বাগতম।

[ইবনু মাজা ১৪৬, তিরমিযী ৩৭৯৮, মু. আ. ৯৯৯, ১০৩৩, ১০৭৯, ১১৬০]

৭৮০। হাদীস নং ৭৪৮ দ্রষ্টব্য।

৭৮১। হাদীস নং ৭৪৮ দ্রষ্টব্য।

٧٨٢- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًا وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةً بِسَيْفِهِ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ قَالَ بَكَرَاتُهُ حَدِيدٌ.

৭৮২। আলী (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন : আল্লাহর কসম, আল্লাহর কিতাব ছাড়া আমাদের নিকট আর কোন কিতাব নেই, যা আমরা তোমাদের সামনে পাঠ করি। আর এই পুস্তিকাটি (কিছু হাদীসের সংকলন তার তরবারীর সাথে ঝুলন্ত)। এটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। এতে যাকাতের বিধানসমূহ লেখা রয়েছে। এটি তাঁর একটি তরবারীর সাথে ঝুলন্ত রয়েছে যার খাপ ছিলো লোহার।

[হাদীস নং ৭৯৮, ৮৭৪, ৯৬২ দ্রষ্টব্য]

٧٨٣- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ كَانَ أَبِي الْحَارِثُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أُمْرِ مَكَّةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانُ بِالنُّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجَلاً فَطَبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلثَّرِيدِ

فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوْا فَقَالَ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُوْنَاهُ فَمَا بَأْسٌ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالُوْا عَلِيٌّ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِيْنَ جَاءَ وَهُوَ يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ يَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُوْنَاهُ فَمَا بَأْسٌ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ وَقَالَ أَنْشُدُ اللّٰهَ رَجُلاً شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوْهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ أُشْهِدُ اللّٰهَ رَجُلاً شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوْهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ دُوْنَهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ مِنَ الْاِثْنَى عَشَرَ قَالَ فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ فَدَخَلَ رَحْلَهُ وَأَكَلَ ذٰلِكَ الطَّعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ.

৭৮৩। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ বলেন : আমার পিতা হারিস উসমানের আমলে মক্কার একটা দায়িত্বে ছিলেন। তৎকালে একদিন উসমান মক্কায় এলেন। আমি কুদাইদে উসমানকে রকমারি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম। এ সময় জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী লোকেরা একটা তিতির পাখি শিকার করলো। আমরা সেটা লবণ ও পানি দিয়ে রান্না করলাম। অতঃপর ওটিকে ছারীদ এর গোশ্‌ত হিসাবে যুক্ত করলাম। তারপর তা উসমান (রা) ও তাঁর সাথীদের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু কেউ তা খেল না। তা দেখে উসমান বললেন : এটা একটা শিকার বটে।

তবে আমরা ওটা শিকার করিনি, শিকার করার আদেশও দেইনি। ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত একদল লোক ওটা শিকার করেছে এবং আমাদেরকে খেতে দিয়েছে। সুতরাং এটা খাওয়ার অসুবিধা কোথায়? এ ব্যাপারে কে সঠিক মত দিতে পারবে? লোকেরা বললো : আলী (রা)। তখন আলীর নিকট দূত পাঠালেন। আলী (রা) এলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস বলেন : আলী (রা) যখন এলেন, তখনকার অবস্থা এখনও যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি নিজের দুই কাঁধ থেকে ধুলোবালি ঝাড়ছেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন : একটা শিকার, যা আমরা ধরিনি, ধরতে আদেশও দেইনি। ইহ্‌রামমুক্ত একদল লোক শিকার করেছে, তারপর আমাদেরকে খেতে দিয়েছে। এতে বাধা কী? এ কথা শুনে আলী (রা) রেগে গেলেন। তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এমন কেউ কি এখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা জংলী গাধার পা যখন এনে দেয়া হয়েছিল, তখন সেখানে উপস্থিত ছিল? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমরা ইহ্‌রামে আছি, তাই এটা ইহ্‌রাম মুক্তদেরকে আহার করাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে বারো জন সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। আলী (রা) পুনরায় বললেন : আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এখানে এমন কেউ আছে কি, যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কবুতরের ডিম আনা হলে তিনি বলেছিলেন : "আমরা ইহ্‌রামে আছি। যারা ইহ্‌রাম বাঁধেনি, তাদেরকে এটা খাওয়াও।" এ ব্যাপারে আরো বারো জন সাক্ষ্য দিল। তা শুনে উসমান (রা) উক্ত খাদ্য বর্জন করে নিজের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর ঐ খাবার জলাশয়বাসী খেয়ে নিল।

[আবু দাঊদ ১৮৪৯, মু. আ. ৭৮৪, ৮১৪]

৭৮৪ হাদীস নং ৭৮৩ দ্রষ্টব্য।

٧٨٥- حَدَّثَنَا هَاشِمُ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّا اَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلٰى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

৭৮৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা মাদী খচ্চর উপহার দেয়া হলো। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যদি আমাদের ঘোড়াগুলোর ওপর গাধা উঠিয়ে দেই, তাহলে আমরাও এ রকম খচ্চর প্রজনন করাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওটা মূর্খ লোকদের কাজ।

[আবু দাউদ ২৫৬৫, মু. আ. ১৩৫৯]

٧٨٦- حَدَّثَنَا هَاشِمُ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.

৭৮৬। আলী (রা) বলেছেন : বিতর বাধ্যতামূলক নয়। ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নাত। আল্লাহ বেজোড়। তাই বেজোড় অর্থাৎ বিতর ভালোবাসেন। [হাদীস নং ৬৫২ দ্রষ্টব্য]

٧٨٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ مِقْسَمٍ اَبِى الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ مَوْلاَهُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اعْتَمَرْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ اَوْ زَمَانِ عُثْمَانَ فَنَزَلَ عَلٰى اُخْتِهِ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسْلٌ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَسَنٍ جِئْنَاكَ نَسْئَلُكَ عَنْ اَمْرٍ نُحِبُّ اَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ قَالَ اَظُنُّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُكُمْ اَنَّهُ كَانَ اَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا اَجَلْ عَنْ ذٰلِكَ جِئْنَا

نَسْأَلُكَ قَالَ اَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ.

৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ বলেন : উমার (রা) অথবা উসমান (রা) এর আমলে আমি আলীর (রা) সাথে উমরা করেছিলাম। তখন তিনি তাঁর বোন উম্মে হানির অতিথি হলেন। উমরা যখন শেষ হলো তখন তাঁকে পানি ঢেলে দেয়া হলো এবং তিনি গোসল করলেন। গোসল শেষ হলে একদল ইরাকবাসী তাঁর কাছে এসে বললো : হে আবুল হাসান, আমরা আপনার কাছে এসেছি, আমরা একটি বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যা জানতে আমরা খুবই উৎসুক। আলী (রা) বললেন : আমার ধারণা, মুগীরা ইবনে শু'বা তোমাদেরকে বলে থাকে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠতম সাহাবী, তাই না? তারা বললো : আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমরা এই ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠতম ও সর্বশেষ সাহাবী কুছাম ইবনুল আব্বাস।

٧٨٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ وَتَرَكَ دِيْنَارَيْنِ اَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ.

৭৮৮। আলী (রা) বলেছেন : সুফফাবাসীর মধ্য থেকে একজন দুই দিনার কিংবা দুই দিরহাম রেখে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওই মুদ্রা দু'টি তো সেঁকা দেয়ার মুদ্রা। তোমরা তোমাদের সাথীদের জানাযার নামায পড়।

[হাদীস নং ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৬৫ দ্রষ্টব্য]

৭৮৯। হাদীস নং ৫৬৮ দ্রষ্টব্য।

٧٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ

قَلْبِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ صَالِحُهُمْ تَبَعٌ لِصَالِحِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ.

৭৯০। আলী (রা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটা আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। কথাটা হলো : মানব জাতি কুরাইশের অনুসারী, তাদের মধ্যে যারা সৎ তারা সৎ কুরাইশীদের অনুসারী, আর যারা অসৎ, তারা অসৎ কুরাইশীদের অনুসারী।

৭৯১। হাদীস নং ৬৩৩ দ্রষ্টব্য।

٧٩٢- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِى الْمِقْدَامِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَزْرَقِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَانَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ اَوِ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى شَاةٍ لَنَا بِكْيءٍ فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ فَجَاءَهُ الْحَسَنُ فَنَحَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّهُ اَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اسْتَسْقٰى قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ وَإِيَّاكِ وَهٰذَيْنِ وَهٰذَا الرَّاقِدَ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৭৯২। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি আমার শয়নঘরে ঘুমিয়ে। তখন হাসান বা হুসাইন পান করার জন্য পানি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি ছাগলের কাছে একটি পাত্র নিয়ে গেলেন এবং দুধ দোহালেন। ছাগলটি প্রচুর দুধ দিল। তখন তাঁর কাছে হাসান এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সরিয়ে দিলেন। তা দেখে ফাতিমা (রা) বললেন : দুই জনের মধ্যে সে-ই কি আপনার কাছে বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, তবে অন্য জন আগে পানি চেয়েছে। তারপর বললেন : আমি, তুমি, এরা

দু'জন আর এই শায়িত মানুষটি (অর্থাৎ আলী রা) কিয়ামাতের দিন একই জায়গায় থাকবো।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا حُدَيْجٌ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ اَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ حِينَ بَزَغَ الْقَمَرُ كَاَنَّهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

৭৯৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চাঁদ যখন এমনভাবে আলোকিত হলো যে, তাকে খাবার পাত্রের একটা ফালি মনে হচ্ছিল, তখন আমি বের হলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আজকের রাত লাইলাতুল কাদর।

৭৯৪। হাদীস নং ৭২৭ দ্রষ্টব্য।

٧٩٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ شَرِبَ قَائِمًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْهُ فَقَالَ مَا تَنْظُرُوْنَ؟ إِنْ اَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَإِنْ اَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِدًا.

৭৯৫। যাযান বর্ণনা করেন : একদিন আলী (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় একটা কিছু পান করলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁর দিকে তাকালো এবং অপছন্দ করলো বলে মনে হলো। আলী (রা) বললেন : তোমরা কী দেখছ? যদি দাঁড়িয়ে পান করে থাকি তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। আর যদি বসে পান করি, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বসে পান করতে দেখেছি।

[মু. আ. ৯১৬, ১১২৫, ১১২৮, ১১৪০]

৭৯৬। হাদীস নং ৬৮৪ দ্রষ্টব্য।

٧٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ ابْنِ عِيَاضٍ وَقَالَ لِيْ هُوَ اسْمِيْ وَكُنْيَتِيْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْخِمْسِ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ اَحْنَفَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَامَ خَطِيْبًا فِى الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ دَعَا بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضْلَ كُوْزِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكْرَهُ اَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَهٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰكَذَا.

৭৯৭। রিবয়ী’ বিন হিরাশ বলেন : একদিন আলী (রা) উন্মুক্ত প্রান্তরে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহ্ যা চেয়েছিলেন তা বললেন। তারপর এক মগ পানি চাইলেন। সেই পানি দিয়ে কুলি ও মাসেহ্ করলেন এবং উদ্বৃত্ত পানি দাঁড়ানো অবস্থায়ই পান করলেন। তারপর বললেন : জানতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে পান করা অপছন্দ করে। আর এটা হলো যে ব্যক্তি অপবিত্র হয়নি তার ওযূ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

৭৯৮। হাদীস নং ৭৮২ দ্রষ্টব্য।

٧٩٩- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَنْبَأَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ ابْنِ حُبَيْشٍ اَنَّ عَلِيًّا قِيْلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ لِيَدْخُلْ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيِّ.

৭৯৯। আলী (রা)-কে বলা হলো, যুবাইরের হত্যাকারী দরজায় দাঁড়িয়ে। আলী (রা) বললেন : ছাফিয়ার ছেলের হত্যাকারী জাহান্নামে যাক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক নবীর 'হাওয়ারী' (বিশ্বস্ত সহচর) থাকে। যুবাইর আমার হাওয়ারী।

[হাদীস নং ৬৮০ দ্রষ্টব্য]

٨٠٠- حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَإِسْحَقُ بْنُ عِيسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِي شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدَّهُ.

৮০০। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'টো সহোদর ক্রীতদাস দিয়েছিলেন। আমি তাদের একজনকে বিক্রি করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (রা) বললেন : ক্রীতদাস দু'টো কী করেছে? আমি বললাম : একজনকে বিক্রি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে ফিরিয়ে আন।

[ইবনু মাজা ২২৪৯, তিরমিযী ১২৮৪]

৮০১। হাদীস নং ৭২৮ দ্রষ্টব্য।

٨٠٢- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ اَبِيْ فُضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ اَبُوْ فُضَالَةَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ عَائِدًا لِعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ مِنْ مَرَضٍ اَصَابَهُ ثَقُلَ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اَبِيْ مَا يُقِيْمُكَ فِيْ مَنْزِلِكَ هٰذَا لَوْ اَصَابَكَ اَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلاَّ اَعْرَابُ جُهَيْنَةَ تُحْمَلُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ وَصَلُّوْا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنِّيْ لاَ أَمُوْتَ حَتّٰى أُؤَمَّرَ ثُمَّ تُخْضَبَ هٰذِهِ يَعْنِيْ لِحْيَتَهُ مِنْ دَمِ هٰذِهِ يَعْنِيْ هَامَتَهُ فَقُتِلَ وَقُتِلَ أَبُوْ فُضَالَةَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ.

৮০২। বদরযোদ্ধা আবু ফুযালার ছেলে ফুযালা বলেন : আমি আমার পিতার সাথে আলী (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, আপনি আপনার এই বাড়িতে কেন থাকবেন। এখানে যদি আপনি মারা যান তবে জুহাইনা গোত্রের বেদুঈনরা ছাড়া আর কেউ আপনার পাশে থাকবে না। আপনাকে মদীনায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। সেখানে মারা গেলে আপনার সাথীরা আপনার পাশে থাকবে এবং আপনার জানাযার নামায পড়বে। আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি মুসলিমদের আমীর নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার ঘাড়ের রক্তে দাড়ি না ভেজা পর্যন্ত মরবো না। বস্তুত: তিনি এবং আবু ফুযালা সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন।

৮০৩। হাদীস নং ৭১৭ দ্রষ্টব্য।

৮০৪। হাদীস নং ৭১৭ দ্রষ্টব্য।

৮০৫। হাদীস নং ৭১৭ দ্রষ্টব্য।

৮০৬। হাদীস নং ৪৩৫ দ্রষ্টব্য।

٨٠٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيْدَ الْأَصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ السُّدِّيَّ إِسْمَاعِيْلَ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتّٰى تَأْتِيَنِيْ قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ إِذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَتُحْدِثْ

شَيْئًا حَتّٰى تَأْتِيْنِي قَالَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِيْ بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُوْدَهَا قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ.

৮০৭। আলী (রা) বলেন : আবু তালিব যখন মারা গেলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললাম : আপনার বুড়ো চাচা মরে গেছেন। তিনি বললেন : যাও, তাকে কবর দিয়ে এস। এরপর নতুন কিছু করো না আমার কাছে আসা পর্যন্ত। এরপর আমি তাকে কবর দিলাম এবং রাসূলুল্লাহর কাছে এলাম। তিনি বললেন : যাও, গোসল কর। অতঃপর নতুন কিছু করো না আমার কাছে আসা পর্যন্ত। তারপর আমি গোসল করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এমন দু'আ করলেন, যার বিনিময়ে আমাকে কেউ এক পাল লাল উট বা কালো উট দিলেও তা আমার পছন্দ নয়। এরপর থেকে আলী (রা) যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল করতেন। [মু. আ. ১০৭৪]

٨٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ فِيْ سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمَائَتَيْنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْيَى ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ فِيْ سَنَةِ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ كَثِيْرٍ النَّوَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظْهَرُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمُّوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُوْنَ الْإِسْلَامَ.

৮০৮। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যামানায় একটা দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা 'রাফিযা' (প্রত্যাখ্যানকারী) নামে আখ্যায়িত হবে। তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে।

৮০৯। হাদীস নং ৫৯৮ দ্রষ্টব্য।

৮১০। হাদীস নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য।

৮১১। হাদীস নং ৬১৮ দ্রষ্টব্য।

৮১২। হাদীস নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য।

৮১৩। হাদীস নং ৬৮০ ও ৭৯৯ দ্রষ্টব্য।

৮১৪। হাদীস নং ৭৮৩ দ্রষ্টব্য।

৮১৫। হাদীস নং ৬৩২ দ্রষ্টব্য।

৮১৬। হাদীস নং ৭২২ দ্রষ্টব্য।

৮১৭। হাদীস নং ৬৬৩ দ্রষ্টব্য।

৮১৮। হাদীস নং ৭২৩ দ্রষ্টব্য।

৮১৯। হাদীস নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

٨٢٠- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْىِ الْخُمُسِ فَزَنَتْ صَفِيَّةُ بِرَجُلٍ مِنَ الْخُمُسِ فَوَلَدَتْ فَاخْتَصَمَا اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ غُلاَمًا فَادَّعَاهُ الزَّانِيْ وَيُحَنَّسُ عَفَّانَ فَرَفَعَهُمَا اِلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ اَقْضِيْ فِيْهِمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَا خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ.

৮২০। ইউহান্নাস ও ছাফিয়া খুমুস প্রাপ্ত বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাফিয়া খুমুছের অপর এক পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলো। অতঃপর ছাফিয়া একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলো। ব্যভিচারকারী পুরুষটি ও ইউহান্নাস (ছাফিয়ার স্বামী) সন্তানটির দাবীদার হলো। তারা উভয়ে উসমান (রা)-এর নিকট দাবী উথাপন করলো। উসমান (রা) তাদের দু'জনকে আলীর (রা) নিকট পাঠালেন। আলী (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার অনুকরণে তাদের মামলার ফায়সালা করবো। সন্তান হবে বিছানার (অর্থাৎ স্বামীর) আর ব্যভিচারীর

জন্য পাথর। তারপর উভয়কে (অর্থাৎ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে) পঞ্চাশ ঘা করে বেত মারলেন।

৮২১। হাদীস নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য।

٨٢٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ.

৮২২। আলী (রা) বলেছেন : আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সময় হওয়ার আগেই তার যাকাত দেয়া যাবে কিনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর অনুমতি দিলেন। (অর্থাৎ বছর পূর্ণ হবার আগেও যাকাত দেয়া যায়।)

[আবু দাউদ ১৬২৪, ইবনু মাজা ১৭৯৫, তিরমিযী ৬৭৮]

٨٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْاِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

৮২৩। আলী (রা) বলেছেন : আমরা মিকদাদ বিন আসওয়াদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের যৌনাঙ্গ থেকে যে মযি বের হয়, তার কী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওযূ কর এবং তোমার যৌনাঙ্গে পানি ঢাল। (অর্থাৎ ধৌত কর)

[মুসলিম ৩০৩, ইবনু খুযাইমা ২২, মু. আ. ৮৭০]

৮২৪। হাদীস নং ৫৬৭ দ্রষ্টব্য।

৮২৫। হাদীস নং ৫৮০ দ্রষ্টব্য।

৮২৬। হাদীস নং ৭৩২ দ্রষ্টব্য।

৮২৭। হাদীস নং ৬০০, ১০৮৩, ১০৯০ দ্রষ্টব্য।

٨٢٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمِعْتُهُ اَنَا مِنْ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ يَا عَلِيُّ لاَ تُؤَخِّرْهُنَّ الصَّلاَةُ إِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا.

৮২৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আলী, তিনটে জিনিসকে বিলম্বিত করো না : নামাযকে, যখন তা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ ওয়াক্ত হয়ে যায়)। জানাযা, যখন লাশ হাজির হয় এবং কুমারী মেয়ের বিয়ে, যখন সে উপযুক্ত পাত্র পায়।

[ইবনু মাজা ১৪৮৬, তিরমিযী ১৭১ ও ১০৭৫]

٨٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَحَمَّدٍ جَارُ خَلَفٍ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحُمْرَاءِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

৮২৯। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি, লাল (রেশমী) পোশাক ও রুকু সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

[হাদীস নং ৬১১ দ্রষ্টব্য। ঐ হাদীসে হলুদ পোশাক নিষিদ্ধ বলা হয়েছে]

٨٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأكُلْهُ.

৮৩০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁকে শিকারের গোশত দেয়া হলে তা খাননি।

[ইবনু মাজা ৩০৯১]

৮৩১। হাদীস নং ৬১১ দ্রষ্টব্য।

٨٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ح. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ تَمَارَيْنَا فِيْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْنَا خَمْسٌ وَثَلَاثُوْنَ اٰيَةً سِتٌّ وَثَلَاثُوْنَ اٰيَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَا عَلِيًّا يُنَاجِيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِى الْقِرَاءَةِ فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَقْرَؤُوْا كَمَا عُلِّمْتُمْ.

৮৩২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন : আমরা কুরআনের একটা সূরা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলাম। আমাদের কেউ বললো : পয়ত্রিশ আয়াত, কেউ বললো : ছত্রিশ আয়াত। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। দেখলাম, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপিসারে কি বলছেন। আমরা বললাম : কুরআন পড়া নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা লাল হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যেন কুরআন যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে, সেইভাবে পড়।

٨٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التِّرْمِذِيُّ حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ ح. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ الْقَوَارِيْرِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرٍّ يَعْنِى ابْنَ حُبَيْشٍ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ؟ عُمَرُ.

৮৩৩। আলী (রা) বলেছেন : এই উম্মাতের নবীর পরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে তা কি তোমাদেরকে জানাবো? তিনি হচ্ছেন আবু বাকর (রা), আর আবু বাকরের (রা) পরে কে শ্রেষ্ঠ তা কি জানাবো? তিনি হচ্ছেন উমার (রা)।

[মু. আ. ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৭১, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৯০৮, ৯০৯, ৯২৬, ৯৩২, ৯৩৩, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৪০, ১০৫২, ১০৫৪, ১০৬০ দ্রষ্টব্য]

٨٣٤- ...وَمَا نُبْعِدُ اَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ.

৮৩৪। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য। সংযোজন : উমারের মুখ দিয়ে প্রশান্তি কথা বলবে– এ কথা উড়িয়ে দিচ্ছিনা।

٨٣٥- ... وَبَعْدَهُمَا آخَرُ ثَالِثٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ.

৮৩৫। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য। সংযোজন : এই দু'জনের পর তৃতীয় আর একজন রয়েছে, যার নাম উল্লেখ করেননি।

٨٣٦- ... وَلَوْ شِئْتُ أَخْبَرْتُكُمْ بِالثَّالِثِ لَفَعَلْتُ.

৮৩৬। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য। সংযোজন : তৃতীয় জন সম্পর্কে যদি জানাতে ইচ্ছা করতাম, তবে জানাতাম।

٨٣٧- ... يَجْعَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ.

৮৩৭। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য। সংযোজন : আল্লাহ যেখানেই পছন্দ করেন, কল্যাণ নিহিত রাখেন।

৮৩৮। হাদীস নং ৫৯৬ ও ৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

৮৩৯। হাদীস নং ৭১৬ দ্রষ্টব্য।

৮৪০। হাদীস নং ৬২৭ দ্রষ্টব্য।

৮৪১। হাদীস নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য।

৮৪২। হাদীস নং ৬৫২ দ্রষ্টব্য।

٨٤٣- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّيْ عَنْهُ أَبَدًا -

৮৪৩। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন। তাই আমি সব সময় তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করে থাকি।

[আবু দাউদ-২৭৯০, তিরমিযী, ১৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ-১২৭৯, ১২৮৬]

৮৪৪। হাদীস নং ৬৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮৪৫। হাদীস নং ৫৭০ দ্রষ্টব্য।

৮৪৬। হাদীস নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

٨٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا رِزَامُ بْنُ سَعِيْدٍ التَّيْمِيُّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ يَعْنِى التَّيْمِىَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَ تَغْتَسِلْ ـ

৮৪৭। আলী (রা) বলেন : আমার অত্যধিক মযি নির্গত হতো। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যখন তোমার (মযি) ঝরবে, তখন জানাবাত (বৃহত্তর অপবিত্রতা) হেতু গোসল করে নিও। আর যদি না ঝরে, তাহলে গোসল করো না। (অর্থাৎ মযির পরিমাণ যদি এত বেশি হয় যে, ঝরে পড়ে তাহলে কাপড় ও শরীর অপবিত্র হওয়ার কারণে গোসল কর। নচেত গোসল করো না।)

٨٤٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوْا فَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُوْنَ بِالْحَقِّ لاَ يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيْمَاهُمْ اَنَّ مِنْهُمْ رَجُلاً اَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِىْ يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُوْدٌ، إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ، فَبَكَيْنَا، ثُمَّ قَالَ : أُطْلُبُوْا فَطَلَبْنَا فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ فَخَرَرْنَا سُجُوْدًا وَخَرَّ عَلِيٌّ مَعَنَا سَاجِدًا غَيْرَ اَنَّه قَالَ : يَتَكَلَّمُوْنَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ ـ

৮৪৮। তারেক বিন যিয়াদ বলেছেন : আমরা আলীর (রা) সাথে খারিজীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছিলাম। আলী (রা) এই অভিযানে তাদেরকে হত্যা করলেন। তারপর বললেন : তোমরা খোঁজ নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটা দল আবির্ভূত হবে। যারা সত্য কথা বলবে। কিন্তু সে সত্য কথা তাদের মুখেই থাকবে, কণ্ঠ অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ অন্তর থেকে বলবে না) তীর যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়, তারা সেই ভাবেই সত্য থেকে বের হবে। তাদের আলামত হলো, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির বর্ণ কালো ও হাত আংশিক পংগু থাকবে। তার হাতে কালো পশম থাকবে। নিহতদের মধ্যে যদি এই ব্যক্তি থাকে, তাহলে তোমরা নিকৃষ্টতম লোককে হত্যা করেছ। সে যদি না থেকে থাকে তাহলে তোমরা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। আমরা এ কথা শুনে কেঁদে ফেললাম। তারপর তিনি বললেন : অনুসন্ধান কর। আমরা অনুসন্ধান করলাম এবং আংশিক পংগু হাত ওয়ালাকে নিহতদের মধ্যে পেলাম। ফলে আমরা শোকর আদায়ের লক্ষে সিজদায় উপুড় হলাম। আলী (রা)ও সিজদায় উপুড় হলেন। তবে তখনো তিনি বললেন : তারা মুখে যা বলতো সত্যই বলতো। (খারিজীদের শ্লোগান ছিল : "আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কিছু মানি না।" আলী (রা) এর জবাবে বলতেন : ওদের কথাটা সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য অসৎ। অর্থাৎ এই ধুয়া তুলে তারা আলী (রা) ও খিলাফাতে রাশেদার শাসন উচ্ছেদের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।)

[হাদীস নং ১২৫৫ দ্রষ্টব্য]

৮৪৯। হাদীস নং ৬৭৭ দ্রষ্টব্য।

৮৫০। হাদীস নং ৬৭৭ দ্রষ্টব্য।

৮৫১। হাদীস নং ৬০৯ দ্রষ্টব্য।

৮৫২। হাদীস নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

৮৫৩। হাদীস নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

৮৫৪। হাদীস নং ৭৭৪ দ্রষ্টব্য।

٨٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ اَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ اَسَرَّهُ اِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اَسَرَّ اِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلٰكِنْ

سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْاَرْضِ يَعْنِى الْمَنَارَ ـ

৮৫৫। আবুত্ তুফাইল বলেন : আমরা আলী (রা) কে বললাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে গোপনে বলেছেন, এমন কোন কথা থাকলে আমাদেরকে বলুন। আলী বললেন : আমাকে গোপনে এমন কিছুই বলেননি, যা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়েছেন। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুরবানী করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি ইসলামের নামে নতুন কিছু চালু করতে সচেষ্ট লোককে প্রশ্রয় ও আসকারা দেয়, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ এবং যে ব্যক্তি জমির সীমানা পাল্টাতে চেষ্টা করে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। অর্থাৎ সীমানার চিহ্ন পরিবর্তন করে (জমি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে) তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

[মুসলিম-১৯৭৮, মুসনাদে আহমাদ-৮৫৮, ৯৫৪, ১৩০৭ দ্রষ্টব্য]

٨٥٦- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ هَانِىءِ بْنِ هَانِىءٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَإِذَا اَمْذَيْتُ اغْتَسَلْتُ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ ـ

৮৫৬। আলী (রা) বলেন : আমার অত্যধিক মযি পড়তো। আর যখনই মযি পড়তো; তখনই আমি গোসল করতাম। আমি মিকদাদকে আদেশ দিলাম যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। মিকদাদ জিজ্ঞাসা করলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং বললেন, এ জন্য শুধু ওযূ করতে হয়।

٨٥٧- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ اَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ قَالَ فَقَالَ لِزَيْدٍ اَنْتَ مَوْلاَىَ

فَحَجَلَ قَالَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَنْتَ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ قَالَ فَحَجَلَ وَرَاءَ زَيْدٍ قَالَ وَقَالَ لِىْ اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلْتُ وَرَاءَ جَعْفَرٍ -

৮৫৭। আলী (রা) বলেন : একদিন আমি, জাফর ও যায়িদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি যায়িদকে বললেন : তুমি আমার মুক্ত গোলাম। একথা শুনে সে আড়ালে চলে গেল। তারপর জাফরকে বললেন : তুমি আকারে আকৃতিতেও আমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বভাব চরিত্রেও আমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে জাফরও যায়িদের আড়ালে লুকালো। তারপর তিনি আমাকে বললেন : তুমি আমার এবং আমি তোমার। এতে আমি জাফরের পেছনে লুকালাম। [হাদীস নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য]

৮৫৮। হাদীস নং ৮৫৫ দ্রষ্টব্য।

٨٥٩- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ يَعْنِىْ الْفَرَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤَمِّرُوْا اَبَا بَكْرٍ تَجِدُوْهُ اَمِيْنًا زَاهِدًا فِى الدُّنْيَا رَاغِبًا فِى الْاٰخِرَةِ وَإِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنًا لاَ يَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَإِنْ تُؤَمِّرُوْا عَلِيًّا وَلاَ اُرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ -

৮৫৯। আলী (রা) বলেন : এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরে আমরা কাকে আমীর নিযুক্ত করবো? তিনি বললেন : যদি তোমরা আবু বাকরকে নিযুক্ত কর, তবে তাকে বিশ্বস্ত, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি আসক্ত পাবে। আর যদি উমারকে আমীর নিযুক্ত কর, তবে তাকে বিশ্বস্ত ও কঠোর পাবে, আল্লাহর কাজে সে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পাবে না। আর যদি আলীকে আমীর বানাও, তবে তাকে পাবে সঠিক পথে পরিচালক ও পরিচালিত। তোমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না তোমরা তা করবে।

৮৬০। হাদীস নং ৬৮৯ দ্রষ্টব্য।

٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ حِيْنَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِوِتْرٍ فَثَبَتَ لَهُ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ قَالَ اَقِمْ يَا ابْنَ النَّوَّاحَةِ -

৮৬১। বনু আসাদের এক ব্যক্তি বলেছে : ফজর নামাযের জন্য 'মুসাওয়েব'* যখন বের হলো, তখন আলী (রা) আমাদের সামনে এলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিতর পড়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তার জন্য এ সময়টি নির্ধারণ করেছেন, তারপর বললেন, হে ক্রন্দনকারিণীর ছেলে, ইকামাত দাও। (অর্থাৎ বিতর পড়ার পর ফজরের আযান ও ইকামাত দেয়া হতো।)

* مُثَوِّبٌ শব্দটি تَثْوِيْبٌ থেকে। তখন নিয়ম ছিলো, একজন লোক ফজরের পূর্বক্ষণে বের হতো এবং উচ্চস্বরে আমীরের জন্য দু'আ করতো। পরবর্তীতে এ নিয়ম বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮৬২। হাদীস নং ৮৬৮ দ্রষ্টব্য।

৮৬৩। হাদীস নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

٨٦٤- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُضَحّٰى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ -

৮৬৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিংভাঙ্গা ও কানকাটা জন্তু কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

٨٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُخَافِتُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ وَكَانَ عَمَّارٌ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَهٰذِهِ

فَذُكِرَ ذَاكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ لِمَ تُخَافِتُ؟ قَالَ إِنِّي لَاُسْمِعُ مَنْ اُنَاجِي وَقَالَ لِعُمَرَ لِمَ تَجْهَرُ بِقَرَاءَتِكَ؟ قَالَ اُفْزِعُ الشَّيْطَانَ وَاُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَقَالَ لِعَمَّارٍ وَلِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَهٰذِهِ؟ قَالَ اَتَسْمَعُنِيْ اَخْلِطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ؟ قَالَ لَا. قَالَ فَكُلُّهُ طَيِّبٌ ـ

৮৬৫। আলী (রা) বলেন : আবু বাকর (রা) যখন কুরআন পড়তেন, তখন অনুচ্চ কণ্ঠে পড়তেন। উমার (রা) উচ্চকণ্ঠে পড়তেন। আর আম্মার যখন পড়তেন, তখন বিভিন্ন সূরা থেকে পড়তেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরকে বললেন : তুমি কেন অনুচ্চ কণ্ঠে পড়? আবু বাকর বললেন, আমি যাঁর সাথে গোপন সংলাপ করি, শুধু তাঁকেই শুনাই। (অর্থাৎ আল্লাহকে) উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন উচ্চ কণ্ঠে পড়? উমার (রা) বললেন, শয়তানকে আতঙ্কিত করি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাই। আম্মারকে বললেন : তুমি কেন বিভিন্ন সূরা থেকে পড়? আম্মার জবাব দিলেন, আমি কুরআনের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করি এমন অভিযোগ শুনেছেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, সুতরাং সবাই যা করছে ঠিক করছে।

٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ نَجِيْحٌ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ حَتّٰى قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوْفِ فَقَالَ : هُوَ هٰذَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ اَلْقَاهُ بِصَحِيْفَيْهِ بَعْدَ صَحِيْفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ ثَوْبُهُ ـ

৮৬৬। ইবনে উমার (রা) বলেন : মিম্বার ও কবরের মাঝখানে উমার ইবনুল

খাত্তাবকে (অর্থাৎ তাঁর লাশকে) রাখা হলো। তখন আলী (রা) এলেন। তিনি (জানাযার) কাতারগুলোর সামনে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, এই সেই ব্যক্তি। (তিনবার) তারপর বললেন, আল্লাহর রহমত হোক আপনার ওপর। আল্লাহর সৃষ্টি জগতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যার নির্দেশাবলী আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সে হচ্ছে কাপড়ে আবৃত এই ব্যক্তি।

٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ يَعْفُورٍ عَنْ عَوْنِ ابْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ وَهُوَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ قَدْ قَضٰى نَحْبَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا حَفْصٍ فَوَاللّٰهِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدٌ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى بِصَحِيْفَتِهِ مِنْكَ.

৮৬৭। আবু জুহাইফা বলেন : উমার (রা) যখন কাপড়ে আবৃত ছিলেন তখন তিনি মৃত। আমি তাঁর নিকটে ছিলাম। এই সময় আলী (রা) এলেন। তিনি তার মুখ থেকে কাপড় সরালেন। তারপর বললেন, আল্লাহর রহমত আপনার ওপর। হে আবু হাফ্‌স, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয় এমন আর কেউ অবশিষ্ট রইলনা যার নির্দেশাবলী নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে পারি।

٨٦٨- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِىُّ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِى رُكَيْنٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ فِى الشِّتَاءِ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِى قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

৮৬৮। আলী (রা) বলেন : আমার অত্যধিক মযি নির্গত হতো। এ জন্য শীতকালেও আমি ঘন ঘন গোসল করতাম। ফলে আমার পিঠ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টা জানালাম। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপ করো না। মযি বের হলে তোমার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল এবং নামাযের ওযূর মত ওযূ কর। কিন্তু যদি তীব্র বেগে পানি ঝরাও তাহলে গোসল কর। (অর্থাৎ তীব্র বেগে নির্গত হওয়া বীর্যপাতের লক্ষণ।)

[ইবনু খুযাইমা-২০, আবু দাউদ-২০৬, নাসায়ী-১১১/১, মুসনাদে আহমাদ-১০২৮, ১০২৯, ১২৩৮]

٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ـ

৮৬৯। আলী (রা) বলেন, আমার খুব বেশি মযি ঝরতো। বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বললেন : মযি ঝরলে ওযূ এবং বীর্যপাতে গোসল করতে হয়।

[হাদীস নং ৬২২ দ্রষ্টব্য]

৮৭০। হাদীস নং ৮২৩ দ্রষ্টব্য।

৮৭১। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

٨٧٢- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ السَّمْطِ عَنْ اَبِيْ الْغَرِيْفِ قَالَ اُتِيَ عَلِيٌّ بِوَضُوْءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَاَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ وَلاَ آيَةً.

৮৭২। আলী (রা) কে ওযূর পানি দেয়া হলো। তিনি তিনবার কুলি করলেন ও

তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখ ধুলেন। তারপর হাত ও বাহু তিনবার করে ধুলেন। তারপর মাথা মাসিহ্ করলেন, তারপর দুই পা ধুলেন। তারপর বললেন ঃ এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখেছি। তারপর কুরআন থেকে কিছুটা পড়লেন। তারপর বললেন, এটা যে ব্যক্তি জুনুব নয় তার জন্য। (জুনুব-বীর্যপাত হেতু অপবিত্রতা) জুনুবের জন্য এই ওযূও নয়, আয়াত পাঠও নয়।

٨٧٣- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَسَحَ عَلِيٌّ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوْءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ يَقْطُرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

৮৭৩। যির বিন হুবাইশ বলেন : আলী (রা) ওযূতে মাথা এমনভাবে মাসেহ্ করলেন যে, ফোটা ফোটা পানি বয়ে পড়ার উপক্রম হলো। তিনি বললেন, আমি এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখেছি।
[আবু দাউদ-১১৪]

৮৭৪। হাদীস নং ৭৮২ দ্রষ্টব্য।

٨٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَسَدِيُّ لُوَيْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ

৮৭৫। আলী (রা) বলেছেন, নামাযে এক হাতের ওপর আর এক হাত রেখে নাভির নিচে রাখা সুন্নাত। [আবু দাউদ-৭৫৬]

٨٧٦- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : عَلَّمَنَا عَلِيٌّ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبَّ الْغُلاَمُ عَلٰى يَدَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَغَمَرَ اَسْفَلَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفَّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ اقْتَرَفَ هَنِيَةً مِنْ مَاءٍ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ -

৮৭৬। আবদ খায়র বলেছেন, আলী (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ শিখিয়েছিলেন। এক যুবক তার হাতে পানি ঢেলে দিল এবং তা দিয়ে তিনি হাত পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি হাত ঢুকিয়ে দিলেন বালতিতে। তারপর কুলি করলেন। নাকে পানি দিলেন। মুখ ধুলেন তিনবার করে। কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুলেন তিনবার করে। পুনরায় বালতিতে হাত ঢুকালেন, হাত পাত্রের নিচ পর্যন্ত ডুবালেন, তারপর হাত উঠালেন এবং তা দ্বারা অন্য হাত মাসেহ্ করলেন, তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে একবার মাথা মাসেহ্ করলেন, তারপর তিনবার গিরা পর্যন্ত পা ধুলেন, তারপর হাতে এক কোষ পানি নিয়ে তা পান করলেন। তারপর বললেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করতেন।

[আবু দাউদ-১১১,১১২, ১১৩, ইবনু মাজা-৪০৪, তিরমিযী-৪৯, নাসায়ী-৬৭/১, ৬৮, মুসনাদে আহমাদ-৯১০, ৯১৯, ৯২৮, ৯৪৫, ৯৮৯, ৯৯৮, ১০০৮, ১০১৬, ১০২৭, ১০৪৭, ১১৩৩, ১১৭৮, ১১৯৮, ১১৯৯, ১৩২৪]

৮৭৭। হাদীস নং ৬৫২ দ্রষ্টব্য।

৮৭৮। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮৭৯। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮৮০। হাদীস নং ৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮৮১। হাদীস নং ৬৫৭ দ্রষ্টব্য।

৮৮২। হাদীস নং ৬৯০ দ্রষ্টব্য।

٨٨٣- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَاجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي فَقَالَ رَجُلٌ (لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ كُنْتَ بَحْرًا مَنْ يَقُومُ بِهَذَا قَالَ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ قَالَ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا.

৮৮৩। আলী (রা) বলেছেন : যখন "তোমার নিকটতম স্বজনদেরকে সতর্ক কর" এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের কিছু লোককে একত্রিত করলেন। ৩০ জন সমবেত হলো, তারা পানাহার করলো, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমার ঋণ ও ওয়াদাগুলোর দায়িত্ব কে নেবে। আমার সাথে জান্নাতে যাবে এবং আমার পরিবারে আমার প্রতিনিধি হবে? এক ব্যক্তি বললো, (রাবী শারীক তার নাম উল্লেখ করেননি) ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো (ঋণের) একটা সমুদ্র হয়ে গেছেন। এর দায়িত্ব কে নেবে? অতঃপর অন্য এক ব্যক্তিও অনুরূপ বললো। এরপর তিনি তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতম লোকদের কাছে এই প্রশ্ন করলেন। আলী (রা) বললেন, আমি নেব।

৮৮৪। হাদীস নং ৫৬৯ দ্রষ্টব্য।

৮৮৫। হাদীস নং ৬৫০ দ্রষ্টব্য।

٨٨٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ

الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا سْمُهُ عُفَيْرٌ ـ

৮৮৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উফায়ের' নামক একটা গাধার ওপর আরোহণ করতেন।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ الْاَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ وِكَاءَ السَّهِ الْعَيْنَانِ. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

৮৮৭। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চক্ষুদ্বয় হচ্ছে পায়ুপথের ঢাকনা। সুতরাং যে ঘুমাবে, সে যেন ওযূ করে।

٨٨٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْاَشْقَرُ حَدَّثَنِي ابْنُ قَابُوْسَ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جِئْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৮৮৮। আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন মারহাবকে হত্যা করেছিলাম, তখন তার মাথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছিলাম।

৮৮৯। ৬৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৮৯০। ৬৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৮৯১। ৬৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٨٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ وَكَانَتْ سُرِّيَّةً لِعَلِيٍّ قَالَتْ

قَالَ عَلِيٌّ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلاً نَئُوْمًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِيْ نِمْتُ ثُمَّ (قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فَأَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ) فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لِىْ -

৮৯২। আলী (রা) বলেন : আমি ঘুম কাতুরে ছিলাম। মাগরিবের নামায পড়ার পরই আমি আমার পরিধানের পোশাক নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। (অন্য বর্ণনায় : আমি ইশার আগেই ঘুমিয়ে পড়তাম।) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

৮৯৩। ৬৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৮৯৪। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٨٩٥- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ذَكَرَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَبَقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا اَوْ اَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ يَعْفُو اللّٰهُ عَمَّنْ يَّشَاءُ -

৮৯৫। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আবু বাকর (রা) জানাযার নামায পড়লেন এবং উমার (রা) তিনবার নামায পড়লেন। তারপর আমাদের ওপর এমন ফিতনা এসে পড়লো, যা থেকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই রক্ষা করেন। [আবু বাকরের খিলাফাতের শুরুতে ইসলাম ত্যাগ করার যে হিড়িক পড়েছিল, 'ফিতনা' শব্দটি দ্বারা সম্ভবতঃ সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।]

٨٩٦- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِىْ شُرَيْحٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ اَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لاَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاَبْدَالُ

يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاً كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلاً يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ -

৮৯৬। আলী (রা) এর সামনে সিরিয়াবাসীর প্রসঙ্গ আলোচিত হলো, (যেখানে মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল। যারা আলী (রা) এর খিলাফত মানতো না) উপস্থিত লোকেরা বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, তাদের ওপর অভিশাপ দিন। আলী (রা) বললেন, না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সিরিয়ায় আবদাল থাকে। তারা চল্লিশ জন। তাদের কেউ যখনই মারা যায়। অমনি আল্লাহ তার পরিবর্তে আরেকজনকে পাঠান। তাদের উসিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুরা পরাভূত হয় এবং সিরিয়াবাসীর ওপর থেকে আযাব হটানো হয়। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)।

৮৯৭। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ مَعَهُمَا -

৮৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে (লাশকে) তাঁর খাটিয়ার ওপর রাখা হলো। লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে লোকেরা তাঁকে ঘিরে দু'আ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার ঘাড়ে হাত রাখলে আমি হতচকিত হলাম। তাকিয়ে দেখি, তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (রা)। তিনি উমারের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করলেন। তারপর বললেন, আপনার পরে এমন আর কেউ বেঁচে নেই যে, আমার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয় এবং যার কৃত নেক আমলের সমমানের আমল নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে যেতে চাই। আল্লাহর কসম, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ আপনার দুই সাথীর সঙ্গেই আপনাকে রাখবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, "আমি, আবু বাকর ও উমার গেলাম", "আমি, আবু বাকর ও উমার প্রবেশ করলাম", "আমি, আবু বাকর ও উমার বের হলাম" ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আপনাকে ঐ দুই ব্যক্তি–রাসূলুল্লাহ ও আবু বাকর-এর সাথেই রাখবেন।

[বুখারী-৩৬৮৫, মুসলিম-৭৩৮৯]

৮৯৯। ৫৯৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯০০। ৫৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯০১। ৫৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ أَبِي سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

৯০২। আলী ইবনু আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ নম্র। নম্রতাকে ভালোবাসেন। নম্রতার বিনিময়ে যা দেন, কঠোরতার বিনিময়ে তা দেন না।

٩٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

৯০৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এমন কোন কথা প্রচার করবে, যা মিথ্যা প্রতীয়মান হয়, সে একজন মিথ্যুক। [ইবনু মাজা-৩৮, ৪০]

৯০৪। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٠٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ الْاَسَدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَقَالُوْا اَفِىْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَالُوْا اَفِىْ كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৯০৫। আলী (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "আল্লাহর জন্য পবিত্র কা'বার হজ্জ করা মানবজাতির কর্তব্য, যার হজ্জ করার আর্থিক সামর্থ আছে, তার জন্য" তখন কিছু লোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রতি বছর? তিনি কোন জবাব দিলেন না। তারা আবার বললেন, প্রতি বছর? এবারও তিনি নিরুত্তর রইলেন। তারপর আবার বললো, প্রত্যেক বছর? তিনি বললেন, না। তারপর বললেন, আমি যদি বলতাম, হাঁ। তাহলে প্রতি বছর হজ্জ করা (ধনীদের জন্য) বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। তারপর আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিলে তোমাদের ক্ষতি হবে।"

[তিরমিযী-৮১৪, ৩০৫৫, ইবনু মাজা-২৮৮৪]

৯০৬। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯০৭। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯০৮। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯০৯। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১০। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১১। ৬১৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১২। ৬১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১৩। ৭১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১৪। ৬২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ اَفَضْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اَسْمَعُهُ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَفَضْتُ مَعَ اَبِيْ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اَسْمَعُهُ يُلَبِّىْ حَتَّى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَفَضْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اَسْمَعُهُ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

৯১৫। ইকরামা বলেছেন, আমি আলীর (রা) ছেলে হুসাইন (র)-এর সাথে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হলাম। তখন থেকে আকাবার জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাকে সর্বক্ষণ তালবিয়া পড়তে শুনেছি। তাকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন : আমি আমার পিতার সাথে মুযদালিফা থেকে যাত্রা করেছিলাম এবং তখন থেকে আকাবার জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাঁকে সর্বক্ষণ তালবিয়া পড়তে শুনেছি। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুযদালিফা থেকে যাত্রা করেছিলাম এবং তখন থেকে আকাবার জামরায় (শেষ জামরা) কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তাঁকে সর্বক্ষণ তালবিয়া পড়তে শুনেছি। [দেখুন ১৩৩৪ নং হাদীস]

৯১৬। ৭৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১৭। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১৮। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯১৯। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى قَالَتْ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ فَصَعِدَ عَلٰى شَجَرَةٍ اَمَرَهُ اَنْ يَأْتِيَهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَنَظَرَ اَصْحَابُهُ اِلٰى سَاقِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ صَعِدَ الشَّجَرَةَ فَضَحِكُوْا مِنْ حُمُوْشَةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُوْنَ؟ لَرِجْلُ عَبْدِ اللّٰهِ اَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اُحُدٍ-

৯২০। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশক্রমে ইবনে মাসউদ একটা গাছে উঠেছিলেন। তিনি তাঁকে গাছ থেকে একটা জিনিস আনতে বলেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ গাছে আরোহণের সময় সাহাবীগণ তাঁর পায়ের গোছার দিকে তাকালেন। তাঁর পায়ের গোছার শীর্ণতা দেখে তারা হাসতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা হাসছ কেন? নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর পায়ের গোছা কিয়ামাতের দিন দাঁড়িপাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারি হবে।

٩٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ اِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي اِمَارَةٍ وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَاَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى عُمَرَ فَاَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتّٰى ضَرَبَ الدِّيْنُ بِجِرَانِهِ-

৯২১। আলী (রা) উষ্ট্র যুদ্ধের দিন বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কোন আদেশ দিয়ে যাননি, যা আমরা আমীর নির্বাচনে মেনে চলবো। আমীর নির্বাচনের কাজটা ছিল আমাদের নিজস্ব বিবেচনা প্রসূত। এরপর আবু বাকর (রা)-কে খালীফা নিয়োগ করা হলো। আবু বাকরের উপর আল্লাহর রহমত হোক। তিনি খিলাফাত কায়েম করলেন এবং নিজে সত্যের উপর অবিচল রইলেন। তারপর উমার (রা)-কে খালীফা নির্বাচন করা হলো। আল্লাহর রহমত হোক উমারের উপর। তিনিও খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং নিজে সত্যের উপর অবিচল রইলেন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দীন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

৯২২। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلَانِ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ -

৯২৩। হাকাম জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, ঐ ব্যক্তি আলী (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিচারের ক্ষেত্রে) প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে ফায়সালা করতেন।

৯২৪। ৭১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯২৫। ৭৩৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯২৬। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯২৭। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯২৮। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯২৯। ৫৬৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩০। ৭৫৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩১। ৭৭০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩২। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩৩। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩৪। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩৫। ৭৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٣٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى الْمَقْبُرِىَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسُّقْيَا الَّتِيْ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوْنِىْ بِوَضُوْءٍ فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ دَعَا لِاَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَاَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَدْعُوْكَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَىْ مَا بَارَكْتَ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ -

৯৩৬। আলী (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়েছিলাম। যখন আমরা পিপাসা নিয়ে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের কূয়ার কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন, আমাকে ওযূর পানি দাও। ওযূ সম্পন্ন করে তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ, ইবরাহীম আপনার বান্দা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি মক্কাবাসীকে বরকত দেয়ার জন্য দু'আ করেছিলেন। আর আমি মুহাম্মাদ, আপনার বান্দা ও রাসূল, মদীনাবাসীর জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, তাদের প্রতিটি মুদ ও প্রতিটি সা' খাদ্য শস্যে মক্কাবাসীর দ্বিগুণ বরকত দিন।

[ইবনু খুযাইমা-২০৯, ইবনু হিব্বান-৩৭৪৬, তিরমিযী-৩৯১৪]

٩٣٧- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَأَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىٌّ اَوْ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِىْ يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ وَيَنْهَدُ الْاَشْرَارُ وَيُسْتَذَلُّ الْاَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ قَالَ وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ ـ

৯৩৭। আলী (রা) বলেছেন : মানব জাতির জীবনে একটা নিষ্ঠুর যুগ আসবে, যখন ধনাঢ্য ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ নিয়ে নিদারুন কার্পণ্য করবে। অথচ তাকে সেটি করার আদেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ বরং বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করতে ভুলোনা। দুর্বৃত্তরা আগ্রাসী হবে আর সৎ লোকেরা অপদস্থ হবে। জবরদস্তিমূলক কেনাবেচা হবে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয়, প্রতারণামূলক (অনিশ্চিত) বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় (যেমন উড়ন্ত পাখি শিকার করার পূর্বে বিক্রয় করা) এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ফল ফসল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৯৩৮। ৬৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৩৯। ৬১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٤٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتّٰى يُكْشَفَ عَنْهُ ـ

৯৪০। আলী (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে : অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর উপর থেকে, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে, যতক্ষণ না সে বিপদমুক্ত হয়।

[তিরমিযী-১৪২৩, মুসনাদে আহমাদ-৯৫৬, ১১৮৩]

৯৪১। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৪২। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٤٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ رَأَيْتُ اَنَّ بُطُوْنَهُمَا اَحَقُّ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوْئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّشْرَبَ قَائِمًا ـ

৯৪৩। আব্দ খায়র বলেন : আমি আলী (রা)-কে দেখেছি, তিনি ওযূ করার জন্য পানি চাইলেন। পানি দিয়ে তিনি উত্তমরূপে মাসেহ্ করলেন এবং পায়ের পিঠে মাসেহ্ করলেন। তারপর বললেন, এ হলো যার ওযূ ভঙ্গ হয়নি, তার ওযূ। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পায়ের পিঠে মাসেহ্ করতে না দেখতাম, তাহলে পায়ের তলায় মাসেহ্ করা অধিকতর যুক্তিসংগত মনে করতাম। তারপর আলী (রা) ওযূর উদ্বৃত্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করলেন। তারপর বললেন, যারা দাবী করে দাঁড়িয়ে পানি পান করা অনুচিত, তারা কোথায়?

[ইবনু খুযাইমা-২০০, মুসনাদে আহমাদ-৯৭০]

৯৪৪। ৭৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৪৫। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৪৬। ৭৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৪৭। ৭৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٤٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَاَصَابَنَا بِهَا وَعْكٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ فَلَمَّا بَلَغَنَا اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ اَقْبَلُوْا سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلٰى بَدْرٍ وَبَدْرٌ بِئْرٌ فَسَبَقَنَا الْمُشْرِكُوْنَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَا فِيْهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَاَمَّا الْقُرَشِىُّ فَانْفَلَتَ وَاَمَّا مَوْلٰى عُقْبَةَ فَاَخَذْنَاهُ جَعَلْنَا نَقُوْلُ لَهُ : كَمِ الْقَوْمُ؟ فَيَقُوْلُ هُمْ وَاللّٰهِ كَثِيْرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيْدٌ بَأْسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذْ قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ حَتّٰى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كَمِ الْقَوْمُ؟ قَالَ هُمْ وَاللّٰهِ كَثِيْرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيْدٌ بَأْسُهُمْ فَجَهَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ فَاَبٰى ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ كَمْ يَنْحَرُوْنَ مِنَ الْجُزْرِ فَقَالَ عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ اَلْفٌ كُلُّ جَزُوْرٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ اَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشٌّ مِنْ مَطَرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَرِ وَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْفِئَةَ لاَ تُعْبَدْ قَالَ فَلَمَّا اَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى الصَّلاَةَ عِبَادَ اللّٰهِ فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هٰذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلٰى جَمَلٍ لَهُ اَحْمَرَ يَسِيْرُ فِى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ نَادِ لِىْ حَمْزَةَ وَكَانَ اَقْرَبَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ صَاحِبُ

الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُوْلُ لَهُمْ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فِى الْقَوْمِ اَحَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرٍ فَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهُوَ يَنْهٰى عَنِ الْقِتَالِ وَيَقُوْلُ لَهُمْ يَاقَوْمُ إِنِّىْ اَرٰى قَوْمًا مُسْتَمِيْتِيْنَ لاَ تَصِلُوْنَ إِلَيْهِمْ وَفِيْكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اعْصِبُوْهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِيْ وَقُوْلُوْا جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّيْ لَسْتُ بِاَجْبَنِكُمْ. قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَنْتَ تَقُوْلُ هٰذَا؟ وَاللّٰهِ لَوْ غَيْرَكَ يَقُوْلُ هٰذَا لَاَعْضَضْتُهُ قَدْ مَلَأَتْ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا فَقَالَ عُتْبَةُ إِيَّاىَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ؟ سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ اَيُّنَا الْجَبَانُ قَالَ فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَاَخُوْهُ شَيْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِيْدُ حَمِيَّةً فَقَالُوْا مَنْ يُبَارِزُ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ سِتَّةٌ فَقَالَ عُتْبَةُ لاَ نُرِيْدُ هٰؤُلاَءِ وَلٰكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِيْ عَمِّنَا مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عَلِىُّ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَتَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَىْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةَ وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِيْنَ وَاَسَرْنَا سَبْعِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَصِيْرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَسِيْرًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا وَاللّٰهِ مَا اَسَرَنِيْ لَقَدْ اَسَرَنِيْ رَجُلٌ اَجْلَحُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقَ مَا اُرَاهُ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ اَنَا اَسَرْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اسْكُتْ

فَقَدْ اَيَّدَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِمَلَكٍ كَرِيْمٍ فَقَالَ عَلِىٌّ فَاَسَرْنَا وَاَسَرْنَا مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبَّاسَ وَعَقِيْلاً وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ.

৯৪৮। আলী (রা) বলেছেন : আমরা যখন মদীনায় গেলাম, তখন মদীনার প্রচুর ফলমূল আহরণ করলাম। এতে মদীনার প্রতি আমাদের প্রবল আসক্তি জন্মে গেল বটে। তবে আমরা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় বদর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। যখন আমরা জানতে পারলাম যে, মুশরিকরা রওয়ানা হয়ে এসেছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন। বদর একটা কূয়া। মুশরিকরা আমাদের আগেই ঐ কূয়ার কাছে উপস্থিত হলো। সেখানে আমরা তাদের মধ্য থেকে দু'জনকে পেলাম। একজন কুরাইশের, অপরজন উকবা বিন আবু মুয়াইতের মুক্ত গোলাম। কুরাইশী পালিয়ে গেল। কিন্তু উকবার মুক্ত গোলামকে আমরা পাকড়াও করে ফেললাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কত? সে বললো, আল্লাহর কসম, তারা সংখ্যায় অনেক এবং ভীষণভাবে অস্ত্র সজ্জিত। এ কথার পর মুসলিমরা তাকে মারধর করতে লাগলো এবং মারতে মারতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাহিনীতে লোক সংখ্যা কত? সে বললো, আল্লাহর কসম, তারা সংখ্যায় অনেক এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর প্রচেষ্টা চালালেন, যাতে সে তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানায়। কিন্তু সে জানাতে অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের বাহিনী প্রতিদিন ক'টা উট যবেহ করে? সে বললো, প্রতিদিন দশটা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওরা সংখ্যায় হাজার খানিক হবে। প্রতিটা যবাই করা উট একশো জন ও তাদের অনুগামী চাকর বাকররা খেতে পারে। ঐ রাতে আমাদের উপর এক পশলা বৃষ্টি হলো। আমরা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে গাছ-পালা ও চামড়ার ঢালের নিচে আশ্রয় নিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত এরূপ দু'আ করতে থাকলেন : হে আল্লাহ, তুমি যদি এই দলটিকে (মুসলিমদের দলকে) ধ্বংস করে দাও, তাহলে তোমার ইবাদাত আর হবে না। যখন ভোর হলো, তখন তিনি আহবান জানালেন, হে আল্লাহর বান্দারা, নামাযের জন্য এস। লোকেরা গাছ-পালা ও ঢালের নিচ থেকে এসে নামাযের জামায়াতে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

তিনি বললেন : এই সকল লাল ছোট ছোট পাহাড়ের নিচে কুরাইশের বাহিনী অবস্থান করছে। এরপর যখন মুশরিকরা আমাদের নিকটবর্তী হলো এবং আমরা সারিবদ্ধভাবে তাদের মুখোমুখি হলাম। তখন দেখলাম, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজের একটা লাল উটের পিঠে আরোহণ করে মুশরিক বাহিনীর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আলী, হামযাকে আমার কাছে ডেকে দাও। হামযা তখন মুশরিকদের সবচেয়ে নিকটে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐ লাল উটের আরোহী লোকটা কে? সে তাদেরকে কী বলছে? ঐ দলের মধ্যে এমন কেউ যদি থেকে থাকে যে কোন ভালো কাজ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয় তবে সে হয়তো ঐ লাল উটওয়ালাই হবে। তৎক্ষণাত হামযা এলেন। তিনি বললেন, লোকটি উতবা বিন রাবীয়া। সে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছে। সে তাদেরকে বলছে, হে আমার সম্প্রদায়, আমি দেখতে পাচ্ছি জীবন বাজি রাখা একটা বাহিনী। তোমরা তাদের কাছেও পৌছতে পারবে না। সে চেষ্টা না করলেই তোমাদের কল্যাণ। হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার মাথার বিনিময়ে হলেও আমার এ কথাটা মেনে নাও। তোমরা বল, উতবা বিন রাবীয়া কাপুরুষ হয়ে গেছে। অথচ তোমরা তো জান, আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি কাপুরুষ নই। এ কথা শুনতে পেয়ে আবু জাহল বললো, তুমি এ কথা বলছ? আল্লাহর কসম, তুমি ছাড়া আর কেউ এ কথা বললে তাকে আমি অপদস্থ করতাম। তুমি আসলে মুসলিমদের ভয়ে চুপসে গিয়েছ। উতবা ভীষণ চটে গিয়ে বললো, কী। তোমার মত মাংসহীন নিতম্বওয়ালার এত স্পর্ধা যে, আমাকে এভাবে লজ্জা দিলে? ঠিক আছে, আজকে দেখে নিও, আমাদের কে ভীরু কাপুরুষ। পরক্ষণে উৎবা, তার ভাই শাইবা এবং তার ছেলে ওয়ালীদ প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়ে একযোগে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে এসে হাঁক দিল, কে আছে আমাদের সাথে লড়াই করার মত বীর পুরুষ? এ হাঁক শুনে আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে ছয়জন বেরিয়ে এল। উতবা বললো, আমরা এদের সাথে লড়তে চাই না। আমরা লড়তে চাই আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে, আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের সাথে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী যাও, হামযা যাও। হে উবায়দা ইবনুল হারিছ যাও। আল্লাহ (এ তিনজনের হাত দিয়ে) উতবা, শাইবা ও রাবীয়ার দুই ছেলেকে এবং উতবার ছেলে ওয়ালীদকে হত্যা করলেন। উবাইদা আহত হলো। আমরা সর্বমোট সত্তর জনকে হত্যা ও সত্তর জনকে বন্দী করলাম। আনসারদের মধ্য থেকে একজন বেঁটে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এল। (যিনি তখনো মক্কায় ছিলেন এবং কুরাইশ বাহিনীর সাথে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন) আব্বাস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আমাকে গ্রেফতার করেনি। যে ব্যক্তি আমাকে গ্রেফতার করেছে, সে একজন ন্যাড়ামাথা অতীব সুদর্শন মানুষ। সে ছিল সাদাকালো ডোরা কাটা একটা ঘোড়ার আরোহী। তাকে এখানে মুসলিম জনতার মধ্যে দেখছি না। আনসারী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওকে তো আমিই গ্রেফতার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি চুপ কর। আসলে আল্লাহ তোমাকে একজন সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। আলী (রা) বললেন, আমরা বনু আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের আব্বাস, আকীল ও নাওফেল বিন হারেসকে গ্রেফতার করেছিলাম।

[আবু দাউদ-২৬৬৫]

৯৪৯। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

.٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ وَهْبٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالاَ نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِى الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ إِلاَّ قَامَ قَالَ فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيْدٍ سِتَّةٌ وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ فَشَهِدُوْا اَنَّهُمْ سَمِعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِعَلِيٍّ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

৯৫০। আলী (রা) খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাদিরে খুমের ভাষণ শুনেছে সে যেন উঠে দাঁড়ায়। এ কথা শুনে সাঈদের পক্ষ থেকে ছয়জন এবং যায়িদের পক্ষ থেকে ছয়জন উঠে দাঁড়ালো। তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা গাদিরে খুমে আলী (রা) কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে, আল্লাহ কি মুমিনদের জন্য অধিকতর আপনজন নন? সবাই বললো, অবশ্যই। তিনি

বললেন : 'হে আল্লাহ, আমি যার আপনজন, আলীও তার আপনজন। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আলীর বন্ধু হয়, তুমি তার বন্ধু হও। আর যে ব্যক্তি আলীর শত্রু হয়, তুমি তার শত্রু হও।'

٩٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حَكِيْمٍ اَنْبَأَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو ذِيْ مُرٍّ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ إِسْحَاقَ نَعْنِيْ عَنْ سَعِيْدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيْهِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ -

৯৫১। ৯৫০ নং হাদীসে সংযোজন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন : "আর যে ব্যক্তি আলীকে সাহায্য করে তাকে তুমি সাহায্য কর, আর যে আলীকে অপদস্থ করে, তুমি তাকে অপদস্থ কর।"

৯৫২। ৯৫১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৫৩। ৭৬৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৫৪। ৮৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٥٥- حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَ عَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن يَعْلى ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ عَفَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ عَادَ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِىٌّ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا عَمْرُو اَتَعُوْدُ حَسَنًا وَفِى النَّفْسِ مَا فِيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبٍّ قَلْبِيْ فَتَصْرِفَهُ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ اَمَا إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَمْنَعُنِى اَنْ اُؤَدِّىَ إِلَيْنَا النَّصِيْحَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا إِلاَّ ابْتَعَثَ اللّٰهُ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ اَىَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ كَانَتْ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاَىَّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ كَانَتْ حَتّٰى يُصْبِحَ -

৯৫৫। আমর বিন্ হুরাইছ অসুস্থ হাসানকে দেখতে এলেন। আলী (রা)ও তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আলী (রা) বললেন, হে আমর! আপনার মনে যা আছে তা সত্ত্বেও হাসানকে দেখতে এলেন? আমর বললেন : আপনিতো আমার অন্তরের মালিক নন যে, তাকে যেদিকে ইচ্ছা সরিয়ে দেবেন। আলী (রা) বললেন : শুনুন, মনে যাই থাক তা আমাদেরকে পরস্পরের শুভাকাংখী হতে বাধা দেয় না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মুসলিম অন্য কোন রুগ্ন মুসলিমকে দেখতে গেলে আল্লাহ তার উপর ৭০ হাজার ফেরেশতা পাঠান, যারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে, দিনের যে কোন সময়ে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর রাতের যে কোন সময় গেলে সকাল পর্যন্ত।

৯৫৬। ৯৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৫৭। ৭৫১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اُتِيَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِهٖ فَاَمَرَنِىْ فَاَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ -

৯৫৮। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সেট রেশমী পোশাক এনে দেয়া হলো। সেটি তিনি আমার কাছে পাঠালে আমি তা পরলাম। কিন্তু এটা তিনি অপছন্দ করলেন। পরে তাঁর আদেশে আমি পোশাকটি ওড়না বানিয়ে মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করলাম।

٩٥٩- حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ اَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْاَمْرِ فَيُؤْتِى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْاَشْتَرُ إِنَّ هٰذَا الَّذِيْ تَقُوْلُ قَدْ تَفَشَّغَ فِى النَّاسِ اَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُوْلُ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَلِىٌّ مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُوْنَ النَّاسِ إِلاَّ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِى صَحِيْفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتّٰى اَخْرَجَ الصَّحِيْفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيْهَا مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ آوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ قَالَ وَإِذَا فِيْهَا إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي اُحَرِّمُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ تُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ اَشَارَ بِهَا وَلاَ تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ اَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ وَلاَ يُحْمَلُ فِيْهَا السِّلاَحُ لِقِتَالٍ قَالَ وَإِذَا فِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ اَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ -

৯৫৯। আবু হাসসান বর্ণনা করেন। আলী (রা) যখন কোন আদেশ জারী করতেন তা কার্যকর করা হতো এবং তারপর বলা হতো, আমরা অমুক কাজটি সম্পন্ন করেছি, তখন আলী (রা) বলতেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এ কথা শুনে একদিন আশতার তাঁকে বললেন, এই যে কথাটা আপনি বলেন, এটা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা কি এমন কোন বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন? আলী (রা) বললেন, অন্য সব মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু আমার জন্য কোন জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করেননি। তবে কোন বিশেষ বাণী যদি এমন থাকে যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, তা আমি একটা বিশেষ পুস্তিকায় লিখে রাখি এবং আমার তরবারীর খাপে তা সংরক্ষণ করি। লোকরা তাঁর সেই পুস্তিকাটি সবসময় দেখতে

চাইতো। অবশেষে পুস্তিকাটি তিনি বের করলেন। দেখা গেল তাতে লেখা রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন নতুন জিনিস তৈরি করবে, (অর্থাৎ ইসলামের নামে নতুন মতবাদ বা বিধি মনগড়াভাবে রচনা ও প্রচার করবে) অথবা এরূপ নতুন জিনিস রচনাকারীকে প্রশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিশাপ। তার পক্ষ থেকে কোন মুক্তিপণ বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না। তাতে আরো লেখা রয়েছে, ইবরাহীম মক্কাকে নিরাপদ ও পবিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর আমি মদীনাকে নিরাপদ ও পবিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তার দু'পাশের দুই পাথুরে ভূখণ্ডের মাঝের সমগ্র অঞ্চল নিরাপদ ও পবিত্র। তার কোন জনবসতিহীন স্থান দখল করা যাবে না। তার কোন শিকার তাড়ানো যাবে না। সেখানে কোন হারানো বস্তু কুড়ানো যাবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি হারানো বস্তুর মালিক খুঁজবে, সে কুড়াতে পারবে। এর কোন গাছ-কাটা যাবে না। তবে কেউ যদি তার উটকে ঘাষ, লতা ও গাছের পাতা খাওয়ায়, তবে তা খাওয়াতে পারবে। সেখানে লড়াই এর জন্য অস্ত্র বহন করা যাবে না। তাতে আরো রয়েছে, মুমিনরা পরস্পরের জীবনের রক্ষক ও ক্ষতিপূরণদাতা। তাদের যে কোন নগণ্য ব্যক্তি অপর মুমিনকে নিরাপত্তা দিতে পারে। এখানে অমুমিনদের উপর মুমিনদের কর্তৃত্ব থাকবে। জেনে রাখ, কোন কাফিরের বদলায় কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। যাকে নিরপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাকে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যা করা যাবে না। (৯৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

[নাসায়ী ২০ ও ২৪/৮, আবু দাউদ-২০৩৫]

৯৬০। ৭১৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৬১। ৯৫০ নং হাদীস ও ৮৬৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৬২। ৭৮২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ اَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ قَالَ فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْخَانَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَنَهَانَا

عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ ثُمَّ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا لِيَرَ النَّاسُ عَلَيَّ كِسْوَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِنَزْعِهِمَا فَأَرْسَلَ بِإِحْدَاهُمَا إِلَى فَاطِمَةَ وَشَقَّ الْأُخْرَى بَيْنَ نِسَائِهِ.

৯৬৩। মালিক ইবনে উমাইর বলেন : একদিন আমি আলী (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন সা'সা'য়া ইবনে সুহান তার নিকট এলেন এবং সালাম করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করুন। তখন আলী (রা) বললেন, তিনি আমাদেরকে 'দুব্বা' (লাউয়ের খোলস) 'হান্তম' (মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ), 'মুযাফ্‌ফাত' (তৈলাক্তপাত্র বিশেষ) ও 'নকীর' (কাঠের পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।* তিনি আরো নিষেধ করেছেন রেশম ব্যবহার করতে, লাল বর্ণের গদি ব্যবহার করতে, রেশমী পোশাক পরতে ও স্বর্ণের আংটি পরতে। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা রেশমী পোশাক পরালেন। পরে আমি যখন সেটি পরিধান করে বাইরে বের হয়েছি, যাতে লোকেরা আমার পরনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া পোশাক দেখতে পায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে পোশাকটি খুলে ফেলতে বললেন। পরে তার একাংশ ফাতিমাকে পাঠালেন এবং অপরাংশ তার স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

* জাহেলী যুগে এসব পাত্রে শরাব রাখা হতো। তাই প্রথম প্রথম এ সকল পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করা হয়। যাতে এসব পাত্রের ব্যবহারে শরাবের কথা তাদের মনে উদিত না হয়। হাদীসের মূল উদ্দেশ্য শরাবের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

[আবু দাউদ-৩৬৯৭, নাসায়ী-৮/১৬৬ ও ৩০২, মুসনাদে আহমাদ-১১৬২, ১১৬৩]

৯৬৪। ৯৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَخُو

حَجَّاجِ ابْنِ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُوْلُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَنَّ الَّذِيْنَ جَحَدُوْا مُحَمَّدًا هُمُ الْكٰذِبُوْنَ.

৯৬৫। আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেছেন, যখনই আলী (রা) মুয়াযযিনের আযান শুনতেন, তখন মুয়াযযিন যা যা বলতো, তিনি তা হুবহু বলতেন। যখন মুযাযযিন বলতো, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তখন তিনি বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাই নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং যারা মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে, তারা মিথ্যাবাদী।

৯৬৬। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٦٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلٰى أُمِّ صُبَيَّةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ هَبَطَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُوْلُ قَائِلٌ أَلاَ سَائِلٌ يُعْطٰى أَلاَ دَاعٍ يُجَابُ أَلاَ سَقِيْمٌ يَسْتَشْفِيْ فَيُشْفٰى أَلاَ مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ.

৯৬৭। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম এবং ইশার নামাযকে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করাতাম। কেননা রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং ফজর পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করে, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে দেয়া হবে। কোন দু'আকারী আছে কি, যার দু'আ কবুল করা হবে, কোন রোগী আছে কি যে রোগ নিরাময় চায়, তাহলে তার রোগ নিরাময় করা হবে। কোন গুনাহগার ব্যক্তি আছে কি যে ক্ষমাপ্রার্থী, তার গুনাহ মাফ করা হবে? (১০৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

৯৬৮। ৬০৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৬৯। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْاَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ دَعَا بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا ؟ قَالَ فَاَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَالَمْ يُحْدِثْ -

৯৭০। একদা আলী (রা) এক পাত্র পানি আনতে বললেন। তারপর বললেন যারা দাবি করে যে, তারা দাঁড়িয়ে পান করা অপসন্দ করে তারা কোথায়? তারপর তিনি পানির পাত্রটি ধরলেন ও দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। অতঃপর হালকাভাবে ওযূ করলেন এবং তার উভয় পাদুকার উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর বললেন, এরূপই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ। যার ওযূ ভংগ হয়নি তার ওযূ এ রকম।

[আবু দাউদ-১১৬, ইবনু মাজা ৪৩৬, ৪৫৬, তিরমিযী ৪৪, ৪৮, মু. আ. ১০২৫, ১০৪৬, ১০৫০, ১২০৫, ১২৭৩, ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৪, ১৩৬০, ১৩৮০]

٩٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ

إِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوْئِهِ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ـ

৯৭১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিনবার করে সংশ্লিষ্ট অংগসমূহ ধুয়ে ওযূ করলেন এবং ওযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকমই করতে দেখেছি।

৯৭২। দেখুন হাদীস নং ৯৭৩, ৯৯৫ এবং ইবনু মাজা, ৩৭১৫, তিরমিযী-২৭৪১]

٩٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ اَوْ عِيْسٰى (شَكَّ مَنْصُوْرٌ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ـ

৯৭৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো যখন হাঁচি হয়, তখন তার বলা উচিত "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল" (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা) আর তার আশপাশের লোকদের বলা উচিত, ইয়ারহামুকাল্লাহ, (আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন) আর তার জবাবে হাঁচি দাতার বলা উচিত, "ইয়াহ্দিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (আল্লাহ তোমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের মনের সংশোধন করুন)।

٩٧٤- حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ فَمَنْ كَانَ مِنَّا فِىْ رَكْعَةٍ شَفَعَ إِلَيْهَا اُخْرٰى حَتّٰى اجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَوْتَرَ فِيْ وَسَطِهِ ثُمَّ اَثْبَتَ الْوَتْرَ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذٰلِكَ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

৯৭৪। আবদু খায়র বলেন, আমরা তখন মসজিদে। আলী (রা) আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল সে কোথায়? এ সময় আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক রাকায়াত পড়েছে, সে তার সাথে আরো এক রাকায়াত পড়লো। অবশেষে আমরা তাঁর কাছে সমবেত হলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে বিতর পড়তেন। তারপর মধ্য রাতে পড়তেন, তারপর রাতের এ অংশে স্থায়ীভাবে পড়তে থাকেন। এ সময়টা ছিল ফজরের পূর্বক্ষণ।

٩٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ عَادَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ اَعَائِدًا جِئْتَ اَمْ زَائِرًا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى بَلْ جِئْتُ عَائِدًا فَقَالَ عَلِىٌّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا بَكَرًا شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَه حَتّٰى يُمْسِىَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَه مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

৯৭৫। আবু মূসা আল আশয়ারী হাসানকে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে এলেন। তখন আলী (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি তাকে দেখতে এসেছেন না বেড়াতে এসেছেন? আবু মূসা বললেন, বরং আমি হাসানকে দেখতে এসেছি। তখন আলী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সকাল বেলা দেখতে আসে, তাঁর পিছু পিছু সত্তর হাজার ফেরেশতা আসে, সকলেই তাঁর জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকে। আর জান্নাতে তার জন্য পাকা খেজুরে পরিপূর্ণ একটা খেজুর গাছ থাকবে। আর সে যদি

সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতে আসে, তার পিছু পিছু সত্তর হাজার ফেরেশতা আসে, সকলেই তার জন্য সকাল পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকে। আর জান্নাতে তার জন্য পাকা খেজুরে পরিপূর্ণ একটা খেজুর গাছ থাকবে।

৯৭৬। হাদীস নং ৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

৯৭৭। হাদীস নং ৬৬২ দ্রষ্টব্য।

৯৭৮। হাদীস নং ৭১৬ দ্রষ্টব্য।

٩٧٩- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ اَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ : يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ؟ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُوْنَ فَيَأْمُرُهُمْ يَرْكَبُوْنَ هَدْيَهُ وَهَدْىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلاَ تَتَّبِعُوْنَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ -

৯৭৯। আলী (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ তার কুরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহন করলে তা কেমন হয়? তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে চলা লোকদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে তাদের কুরবানীর জন্তুর পিঠের উপর আরোহণ করার আদেশ দিতেন। ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুরবানীর জন্তু ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করতো। আলী (রা) বলেন, তোমাদের নবীর সুন্নাতের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস তোমরা অনুকরণের জন্য পাবে না।

৯৮০। ৬৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٨١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نُهِىَ عَنْ مَيَاثِرِ الْاَرْجُوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِّىِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ - قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاَخِيْ يَحْيَى ابْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعْ هٰذَا نَعَمْ وَكِفَافِ الدِّيْبَاجِ -

৯৮১। আলী (রা) বলেছেন, লাল রং-এর জিন বা গদি ব্যবহার করা, রেশমী কাপড় পরিধান করা ও স্বর্ণের আংটি পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমার ভাই ইয়াহইয়া ইবনে সিরীনের কাছে যখন এ হাদীস তুলে ধরলাম, তখন তিনি বললেন, আর এ কথাও কি তুমি শোননি যে, রেশমী কাপড়ের পাড় লাগানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

৯৮২। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৮৩। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَفِى الرِّقَّةِ رُبُعُ عُشْرِهَا ـ

৯৮৪। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে ঘোড়া ও দাসদাসীর যাকাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। তবে রৌপ্যের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

[ইবনু মাজা-১৭৯০, ১৮১৩, মুসনাদে আহমাদ-১০৯৭, ১২৪৩]

٩٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَظُنُّوْا بِهِ الَّذِىْ هُوَ اَهْدٰى وَالَّذِىْ هُوَ اَهْيَا وَالَّذِىْ هُوَ اَتْقٰى ـ

৯৮৫। আলী (রা) বলেন, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনবে, তখন এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, তিনি সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যা সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, সবচেয়ে সৎপথ প্রদর্শক এবং সবচেয়ে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ।

[দেখুন, হাদীস নং-৯৮৬, ৯৮৭, ১০৩৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৯২]

৯৮৬। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৮৭। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৮৮। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৮৯। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯০। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯১। ৯৫৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯২। ৫৬৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯৩। ৮৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯৪। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯৫। ৯৭২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اشْتَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحْنِ فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاطِمَةُ تَشْتَكِيْ إِلَيْكَ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحْنِ وَتَسْأَلُكَ خَادِمًا فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ فَاَمَرَنَا عِنْدَ مَنَامِنَا بِثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ وَاَرْبَعٍ وَثَلاَثِيْنَ مِنْ تَسْبِيْحٍ وَتَحْمِيْدٍ وَتَكْبِيْرٍ -

৯৯৬। আলী (রা) বলেন, ফাতিমা আমার নিকট অনুযোগ পেশ করলো যে, আটা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গেছে। তখন আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফাতিমা আপনার নিকট অনুযোগ পেশ করছে যে, আটা পিষার দরুণ তার হাতে দাগ পড়ে গেছে। সে আপনার নিকট একজন চাকর চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি কি তোমাদেরকে চাকরের চেয়ে ভালো জিনিসের সন্ধান দেব না? অতঃপর তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন

ঘুমানোর পূর্বে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ি। [তিরমিযী-৩৪০৮, ৩৪০৯]

٩٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِ اَبِىْ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلٰى ظَهْرِهِ لَمْ يُهْرَقْ.

৯৯৭। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে রুকু দিতেন যে, তার পিঠের উপর যদি এক পেয়ালা পানি রাখা হতো, তবে সে পানি পড়তো না।

৯৯৮। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

৯৯৯। ৭৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০০। ৬২৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০১। ৬২৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০২। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০৩। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০৪। ৬১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০৫। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

১০০৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। তাকবীরে তাহরীমা অন্য সময়ের সকল হালাল কাজকে নামাযের সময়ের জন্য হারাম করে, আর সালাম ফেরালেই নামায শেষ হয় এবং সব হালাল কাজ পুনরায় হালাল হয়।

[আবু দাউদ-৬১, ৬১৮, ইবনু মাজা-২৭৫, তিরমিযী-৩, মুসনাদে আহমাদ-১০৭২]

১০০৭। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০৮। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০০৯। ১০৩৫ ও ৬৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১০। ৬০৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১১। ৬২৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠١٢- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلٰى كُلِّ أَثَرِ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ).

১০১২। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছর ও ফজর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয নামাযের অব্যবহিত পর দু'রাকায়াত নামায পড়তেন।

[ইবনু খুযাইমা-১১৯৬, আবু দাঊদ-১২৭৫, মুসনাদে আহমাদ-১২১৭, ১২২৬, ১২২৭]

১০১৩। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৪। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৫। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৬। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৭। ৭০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৮। ৬২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০১৯। ৫৮৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ الْقَاسِمِ ابْنِ كَثِيْرٍ عَنْ قَيْسٍ الْخَارِقِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ سَبَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا اَوْ اَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ فَمَا شَاءَ اللّٰهُ

جَلَّ جَلاَلُهُ - قَالَ اَبُوْ عَبْد الرَّحْمٰنِ قَالَ اَبِيْ قَوْلُهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ اَرَادَ اَنْ يَتَوَاضَعَ بِذٰلِكَ -

১০২০। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। তারপর আবু বাকর (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়লেন, আর উমার (রা) পড়লেন তৃতীয় জানাযা। এরপরই আমরা সেই অরাজকতায় পতিত হলাম, যা আল্লাহ চেয়েছিলেন।

[১১০৭ ও ১২৫৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য]

১০২১। ৭৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০২২। ৭৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلاَّ نَائِمٌ إِلاَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّيْ وَيَبْكِيْ حَتّٰى اَصْبَحَ -

১০২৩। আলী (রা) বলেছেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের মিকদাদ ছাড়া আর কোন ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা ছিল না। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আমাদের সবাই ঘুমাচ্ছে। তিনি একটা গাছের নিচে সকাল পর্যন্ত নামায পড়েছেন এবং কান্নাকাটি করেছেন।

[ইবনু খুযাইমা-৮৯৯, মুসনাদে আহমাদ-১১৬১]

١٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ اَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ إِلاَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ لِاَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَسُنَّهُ -

১০২৪। আলী (রা) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির উপর শরিয়াত নির্ধারিত শাস্তি 'হদ'

কার্যকর করতে গিয়ে সে মারা গেলে কিছুই মনে করতাম না। কেবল মদখোর ব্যতীত। সে মারা গেলে আমি দিয়াত দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কেননা মদখোরকে শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল না। [বুখারী-৬৭৭৮, মুসলিম-১৭০৭, মুসনাদে আহমাদ-১০৮৪]

১০২৫। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০২৬। ১০৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০২৭। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০২৮। ৮৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০২৯। ৮৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللّٰهُ الْخَيْرَ حَيْثُ اَحَبَّ -

১০৩০। আলী (রা) বললেন, এই উম্মাতের নবীর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে জান? তিনি হচ্ছেন আবু বাকর। তারপর উমার। তারপর আল্লাহ্ যেখানেই পছন্দ করবেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তৈরি করবেন। (দেখুন-৮৩৩ নং হাদীস)

١٠٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَحْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْبَصْرِىُّ..... قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ إِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ عُمَرُ وَاَحَدَّثْنَا اَحْدَاثًا يَصْنَعُ اللّٰهُ فِيْهَا مَا شَاءَ.

১০৩১। আলী (রা) বলেছেন, এই উম্মাতের নবীর পর শ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বাকর, তারপর উমার। এরপর আমরা এমন সব ঘটনা ঘটালাম, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ যা চেয়েছেন করেছেন। (দেখুন, ৮৩৩ নং হাদীস)

১০৩২। ৮৩৩, ১০৩১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৩৩। ৭৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৩৪। ৬৯৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِى اَبِيْ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُوْا مِنَ الْمَرأَةِ فَيُمْذِيْ فَاِنِّىْ اَسْتَحْيِى مِنْهُ لِاَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِىْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ -

১০৩৫। আলী (রা) মিকদাদকে বললেন, যে পুরুষ নারীর কাছে ঘেঁষলেই তার মযি বের হয়, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর। আমার লজ্জা করছে। কেননা, তাঁর মেয়ে আমার কাছে রয়েছে। অতঃপর যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পুরুষাংগ ও উভয় অণ্ডকোষ ধুয়ে ফেলবে ও ওযূ করবে। (১০০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

১০৩৬। ৬১৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৩৭। ৬১৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৩৮। ৬২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৩৯। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪০। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زَيَادٍ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ فِيْ قَوْلِه اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ -

১০৪১। আলী (রা) বলেছেন, সূরা রা'দের اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ الخ "তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে" এ

আয়াতাংশ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনু হাশিম থেকে এক ব্যক্তি হবে সতর্ককারী ও পথপ্রদর্শক।

১০৪২। ৬৫৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৩। ৭১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৪। ৭১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৫। ৭৬০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৬। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৭। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৮। ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৪৯। ৭২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫০। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫১। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫২। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫৩। ৭৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫৪। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَامَ عَلِىٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيْرَتِهِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسَارَ بِسِيْرَتِهِمَا حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ -

১০৫৫। একদিন আলী (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাকর (রা) খালীফা নিযুক্ত হলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে যাবতীয় কাজ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর উমারকে খালীফা নিযুক্ত করা হলো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন এবং তাঁদের মতই স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ উমারকে তুলে নিলেন। ১০৫৬। ৭৫৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫৭। ৬৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫৮। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৫৯। ১০৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬০। ৮৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬১। ৬০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬২। ৬৪২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৩। ৫৭৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৪। ৭৪১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৫। ৬২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৬। ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৭। ৬২১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৬৮। ৬২১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ -

১০৬৯। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখতেন ও রোযা রাখার আদেশ দিতেন।

১০৭০। ৫৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৭১। ১০২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৭২। ১০০৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৭৩। ৬১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৭৪। ৮০৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

১০৭৫। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বেছে নেয়।

١٠٧٦- قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ اَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَمَا اَدْرِيْ بِمَكَّةَ يَعْنِيْ اَوْ بِغَيْرِهَا ـ

১০৭৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আছরের পর কোন নামায পড়ো না। তবে যদি সূর্য অনেক ওপরে থাকতে আছর পড়ে থাক। তাহলে আছরের পর নফল পড়তে পার।

[ইবনু খুযাইমা-১২৮৭]

١٠٧٧- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِصْعَرٌ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ اُكَيْدِرَ دُوْمَةَ اَهْدٰى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً اَوْ ثَوْبَ حَرِيْرٍ قَالَ فَاَعْطَانِيْهِ وَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ النِّسْوَةِ ـ

১০৭৭। আলী (রা) বলেন, দুমার শাসক উকাইদির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে একটা রেশমী পোশাক উপহার দিল। তিনি সেটা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এটি টুকরো করে মহিলাদেরকে ওড়না বানিয়ে দাও।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُبَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ لَتُخْضَبَنَّ هٰذِهِ مِنْ هٰذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِى الْاَشْقٰى قَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَخْبِرْنَا بِهِ نُبِيْرُ عِتْرَتَهُ قَالَ إِذًا تَاللّٰهِ تَقْتُلُوْنَ بِيْ غَيْرَ قَاتِلِيْ قَالُوْا فَاسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اَتْرُكُكُمْ إِلٰى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَمَا تَقُوْلُ لِرَبِّكَ إِذَا آتَيْتَهُ (وَقَالَ وَكِيْعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيْتَهُ) قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ تَرَكْتَنِىْ فِيْهِمْ مَا بَدَالَكَ ثُمَّ قَبَضْتَنِىْ إِلَيْكَ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَإِنْ شِئْتَ اَصْلَحْتَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ اَفْسَدْتَهُمْ -

১০৭৮। আবুদল্লাহ ইবনে সুবাই' বলেছেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার এই দাড়ি অবশ্যই এই মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে। সুতরাং সর্বপেক্ষা হতভাগা অপরাধী (হত্যাকারী) কিসের জন্য অপেক্ষা করবে? লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, সেই হত্যাকারীর পরিচয় আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তাকে আমরা সবংশে নির্মূল করবো। আলী (রা) বললেন, তাহলে আল্লাহর কসম, তোমরা বদলা নিতে আমার হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করবে। লোকেরা বললো, তাহলে আমাদের জন্য আপনার পরবর্তী খালীফা নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, না, তাও করবো না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যেভাবে রেখে গিয়েছেন, আমিও তোমাদেরকে সেভাবে রেখে যাবো। (অর্থাৎ তোমরা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা খালীফা নিয়োগ করবে।) লোকেরা বললো, তাহলে আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে গিয়ে কি বলবেন? আলী (রা) বললেন, আমি বলবো, হে আল্লাহ, আপনি যতদিন ভালো মনে করেছেন, ততদিন আমাকে মুসলিমদের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। তারপর আপনি আমাকে নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন, যখন আপনি নিজে তাদের তত্ত্বাবধানে আছেন। এখন আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করুন। নচেত তাদেরকে অরাজকতায় নিক্ষেপ করুন। (১৩৪০ নং হাদীস দেখুন)

১০৭৯। ৭৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮০। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮১। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮২। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৩। ৮২৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৪। ১০২৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৫। ৭৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৬। ৬১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৭। ৬৭৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৮। ৫৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৮৯। ৫৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯০। ৮২৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯১। ৫৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯২। ৯৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯৩। ৭৫৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯৪। ৬২৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯৫। ৬২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَجْمَلِ فَتَاةٍ فِيْ قُرَيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ -

১০৯৬। আলী (রা) বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে কে, তাকি আমি আপনাকে জানাবো? তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, হামযার মেয়ে। তিনি বললেন, তুমি কি জাননা সে আমার দুধ বোন? আল্লাহ জন্মসূত্রে যাকে যাকে (বিয়ে করা) হারাম করেছেন, দুধ পানের সূত্রেও তাকে তাকে হারাম করেছেন। [তিরমিযী-১১৪৬]

১০৯৭। ৯৮৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯৮। ৭১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০৯৯। ৬২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০০। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০১। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০২। ৭২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০৩। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০৪। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০৫। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلٰي بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ وَكِيْعٍ الْجَرَّاحُ ابْنُ مَلِيْحٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ فَصَاعِدًا ـ

১১০৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন (কুরবানীর জন্তুর) চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গ সুস্থ ও নিখুঁত কিনা তা ভালোভাবে দেখে নেই।

১১০৭। ১০২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০৮। ৮৩৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১০৯। ৬৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১১০। ৬২১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ اطْلُبُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلاَ تُغْلَبُوْا عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِيْ ـ

১১১১। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের শেষ দশ দিনে 'লাইলাতুল কদর' অনুসন্ধান কর। তাতে যদি তোমরা ব্যর্থ হও, তবে অবশিষ্ট সাত দিনে ব্যর্থ হবে না।

১১১২। ৭৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১১৩। ৭২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১১৪। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১১৫। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمُ الْاَوْدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَدَعَا ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ لَهُ ذُؤَابَةٌ ـ

১১১৬। হুবাইরা ইবনে ইয়ারিম বলেন, আমরা আলীর (রা) সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর এক ছেলেকে ডাকলেন। তার মাথার সম্মুখভাগে এক গুচ্ছ ঝুলন্ত চুল ছিল। তার নাম উসমান। (অর্থাৎ এক গুচ্ছ চুল ঝুলন্ত রাখা দুষণীয় নয়।) [হাদীসটির সনদ দুর্বল]

১১১৭। ৭৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُو السَّرِيِّ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ اَنْبَأَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ (قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ فِيْ حَدِيْثِهِ اَمَا تَغَارُوْنَ اَنْ يَخْرُجَ نِسَاؤُكُمْ) وَقَالَ هَنَّادُ فِيْ حَدِيْثِهِ اَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ اَوْ تَغَارُوْنَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ فِى الْاَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوْجَ ـ

১১১৮। আলী (রা) বললেন, তোমাদের লজ্জা করে না যে, তোমাদের মহিলারা বাইরে বের হয়? আমি তো শুনেছি, তোমাদের এত বেশি সংখ্যক মহিলা বাজারে বের হয় যে, বলবান পুরুষদের সাথে পর্যন্ত তাদের ধাক্কাধাক্কি হয়। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

১১১৯। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَدِىٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِىِّ قَالَ لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ. (قَالَ ابْنُ عَوْنٍ قُلْتُ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ قَالَ نَعَمْ) وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْحَارِثُ الْاَعْوَرُ الْهَمْدَانِىُّ-

১১২০। শা'বী বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদ লেখক, সুদের সাক্ষী, উল্কী অংকনকারী ও উল্কী গ্রহণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। ইবনে আওন শা'বীকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোগব্যাধির কারণে উল্কী বৈধ হবে তো? শা'বী বললেন, হাঁ। তারপর শা'বী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অভিসম্পাত করেছেন হারাম জিনিসকে নানা ছলছুতার মাধ্যমে হালালকারীকে, যার জন্য হালাল করা হয় তাকে, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তাকে। আর তিনি মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চস্বরে বিলাপ করতে নিষেধ করতেন। অভিসম্পাত করতে বলেননি। ইবনে আওন বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, হারেছ আ'ওয়ার হামদানী।

১১২১। ৭২৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২২। ৭৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২৩। ৬২৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২৪। ৫৮৬ ও ৬৬৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২৫। ৭৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২৬। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٢٧-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَلاَنْ اَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ اَقُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ وَلٰكِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ـ

১১২৭। আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনাই, তখন তিনি যা বলেননি, তা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হওয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তবে যুদ্ধ একটা চালাকী। অর্থাৎ যুদ্ধে ধোকার আশ্রয় নেয়া জায়েয।

১১২৮। ৭৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১২৯। ৬৯২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩০। ৬৯২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِى النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لَاَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَلَدِىْ مِنْكَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِى النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ -

১১৩১। আলী (রা) বলেছেন, খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, জাহিলী যুগে তার যে দুটো সন্তান মারা গেছে, তাদের কী পরিণাম হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা জাহান্নামে যাবে। এর ফলে তিনি যখন তার চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন দেখলেন তখন তাকে বললেন, তুমি যদি ঐ দুটি সন্তান তখন কোথায় আছে দেখতে, তাহলে তাদেরকে অপছন্দ করতে। খাদীজা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবে আপনার ঔরস থেকে আমার যে সন্তান হয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুমিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে। আর মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন : "আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি যুক্ত করবো।"

١١٣٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَلٰى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ فَقَالَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللّٰهُ بُطُوْنَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا -

১১৩২। আলী (রা) বলেছেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের একটা ঢালু অংশে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, কাফিররা আমাদেরকে আছরের নামায পড়তে দেয়নি। এই অবস্থায় সূর্য ডুবে গেছে। আল্লাহ ওদের বাড়ি-ঘর ও পেট আগুন দিয়ে ভরে দিন।

[মুসলিম-৬২৭, মুসনাদে আহমাদ-১৩০৬]

১১৩৩। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৪। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৫। ৬৮৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৬। ৬৯২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৭। ৬৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৮। ৬৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৩৯। ৭৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪০। ৭৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪১। ৬০৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪২। ৬৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَبْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ عَلِيًا كَانَ يَسِيْرُ حَتّٰى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاَظْلَمَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عَلٰى اَثَرِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ -

১১৪৩। একবার আলী (রা) কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হলো ও অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লো, তখন তিনি সাওয়ারীর পিঠ থেকে নামলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন এবং এর অব্যবহিত পরই ইশার নামায পড়লেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম করতে দেখেছি। [আবু দাউদ-১২৩৪]

১১৪৪। ৬০৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪৫। ৬৩৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪৬। ৪০২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪৭। ৭০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪৮। ৫৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৪৯। ৫৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫০। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫১। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫২। ৫৮০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫৩। ৭৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَه حُلَّةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَكَسَانِيْهَا قَالَ عَلِيٌّ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ. قَالَ فَأَمَرَنِيْ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ خُمُرًا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَمَّتِهِ -

১১৫৪। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সেট রেশমী পোশাক উপহার দেয়া হলো। তিনি সে পোশাকটি আমাকে দিলেন। এরপর আমি সেটি পরে যখন বের হলাম, তখন তিনি বললেন, আমি নিজের জন্য যা অপছন্দ করি, তা তোমার জন্য পছন্দ করি না। অতঃপর তাঁর আদেশে পোশাকটি কয়েক টুকরো করে মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। ফাতিমাকে ও তার ফুফুকেও তা দ্বারা ওড়না বানিয়ে দিলাম। [ইবনু মাজা-৩৫৯৬]

১১৫৫। ৭৮৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫৬। ৭৮৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫৭ । ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫৮। ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৫৯। ৭২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৬০। ৭৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৬১। ১০২৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৬২। ৯৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৬৩। ৯৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ حُصَيْنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ

الْحَدَثُ لاَ اَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لاَ يَسْتَحْيِى مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ اَنْ يَفْسُوَ اَوْ يَضْرِطَ -

১১৬৪। আলী (রা) মিম্বারের উপর থেকে বললেন, হে জনতা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ওযূ নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন কারণে নামায ভঙ্গ হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতে লজ্জা পাননি, তা বলতে আমি লজ্জা পাইনা। তিনি বলেছেন : (মলদ্বার দিয়ে) বায়ু নিঃসরণে ওযূ নষ্ট হয়।

১১৬৫। ৭৮৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِيْ ابْنَ اَبِى الْحُسَامِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا مَشٰى فِيْ خِرَافِ الْجَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَكَّلَ بِهٖ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

১১৬৬। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যাবে, সে জান্নাতের খেজুর বাগানে ঘুরে বেড়াবে। সে যখন রোগীর নিকট বসে, তখন রহমাতের পুকুরে অবগাহন করে। যখন তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সারা দিন আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার কাজে নিয়োজিত হয়।

১১৬৭। ৬২৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৬৮। ৫৮৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

১১৬৯। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হামযার মেয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বললেন, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।

১১৭০। ৬৫৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭১। ১০৭৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭২। ৬৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৩। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৪। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৫। ৬৫৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৬। ৬৫৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৭। ৬৫৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৭৮। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١١٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِيْءِ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا حَيْثُ قَتَلَ اَهْلَ النَّهْرَوَانِ، قَالَ : اِلْتَمِسُوْا اِلَيَّ الْمُخْدَجَ فَطَلَبُوْهُ فِى الْقَتْلٰى فَقَالُوْا لَيْسَ نَجِدُه فَقَالَ ارْجِعُوْا فَالْتَمِسُوْا فَوَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ فَرَجَعُوْا فَطَلَبُوْهُ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذٰلِكَ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِبْتُ فَانْطَلَقُوْا فَوَجَدُوْهُ تَحْتَ الْقَتْلٰى فِىْ طِيْنٍ فَاسْتَخْرَجُوْهُ فَجِيْءَ بِهِ فَقَالَ اَبُو الْوَضِيْءِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ ثُدْىٌ قَدْ طَبَقَ اِحْدٰى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ مِثْلُ شَعَرَاتٍ تَكُوْنُ عَلٰى ذَنَبِ الْيَرْبُوْعِ.

১১৭৯। আবুল ওয়াযী বলেন, আলী (রা) যখন নাহরাওয়ানবাসীদেরকে হত্যা করেন, তখন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, পংগু হস্তধারী লোকটিকে খুঁজে আমার নিকট নিয়ে এস। লোকেরা নিহতদের মধ্যে তাকে

খুঁজলো। তারপর তারা বললো, তাকে পাচ্ছি না। আলী (রা) বললেন, আবার যাও, অনুসন্ধান কর। আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলিনি, আমাকে মিথ্যা কথা বলাও হয়নি। অগত্যা লোকেরা ফিরে গেল ও আবার তাকে খুঁজলো। আলী (রা) তা সত্ত্বেও বহুবার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রতিবার কসম খেয়ে বললেন, আমি মিথ্যা বলিনি, আমাকে মিথ্যা বলাও হয়নি। তাই তারা তাকে খুঁজতে চলে গেল এবং কাদামাটির ভেতরে নিহতদের মধ্যে তাকে পেল। সেখান থেকে তাকে বের করে আলীর নিকট নেয়া হলো। আবুল ওযী বলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, একজন হাবশী, যার দেহে একটি স্তন রয়েছে, নারীর স্তনের মত। তার উপর ইঁদুরের লেজের চুলের মত চুল রয়েছে, যা তার একখানা হাত ছেয়ে গেছে

[আবু দাউদ-৪৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ-১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯৬]

১১৮০। ৬৩৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য (মদ রাখার বিভিন্ন পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ)

১১৮১। ৬২১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (অদৃষ্ট নির্ধারিত থাকলেও আমল জরুরী)

১১৮২। ৬০২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (মযি বেরুলে ওযূ করতে হয়)

১১৮৩। ৯৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (পাগলের উপর 'হদ' কার্যকর হবে না)

১১৮৪। ৬২৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ৮০ ঘা বেত)

১১৮৫। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৮৬। ৪৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (কুরবানীর জন্য তিন দিন নির্ধারিত)

১১৮৭। ৭১৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (প্রতি একশো বছর পর মুসলিম জাতির সুদিন)

১১৮৮। ১১৭৯ হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৮৯। ১১৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৯০। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (ব্যভিচারের শাস্তি)

১১৯১। ৭৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৯২। ৭৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৯৩। ৪৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (তিন দিনের পর কুরবানী নিষিদ্ধ)

১১৯৪। ৬১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (আছরের পর নফল নেই)

١١٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ -

১১৯৫। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত একটানা রোযা রাখতেন।

١١٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي اذْهَبْ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى عُثْمَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكَوْا سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوْا بِهِ. قَالَ فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي بِسُوْءٍ-

১১৯৬। আলীর (রা) ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, একদল লোক আলীর (রা) নিকট এল। তারা উসমানের যাকাত আদায়কারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। তখন আমার পিতা আমাকে বললেন, এই পুস্তকখানি নিয়ে উসমানের নিকট যাও। তাকে বল, লোকেরা আপনার যাকাত আদায়কারীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছে। আর এ হচ্ছে সাদাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ। কাজেই আদায়কারীদেরকে বলে দিন এ আদেশ মেনে চলতে। আমি উসমানের নিকট গেলাম এবং বিষয়টি তাকে জানালাম। আলী যদি উসমানের সম্পর্কে কিছু বলতেন, তবে সেদিন অপ্রীতিকর কিছু বলতেন। [বুখারী-৩১১১]

১১৯৭। ১১৮৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১১৯৮। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (ওযূর নিয়ম)

১১৯৯। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمَرَّ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا نَاسٌ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا فَقَالُوْا أَبُوْ مُوْسَى

قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِاَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهٰى -

১২০০। আবু মুয়াম্মার বলেছেন, আমরা আলীর (রা) সাথে ছিলাম। তাঁর পাশ দিয়ে একটা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। তা দেখে কতক লোক উঠে দাঁড়ালো। আলী (রা) বললেন, তোমাদেরকে কে ফতোয়া দিয়েছে যে, মৃতদেহ দেখলে দাঁড়াতে হবে? তারা বললো, আবু মূসা। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ একবার মাত্র করেছিলেন। এতে ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্যের সৃষ্টি হতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা বলা হলো, তিনি বিরত হলেন। [নাসায়ী-৪/৪৬]

١٢٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَاَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اُخْرٰى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لاَبِيْعَهُ وَمَعِيْ صَائِغٌ مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ لِاَسْتَعِيْنَ بِهٖ عَلٰى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِيْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا، قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ! وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ جَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلٰى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِيْ فَاَتَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ

عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لِأَبِي! فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ -

১২০১। আলী (রা) বলেছেন, বদরের যুদ্ধের গনিমত হিসাবে আমি একটা বৃদ্ধা উটনী পেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আরো একটা উটনী দিয়েছিলেন। এই দুটি উট্‌নীকে একদিন জনৈক আনসারীর দরজার উপর থামালাম। আমার ইচ্ছা ছিল ঐ উটনীদ্বয়ের উপর ইজখির বহন করে নিয়ে বিক্রি করার। বনু কাইনুকার জনৈক স্বর্ণকার আমার সাথে ছিল, যাতে ফাতিমার ওয়ালীমায় তার সাহায্য নিতে পারি। আনসারীর সেই বাড়ীতে তখন হামযা মদ্যপান করছিল। সহসা হামযা উটনী দুটির দিকে তরবারী নিয়ে তেড়ে এল এবং উভয়ের কুঁজ কেটে ফেললো ও কোমর চিরে ফেললো। তারপর উভয়ের কলিজা তুলে নিল। বর্ণনাকারী বলেন, কুঁজ দুটো কেটে নিয়ে হামযা চলে গেল। তখন আমি একটা বিভৎস দৃশ্য দেখলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন তাঁর কাছে যায়িদ বিন হারিসাও ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত জানালাম। তিনি তৎক্ষণাত যায়িদ সহকারে হামযার কাছে গেলেন এবং তার উপর প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করলেন। তখন হামযা তার চোখ তুলে তাকালো এবং বললো, তোমরা সবাই আমার পিতার ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নও। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছু হটলেন এবং স্থান ত্যাগ করলেন। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।

[বুখারী-২৩৭৫, ১৯৭৯, ইবনু হিব্বান-৪৫৩৬

১২০২। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (দিনের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায সংক্রান্ত)

১২০৩। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২০৪। ৫৯২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (মুতয়া বিয়ে চিরতরে হারাম)

১২০৫। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (রাসূলুল্লাহর ওযূর বর্ণনা)

১২০৬। ৬৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (আবু বাকর ও উমারসহ উম্মাতে মুহাম্মাদীর ১৪ জন নাকীব)

١٢٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا اَوْ اَشْرَفَ عَلٰى اَكَمَةٍ اَوْ هَبَطَ وَادِيًا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا اَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا اَوْ اَشْرَفْتَ عَلٰى اَكَمَةٍ قُلْتَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ شَيْئًا فِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَاَعْرَضَ عَنَّا وَالْحَحْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رأى ذٰلِكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا إِلاَّ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوْا عَلٰى عُثْمَانَ فَقَتَلُوْهُ فَكَانَ غَيْرِيْ فِيْهِ اَسْوَأَ حَالاً وَفِعْلاً مِنِّيْ ثُمَّ إِنِّيْ رَأَيْتُ اَنِّيْ اَحَقُّهُمْ بِهٰذَا الْاَمْرِ فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَصَبْنَا اَمْ اَخْطَأْنَا ـ

১২০৭। কায়েস বিন উবাদ বলেন, আমরা আলীর (রা) সাথে এক সফরে ছিলাম। এই সফরে তিনি যখনই কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এমন প্রান্তর দেখতেন, কোন পাহাড়ের উঁচু স্থানে উঠতেন বা সমতলে নামতেন, বলতেন, "সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।" আমি বনু ইয়াশকার গোত্রের এক ব্যক্তিকে বললাম, চল, আমরা আমীরুল মুমিনীনের কাছে যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। কেন তিনি "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন" এ কথা বলেন। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা লক্ষ্য করলাম, আপনি যখনই কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এমন স্থানে উপস্থিত হন, কিংবা কোন পাহাড়ের উপরে উঠেন অথবা সমতল ভূমিতে নামেন, তখনই বলেন, "সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।" এ

ব্যাপারে কি আল্লাহর রাসূল আপনাকে কোন বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন? কিন্তু আমীরুল মুমিনীন এর জবাব এড়িয়ে গেলেন। তথাপি আমরা অনেক পিড়াপিড়ি করলাম। অগত্যা তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ জনগণকে যা কিছু আদেশ দিয়েছেন তা ছাড়া আর কোনো আদেশ আমাকে দেননি। কিন্তু একদল লোক উসমানের উপর হামলা চালালো ও তাঁকে হত্যা করলো। সেদিন আমি ব্যতীত অন্য সবাই আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ব্যাপারে অন্য সবার চেয়ে আমি অধিকতর হকদার। তাই এই কাজে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ উসমানের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের কাজে) এখন আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা সঠিক কাজ করেছি না ভুল করেছি।

[আবু দাউদ-৪৬৬৬, মুসনাদে আহমাদ-১২৭১]

১২০৮। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (দিনের বেলায় রাসূল সা. এর ১৬ রাকাত সুন্নাত ও নফল নামায)

১২০৯। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২১০। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২১১। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২১২। ৬৪০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ يَعْنِى الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُمَدَّلَه فِيْ عُمَرِه وَيُوَسَّعَ لَه فِيْ رِزْقِه وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

১২১৩। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে তার আয়ু দীর্ঘ হোক, জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পাক, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সংরক্ষণ করে।

১২১৪। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। (আল্লাহ বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন)

১২১৫। ৫৮০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعٰى حَنَشًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى عَلِيٌّ لِلنَّاسِ فَقَرَأَ : يٰسٓ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّوْرَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّوْرَةِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ قِرَأَتِه اَيْضًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ اَيْضًا قَدْرَ السُّوْرَةِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ ذٰلِكَ اَيْضًا حَتّٰى صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِه فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُوْ وَيَرْغَبُ حَتّٰى انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ فَعَلَ -

১২১৬। আলী (রা) সূর্য গ্রহণের নামায পড়ালেন। নামাযে সূরা ইয়াসীন বা অনুরূপ কোন সূরা তিলাওয়াত করলেন। তারপর প্রায় অনুরূপ সূরা পরিমাণ লম্বা রুকূ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন। বললেন, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনুরূপ সূরার সমান দাঁড়ালেন। অতঃপর অনুরূপ দীর্ঘ রূকু করলেন। এবং দু'আ ও তাকবীর পড়লেন। পুনরায় তার কিরায়াত সমান রুকু করলেন। তারপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলে উঠে সূরার সমান দাঁড়ালেন। তারপর পুনরায় অনুরূপ দীর্ঘ রুকূ করলেন। এভাবে চারটি রুকূ করলেন। তারপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন, তারপর সিজদা দিলেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়ালেন এবং প্রথম রাকায়াতে যা যা করেছিলেন তা করলেন। তারপর বসে দু'আ করতে লাগলেন। তারপর জনগণকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকমই করেছেন।

[ইবনু খুযাইমা-১৩৮৮, ১৩৪৯]

১২১৭। ১০১২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২১৮। ৫৮০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصَّلاَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

১২১৯। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দাহ যখন নামায পড়ার পর তার নামাযের জায়গায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতারা "হে আল্লাহ, ওকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ ওর উপর রহমত বর্ষণ কর" বলে দু'আ করতে থাকে। আর যদি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে তাহলেও ফেরেশতারা "হে আল্লাহ, ওকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ, ওর উপর রহমত কর" বলে তার জন্য দু'আ করতে থাকে। (১২৫১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

১২২০। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২১। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২২। ৫৯৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৩। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৪। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৫। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৬। ১০১২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৭। ১০১২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৮। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২২৯। ৬০৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩০। ৬২৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩১। ৬৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩২। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩৩। ৭১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

১২৩৪। আলী (রা) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তিনি রাতে ষোল রাকায়াত নামায পড়তেন। (১২৪১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

১২৩৫। ৭৪৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَعَنِ الْاَوْعِيَةِ وَاَنْ تُحْبَسَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوْا فِيْهَا وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مَا اَسْكَرَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ اَنْ تَحْبِسُوْهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَاحْبِسُوْا مَابَدَا لَكُمْ ـ

১২৩৬। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কবর যিয়ারত করতে, কিছু পানপাত্র ব্যবহার করতে ও তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত আটকে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরে বললেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যিয়ারত করতে পার। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিছু পানপাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন ওগুলোতে পানীয় রাখতে ও পান করতে পার। কেবল নেশাকর ও মাদক দ্রব্য এড়িয়ে চল। আর কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি আটকে রাখতে তোমাদেরক নিষেধ করেছিলাম। এখন যতদিন ইচ্ছা ওটা আটখে রাখ।

১২৩৭। ১২৪৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩৮। ৮৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৩৯। ১১৭০ ও ৬৫৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثْتُ اَبِيْ بِحَدِيْثِ عُثْمَانَ عَنْ جَرِيْرٍ فَاَنْكَرَه جِدًّا وَكَانَ اَبِيْ لاَ يُحَدِّثُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيْثِهِ -

১২৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টির পানি দ্বারা যে ফসল ফলে তাতে এক দশমাংশ এবং যে ফসল সেঁচের পানি দ্বারা জন্মে, তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক যাকাত দিতে হবে।

১২৪১। ১২৩৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৪২। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৪৩। ৯৮৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৪৪। ৬১৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৪৫। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৪৬। ৬১৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ

عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ؟ قَالَ إِنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ بَوْلٌ -

১২৪৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে জিবরীল এসেছিল কিন্তু ঘরে ঢোকেনি। আমি জিবরীলকে বললাম, ঘরে ঢুকতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? জিবরীল (আ) বললেন, যে ঘরে কোনো ছবি বা প্রস্রাব আছে, সেখানে আমরা ঢুকিনা। (১২৪৮ নং হাদীস ও ১২৭০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

১২৪৮। ১২৪৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ اَبُوْ خَالِدِ الْبَيْسَرِىُّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى حَبِيْبُ ابْنُ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبْرِزُ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ -

১২৪৯। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তোমার উরু উন্মুক্ত করো না। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টি দিও না।

[আবু দাউদ-৩১৪০, ৪০১৫, ইবনু মাজা-১৪৬০]

١٢٥٠- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ وَاَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ لَوْ اَتَيْتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا فَقَدْ اَجْهَدَكِ الطَّحْنُ وَالْعَمَلُ (قَالَ حُسَيْنٌ إِنَّه قَدْ جَهَدَكِ الطَّحْنُ وَالْعَمَلُ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ)

قَالَتْ فَانْطَلِقْ مَعِيْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ ذٰلِكَ إِذَا اَوَيْتُمَا إِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَاهُ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ. فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهَا بَعْدَمَا سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ ـ

১২৫০। আলী (রা) বলেছেন : আমি ফাতিমাকে বললাম, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একজন চাকর চাইতে তবে ভালো হতো। কারণ ঘরের কাজকর্ম ও আটা পেষা তোমাকে খুবই অবসন্ন করে দিয়েছে। ফাতিমা বললেন, তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি তার সাথে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাামের নিকট একটা চাকর চাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে ভালো জিনিসের সন্ধান দেব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আল হামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার বলবে। জিহবার উপর একশোবার উচ্চারিত এই শব্দগুলো দাঁড়িপাল্লায় এক হাজার শব্দে পরিণত হবে। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর আর কখনো আমি এটা ত্যাগ করিনি। এক ব্যক্তি বললেন, যেদিন সিফফীন যুদ্ধ হয়, সে রাতেও না? তিনি বললেন, সিফফীন যুদ্ধের রাতেও না।

১২৫১। ১২১৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৫২। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ سَمِيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِىْ اَبِيْ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ

عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا مَا ظَهْرُ غِنًى قَالَ عَشَاءُ لَيْلَةٍ ـ

১২৫৩। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও কারো কাছে সাহায্য চায়, জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করার জন্য উত্তাপ বাড়ানো হবে। লোকেরা বললো, সচ্ছলতা কী? তিনি বললেন, এক রাতের খাবার।

١٢٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَكُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْاُرْجُوَانِ ـ

১২৫৪। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক হিংস্র পশু, প্রত্যেক ধারালো নখরধারী পাখি, মৃত জন্তুর বিক্রয় মূল্য, পালিত গাধার গোশ্‌ত, ব্যভিচার দ্বারা অর্জিত অর্থ, ষাঁড় দ্বারা প্রজনন ক্রিয়ার বিনিময় গ্রহণ ও লাল রং এর পোশাক নিষিদ্ধ করেছেন।

১২৫৫। ৮৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ يَوْمَ الْبَصْرَةِ حِيْنَ ظَهَرَ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ هٰذَا الْخَطِيْبُ الشَّحْشَحُ سَبَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ بَعْدَهُمْ يَصْنَعُ اللّٰهُ فِيْهَا مَا شَاءَ ـ

১২৫৬। আমর ইবনে সুফিয়ান বলেছেন : আলী (রা) জয় লাভের পর বসরায় এক ব্যক্তি ভাষণ দিলেন। আলী বললেন, ইনি সাহসী বক্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আবু বাকর জানাযার নামায পড়লেন এবং উমার (খিলাফাতের বিতর্কে) মধ্যস্থতা করলেন। তারপর গোলযোগ আমাদের বিপর্যস্ত করলো। গোলযোগে আল্লাহ যা চান তাই করেন।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قِيْلَ لِعَلِيٍّ وَلِاَبِيْ بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ اَحَدِكُمَا جِبْرِيْلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيْكَائِيْلُ وَاِسْرَافِيْلُ مَلَكٌ عَظِيْمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ اَوْ قَالَ يَشْهَدُ الصَّفَّ ـ

১২৫৭। আলী (রা) বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন আলী (রা) কে বলা হলো, তোমাদের একজনের সাথে জিবরীল ও অপরজনের সাথে মিকাইল রয়েছে। আর ইসরাফীল একজন ভয়ংকর ফেরেশতা, যিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকেন। অথবা বলেছেন, মুজাহিদের কাতারে উপস্থিত থাকেন।

১২৫৮। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৫৯। ১০২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৬০। ৫৮০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৬১। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৬২। ৬৫২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ نَافِعٍ النَّوَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّه لَمْ يَكُنْ قَبْلِىْ نَبِىٌّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وَزَرَاءَ وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ اَرْبَعَةَ عَشَرَةَ حَمْزَةُ وَجَعْفَرُ وَعَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَبُوْ ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَبِلَالٌ ـ

১২৬৩। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পূর্বে এমন কোন নবী আসেননি, যাকে সাতজন বহু গুণসম্পন্ন বন্ধু ও উপদেষ্টা দেয়া হয়নি। আর আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন বহু গুণসম্পন্ন বন্ধু ও উপদেষ্টা। তারা হচ্ছে হামযা, জাফর, আলী, হাসান, হুসাইন, আবু বাকর, উমার, মিকদাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যার, হুযাইফা, সালমান, আম্মার ও বিলাল। (৬৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)।

১২৬৪। ৭৩৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ

১২৬৫। আলী (রা) বলেছেন : কোন সম্পদের উপর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফারয হয় না।

١٢٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ الشِّيْعَةَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ عَلِيًّا يَرْجِعُ قَالَ كَذَبَ اُولٰئِكَ الْكَذَّابُوْنَ لَوْ عَلِمْنَا ذَاكَ مَا تَزَوَّجَ نِسَاؤُهُ وَلاَ قَسَمْنَا مِيْرَاثَه ـ

১২৬৬। আসেম বিন যামরা বলেন : আমি আলীর ছেলে হাসানকে বললাম, শীয়ারা দাবী করে আলী (রা) আবার ফিরে আসবেন। হাসান বললেন, ঐ সব মিথ্যুক মিথ্যা বলেছে। আমরা যদি এটা জানতাম তবে তার স্ত্রীরা বিয়ে করতো না এবং আমরা তার উত্তরাধিকার বণ্টন করতাম না।

১২৬৭। ৭১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ اَبُوْ عُمَرَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ

رَسُــوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَــرَأَ الْقُــرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهُ شُفِّعَ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.

১২৬৮। আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তাকে বাস্তবায়িত করে, তাকে তার পরিবারের এমন দশজনের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

[ইবনু মাজা-২১৬, তিরমিযী-২৯০৫, মুসনাদে আহমাদ-১২৭৮]

১২৬৯। ৭১১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭০। ১২৪৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭১। ১২০৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رُمْحٌ فَكُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ خَرَجَ بِهِ مَعَهُ فَيَرْكُزُهُ فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيَحْمِلُوْنَهُ فَقُلْتُ لَئِنْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تَرْفَعْ ضَالَّةً -

১২৭২। আলী (রা) বলেছেন : মুগীরার একটা বর্শা ছিল। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন অভিযানে বের হতাম, তখন মুগীরা ঐ বর্শাটা নিয়ে বের হতো। যখন সে ঐ বর্শা মাটিতে গেড়ে রাখতো, তখন লোকেরা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা তুলে নিয়ে যেতো। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহর কাছে যদি যাই, তবে আমি এই অবস্থাটা তাকে জানাবো। তখন মুগীরা বললো, তুমি যদি এটা জানিয়ে দাও, তবে কোন হারানো জিনিস কেউ তুলবে না। [ইবনু মাজা-২৮০৯] (অর্থাৎ মালিকের অনুমতি ছাড়াই যারা বর্শাটা নিয়ে গেছে তাদের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে এরপর তিনি সবাইকে এ কাজ থেকে নিবৃত করবেন। ফলে মালিক বিহীন কোন জিনিস আর কেউ নেবে না।)

১২৭৩। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৪। ৬৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৫। ৬০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৬। ৪৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৭। ৭৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৮। ১২৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৯। ৮৪৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮০। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮১। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮২। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮৩। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮৪। ১২৩৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮৫। ৬৯০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৮৬। ৮৪৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ إِنِّىْ لَسْتُ بِاللُّسِنِ وَلاَ بِالْخَطِيْبِ قَالَ مَا بُدٌّ اَنْ اَذْهَبَ بِهَا اَنَا اَوْ تَذْهَبَ بِهَا اَنْتَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَلاَ بُدَّ فَسَاَذْهَبُ اَنَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِيْ قَلْبَكَ قَالَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ -

১২৮৭। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে মুশরিকদেরকে সূরা বারায়াত শুনাতে পাঠালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমি তেমন বাকপটু কিংবা বড় বক্তা নই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ঘোষণা দিতে হয় তোমাকে না হয় আমাকে যেতেই হবে। তখন আলী (রা) বললেন, এমন জরুরী যদি হয় তবে আমিই যাবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে যাও। আল্লাহ তোমার জিহবাকে দৃঢ়তা দেবেন ও মনকে সুপথ দেখাবেন। তারপর তাঁর হাত আলীর (রা) মুখের উপর রাখলেন।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوَسْطَى حَتّٰى اٰبَتِ الشَّمْسُ مَلَاَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ وَبُطُوْنَهُمْ نَارًا -

১২৮৮। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন বললেন, ওরা আমাদেরকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাদের কবর, তাদের বাড়িঘর ও তাদের পেটকে আগুন দিয়ে ভরে দিন।

[ইবনু খুযাইমা-১৩৩৬, ইবনু মাজা-৬৮৪]

১২৮৯। ৬৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯০। ৬০৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯১। ৫৮৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯২। ৬২৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯৩। ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯৪। ৬৩৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯৫। ৭৫১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৯৬। ৬৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ فَبَعَثَهُ بِهَا

لِيَقْرَأَهَا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ دَعَانِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ اَدْرِكْ اَبَا بَكْرٍ فَحَيْثُمَا لَحِقْتَهُ فَخُذِ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاذْهَبْ بِهِ إِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ فَاقْرَأْهُ عَلَيْهِمْ فَلَحِقْتُهُ بِالْجُحْفَةِ فَاَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ وَرَجَعَ اَبُوْ بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَنِيْ فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ إِلاَّ اَنْتَ اَوْ رَجُلٌ مِنْكَ ـ

১২৯৭। আলী (রা) বলেন, যখন সূরা বারায়াতের প্রথম দশ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরকে ডাকলেন এবং মক্কাবাসীকে তা পড়ে শোনানোর জন্য তাকে পাঠালেন। তারপর আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, যাও, আবু বাকরের সাথে মিলিত হও। যেখানেই তুমি তাকে পাবে, তার কাছ থেকে লিখিত আয়াতগুলো নিয়ে নেবে। তা নিয়ে মক্কাবাসীর কাছে যাবে ও তা তাদেরকে পড়ে শুনাবে। আমি আবু বাকরকে জুহফাতে পেলাম। তাঁর কাছ থেকে লিখিত লিপিটি নিলাম। আবু বাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সম্পর্কে কি কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, না, তবে জিবরীল আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছেন, এ দায়িত্ব তোমার পক্ষ থেকে তুমি অথবা তোমার নিজস্ব লোক ছাড়া কেউ পালন করতে পারবে না।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قِيْلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ رَسُوْلَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلاَّ بِشَيْءٍ فِيْ قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا فَاَخْرَجَ صَحِيْفَةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ اَسْنَانِ الْإِبِلِ وَفِيْهَا اَنَّ الْمَدِيْنَةَ حَرَمٌ مِنْ بَيْنِ

ثَوْرٍ إِلَى عَائِرٍ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اَوٰى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ـ

১২৯৮। আলী (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদেরকে এমন কোনো আদেশ বা উপদেশ দিতেন, যা সাধারণ মানুষকে দিতেন না? তিনি বললেন, আমার এই তরবারীর খাপে যা আছে, তা ছাড়া আর কোন জিনিস এমন নেই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু আমাদেরকে জানাতেন, অন্য কাউকে জানাতেন না। অতঃপর আলী (রা) একখানা পুস্তিকা বের করলেন, যাতে উটের দাঁতের তৈরি কিছু ছিল। তাতে আরো ছিল, সমগ্র মদীনা শরীফ একটা পবিত্র নগরী। এখানে যে ব্যক্তি কোন নতুন জিনিস চালু করবে, অথবা নতুন জিনিসের প্রচলনকারীকে প্রশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত। কিয়ামাতের দিন তার পক্ষ থেকে কোন বিনিময় বা সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। আর মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে কোনো একজন কোনো অমুসলিমের দায়িত্ব গ্রহণ করলেই সে নিরাপদ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের উপর গোয়েন্দাগিরী করে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত। কিয়ামাতের দিন তার পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় বা সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের অনুমতি ব্যতীত কোনো মুক্ত গোলামের মনিব হয়, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত। কিয়ামাতের দিন তার পক্ষ হতে কোনো বিনিময় ও কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

১২৯৯। ৬১৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَازِنٍ اَنَّ رَجُلاً

سَأَلَ عَلِيًّا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْعَتْ لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُوْلاً وَفَوْقَ الرَّبْعَةِ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ غَمَرَهُمْ أَبْيَضَ شَدِيْدَ الْوَضَحِ ضَخْمَ الْهَامَةِ أَغَرَّ أَبْلَجَ هَدِبَ الأَشْفَارِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعُ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِيْ صَبَبٍ كَأَنَّ الْعَرَقَ فِيْ وَجْهِهِ اللُّؤْلُؤُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ.

১৩০০। এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দেহাকৃতির) বিবরণ দিন। আলী (রা) বললেন, "তিনি খুব বেশি দীর্ঘকায় ছিলেন না, তবে মধ্যমের চেয়ে কিছু বেশি লম্বা ছিলেন। যখন কোন দলের সাথে আসতেন, তখন তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলতেন, (অর্থাৎ তাদের সবার চেয়ে তাকে উঁচু মনে হতো)। তাঁর শরীরের রং ছিল সাদা ও অত্যধিক উজ্জ্বল, তাঁর মাথা ছিল বড়, পৃথক ভ্রু, অতীব শুভ্র, ঝুলন্ত চোখের পলক, হাত ও পা হৃষ্টপুষ্ট। হাঁটার সময় এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন যে, মনে হতো, কোন ঢালু জায়গায় নামছেন, মুখমণ্ডলের ঘামের ফোঁটা মুক্তার মত দেখাতো, তাঁর আগে ও পরে কখনো তাঁর মত কাউকে দেখিনি। আমার পিতা-মাতা তার জন্য উৎসর্গ হোক।

১৩০১। হাদীস নং ১৩০০ দ্রষ্টব্য।

১৩০২। ৬৪৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩০৩। ১২৫৫ ও ৮৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْوَلِيْدَ يَضْرِبُهَا (وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حَدِيْثِهِ تَشْكُوْهُ) قَالَ قُوْلِيْ

لَهُ قَدْ اَجَارَنِي قَالَ عَلِىٌّ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا فَاَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا وَقَالَ قُوْلِي لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَارَنِي فَلَمْ تَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيْدَ اَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ. وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ الْقَوَارِيْرِىِّ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ -

১৩০৪। আলী (রা) বলেছেন, ওয়ালীদের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়ালীদ আমাকে প্রহার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে গিয়ে বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আলী (রা) বলেন, এর অল্প কয়েকদিন পর সে আবার এলো এবং বললো, এখন সে আমাকে আরো বেশি প্রহার করে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড়ের একটা পাড় তাকে দিয়ে বললেন, (এটা দেখিয়ে) তাকে গিয়ে বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এর অল্প কয়েকদিন পর সে আবার এল এবং বললো, এখন সে আমাকে আরো বেশি প্রহার করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ, তুমি ওয়ালিদকে সামলাও। সে দু'বার আমাকে অমান্য করেছে।

১৩০৫। ১৩০৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩০৬। ১১৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩০৭। ৮৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩০৮। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩০৯। ৭৩২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩১০। ৫৭৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ شَاعِرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِي اَبُوْ مَرْيَمَ وَرَجُلٌ مِنْ

جُلَسَاءِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ فَزَادَ النَّاسُ بَعْدُ وَالِ مَنْ وَلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ـ

১৩১১। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খুমে' বলেছেন, আমি যার অভিভাবক, আলী তার অভিভাবক। কিন্তু লোকেরা এরপর এই কথাটা অতিরিক্ত জুড়ে দিয়েছে, "হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি তার বন্ধু হবে, তুমি তার বন্ধু হও, আর যে ব্যক্তি তার শত্রু হবে, তুমি তার শত্রু হও।"

১৩১২। ৭৩২ নং হাদীস নং দ্রষ্টব্য।

١٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ اَعْبُدَ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ يَا ابْنَ اَعْبُدَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الطَّعَامِ؟ قَالَ : قُلْتُ وَمَا حَقُّهُ يَا ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ؟ قَالَ : تَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا قَالَ وَتَدْرِيْ مَا شُكْرُهُ إِذَا فَرَغْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ وَمَا شُكْرُهُ قَالَ تَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ عَنِّيْ وَعَنْ فَاطِمَةَ كَانَتِ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ اَكْرَمِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ زَوْجَتِيْ فَجَرَتْ بِالرَّحَى حَتَّى اَثَّرَ الرَّحَى بِيَدِهَا وَاَسْقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى اَثَّرَتِ الْقِرْبَةُ بِنَحْرِهَا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَاَوْقَدَتْ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّى دَنِسَتْ ثِيَابُهَا فَاَصَابَهَا مِنْ ذٰلِكَ ضَرَرٌ فَقَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَسَبْيٍ اَوْ خَدَمٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا انْطَلِقِىْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلِيْهِ خَادِمًا يَقِيْكِ حَرَّ مَا اَنْتِ فِيْهِ فَانْطَلَقَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَتْ عِنْدَه خَدَمًا اَوْ خُدَّامًا فَرَجَعَتْ وَلَمْ تَسْأَلْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكِ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ إِذَا اَوَيْتِ إِلٰى فِرَاشِكِ سَبِّحِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرِيْ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ قَالَ فَاَخْرَجَتْ رَأْسَهَا فَقَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مَرَّتَيْنِ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ اَوْ نَحْوَهٗ -

১৩১৩। আলী (রা) বললেন : হে ইবনে আ'বুদ, খাবারের হক কি জান?

ইবনে আ'বুদ : হে আবু তালিবের ছেলে, বলুন খাবারের হক কি?

আলী (রা) : খাবারের হক হলো, তুমি বলবে, বিসমিল্লাহ্, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছ তাতে বরকত দাও।"

আলী (রা) : আর যখন খাওয়া শেষ হবে তখন খাবারের শোকর কি জান?

ইবনে আ'বুদ : খাবারের শোকর কী?

আলী (রা) : শোকর হলো, তুমি বলবে, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন ও পান করালেন। তারপর আলী (রা) বললেন, আমার ও ফাতিমার কাহিনী তোমাকে শুনাবো? ফাতিমা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে এবং তার পরিবারের মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে আদরের দুলালী। সে আমার স্ত্রী ছিল। আটা পিষতে পিষতে তার হাতে দাগ পড়ে যেত। আর মশক দিয়ে পানি আনতে আনতে তার ঘাড়ে দাগ হয়ে যেত। ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে তার কাপড় ধুলায় মলিন হয়ে যেত। চুলায় আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে তার পোশাক ময়লা হয়ে যেত। এসব কাজ করতে করতে সে শারীরিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনেক দাসদাসী বন্দী হয়ে এল। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও এবং তার কাছে একজন গৃহভৃত্য চাও, যা তোমাকে তোমার বর্তমান অসহনীয় ব্যস্ততা থেকে কিছুটা রক্ষা করবে। অগত্যা ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং সেখানে অনেক চাকর দেখতে পেল। কিন্তু সে কিছুই না চেয়ে ফিরে এল। এরপর আলী (রা) পুরো কাহিনী বর্ণনা করলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে বললেন, একজন গৃহভৃত্যের চেয়েও তোমার জন্য যা উত্তম, তা কি আমি বলবো না? যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুল্লিাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে। এ কথা শুনে ফাতিমা তার ঘোমটা থেকে মাথা বের করে "আমি আল্লাহ ও রাসূলের উপর সন্তুষ্ট" এ কথাটা দুবার বললেন। ...

[আবু দাউদ-২৯৮৮]

১৩১৪। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩১৫। ৬৯৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩১৬। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩১৭। ৭১৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ -

১৩১৮। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা কুরআন শিখে ও শেখায়, তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। [তিরমিযী-২৯০৯]

١٣١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَيَّارٍ اَبِيْ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ اَتٰى عَلِيًّا

رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّيْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِيْ فَاَعِنِّىْ فَقَالَ عَلِىٌّ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَنَانِيْرَ لَاَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

১৩১৯। এক ব্যক্তি আলী (রা) এর নিকট এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আমার মনিবের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ যোগাড় করতে পারছি না। আমাকে সাহায্য করুন। আলী (রা) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দেব, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন এবং যা পড়লে পাহাড় সমান ঋণও আল্লাহ পরিশোধ করে দেবেন? তা হচ্ছে : اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে তোমার হালাল সম্পদ দিয়ে তোমার হারাম সম্পদ থেকে বিমুখ করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে তুমি ব্যতীত অন্য সবার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দাও। [তিরমিযী-৩৫৬৩]

١٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَرَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِىُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا.

১৩২০। আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ, আমার উম্মাত দিনের শুরুতে যে কাজ করবে, তাতে বরকত দাও।

[মুসনাদে আহমাদ-১৩২৩, ১৩২৯, ১৩৩১, ১৩৩৯]

১৩২১। ৫৮৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ اَخُوْ حَجَّاجٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي اَنْ اَصُوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ اَحَدًا سَأَلَ عَنْ هٰذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي اَنْ اَصُوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللّٰهِ وَفِيْهِ يَوْمٌ تَابَ عَلٰى قَوْمٍ وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلٰى قَوْمٍ-

১৩২২। এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, রমযানের পর কোন্ মাসে আমার রোযা রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন? আলী (রা) বললেন, এক ব্যক্তি অবিকল এই প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট করেছিল। তারপর আর কাউকে এ প্রশ্ন করতে শুনিনি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, রমযানের পর যদি তুমি আর কোন মাসে রোযা রাখতে চাও, তবে মুহাররমে রোযা রাখ। কেননা, ওটা আল্লাহর মাস। ঐ মাসে আল্লাহ একটি জাতির গুনাহ মাফ করেছিলেন এবং ঐ মাসে আরো একটি জাতির গুনাহ মাফ করবেন।

[তিরমিযী-৭৪১, মুসনাদে আহমাদ-১৩৩৫]

১৩২৩। ১৩২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩২৪। ৮৭৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩২৫। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩২৬। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩২৭। ৫৯১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ اُتِيَ بِإِمْرَأَةٍ قَدْ

زَنَتْ فَامَرَ بِرَجْمِهَا فَذَهَبُوْا بِهَا لِيَرْجُمُوْهَا فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا هٰذِهِ؟ قَالُوْا زَنَتْ فَامَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ اَيْدِيْهِمْ وَرَدَّهُمْ فَرَجَعُوْا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا رَدَّكُمْ قَالُوْا رَدَّنَا عَلِيٌّ قَالَ مَا فَعَلَ هٰذَا عَلِيٌّ إِلاَّ لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ فَاَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ فَقَالَ مَالَكَ وَقَّفْتَ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ اَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمُبْتَكٰى حَتّٰى يَعْقِلَ قَالَ بَلٰى قَالَ عَلِيٌّ فَإِنَّ هٰذِهِ مُبْتَلاَةُ بَنِيْ فُلاَنٍ فَلَعَلَّهُ اَتَاهَا وَهُوَ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ لاَ اَدْرِيْ قَالَ وَاَنَا لاَ اَدْرِيْ فَلَمْ يَرْجُمْهَا ـ

১৩২৮। উমার (রা) এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো। সে ব্যভিচার করেছিল। তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা তাকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য নিয়ে গেল। তাদের সাথে আলীর (রা) সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, এই মহিলার কী ব্যাপার? লোকেরা বললো, সে ব্যভিচার করেছে। উমার (রা) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। তৎক্ষণাত আলী (রা) উক্ত মহিলাকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন এবং লোকদেরকে ফেরত পাঠালেন। লোকেরা উমার (রা)-এর নিকট ফিরে গেল। উমার (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে কে ফিরালো? তারা বললো, আলী (রা) আমাদেরকে ফিরালেন। উমার (রা) বললেন, আলী (রা) এ কাজ নিশ্চয়ই এমন কোন জিনিসের ভিত্তিতে করেছেন, যা তিনি জানতেন। অতঃপর তিনি আলীর (রা) নিকট বার্তা পাঠালেন। আলী (রা) কিছুটা রাগান্বিত অবস্থায় এলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছ কেন? আলী (রা) বললেন, আপনি কি শোনেননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ দায়মুক্ত করেছেন : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে, যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়, শিশুকে, যতক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, অপ্রকৃতিস্থকে, যতক্ষণ সুস্থ মস্তিষ্ক না হয়। উমার (রা) বললেন, হাঁ, শুনেছি। আলী (রা) বললেন : এ মহিলা অমুক গোত্রের অপ্রকৃতিস্থ মহিলা। হয়তো কোন পুরুষ তার কাছে এমন অবস্থায় এসেছে যখন সে

অপ্রকৃতিস্থ ছিল। উমার (রা) বললেন, আমি জানি না। আলী (রা) বললেন, আমিও জানি না। অগত্যা উমার (রা) তাকে আর পাথর মেরে হত্যা করলেন না।

১৩২৯। ১৩২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَفَعَه اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَقَالَ إِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا اللّٰهَ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَادْعُوْا فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ -

১৩৩০। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন : তোমরা রুকুতে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, আর সিজদায় দু'আ কর। আশা করা যায়, তোমাদের সে দু'আ কবুল হবে।

১৩৩১। ১৩২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৩২। ৬২৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا) قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُوْنَ وَلاَ يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلٰى اَرْجُلِهِمْ وَلٰكِنْ عَلٰى نُوْقٍ لَمْ تَرَ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهَبٍ فَيَرْكَبُوْنَ عَلَيْهَا حَتّٰى يَضْرِبُوْا اَبْوَابَ الْجَنَّةِ -

১৩৩৩। নুমান বিন সা'দ বলেন, একদিন আমরা আলীর (রা) নিকট বসেছিলাম। সহসা তিনি এ আয়াত পড়লেন : "যেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে দলে দলে দয়াময়ের

কাছে সমবেত করবো"। আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তারা পায়ে হেটে সমবেত হবে না, কোন দলও পায়ে হেঁটে সমবেত হবে না। তারা এমন উটনীর পিঠে আরোহণ করে সমবেত হবে, যার মত উটনী সৃষ্টি জগত কখনো দেখেনি। ওগুলোর পিঠের উপর সোনার জিন থাকবে, লোকেরা সেই জিনে বসে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে যাবে।

১৩৩৪। ৯১৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৩৫। ১৩২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا جِيْرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ عَبِيْدِنَا قَدْ اَتُوْكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِى الدِّيْنِ وَلاَ رَغْبَةٌ فِى الْفِقْهِ إِنَّمَا فَرُّوْا مِنْ ضِيَاعِنَا وَاَمْوَالِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَا تَقُوْلُ قَالَ صَدَقُوْا إِنَّهُمْ جِيْرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مَا تَقُوْلُ قَالَ صَدَقُوْا إِنَّهُمْ لَجِيْرَانُكَ وَحُلَفَاءُكَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৩৩৬। আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরাইশের কিছু লোক এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র, আমাদের কিছু সংখ্যক দাসদাসী আপনার কাছে এসেছে। তারা ধর্মের প্রতিও আগ্রহী নয়, ফিকহের ব্যাপারেও আগ্রহী নয়। তারা শুধু আমাদের ধন-সম্পত্তি ও জমিজমা থেকে পালিয়েছে। কাজেই আপনি তাদেরকে আমাদের নিকট ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্করকে বললেন : তোমার মত কী? আবু বাকর (রা) বললেন, ওরা সত্য কথাই বলেছে। তারা আপনার প্রতিবেশী। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মত কী? উমার (রা)ও বললেন, ওরা অবশ্যই আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র। এবারও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে গেল। (অর্থাৎ তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো।)

[আবু দাউদ-২৭০০, তিরমিযী-৩৭১৫]

১৩৩৭। ১৩৩০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْاَسَدِيُّ اَبُوْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى بُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا وَظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ -

১৩৩৮। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের কতকগুলো কক্ষ এমন রয়েছে, যার ছাদের ওপর থেকে মেঝে দেখা যায় এবং মেঝে থেকে ছাদের উপরিভাগ দেখা যায়। জনৈক বেদুঈন এ কথা শুনে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ কক্ষগুলো কার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি মিষ্টভাষী, মানুষকে আহার করায় এবং রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।

[ইবনু খুযাইমা-২১৩৬, তিরমিযী-১৯৮৪, ২৫২৭]

১৩৩৯। ১৩২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৪০। ১০৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٤١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنْبَأَنَا زَائِدَةُ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَقِيْمُوْا عَلٰى اَرِقَّائِكُمُ الْحُدُوْدَ مَنْ اُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنَّ اَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّٰى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَاَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ اَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ تَمُوْتَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ اَحْسَنْتَ ـ

১৩৪১। একবার আলী (রা) জনসমক্ষে ভাষণ দিলেন। বললেন, হে জনতা, তোমাদের দাসদাসীর ওপরও শরিয়াত নির্ধারিত দণ্ডবিধি (হুকুম) কার্যকর কর, চাই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈকা দাসী ব্যভিচার করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন যেন তার উপর দণ্ডবিধি কার্যকর করি। যখন তার কাছে গেলাম জানতে পারলাম সে সবেমাত্র প্রসবোত্তর স্রাব থেকে মুক্ত হয়েছে। তাকে বেত্রদণ্ড দিলে সে মারা যেতে পারে বলে আমার আশঙ্কা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, (দণ্ড কার্যকর না করে) ভালো করেছ। [মুসলিম-১৭০৫]

১৩৪২। ৬৬৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا مَا فِيْهَا بَيْعٌ وَلاَ شِرَاءٌ إِلاَّ الصُّوَرُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا وَإِنَّ فِيْهَا لَمَجْمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ اَصْوَاتًا لَمْ يَرَ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْؤُسُ فَطُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ ـ

১৩৪৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে একটা বাজার রয়েছে, যেখানে কোন বেচাকেনা নেই। সেখানে কেবল কিছু নারী ও পুরুষের ছবি রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি একটা ছবি পছন্দ করবে, তখন তার ভেতরে ঢুকবে। সেখানে পরমা সুন্দরী হুরদের সমাবেশ থাকবে। তারা আওয়ায তুলবে। তাদের মত সুন্দরী নারী সৃষ্টি জগতের কেউ কখনো দেখেনি। তারা বলবে, আমরা চিরঞ্জীব, কখনো মরবো না। আমরা চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, আমরা আনন্দিত, কখনো বিষাদগ্রস্ত হবো না। যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য, তাদের জন্য সুসংবাদ।

[তিরমিযী-২৫৫০-২৫৬৪, মুসনাদে আহমাদ-১৩৪৪]

১৩৪৪। ১৩৪৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৪৫। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ-

১৩৪৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যামানায় এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু সেই কুরআন পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ কাজে বাস্তবায়িত হবে না) ধনুক থেকে তীর যেরূপ দ্রুত বেগে বের হয়, তারা ইসলাম থেকে সেরূপ দ্রুত গতিতে বের হবে। তাদের সাথে লড়াই করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয।

১৩৪৭। ৬৪৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৪৮। ৫৬২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৪৯। ৬৩১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫০। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫১। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫২। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ الْفَزَارِىُّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنِي اَبُوْ مَطَرٍ الْبَصَرِىُّ وكَانَ قَدْ اَدْرَكَ عَلِيًا اَنْ عَلِيًّا اشْتَرٰى ثَوْبًا بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِى مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ وَاُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتِىْ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ -

১৩৫৩। একবার আলী (রা) তিন দিরহাম দিয়ে একটা কাপড় কিনলেন। কাপড়টি কিনে যখন পরলেন, তখন বললেন, "আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাকে এমন সৌন্দর্য বর্ধক পোশাক পরিয়েছেন, যা পরে আমি নিজের শরীরের গোপনীয় অংশ ঢাকছি এবং জনগণের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করছি।" তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি। (১৩৫৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

১৩৫৪। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫৫। ১৩৫৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫৬। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫৭। ৭০৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫৮। ৬২০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৫৯। ৭৮৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৬০। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৬১। ১৩২৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৬২। ৭৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا

قُلْتَـهُنَّ غُـفِـرَلَكَ عَلٰى اَنَّهٗ مَـغْـفُـوْرٌ لَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৩৬৩। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন, আমি তোমাকে একটা দু'আ শিখাচ্ছি, যা পড়লে তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত : লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলিয়িল আযীম, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আলহামদু লিল্লাহি, রাবিবল আলামীন।

১৩৬৪। ৬৩৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৬৫। ৭৭৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৬৬। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُـحَـمَّـدِ بْنِ كَـعْبٍ الْقُـرَظِـىِّ اَنَّ عَلِيًّا قَـالَ لَقَـدْ رَأَيْتُنِـيْ مَعَ رَسُـوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّـيْ لَاَرْبُـطُ الْـحَـجَـرَ عَلٰى بَـطْنِـيْ مِنَ الْـجُـوْعِ وَإِنَّ صَدَقَتِـى الْيَـوْمَ الْاَرْبَـعُـوْنَ اَلْفًا ـ

১৩৬৭। আলী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজেকে দেখেছি। তখন আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। আর আজ আমি যাকাত দেই চল্লিশ হাজার দিনার। (১৩৬৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

১৩৬৮। ১৩৬৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُـحَـمَّـدِ بْنِ إِسْـحَـاقَ عَنْ مُـحَـمَّـدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَـةَ بْنِ اَبِى الـطُّفَـيْلِ عَنْ عَلِىٍّ قَـالَ قَـالَ لِـىْ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُتْبِعِ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الْأُوْلَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الاَخِيْرَةَ ـ

১৩৬৯। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, কোন অ-মুহরিমা স্ত্রীলোকের প্রতি এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকবে না। প্রথম বারের দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ। তারপরের দৃষ্টি বৈধ নয়। (হাদীস নং ১৩৭৩ দ্রষ্টব্য)

١٣٧٠- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ اَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرَ قَالَ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّىْ أُمِرْتُ اَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هٰذَيْنِ فَقُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا ـ

১৩৭০। আলী (রা) বলেন : যখন হাসানের জন্ম হলো, তখন তার নাম রাখলাম হামযা। যখন হুসাইন ভূমিষ্ঠ হলো তখন তার নাম রাখলাম জাফর। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন এবং বললেন : এই দু'জনের নাম বদলে দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। অতঃপর তিনি তাদের নাম রাখলেন হাসান ও হুসাইন।

١٣٧١- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْ صَادِقٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَاجِذٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيْهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ

فَـأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِـعُوْا قَـالَ وبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَـا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوْا حَتّٰى رَوَوْا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ اَوْ لَمْ يُشْرَبْ فَقَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّيْ بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هٰذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ فَـأَيُّكُمْ يُبَـايِعُنِيْ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ اَخِيْ وَصَاحِبِيْ قَـالَ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْـهِ اَحَدٌ قَالَ فَـقُمْتُ إِلَيْـهِ وكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ قَالَ فَقَالَ إِجْلِسْ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ اَقُوْمُ إِلَيْـهِ فَيَـقُوْلُ لِيْ إِجْلِسْ حَتّٰى كَانَ فِى الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى يَدِيْ ـ

১৩৭১। আলী (রা) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিবের বংশধরকে ডেকে একত্রিত করলেন। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যে একটা মেষ শাবক ও একটা বড় পাত্র ভর্তি পানি খেয়ে ফেলতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য প্রচুর খাবার তৈরি করলেন। তারা সবাই তা খেল ও তৃপ্ত হলো। অথচ সমস্ত খাদ্য এমনভাবে পড়ে রইল যেন তা স্পর্শই করা হয়নি। তারপর পানীয় পান করতে ডাকলেন। সবাই তৃপ্ত হয়ে পান করলো। তারপরও পানীয় এমনভাবে পড়ে রইল যেন তা স্পর্শই করা হয়নি। তারপর বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, আমাকে বিশেষভাবে তোমাদের নিকট ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা এখানে যে নিদর্শন দেখলে তা তো দেখলেই। এখন তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আমার ভাই ও সাথী হবার জন্য আমার নিকট বাইয়াত করবে? কিন্তু কেউ তাঁর দিকে অগ্রসর হলো না। সমগ্র গোত্রের সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হয়েও আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে তিনবার বললেন, বস। কিন্তু প্রতিবার আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তবু তিনি বলছিলেন 'বস'। অবশেষে তৃতীয়বারে তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার হাত থাপড়ালেন।

১৩৭২। ৫৮৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٧٣- حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ـ

১৩৭৩। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আলী, জান্নাতের একটা রত্নভাণ্ডার তোমার জন্য সঞ্চিত রয়েছে। তার দুই শৃঙ্গ তোমার মালিকানাভুক্ত। সুতরাং তুমি কোন বেগানা নারীর প্রতি এক নাগাড়ে তাকিয়ে থেক না। প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ। পরবর্তী দৃষ্টি বৈধ নয়। (১৩৬৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

১৩৭৪। ৫৯৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৩৭৫। ৬৫০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

١٣٧٦- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ الأَبَّارُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيْرَةَ عَنْ أَبِيْ صَادِقٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَاجِذٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَتَّى بَهَتُوْا أُمَّهُ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارٰى حَتَّى أَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِيْ لَيْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلاَنِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِيْ عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِيَ ـ

১৩৭৬। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তোমার মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। ইহুদীরা তাঁর প্রতি এত ঘৃণা পোষণ করতো যে, তাঁর মায়ের নামে অপবাদ

রটালো। আর খৃস্টানরা তাঁকে এত ভালোবাসলো যে, যে মর্যাদায় তিনি উঠেননি, সেই মর্যাদায় তাকে উঠালো। তারপর (আলী) বললেন : আমার কারণে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে : একজন আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে আমার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য নেই তাই আমার মধ্যে আছে বলে প্রশংসা করবে। অপরজন আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে আমার উপর অপবাদ আরোপ করবে।

١٣٧٧- اَلاَ إِنِّيْ لَسْتُ بِنَبِيٍّ وَلاَ يُوْحِىْ إِلَىَّ وَلٰكِنِّيْ اَعْمَلُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا اَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ فَحَقٌّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِيْ فِيْمَا اَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ -

১৩৭৭। ১৩৭৬ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি। সংযোজন : আলী (রা) বলেন, আমি নবী নই এবং আমার নিকট ওহী আসে না। তবে আমি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুসারে যথাসাধ্য কাজ করি। সুতরাং আল্লাহর হুকুম অনুসারে যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে হুকুম দেই, ততক্ষণ তা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য– চাই তা তোমাদের পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক।

١٣٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَالَ إِنِّيْ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اَحَدٌ إِلاَّ عَائِشَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ كَيْفَ اَنْتَ وَقَوْمٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَوْمٌ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمِنْهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ كَاَنَّ يَدَيْهِ ثَدْىُ حَبَشِيَّةٍ -

১৩৭৮। আলী (রা) বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে আয়িশা (রা) ব্যতীত আর কেউ

ছিল না। তিনি বললেন : ওহে আবু তালিবের ছেলে। অমুক সম্প্রদায়কে তুমি কিভাবে সামাল দেবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : প্রাচ্য থেকে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠের মধ্যেই সীমিত থাকবে, ধনুক থেকে তীর যেরূপ দ্রুত বেগে বের হয়, তারা সেভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি জন্ম নেবে, যার হাত পঙ্গু হবে, আর তার দুটো হাত হাবশী মহিলার স্তনের মত দেখাবে। (১৩৭৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

১৩৭৯। ১৩৭৮ নং হাদীসের অনুরূপ।

১৩৮০। ৯৭১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

[মুসনাদে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সমাপ্ত]